



**Public
Order
Management
& Basic
Police
Techniques
Manual
(UN Standard)**



Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)



Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)



রাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)

(c)

পরিবেশক

প্রকাশক, পরিবেশক এবং স্বত্ত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, তথ্য সংগ্রহের কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লজিত হলে উপর্যুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক

ট্রেনিং-৩, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ
০৬, ফিনিক্স রোড, ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)
চতুর্থ সংস্করণ : এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত)

পরিবেশক

বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ টাস্ট
বাংলাদেশ পুলিশ
০৬, ফিনিক্স রোড, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছন্দ ও অঙ্গসজ্জা মুদ্রণ

আল-শাহীন নূর
পলওয়েল প্রিণ্টিং প্রেস
৬৯/১ নয়াপল্টন, পলওয়েল ভবন, ঢাকা-১০০০
ফোন- +৮৮ ০১৬৭৬৭৬৫৫৬৩

মূল্য : ৪০০/-

Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)
by Training-3, Police Headquarters
First Published in November 2009
Rourth Edition in March 2022

MRP : Taka 400/-

সম্পাদনা

জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপ-পুলিশ কমিশনার (শাহ্মখদুম)
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ
(পান্তুলিপি প্রণয়ন)

জনাব মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম
কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার)
ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী

জনাব মোঃ আব্দুল মোতালিব সরকার
এএসপি, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি
সারদা, রাজশাহী

রিভিউ

জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম
 অ্যাডিশনাল আইজি (এইচআরএম)
 বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা

জনাব মোঃ হায়দার আলী খান
 ডিআইজি (অপারেশনস)
 বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা

জনাব হাসিনা রহমান
 এআইজি (ট্রেনিং-৩)
 বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা

জনাব মোঃ নাজমুল হক মোল্যা
 উপ-পুলিশ কমিশনার (পিওএম দক্ষিণ)
 ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

জনাব নাসিয়ান ওয়াজেদ, পিপিএম
 এআইজি (ইউএন অ্যাফেয়ার্স অপারেশনস)
 বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা

জনাব সুনন্দা রায়
 এআইজি (ক্রাইম ওয়েস্ট)
 বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা

জনাব রিপন কুমার মদোক
 অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
 এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি

জনাব মোঃ এনারেত করিম
 অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
 বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর
 বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

মুখ্যবন্ধ

স্বাধীনতার মহান স্মৃতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তমাত মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তর ঘটে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর প্রাঞ্জ নেতৃত্ব ও সুযোগ্য পরিচালনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমরা প্রত্যাশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশকে উন্নত দেশের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাথনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যুগোপযোগী সার্ভিস সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশ পুলিশের সাফল্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দেশের গতি ছড়িয়ে বিশ্ব পরিমন্ডলে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ জাতিসংঘ শাস্ত্রিক্ষা মিশনে ১৯৮৯ সাল হতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। জাতিসংঘ শাস্ত্রিক্ষা মিশনের শাস্তি ও নিরাপত্তার ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত ও কর্মদক্ষতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অত্যন্ত প্রশংসিত।

জাতিসংঘের উপযোগী মানসম্মত জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা , গ্রেপ্তার, তল্লাশি, ভিআইপি ও হাই প্রোফাইল ভিআইপি নিরাপত্তা ডিউটি , টহল, এসকর্ট, সেফ ওয়েপন হ্যান্ডেলিংয়ের মতো সময়োউপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ‘Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)’ প্রণয়ন করেছে। ম্যানুয়েলটির জাতিসংঘ শাস্ত্রিক্ষা মিশন Formed Police Unit (FPU)-এ অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করে পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাথনে বহিবিশ্বের সাথে তালিয়ে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ‘Public Order Management & Basic Police techniques Manual (UN Standard)’ এর পরিবর্তিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। নতুন আঞ্জিকে প্রকাশিত Manual টি চর্চার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যগণ নিজেদেরকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর চৌকস পুলিশ হিসাবে গড়ে তুলে দেশ সেবার মহান বৃত নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে-এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

ড.বেনজীর আহমেদ বিপিএম(বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ



সূচি

প্রথম ভাগ
জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা

<p>প্রথম অধ্যায় জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ধারণা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশল সমূহ</p>	২৩-৩২
<p>দ্বিতীয় অধ্যায় শক্তি প্রয়োগের ধারণা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ</p>	৩৩-৪৫
<p>তৃতীয় অধ্যায় আচরণ এবং সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি</p>	৪৬-৫১
<p>চতুর্থ অধ্যায় জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল ও আদেশসমূহ</p>	৫২-৫৬
<p>পঞ্চম অধ্যায় আভিযানিক এবং সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিচিতি</p>	৫৭-৫৯
<p>ষষ্ঠ অধ্যায় প্লাটুন ফরমেশন, অপারেশন্যাল উপাদান ও গুণাগুণ</p>	৬০-৬৭
<p>সপ্তম অধ্যায় বেসিক ফুট ফরমেশন</p>	৬৮-৭৩
<p>অষ্টম অধ্যায় ফুট ফরমেশন: রোড ব্লক</p>	৭৪-৭৮
<p>নবম অধ্যায় ফুট ফরমেশন: ক্লিয়ারিং ওয়েভ, বাউন্ড ও চার্জ</p>	৭৯-৮৯

দশম অধ্যায়	
বেকিং কন্ট্রাক্ট: রিলিফ, উইন্ডোয়াল অ্যান্ড ইনগেইজমেন্ট	৯০-৯৪
একাদশ অধ্যায়	
জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা: গ্রেপ্তার	৯৫-৯৮
দ্বাদশ অধ্যায়	
রোড ব্যারিকেড অপসারণ এবং মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন	৯৯-১০৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস	১০৪-১০৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
উচ্চেদ অভিযান	১১০-১১৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	
গ্যাস হেনেড ও শেলের ব্যবহার	১১৪-১১৯
ষোড়শ অধ্যায়	
স্বল্প প্রাণঘাতী অন্তর্শল্লের ব্যবহার	১২০-১৩০
সপ্তদশ অধ্যায়	
আগ্নেয়াক্ষ ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ট্যাকটিক্যাল লাইট টাইম	১৩১-১৩৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	
অগ্রগমন	১৩৬-১৩৯
দ্বিতীয় ভাগ	
পুলিশ ট্যাকটিকস	
উনবিংশ অধ্যায়	
গ্রেপ্তার এবং হাতকড়ার ব্যবহার	১৪৩-১৪৮
বিংশ	
তল্লাশি: দেহ তল্লাশি	১৪৯-১৫৫
একবিংশ অধ্যায়	
গৃহ তল্লাশি	১৫৬-১৬৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
গাড়ি তল্লাশি	১৬৬-১৭৬
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	

চেকপয়েন্টস ১৭৭-১৮১

চতুর্বিংশ অধ্যায়

টহল ১৮২-১৮৭

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রহরা ১৮৮-১৯৬

তৃতীয় ভাগ

হাই প্রোফাইল ভিআইপি প্রটেকশন

ষড়বিংশ অধ্যায়

হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি ১৯৯-২০৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গমনাগমনকালীন হাই প্রোফাইল ভিআইপির দৈহিক নিরাপত্তা ডিউটি ২০৬-২১৫

চতুর্থ ভাগ

নিরাপদ আগ্রহে বহন, ব্যবহার, শৃঙ্খল এবং আগ্রহে পরিচিতি

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নিরাপদ আগ্রহে বহন, ব্যবহার ও শৃঙ্খল ২১৯-২৩৫

উন্নতিশ অধ্যায়

আগ্রহে পরিচিতি ২৩৯-২৫৯



সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা

প্রথম অধ্যায়

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ধারণা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশলসমূহ

১.১	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা	১০-১০
১.২	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কৌশল, সংগ্রা, উদ্দেশ্য ও লক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১০-১১
১.৩	শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ডিউটি করার সময় অনুসরণীয় কৌশলসমূহ (পাবলিক অর্ডার টেকনিক) সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা	১১-১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি প্রয়োগের ধারণা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ

২.১	শক্তি প্রয়োগ ও ইহার ধাপসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৮-২৪
২.২	শক্তি প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে জানা	২৪-২৫
২.৩	শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	২৫-২৬
২.৪	শক্তি প্রয়োগকালে দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ / Strike Body Zones on Use of Force সম্পর্কে জানা	২৬-২৬
২.৫	শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় আঘেয়ান্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা	২৭-২৭
২.৬	শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে জানা	২৭-২৮
২.৭	আইনসম্মতভাবে শক্তি প্রয়োগের পর ফৌজদারীতে সোপার্দকরণের বিকল্পে রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া	২৮-২৯

তৃতীয় অধ্যায়

আচরণ এবং সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি

৩.১	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের অনুসরণীয় আচরণ / Behavior সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৩০-৩১
৩.২	জনশৃঙ্খলা রক্ষার কার্যক্রমে সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি / Crowd Dynamics in Public Order Operations সম্পর্কে জানা	৩১-৩১
৩.৩	দাঙ্গাকারী / দলবন্ধ বিশ্বাসল জনতা (Mob) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	৩১-৩২
৩.৪	দলবন্ধ জনতার শক্তিকে নিরূপণ করে বুঝিব মাত্রা নির্ধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা	৩২-৩৩
৩.৫	ক্রাউড ট্যাকটিকস (Crowd Tactics) সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৩৩-৩৪
৩.৬	সংঘবন্ধ জনতার আচরণগত তত্ত্বসমূহ / Behavioral Theories of Crowd জানা	৩৪-৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল ও আদেশসমূহ

৮.১	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল / Public Order Management Equipments এর তালিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৩৫-৩৬
৮.২	শীল্ড ও ব্যাটন ব্যবহারের আদেশ / Order for Shields & Batons সম্পর্কে জানা	৩৬-৩৮
৮.৩	হেলমেট ও গ্যাস মাস্ক ব্যবহারের আদেশ / Orders for Helmet and Gas Mask সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	৩৯-৩৯
৮.৪	বাঁশি বাজিয়ে আদেশ / Order by Whistle সম্পর্কে জানা	৩৯-৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

আভিযানিক এবং সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিচিতি

৫.১	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের জন্য আভিযানিক আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৪০-৪১
৫.২	সংক্ষিপ্ত আদেশ সম্পর্কে জানা	৪১-৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্লাটুন ফরমেশন, অপারেশন্যাল উপাদান ও গুণগুণ

৬.১	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতি প্লাটুনের সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ফরমেশন ও অপারেশন্যাল উপাদানে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা	৪৩-৪৮
৬.২	অপারেশন্যাল উপাদানের গঠন ও কার্যাবলি জানা	৪৮-৫০
৬.৩	ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনের সদস্যদের যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে সেগুলো অবহিত হওয়া	৫৯-৫৯

সপ্তম অধ্যায়

বেসিক ফুট ফরমেশন

৭.১	ইন থ্রীজ টু ডাবল লাইন্স ফরমেশন, ডাবল লাইন্স টু ইন থ্রীজ ফরমেশন গঠন করা, ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় হাঁটা ও অ্যাটাকের ভঙ্গি এবং ফুট ফরমেশন কার্যক্রম সম্পর্কে জানা	৫০-৫১
৭.২	প্লাটুনের সদস্যদের পালনীয় বিষয়সমূহ এবং বেসিক ফুট ফরমেশন: টু স্পিলিট দ্যা প্লাটুন কার্যক্রম	৫১-৫১
৭.৩	বেসিক ফুট ফরমেশন: টু রিফর্ম দ্যা প্লাটুন (প্লাটুনকে পুনর্গঠন)	৫১-৫২
৭.৪	আরোহণ (Embarking) ও অবতরণ (Disembarking)	৫৩-৫৩
৭.৫	সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করার সময় প্লাটুনের সদস্যদের অঠসর হওয়ার প্রকারভেদ ও কার্যক্রম	৫৩-৫৪

অষ্টম অধ্যায়

ফুট ফরমেশন: রোড ব্লক

৮.১	রোড ব্লক (Road Block) সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৫৫-৫৬
৮.২	বিভিন্ন প্রকার রোড ব্লক সম্পর্কে বিশদভাবে জানা	৫৬-৫৮

নবম অধ্যায়

ফুট ফরমেশন: ক্লিয়ারিং ওয়েভ, বাউন্ড ও চার্জ

৯.১	ক্লিয়ারিং ওয়েভ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৫৯-৬২
৯.২	বাউন্ড, অফেনসিভ বাউন্ড এবং সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড কার্যক্রমের কৌশল জানা	৬২-৬৫
৯.৩	চার্জ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	৬৫-৬৮

দশম অধ্যায়

ব্রেকিং কন্ট্রাক্ট: রিলিফ, উইদ্রয়াল অ্যান্ড ইনগেইজমেন্ট

১০.১	ব্রেকিং কন্ট্রাক্ট যেমন: রিলিফ, রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন অ্যান্ড এপিসি ইউনিট সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৬৯-৭০
১০.২	সেফ ট্যাকটিক্যাল উইদ্রয়েল অ্যান্ড ডিসইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে জানা	৭১-৭২
১০.৩	ইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	৭২-৭৩

একাদশ অধ্যায়

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা: গ্রেণ্টার

১১.	জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণকে গ্রেণ্টার (অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস) কৌশল অবহিত এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করানো	৭৪-৭৬
-----	--	-------

দ্বাদশ অধ্যায়

রোড ব্যারিকেড অপসারণ এবং মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন

১২.১	রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড (Removal of Road Barricade) কৌশল অবহিত হওয়া	৭৭-৭৯
১২.২	মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন কৌশল জানা	৭৯-৮০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভেহিক্যাল ট্যাকটিক্স

১৩.১	ভেহিক্যাল ট্যাকটিক্স- গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি দ্বারা কর্ডন এবং ক্লিয়ারিং ওয়েভ এর কাজ করার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৮১-৮২
১৩.২	ভেহিক্যাল ট্যাকটিক্স- জলকামান ব্যবহার করে মারমুখী বেআইনি সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	৮৩-৮৩
১৩.৩	ভেহিক্যাল ট্যাকটিক্স- এপিসি ব্যবহার করে ক্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত ক্লান্ট, পরিশ্রান্ত প্লাটুন সদস্যদের রিলীফ করার কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা	৮৩-৮৫

চতুর্দশ অধ্যায়

উচ্চেদ অভিযান

১৪.১	উচ্চজোল অবেধ জনতাকে অধিকৃত ভবন বা এলাকা হতে উচ্চেদ অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে জানা	৮৬-৮৮
১৪.২	অধিকৃত ভবন বা এলাকা হতে উচ্চেদ অভিযান পরিচালনার সময় ব্যবহৃত ও সাথে বহন করা মালামাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা	৮৮-৮৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

গ্যাস ছেনেড ও শেলের ব্যবহার

১৫.১	গ্যাস ছেনেড ও শেলের The Interdiction Launching, the Defensive Screen Launching, the Dispersal Launching with a Bound and the Neutralization Launching সম্পর্কে জানা	৯১-৯১
১৫.২	টীয়ার গ্যাস শেল নিষ্কেপের জন্য গ্যাস মাস্ক ড্রিল করানো এবং গ্যাস শেল নির্দিষ্ট টার্গেটে নিষ্কেপ করানো	৯১-৯১
১৫.৩	নিষিষ্ঠ গ্যাস শেলের দূরত্ব, গ্যাস শেল নিষ্কেপের জন্য গ্যাস গান নির্দিষ্ট কোণ করে ধরার পদ্ধতি এবং দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা	৯১-৯৪

ষাঁড়শ অধ্যায়

স্বল্প প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তির ব্যবহার

১৬.১	স্বল্প প্রাণঘাতী (Less than Lethal) অন্তর্শক্তি এর সংগা, ইহাদের ব্যবহারের সময় Tactical Considerations এবং Strategic Considerations সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৯৫-৯৬
১৬.২	বিভিন্ন প্রকার স্বল্প প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি ও গোলাবারুদ যেমন: ব্যাটন, সাউন্ড হ্যান্ড ছেনেড, জলকামান, গ্যাস / স্মোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চার, হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার, সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চার, পেপার স্প্রে, শটগান, ইলেক্ট্রিক পিস্টল (TASER Gun) ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো এবং জনশূণ্যলা ব্যবস্থাপনার অপারেশন করার সময় ইহাদের বাস্তবসম্মত ব্যবহার করতে শেখা	৯৬-১০৩

সপ্তদশ অধ্যায়

আগ্নেয়াক্ত্ব ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম

১৭.১	আগ্নেয়াক্ত্ব ও বিস্ফোরকের সংগা, ইহাদের আক্রমণে ট্যাকটিক্যাল কনসিডারেইশন, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও বস্তুকে আলাদা করা এবং গাড়ি বা অন্য কিছুর কাভার বা আড় নেওয়া সম্পর্কে জানা	১০৪-১০৫
১৭.২	আগ্নেয়াক্ত্ব ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় যথা: রিঅ্যাকশন টু অ্যা গান শট, স্নাইপার শূটিং, বোম্বিং ইত্যাদি (Reaction to a Gun Shot, Sniper Shooting, Bombing etc) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	১০৫-১০৭
১৭.৩	অন্তর্শক্তি সজ্জিত সুপরিকল্পিত ও সুপ্রশিক্ষিত আইনশূণ্যলা রক্ষাকারী দল / Tactical Light Team এর গঠন, উদ্দেশ্য, দলনেতার দায়িত্ব, কার্যক্রম নীতিমালা এবং দক্ষতা ও জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১০৭-১০৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

অগ্রগতি

১৮.১	অগ্রগতিনের সংগো, প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা	১০৯-১১০
১৮.২	ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, ট্যাকটিক্যাল সিগন্যালসমূহ, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১০৯-১১১

দ্বিতীয় ভাগ

পুলিশ ট্যাকটিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স

উনবিংশ অধ্যায়

গ্রেণ্টার এবং হাতকড়ার ব্যবহার কৌশল

১৯.১	গ্রেণ্টারের আইনগত ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকার গ্রেণ্টার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১১২-১১৫
১৯.২	হাতকড়ার ব্যবহার কৌশল জানা	১১৫-১১৬

বিংশ অধ্যায়

তল্লাশি: দেহ তল্লাশি

২০.	তল্লাশির ধারণা, ধরন এবং বিভিন্ন ধরনের দেহ তল্লাশি সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১১৭-১২২
-----	--	---------

একবিংশ অধ্যায়

গৃহ তল্লাশি

২১.১	সাধারণ গৃহ তল্লাশি, ইহার উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত মালামাল, তল্লাশি দল এবং গৃহ তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	১২৩-১২৭
২১.২	অপস্থিত ভিকটাম উদ্ধার বা দাগী অস্ত্রধারী খুনী আটকের জন্য গৃহ তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১২৭-১৩১
২১.৩	জিমি উদ্ধার বা দাগী আসামী গ্রেণ্টার অভিযান পরিচালনা পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা	১৩১-১৩১
২১.৪	জিমি উদ্ধার বা দাগী আসামী গ্রেণ্টার অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব অনুযায়ী দলে ভাগ করা সম্পর্কে জানা	১৩২-১৩২
২১.৫	জিমি উদ্ধার ও দাগী আসামী গ্রেণ্টার অভিযানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৩২-১৩২

দ্বাবিংশ অধ্যায়

গাড়ি তল্লাশি

২২.১	গাড়ি তল্লাশি, ইহার উদ্দেশ্যসমূহ ও গাড়ি তল্লাশিতে ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে জানা	১৩৩-১৩৪
২২.২	গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল এবং টার্গেট গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৩৪-১৩৪
২২.৩	ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানাজন করা	১৩৫-১৪১
২২.৪	গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা	১৪১-১৪২
২২.৫	রেনডম (Random) গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জানা	১৪২-১৪২
২২.৬	গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	১৪২-১৪৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চেকপয়েন্টস

২৩.১	চেকপয়েন্টস ও চেকপয়েন্টস স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা	১৪৪-১৪৪
২৩.২	চেকপয়েন্টস এর ধরন, স্ট্যাটিক চেকপোস্ট ও মোবাইল চেকপোস্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	১৪৪-১৪৫
২৩.৩	চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত মালামাল / সরঞ্জামাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৪৬-১৪৬
২৩.৪	গাড়ি তল্লাশির জন্য তল্লাশিকৃত স্থানের চারটি জোন সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৪৬-১৪৭
২৩.৫	চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সম্পর্কে জানা	১৪৮-১৪৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়

টহল

২৪.১	টহল / Patrolling (প্যাট্ৰোলিং) এর সংগ্রা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৪৯-১৪৯
২৪.২	বিভিন্ন প্রকার টহল ও টহলের ফরমেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা	১৪৯-১৫২

পঞ্চাবিংশ অধ্যায়

প্রহরা

২৫.১	প্রহরা ও ইহার ধরন	১৫৩-১৫৩
২৫.২	দাগা আসামা বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা এবং পিআরবির আলোকে বন্দি প্রহরা	১৫৩-১৫৬
২৫.৩	কনভয়তুক গাড়ি গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা	১৫৬-১৫৭
২৫.৪	ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা	১৫৭-১৫৭
২৫.৫	মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্ৰী ইত্যাদি বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা	১৫৭-১৫৮
২৫.৬	মৃতদেহ এসকর্ট	১৫৮-১৫৮

২৫.৭	এসকর্ট এর জনবল নির্ধারণ, এসকর্ট অধিগ্রহণ এবং এসকর্ট সংক্রান্ত সাধারণ বিধিসমূহ	১৫৮-১৬০
২৫.৮	আসামী পরিবহণে (সড়ক, নৌ, রেলপথ) এসকর্ট কমান্ডারের করণীয়	১৬০-১৬১

তৃতীয় ভাগ

হাই প্রোফাইল ভিআইপি প্রটেকশন

ষড়বিংশ অধ্যায়

হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি

২৬.১	ভিআইপি, বাংলাদেশে বিবেচিত হাই প্রোফাইল ভিআইপি, ভিআইপি সম্পর্কে আইন ও বিধি, নিরাপত্তা প্রদান এলাকা, নিরাপত্তা জোন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা	১৬২-১৬৩
২৬.২	হাই প্রোফাইল ভিআইপির আগমনিক করণীয়, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় সে সম্পর্কে জানা	১৬৪-১৬৪
২৬.৩	বহিঃবেষ্টনী নিরাপত্তা ডিউটি, গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা ডিউটি, নিরাপত্তা ডিউটির সদস্যদের সাধারণ যোগ্যতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধে পুলিশের করণীয় অবহিত হওয়া	১৬৪-১৬৬

সপ্তাবিংশ অধ্যায়

গমনাগমনকালীন হাই প্রোফাইল ভিআইপির দৈহিক নিরাপত্তা ডিউটি

২৭.১	সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা ফরমেশন, ডায়মন্ড ফরমেশন নীতিমালা এবং সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন সম্পর্কে জানা	১৬৭-১৭২
২৭.২	ভিআইপি গমনাগমনকালীন মোটরকেড সজ্জা, গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা, ভিআইপির উপর হঠাত আক্রমণে করণীয় এবং ডিফেন্সিভ সার্কেল সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৭২-১৭৪

চতুর্থ ভাগ

নিরাপদ আগ্নেয়ান্ত্র বহন, ব্যবহার, শুটিং এবং আগ্নেয়ান্ত্রের পরিচিতি

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নিরাপদ আগ্নেয়ান্ত্র বহন, ব্যবহার ও শুটিং

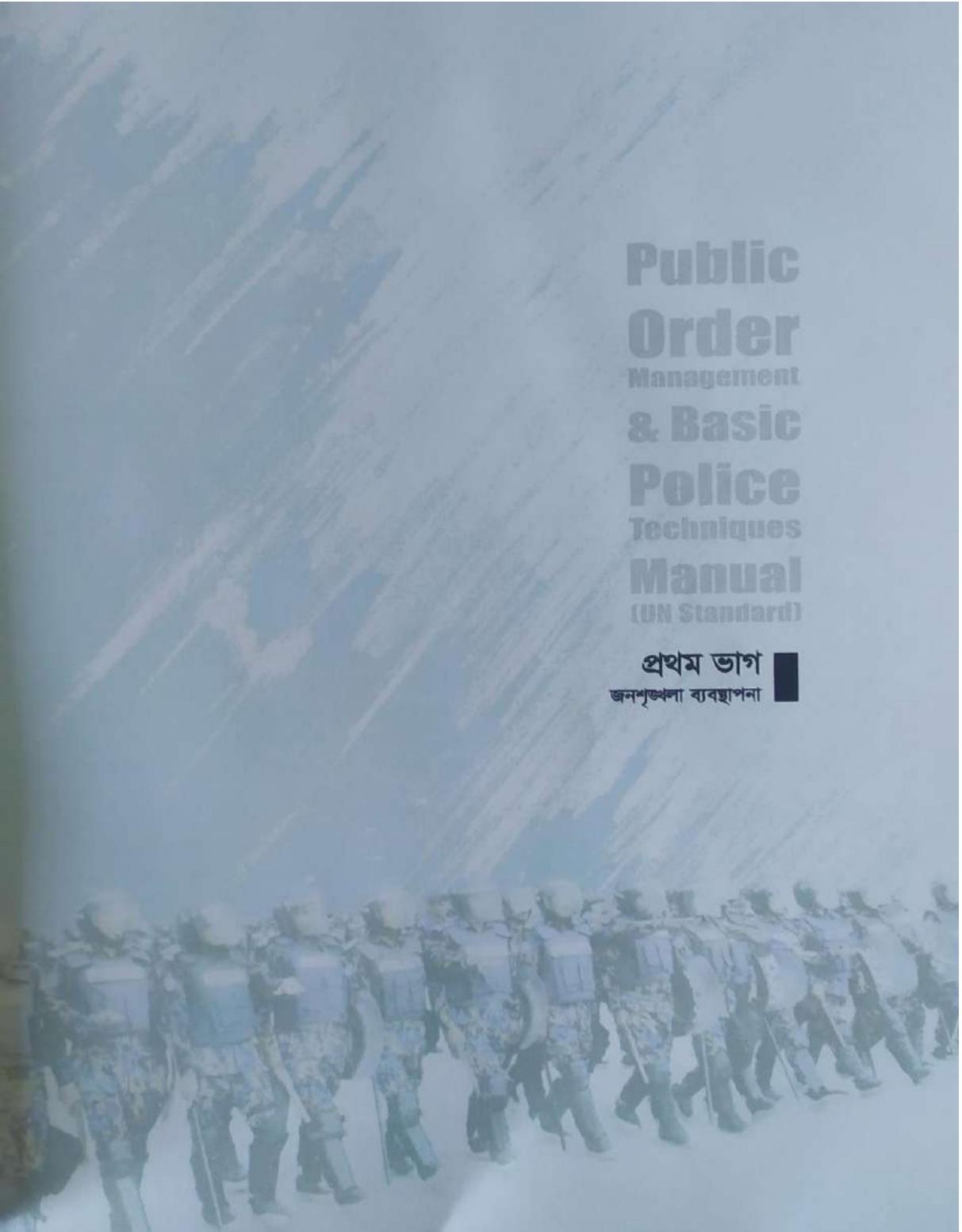
২৮.১	আগ্নেয়ান্ত্রের চার মৌলিক নিরাপত্তা বিধি অবহিত করা	১৭৫-১৭৫
২৮.২	আগ্নেয়ান্ত্রের নিরাপত্তা বিধিসমূহ ও ফায়ারিং রেঞ্জে নিরাপত্তা বিধিসমূহ জানা	১৭৫-১৭৬
২৮.৩	ফায়ারিংয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা	১৭৭-১৮০
২৮.৪	উভয় ফায়ারিংয়ের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে জানা	১৮০-১৮২

২৮.৫	ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার করার সময় অনুসরণীয় ধাপসমূহ জানা	১৮২-১৮৫
২৮.৬	আগ্নেয়াক্ত্ব ব্যবহারে কিছু অনুসরণীয় বিষয় সম্পর্কে ডানলাভ করা	১৮৫-১৮৯

উন্ত্রিংশ অধ্যায়

আগ্নেয়াক্ত্বের পরিচিতি

২৯.১	একটি পিণ্ডলের দৈহিক গঠন সম্পর্কে অবহিত হওয়া	১৮৯-১৯১
২৯.২	পিণ্ডল ও রাইফেলের কার্তুজের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা জানা	১৯১-১৯১
২৯.৩	পিণ্ডল বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ত্ব খোলা ও জোড়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিত হওয়া	১৯১-১৯২
২৯.৪	পিণ্ডলের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম জানা	১৯২-১৯৮
২৯.৫	রাইফেলের নাম, দৈহিক গঠন, খোলা ও জোড়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম অবহিত হওয়া	১৯৮-২০৯
২৯.৬	শটগানের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম জানা	২০৯-২১১
২৯.৭	গ্যাস গানের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম অবহিত হওয়া	২১২-২১৩



**Public
Order
Management
& Basic
Police
Techniques
Manual
(UN Standard)**

প্রথম ভাগ ■
জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা ■

প্রথম অধ্যায় ■

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ধারণা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশলসমূহ

Public Order Management Concept & Public Order Techniques

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ১.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা / Public Order Management সম্পর্কে গ্রাথমিক ধারণা লাভ করা;
- ১.২ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কৌশল, সংগ্রাম, উদ্দেশ্য ও লক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং
- ১.৩ শাস্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ডিউটি করার সময় অনুসরণীয় কৌশলসমূহ (পাবলিক অর্ডার টেকনিকস) সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

১.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা / Public Order Management (পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট):

সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৭ এ বলা হয়েছে,

“জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের মাধ্যমে আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শাস্তিপূর্ণভাবে ও নিরন্তর অবস্থাপ্রয়োগে সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে”। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, বিক্ষেপ প্রদর্শন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার গৃহীত কোন পদক্ষেপের উপর মানুষের মতামত, ইচ্ছা, অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এগুলোর মাধ্যমে ঘটে। আধুনিক পুলিশিংয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।

সাধারণত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনবস্তু এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রা, চলাফেরা স্বাভাবিক রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাই জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।

অপরাধ নিরাগণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এজন্য জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল আয়ত্ত করা প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.২ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সাধারণত নিম্নোক্ত দুই পদ্ধতির কৌশল অবলম্বনে করা হয়। যথা:

১.২.১ জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশল / Public Order Techniques:

শাস্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ জনসাধারণের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা এবং জানমাল ও সম্পদ রক্ষার্থে যে কৌশলসমূহ অবলম্বন করে তাকে জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশল / Public Order Techniques বলে।

১.২.১.২ জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশল / Public Order Techniques এর উদ্দেশ্যসমূহ:

- ❖ নিরীহ জনগণ কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে জড়ে হলে সেখানে ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা;
- ❖ এরূপ স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটলে কর্তৃ করে তার নিরাপত্তা বিধান করা;

- ❖ কোন বিশেষ এলাকার উপর আইনী বাধ্যবাধকতা থাকলে তা নির্বিশে প্রতিপালন করা জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের সুশৃঙ্খল সমাবেশ ঘটিয়ে এবং দৃশ্যমান কৌশল অবলম্বন করে জনসাধারণের মনে স্পষ্ট দান ও অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থাভাবিক রাখা ইত্যাদি।

১.২.২ সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল / Crowd Control Techniques:

সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে জড়ে হওয়া পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সংঘবন্ধভাবে মিছিল, সমাবেশ করলে এবং তা বেআইনী সমাবেশে পরিগত হলে তাদের বিভিন্ন কৌশলে প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘবন্ধভাবে মোকাবেলা করে ছত্রভঙ্গকরণ বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল বলে।

১.২.২.১ সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল / Crowd Control Techniques এর উদ্দেশ্যসমূহ:

- ❖ Crowd Control এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পুলিশ সদস্যের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাধারণ মানুষের জানমাল ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা (Protection);
- ❖ অবৈধ জনতা কর্তৃক সরকারী সম্পত্তি, স্থাপনা, অফিস, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন নিবারণ করা;
- ❖ Crowd Control Techniques এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে নিরাপদ এবং সংঘবন্ধ রাখা;
- ❖ অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গকরণে বিভিন্ন কৌশল রঞ্চ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া (Adaptability) এবং পুলিশ সদস্যদের মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করা (Mobility);
- ❖ বেপরোয়া মিছিল, মিটিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ জনতার অবরোধ, ভাঁচুর প্রভৃতি ধর্মসাত্ত্বক কার্যকলাপ সফলভাবে প্রতিরোধ করা;
- ❖ খেলার মাঠ, প্রেক্ষাগৃহ, হাঁট বাজার প্রভৃতি স্থান যেখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়, সেখানে হঠাত সৃষ্টি অবৈধ জনতা কর্তৃক জানমাল ও সম্পদের ক্ষতিসাধন নিবারণ করা ইত্যাদি।

১.২.২.২ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

- বিক্ষেপকারীদের অধিকৃত এলাকা নিরাপদে ত্যাগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পথ খোলা রাখতে হবে;
- উন্নত জনতাকে কখনই চতুর্দিক হতে থিবে আবদ্ধ করা যাবে না;
- বিক্ষুল জনতাকে কখনই এমন অবস্থায় নিপত্তি করা যাবে না যাতে তারা হেরে যাচ্ছে বা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে মনে করে অনিয়ন্ত্রিত মরণপথ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে;
- সুশৃঙ্খল মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হবে, একে অবজ্ঞা করা যাবে না। কেননা, এগুলো মানুষের গণতাত্ত্বিক ও সাংবিধানিক অধিকার;
- ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানানোর পর বিক্ষেপকারীরা শাস্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করলে কোন অবস্থাতেই তাদের আক্রমণের জন্য পশ্চাত্গমন করা যাবে না;
- দৃশ্যমান কৌশল অবলম্বন করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি।

১.৩ শাস্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জনশৃঙ্খলা রক্ষার কৌশলসমূহ / Public Order Techniques:

১.৩.১ গ্যাদারিং (Gathering):

কোন নির্দিষ্ট স্থানে সুশৃঙ্খল ও সুপ্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যদের সমাবেশ ঘটিয়ে জনসাধারণের মনে স্পষ্ট দান ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একত্রে অবস্থান বা চলাচল করা এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য Gathering করা হয়।

১.৩.১.১ গ্যাদারিং ইন কলাম (Gathering In Columns):

প্লাটুন কমান্ডারদের সামনে রেখে In Threes Formation এ এক প্লাটুনের পিছনে অপর প্লাটুন অবস্থান গ্রহণ করে, Gathering In Columns গঠন করা হয়।



চিত্র: Gathering in Column of Platoons

১.৩.১.২ গ্যাদারিং ইন লাইন্স (Gathering In Lines):

প্লাটুন কমান্ডারদের সামনে রেখে In Lines বা In Threes Formation এ প্লাটুনসমূহ পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে চলাচল করে Gathering In Lines গঠন করা হয়।



চিত্র: Gathering In Lines of Platoons

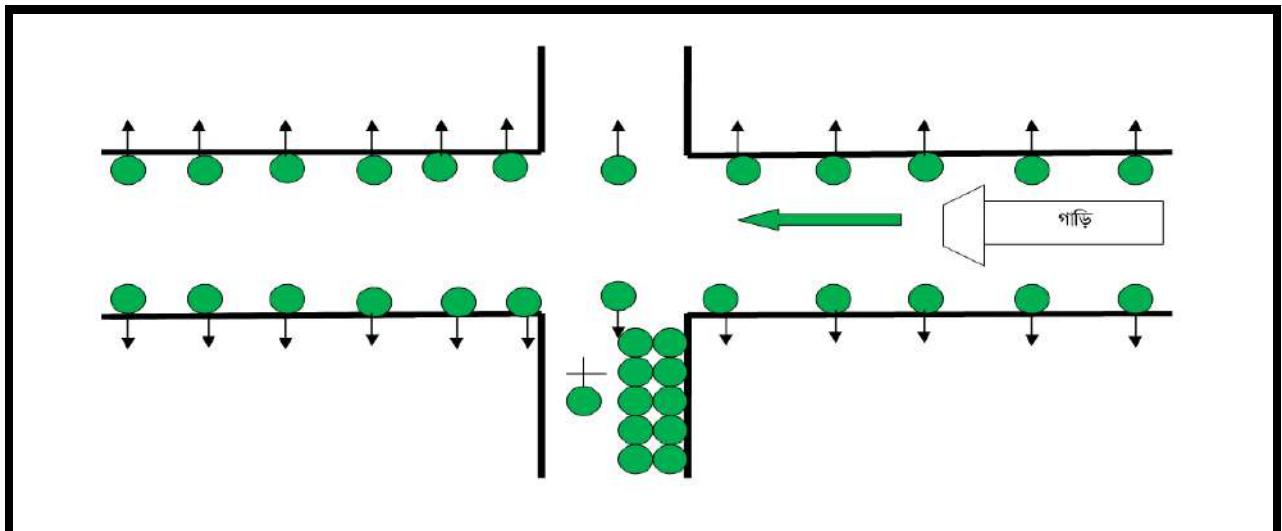
১.৩.২ রৌস (Rows):

সুশ্রূত ও সুপ্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যদের জনতার শোভাযাত্রা, মিছিল, মিটিংয়ের নিরাপত্তা বিধান, নিয়ন্ত্রণ বা রাস্তায় চলাচলরত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের নিরাপদে সে স্থান ত্যাগ করা ইত্যাদির জন্য রাস্তা বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে Rows গঠন করা হয়।

সাধারণত Rows তিন প্রকারে গঠন করা হয়। যথা:

১.৩.২.১ সিম্পল রৌ (Simple Row):

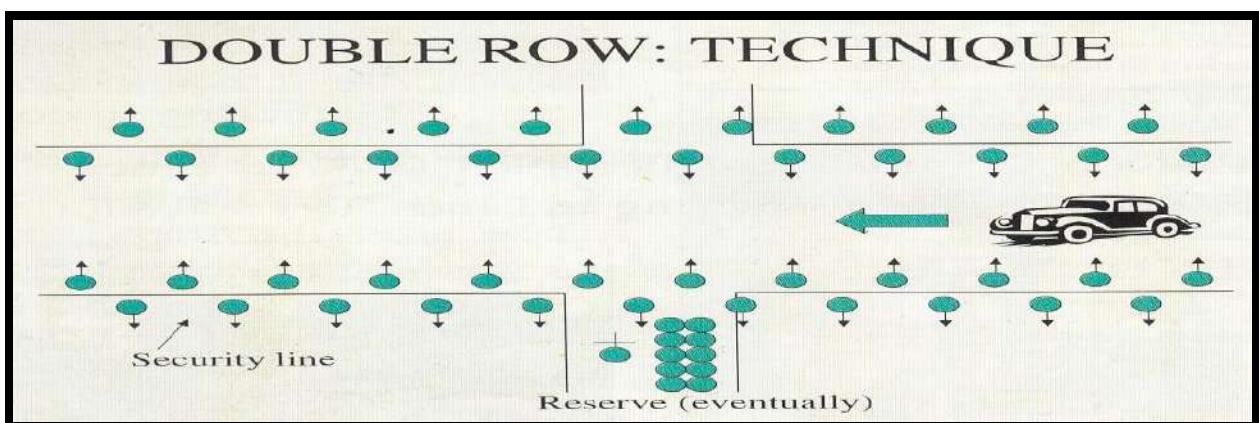
শাস্তিপূর্ণ জনতার মিছিল, শোভাযাত্রা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নির্বিলে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য রাস্তা বা নির্দিষ্ট স্থানের উভয় বা চতুর্পার্শে মিছিলকারী জনতার দিকে বা মিছিলে আক্রমণকারী উন্নত জনতার দিকে অথবা উভয় দিকে মুখ করে পুলিশ সদস্যদের এক লাইনে নিয়োজিত করাকে Simple Row বলে।



চিত্র: Simple Row

১.৩.২.২ ডাবল রোস (Double Rows):

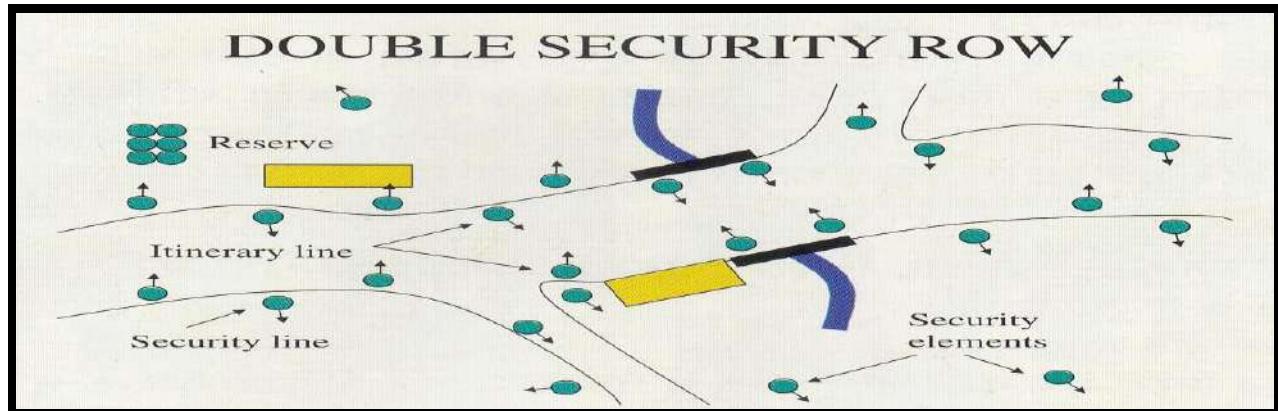
কোন মিছিল, শোভাযাত্রা, মিটিং বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির চলাচলের স্থানে জড়ো হওয়া জনতার সংখ্যা বেশী থাকলে পরিস্থিতি অনুসারে উভয় বা চতুর্পার্শে পুলিশ সদস্যদের ভিতর ও বাহিরের দিকে মুখ করে দুই লাইনে দাঁড় করিয়ে Double Rows গঠন করা হয়।



চিত্র: Double Rows

১.৩.২.৩ ডাবল সিকিউরিটি রোস (Double Security Rows):

উঁচু ভবনবিশিষ্ট শহর এলাকা, সুউচ্চ পাহাড়, নীচু জায়গা বেষ্টিত পল্লী এলাকা মেখানে মূল রাস্তার সাথে অনিবাপ্দ সংযোগ সড়ক আছে সেখানে Double Rows পদ্ধতি ও উঁচু নীচু জায়গা এবং সংযোগ সড়কে বিশেষ নিরাপত্তা দল নিয়োগ করে Double Security Rows গঠন করা হয়।



চিত্র: Double Security Rows

১.৩.৩ কম্বিং ওয়েভ (Combing Wave):

যখন কোন প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল বা সিংগেল লাইন পজিশন হতে প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভান ও বামে প্রসারিত হয়ে উন্নত নয় এমন অনুমোদনহীন জনতাকে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ না করে নির্ধারিত এলাকা ত্যাগ করতে বলে এবং অনুমোদিত লোকদের সেখানে নিরাপদে থাকতে দেয়, তাকে কম্বিং ওয়েভ বলে।

কাজ: কমান্ডার এই কাজ করানোর পূর্বে Road Block বা Clearing Wave Technique অবলম্বন করে দুর্দিকে প্লাটুনের সদস্যদের প্রসারিত করে দাঁড় করিয়ে দিবেন। তারপর

Command:

Pla-to-on, Be Ready for Combing Wave (প্লাটুন, বি রেডি ফর কম্বিং ওয়েভ)

Platoon, Combing Wa-ve March (প্লাটুন, কম্বিং ও-য়ে-ভ মার্চ)

এই কমান্ডের সাথে প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল বা সিংগেল লাইন পজিশন হতে হেঁটে সামনে অগ্রসর হবেন এবং উপস্থিত জনতাকে অনুমোদিত পাস বা আইডি কার্ড, টিকেট ইত্যাদি দেখাতে অনুরোধ করবেন। কার্ড দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের ভদ্রভাবে বাহিরে বের হয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাবেন এবং প্রয়োজনে বের করে দিবেন।



চিত্র: Combing Wave

উদ্দেশ্য:

শক্তি প্রয়োগ না করে কোন নির্দিষ্ট এলাকা অবৈধ অনুমোদনহীন জনতা মুক্ত করা ও মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা।

১.৩.৪ হিউম্যান চেন (Human Chains):

যখন কোন অনুষ্ঠান বা প্রচুর লোকের সমাগম স্থলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটে, তখন তাঁর চলাচলের রাস্তা, অবস্থানস্থল, আদালতের নির্দেশে কোন নির্দিষ্ট ভবন, জায়গা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিধি মোতাবেক কোন নির্ধারিত জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের সমন্বয়ে শিকল তৈরী করে উন্নত নয় এইরূপ প্রচুর সংখ্যক অনুমোদনহীন জনতাকে ভিতরে প্রবেশে যে কৌশলে বাধা প্রদান করা হয়, তাকে হিউম্যান চেন বলে।

প্রকারভেদ:

সাধারণত পরিস্থিতি, পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা, শিকলে ব্যবহৃত মালামালের পর্যাপ্ততা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে চার প্রকার Human Chain গঠন করা হয়। যথা:

১.৩.৪.১ Chain by Hands (চেন বাই হ্যান্ডস):

পুলিশ সদস্যরা যখন জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে একজন অপরজনের বাম হাতের কবাজি ডান হাতে ভিতর দিক হতে শক্তভাবে ধরে কিছু সংখ্যক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে শিকল গঠন করে তাই Chains by Hands.



চিত্র: Chains by Hands

কাজ:

Cautionary Command: Pla-to-on, Be ready for Chains by Hands (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর চেন বাই হ্যান্স) এই সতর্কতামূলক কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুনের সদস্যরা এলাকা অনুসারে পরিস্থিতির মাঝে জায়গা করে নিবেন।
Executive Command: Platoon, Chains by Hands (প্লাটুন, চেন বাই হ্যান্স)
এই কমান্ডে চেইন গঠন করবেন।

উদ্দেশ্য সফল হলে Command: Platoon, Break the Chains (প্লাটুন, ব্রেক দ্যা চেন)
এই কমান্ডে প্রত্যেক সদস্য হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করবেন।

১.৩.৪.২ চেন বাই আর্মস (Chains by Arms):

পুলিশ সদস্যরা জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে দুই হাতের বাহু দিয়ে ডান ও বামের সদস্যদের বাহু বরাবর ভিতর দিক হতে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chains by Arms গঠন করা হয়।

Command: Chains by Hands এর অনুরূপ।



চিত্র: Chains by Arms

১.৩.৪.৩ চেন বাই বেল্টস (Chains by Belts):

ইহা সাধারণত দুইভাবে গঠন করা হয়। যথা:

১.৩.৪.৩.১ চেন বাই সিঙ্গেল বেল্টস (Chains by Single Belts):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি ক্রাউড কন্ট্রোল পজিশনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে শীল্ড ও ব্যাটন এবং ডান হাতে পার্শ্ববর্তী ডানের সদস্যের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক ভিতরে প্রবেশে ইচ্ছুক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chain by Sinlge Belts গঠন করা হয়।

Command: Chains by Hands এর অনুরূপ।



চিত্র: Chains by Single Belts

১.৩.৪.৩.২ চেন বাই ডাবল বেল্টস (Chains by Double Belts):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি ক্রাউড কন্ট্রোল পজিশনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে শীল্ড ও ব্যাটন এবং ডানহাতে পার্শ্ববর্তী ডানের সদস্যের পরবর্তী সদস্যের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে অধিক সংখ্যক ভিতরে প্রবেশে ইচ্ছুক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chains by Double Belts গঠন করা হয়।



চিত্র: Chains by Double Belts



চিত্র: Chains by Belts

এই প্রকার শিকল গঠনে পর্যাপ্ত সংখ্যক শীল্ড না থাকলে শুধুমাত্র হাত দিয়ে উভয়পার্শ্বে সদস্যদের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি হাতের চার আঙ্গুল বেল্টের ভিতরের দিকে ও বৃদ্ধাঙ্গুল বাহিরের দিকে রেখে শক্তভাবে ধরে চেন বাই বেল্ট গঠন করা যেতে পারে।

Command: Chains by Hands এর অনুরূপ।

১.৩.৪.৪ চেন বাই ব্যাটনস (**Chains by Batons**):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ যখন জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে ডান হাতে ব্যাটনের ভিতরের দিকে ও বাম হাতে বাহিরের দিকে দু'টি ব্যাটন দু'হাতে মুঠিবদ্ধ করে অপর সদস্যদের সাথে ধরে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক জনতাকে বৃহৎ এলাকায় প্রবেশে বাধা প্রদান করে, তখন তাকে **Chains by Batons** বলে।

সাধারণত ব্যাটনের মাথা হতে চার আঙ্গুল ভিতরে ধরে শিকল গঠন করে উগ্র জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।



চিত্র: Chains by Batons

তথ্যসূত্র:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- “Public Order Management & Public Order Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি প্রয়োগের ধারণা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ

Use of Force Concept and Relevant Facts

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২.১ শক্তি প্রয়োগ ও ইহার ধাপসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ২.২ শক্তি প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে জানা;
- ২.৩ শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- ২.৪ শক্তি প্রয়োগকালে দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ / Strike Body Zones on Use of Force সম্পর্কে জানা;
- ২.৫ শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় আঘেয়াত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা;
- ২.৬ শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে জানা; এবং
- ২.৭ আইনসম্মতভাবে শক্তি প্রয়োগের পর ফৌজদারীতে সোপার্দকরণের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

**“I must be cruel only to be Kind;
Thus bad begins, and worse remains behind.”**
(William Shakespeare, ‘Hamlet’)

শক্তি প্রয়োগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনাকাঞ্চিত কাজ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নিজেদের ও জনগণের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আইনের বিধান মেনে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যিক। কিন্তু এই শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে অনেক সময়ই আইনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় যা অনাকাঞ্চিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

২. শক্তি প্রয়োগ:

শক্তি প্রয়োগ বলতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নিজেদের ও জনগণের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আইনের বিধান মেনে প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি ব্যবহার করাকে বুঝায়।

"Police use physical force to the extent necessary to secure observance of the law or to restore order only when the exercise of persuasion, advice and warning is found to be insufficient."

— Sir Robert Peel, ‘Principles of Law Enforcement’

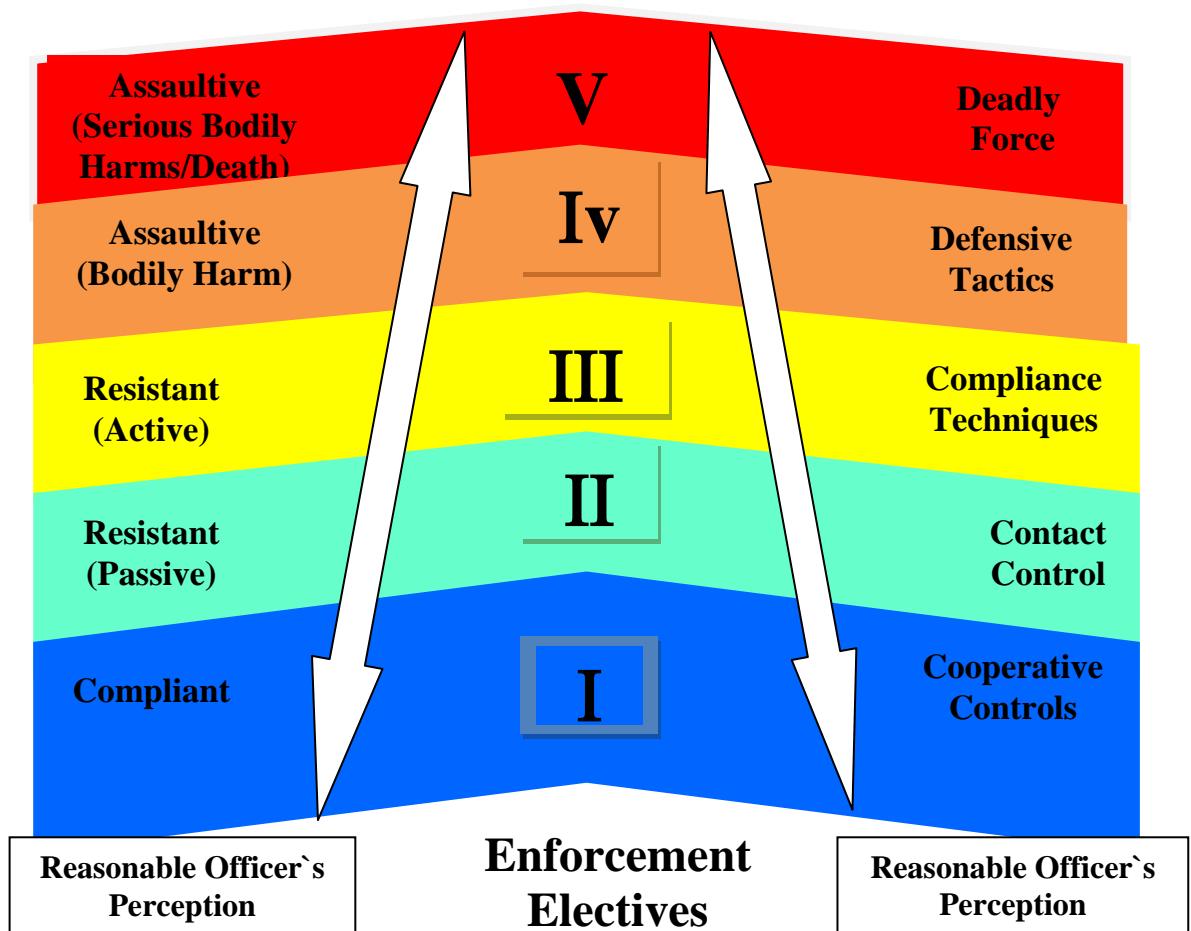
২.১ গ্র্যাজিউয়েশন ইউজ অফ ফোর্স (Graduation Use of Force):

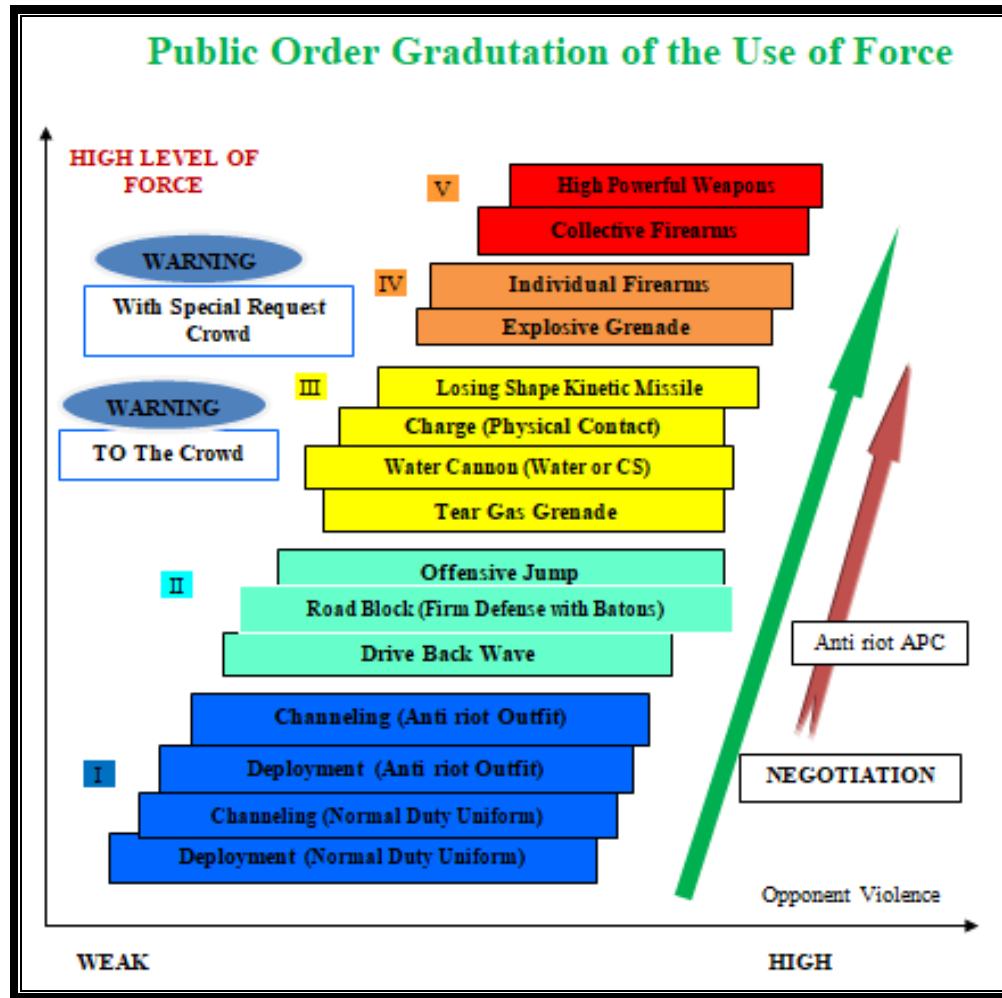
২.১.১ উদ্দেশ্য:

জরুরী পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও অবৈধ জনতার অনুপাত, উপায়, অধিযাচন এবং রাজনৈতিক ইচ্ছানুযায়ী বল প্রয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে দলবদ্ধ জনতার রাগ প্রশমিত করা এবং নিবারক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আক্রমণের মাত্রা হ্রাস বা প্রতিহত করা। এইভাবে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে জড়ো হওয়া অবৈধ জনতাকে সফল হতে না দেওয়া এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

নিম্নে প্রদর্শিত ছকের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, অবৈধ জনতাকে বাধা প্রদানের সক্ষমতা অনুযায়ী।

Use of Force Model



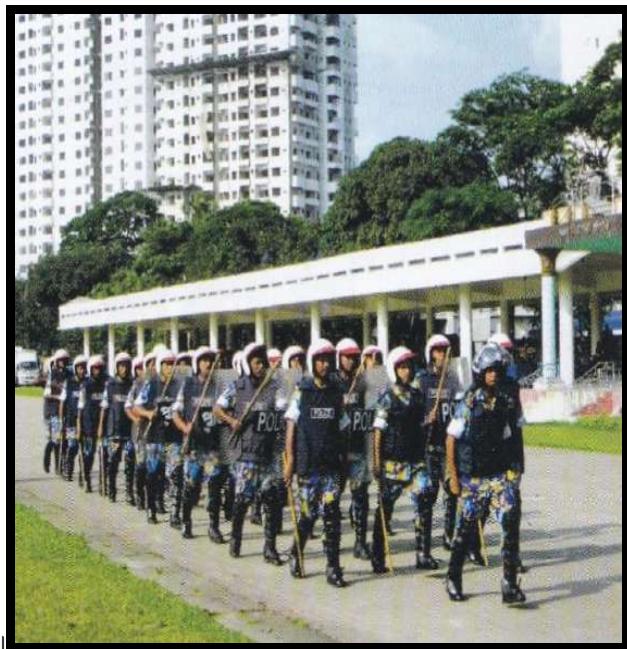


২.১.২ “ইউজ অফ ফোর্সের” ক্রমাবস্থায়ে ০৫ ধাপ। যথা:

স্তর-১ শারীরিক সংস্পর্শ ব্যতীত অবৈধ জনতাকে বাধা প্রদান:

সংঘবন্ধ জনতা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হতে থাকলে সাধারণ ইউনিফর্মে পুলিশ সদস্যদের এমনভাবে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে উপস্থিত জনসাধারণ নিরাপদ বোধ করেন। সংঘবন্ধ জনতা মিছিল, সমাবেশ বা শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপ প্রদর্শন করার প্রবণতা দেখালে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদে দৃশ্যমানভাবে নিয়োজিত হবেন। যাতে মিছিল, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী জনতাকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে ও চতুরঙ্গ হওয়ার আস্থান জানালে, তারা সহজতম পথে সেই স্থান ত্যাগ করে দূরীভূত হতে পারেন। এই স্তরে পুলিশের উপস্থিতিতে মিছিল সমাবেশ করা জনতা ও চতুর্পার্শের সাধারণ জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনে জড়ো হওয়া জনতার উপর মনন্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের সাথে মিছিল, সমাবেশে

অংশগ্রহণকারী জনতার কোন শারীরিক সংস্পর্শ হয় না এবং কোন বিশেষ Crowd Control Techniques জনতার উপর প্রয়োগ করতে হয় না। পুলিশ কর্তৃক সংঘবন্ধ জনতাকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে তারা যদি ছত্রভঙ্গ না হয়ে অধিক শক্তি সম্পত্তি করতে থাকে তবে পুলিশ সদস্যরা CRC Gear (ক্রাউড কন্ট্রোলের পরিচ্ছন্দ Steel Helmet, Bullet Proof Jacket, Leg Guard, Arms Guard, Thai Guard, Gas Mask ইত্যাদি) পরিধান করবেন এবং জনতার গতিবিধির উপর তাঁক্ষ নজর রাখবেন



চিত্র: আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যগণের সুশৃঙ্খল সমাবেশ

স্তর- ২ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা (পিআরবি, ১৯৮৩ বিধি ১৫২(২)):

এই পর্যায়ে জড়ো হওয়া জনতাকে পুলিশ কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা করা হলেও তারা ছত্রভঙ্গ না হওয়ার প্রবণতা দেখায়। অবৈধ জনতা পুলিশ সদস্যদের ক্লোজ কন্ট্রোলে আসে বা আসার চেষ্টা করে। সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যরা Road Block , Clering Wave, Offensive Jump কৌশল প্রয়োগ করার মাধ্যমে জনতার সাথে নিজেদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করে (পিআরবি ১৫২(২) শারীরিক ইনজুরির পরিমাণ কমিয়ে আনেন ও নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা অবৈধ জনতার দখলমুক্ত করে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসেন (পুলিশ আইন, ১৮৬১ ধারা ৩০, ৩০-ক; ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ১২৭, ১২৮; দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ধারা ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫; পিআরবি ১৯৮৩ বিধি ১৪৩, ১৪৪, ১৫২(২)।



চিত্র: বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে উন্নাও জনতার সাথে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করা

স্তর-৩ বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অবৈধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা:

বারংবার সমবোতার চেষ্টা ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরও বেআইনী সমাবেশের জনতা সংঘবন্ধ থাকলে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখিয়ে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নোক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে:

- ক) সমাবেশ ও মিছিলের স্থান বা চলাচলের পথ আইনসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরও যদি অনুমোদনহীন এলাকায় সমাবেশ বা মিছিল করে পথ অতিক্রম করে, যার ফলে সাধারণ মানুষের জানমাল ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;
- খ) বেআইনী ঘোষিত সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহবান জানানোর পরও দূরীভূত না হলে;
- গ) কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ বা নিবারণ করার জন্য;
- ঘ) কোন এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রোড ব্লক, চেক পয়েন্ট বা নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করা হলে জনতা যদি অবৈধভাবে সেখানে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করে;
- ঙ) কোন গ্রেপ্তারকৃত বা আটক অপরাধীদের পলায়ন প্রতিরোধ বা তাদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উচ্চত্ত্বালি জনতা আক্রমণ ইত্যাদি করলে।

তবে ব্যাটন, গ্যাস স্প্রে, সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেড, জলকামান, গ্যাস / স্মোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চার, হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার, সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চার, পেপার স্প্রে, শটগান, ইলেক্ট্রিক পিস্টল (TASER Gun) প্রভৃতি এবং Cordon, Clearing Wave, Bound, Charge ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ বা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই পর্যায়ে অবৈধ জনতাকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে চাপের সম্মুখীন হতে হয়। প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনায় Front, Lateral ও Ambush Arrest Technique অনুসরণ করে দলনেতা ও অন্যান্য গোলযোগে উক্ফানীদাতা অবৈধ জনতাকে ঘেঁষার করতে হয়।



চিত্র: প্রয়োজনে ব্যাটন চার্জ ও গ্রেনাডার কৌশল অবলম্বন করা

স্তর-৪ স্বল্প প্রাণঘাতী বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ষের ব্যবহার (পিআরবি-১৫৩):

বিভিন্ন কৌশলে শক্তি প্রয়োগ করেও অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ না হলে বরং আরো সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা দেখিয়ে মারমুখী আচরণ করলে, ব্যাপক ভাঁচুরের ঘটনা ঘটালে এবং পুলিশ ও সাধারণ জনগণকে আঘাত করে আহত করলে কমান্ডার তাঁর সদস্যদেরসহ আড় নিবেন। Water Cannon, APC ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে Specific Skills প্রয়োগ করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে Shot Gun, Explosive Grenade, Individual Fire Arms নির্দিষ্ট টার্গেটে ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চজ্বল জনতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবেন। এই পর্যায়ে অবৈধ উচ্চজ্বল জনতার আক্রমণের কারণে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, শারীরিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় এবং কমান্ডার ও পুলিশ সদস্যদের এই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। কেউ আহত হলে কমান্ডার সাথে সাথেই অন্য সকল কৌশল বন্ধ রেখে অ্যাম্বুলেন্সে আহত সদস্যদের Medical Evacuation এর ব্যবস্থা করবেন। এই স্তরে আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। একদল জনতার উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশকে একটি চরম ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং কেবলমাত্র পুলিশ সদস্যদের বা ব্যক্তির আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রযোজ্য হবে (পিআরবি, ১৯৪৩ বিধি ১৫৩(ক), (খ), (গ))। তবে পরিস্থিতিই যে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে বাধ্য করিয়াছে তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব আগ্নেয়াক্ষ ব্যবহারকারীর উপর বর্তায় (সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ ধারা ১০৫; পিআরবি, ১৯৪৩ বিধি ১৫৩(খ))। কাহাকেও গ্রেনাডার করার সময় যদি ব্যক্তি বল প্রয়োগের দ্বারা তাকে গ্রেনাডারে বাধা দেয়, প্রতিরোধ করে তখন গ্রেনাডার সফল করার জন্য গুলি চালানো যেতে পারে। তবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত নহে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর অধিকার প্রদান করা হয় নাই। (ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ৪৬, ৫০; পিআরবি, ১৯৪৩ বিধি ১৫৩(ঘ))।



চিত্র: স্বল্প প্রাণঘাতী বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ষের ব্যবহার

স্তর- ৫ দলগত আগ্নেয়াক্ষের ব্যবহার (পিআরবি-১৫৩):

বেআইনী সমাবেশের দলনেতা ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সমরোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এবং বারংবার সর্তকবাণী উচ্চারণ করার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বরং অবৈধ ঘোষিত জনতা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে নিম্নোক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে:

৫.১ যাতে দেহের বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার ক্ষমতা হয় (১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ১০০, ১০৩ ধারা)।
যথে:

- ক) এরূপ আক্রমণ যা এমন যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারাত্তরে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতই হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি;
- খ) সাধারণ মানুষ বা পুলিশ সদস্যদের অপহরণ বা আটকের অভিপ্রায়ে আক্রমণ;
- গ) গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করার জন্য যার ফলশ্রুতিতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে;
- ঘ) বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানক্রপে ব্যবহৃত হয় এমন ইমারত, ভবনে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন করলে;
- ঙ) ব্যাপক জ্বালাও পোড়াও তাঙ্গবলীলা চালিয়ে সাধারণ মানুষ ও পুলিশ সদস্যদের হতাহত করলে ও জানমালের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করলে ইত্যাদি।

৫.২ বেআইনী জনসমাবেশ ছ্রিভঙ্গ করতে ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ হলে যখন জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন চরম ব্যবস্থা হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে দক্ষ শূটার দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য Collective Fire Arms ব্যবহার করিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্য গুরুতর আঘাত এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যেতে পারে। দেহ বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ বলবৎ থাকে। তবে কখনোই এই সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না এবং অবৈধ জনতা ও আক্রমণকারী ছ্রিভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালেই শক্তি প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। এই পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে প্যারা মিলিটারী ও অন্যান্য ফোর্সের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।



চিত্র: দলগত আগ্নেয়াক্ষের ব্যবহার

২.২ শক্তি প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ / Basic Principles of the Use of Force:

২.২.১ সমানুপাতিকতা / সামঞ্জস্য বিধান / Proportionality:

- শক্তি প্রয়োগের মাত্রা আইনসম্মত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঝুঁকি বা বিপদের আশংকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- জরুরি প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে এবং সর্বনিম্ন ক্ষতি করা যাবে।

২.২.২ বৈধতা / Legality:

- কেবলমাত্র আইনসম্মত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- বেআইনি শক্তি প্রয়োগের জন্য কোন ব্যক্তিক্রম বা ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২.২.৩ জবাবদিহিত / Accountability:

- শক্তি প্রয়োগের সকল ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর রিপোর্ট করতে হবে এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই ও অনুসন্ধান করতে হবে।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তাকে দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে।
- উর্ধ্বতনের অবৈধ আদেশকে শক্তি প্রয়োগের আইনসম্মত বৈধতা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।
- আগ্নেয়াক্ষের যথেচ্ছ ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

২.২.৪ প্রয়োজনীয়তা / Necessity:

- প্রথমে অহিংস বা অনাক্রমণাত্মক বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যথা: Cordon, Clearing Wave, Bound and Soft Empty Hand Control-Arrest and Control Tactics, Handcuffs Restraints etc
- কেবলমাত্র জরুরি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- প্রত্যেক ধাপেই সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে হবে।
- শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না এবং অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালেই শক্তি প্রয়োগের মাত্রা যুক্তিসঙ্গতভাবে কমিয়ে আনতে হবে।

২.৩ শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

২.৩.১ Negotiation (নেগোশিয়েশন):

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বেআইনী সমাবেশের দলনেতাদের সাথে কমান্ডার প্রতিটি পর্যায়েই সমরোতামূলক আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

২.৩.২ Intelligence Collection (ইন্টেলিজেন্স কালেকশন):

সংঘবন্দ অবৈধ জনতার উপর ফের্স অ্যাপ্লাই করার পূর্বে কমান্ডার ছদ্মবেশে তাঁর নিজের কিছু লোককে জনতার সাথে মিশিয়ে বা সাধারণ এলাকাবাসীকে অবৈধ জনতার সাথে মিশিয়ে মিছিলকারীদের অভিপ্রায়, প্রস্তুতি সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করবেন। অন্যান্য গোয়েন্দা ও সাহায্যকারী সংস্থার সাথে সময়ে সময়ে যোগাযোগ রক্ষা করেও কমান্ডার তথ্য সংগ্রহ করবেন।

২.৩.৩ Warnings (ওয়ার্নিং) / সতর্কবাণী / হঁশিয়ারি উচ্চারণ (১৯৪৩ সালের পিআরবি-১৫১)। (৪), ১৫৩। (গ)(২) ১৫৪।(ক), ২৫২ বিধি:

শক্তি প্রয়োগের পূর্বে প্রতিটি ধাপেই কমান্ডার সংঘবন্দ জনতার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করবেন এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য যুক্তিসংজ্ঞ সময় দিবেন। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য ওয়ার্নিং অবশ্যই পরিক্রার কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষায় দিতে হবে। এ ধরনের সতর্কবাণী এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কারখানার মালিক, অধ্যক্ষ, অফিস প্রধান প্রভৃতি ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদান করা উচ্চম এবং ইহা বারংবার উচ্চারণ করতে হবে।

ফায়ার আর্মস দ্বারা ওয়ার্নিং শট পরিস্থিতি শান্ত না করে অনেক সময়ই জটিল করে তোলে বিধায় ইহা পরিহার করা শ্রেয় (১৯৪৩ সালের পিআরবি ১৫৫(খ))। বিশেষ প্রয়োজনে কমান্ডারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সাউন্ড হ্যান্ড হেনেড বা অন্য কোন উপায়ে ওয়ার্নিং দেওয়া যেতে পারে।

২.৩.৪ বল প্রয়োগের দর্শন:

পুলিশ অফিসার অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সর্বাবস্থায় বৃন্দি বিবেচনা প্রসূত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করবেন (১৯৪৩ সালের পিআরবি ১৫৪(গ) (ঘ), ১৫৫(গ) (ঘ))।

২.৩.৫ Escalation (এসক্যালেশন) এবং De-escalation (ডি-এসক্যালেশন) of Force:

- ❖ অবৈধ জনতার আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাবন্তিশীল হলে পুলিশ সদস্যরাও বল প্রয়োগের মাত্রা যুক্তিসংজ্ঞতভাবে বৃদ্ধি করবেন।
- ❖ অবৈধ জনতা আক্রমণের মাত্রা ত্রাস করলে বা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালে দলনেতা পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব হবে তাঁর তীব্রের সদস্যদেরসহ বল প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করা। (১৯৪৩ সালের পিআরবি-১৫৫(ঘ)বিধি)
- ❖ প্রয়োজন অনুসারে যুক্তিসংজ্ঞত বল প্রয়োগের মাত্রা ত্রাস বা বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের উপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দায়িত্ব বর্তাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বল প্রয়োগ কেবলমাত্র তখনই করা যেতে পারে যখন যুক্তিযুক্তভাবে আইনসঙ্গত ক্ষেত্র তৈরী হয় (পরিস্থিতি অবহিতকরণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে) এবং কখনই প্রয়োজনাতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১৩০(২); ১৯৪৩ সালের পিআরবি-১৫৫(গ))। ক্রাউড কন্ট্রোলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের পূর্ব হতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। অবিরাম শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল থেকে অবৈধ জনতার আক্রমণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কিছুতেই আবেগের বহিপ্রকাশ ঘটানো যাবে না।

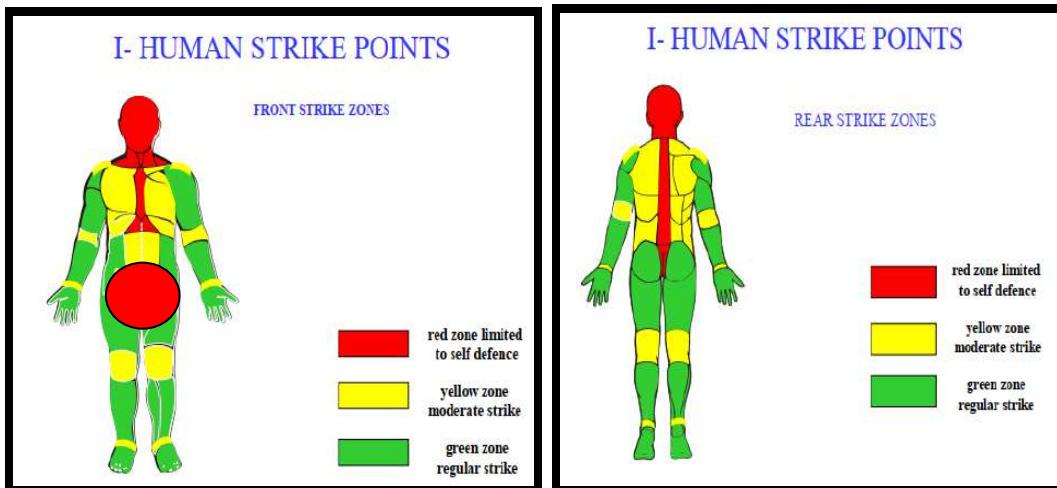
২.৩.৬ শক্তি প্রয়োগ:

সংঘবন্দ অবৈধ জনতাকে উপলব্ধি করাতে হবে যে ইউনিট হতে সামরিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, কেউ ব্যক্তিগতভাবে করছে না।

মনে রাখতে হবে, “শক্তি ব্যবহার করার চেয়ে প্রদর্শন করা সব সময়ই প্রশংসনীয়।”

২.৪ শক্তি প্রয়োগকালে দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ / Strike Body Zones on the Use of Force:

শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে আইনের বিধানসামগ্র্যের অবাধ্য অপরাধীদের দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যটন বা অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সর্বনিম্ন আঘাত করা যাবে।



চিত্র: দেহিক আঘাতের স্থানসমূহ

- লাল অংশ: মাথা, গলা ও গলা হতে শ্বাসনালীর মধ্যচ্ছাদা পর্যন্ত, ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং কুঁচকি ও নাভীর অব্যবহিত নীচের প্রাইভেট পার্টস অংশে আঘাত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করা যাবে।
- হলুদ অংশ: গলার নীচ হতে কোমর পর্যন্ত অংশে সামনে পিছনে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে। দুই হাতের কজি ও কনুই এবং দুই পায়ের হাঁটু ও গোড়ালী অংশে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে।
- সবুজ অংশ: কঙ্কা, হাত (কজি ও কনুই ব্যতীত), কোমরের পশ্চাত্তাগ ও কুঁচকির নীচে পায়ের অংশে (হাঁটু ও গোড়ালী অংশ ব্যতীত) প্রয়োজনমতো আঘাত করা যাবে।

২.৫ শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় আঘেয়াত্ত্বের ব্যবহার (পিআরবি বিধি-১৫৩):

কেবলমাত্র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে আঘেয়াত্ত্ব ব্যবহার করা যেতে পারে:

- বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য (ফৌজদারী কার্যবিধি ১২৭-১২৮ ধারা)
- ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য (দণ্ডবিধি ৯৬-১০৬ ধারা)
- কিছু পরিস্থিতিতে গ্রেফতার কার্যকরী করার জন্য (ফৌজদারী কার্যবিধি ৪৬ ধারা)

নিজেদের দায়িত্বাধীন এলাকার জনসাধারণের জানমাল, সম্পত্তি ও সরকারি সম্পত্তি অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা করার আইনানুগ অধিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্বিসের সদস্যদের আছে। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন কলস্টেবলও গুলি চালানোর অধিকারী। পুলিশ দলের অঙ্গত সদস্যরা উপস্থিত সিনিয়র অফিসারের অনুমতি ছাড়া গুলির্বর্ষণ করতে পারবে না। কোন এলাকায় ব্যাপকভাবে আক্রমণ আরম্ভ হলে সিনিয়র মোস্ট পুলিশ অফিসারের পক্ষে যদি সব

কিছু লক্ষ্য করা সম্ভব না হয় তবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় কর্তব্যরত সিনিয়র পুলিশ অফিসার যার পক্ষে ব্যক্তির ও সম্পত্তির ওপর হামলা নজরে আনা সম্ভব, তিনিই গুলি চালনার নির্দেশ দেবেন। কাছাকাছি অবস্থানে থাকলে কেবল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলি চালানোর নির্দেশ দেবেন।

২.৬ শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা:

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে না। শক্তি প্রয়োগের ফলে অবৈধ জনতাসহ সাধারণের অনেকেই শারীরিকভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে। পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল, ১৯৪৩ এর ভাষ্য মতে, জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার পর পরই তার দলের জন্য ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত অন্ত গোলাবারুন্দের সংখ্যা মিলিয়ে নিবেন। সম্ভবপর দ্রুততম সময়ে তিনি ঘটনা সংক্রান্তে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া আইনে উল্লিখিত অপরাপর দায়িত্বও তাকে সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

২.৬.১ শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা সংক্রান্তে আইনগত বিধিবিধান:

ক) ১৯৪৩ সালের পিআরবি প্রবিধান ১৫৬:

পুলিশ কর্তৃক আঘেয়ান্ত্র ব্যবহারের পর যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

কোন বেআইনি জনতার বিরুদ্ধে বা একটি ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে অথবা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে, পুলিশ যখন আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার করে তখন নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যথা:

(ক) অধিনায়ক পুলিশ অফিসার যত শীঘ্র সম্ভব মৃতদেহগুলো (যদি থাকে) শবাগারে এবং আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ করবেন।

(খ) তিনি গুলির খোসাগুলো সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন ও ইস্যুকৃত রাউন্ডের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

(গ) অনুচ্ছেদ ক) এর অধীনে কার্যক্রম গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই যদি ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তবে তিনি এবং অধিনায়ক পুলিশ অফিসার প্রথমে:

(১) ঘটনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অর্থাত নিখুঁত প্রতিবেদন এবং তারপর,

(২) ব্যবহৃত ও ইস্যুকৃত গুলির সংখ্যাসহ ঘটনার সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করবেন।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণ দ্রুত পাঠাতে হবে:

(১) যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, পুলিশ সুপারকে, কমিশনারকে এবং মুখ্য সচিবকে অনুরূপ প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অধিনায়ক পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২.৬.২ পুলিশ কর্তৃক আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে নির্বাহী তদন্ত (পিআরবি-১৫৭):

(ক) যখনই পুলিশ আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার করে থাকে, তখনই গুলিবর্ষণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না এবং এ প্রবিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

(১) যদি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন পুলিশ সুপার, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সাথে জড়িত থাকেন, তবে কমিশনার কর্তৃক তদন্ত হবে।

(২) যদি একজন (মহকুমা) ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সাথে জড়িত থাকেন, তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত হবে।

(৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত একজন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করবেন।

(খ) যদি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন বা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার ইচ্ছা করেন তবে ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশ অফিসারের থেকে উত্থর্বতন পদব্যাদার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদের নিচে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসার উক্ত তদন্তের সাথে সংযুক্ত থাকবেন। এরপ অফিসার সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণের বা পরীক্ষা করার অধিকারী হবেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তার মতামত ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারের প্রতিবেদনের সাথে যুক্ত হবে।

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও উল্লিখিত নির্বাহী তদন্ত হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু তদন্তে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচ্য তদন্তে ব্যবহার করা যাবে।

(ঘ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট ও অধিনায়ক পুলিশ অফসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি অনুসন্ধানকারী অফিসারের কাছে পেশ করতে হবে।

(ঙ) তদন্তের সময় কোন পক্ষের আইনজীবী কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত হবে না। তবে কোন পুলিশ অফিসারের আচরণ যদি বিচার্য বিষয় হয় তবে তাকে প্রশ্ন করা ও সাক্ষীদের জেরা করা এবং মৌখিক বা লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদানের অনুমতি দেয়া যাবে।

(চ) অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অনুসন্ধানকারী অফিসার যথাযথ মাধ্যমে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং ইসপেক্টর জেনারেলের কাছে পেশ করার জন্য প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পুলিশ সুপার বা রেঞ্জের ডেপুটি ইসপেক্টর জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করবেন।

২.৭ শক্তি প্রয়োগের পর ফৌজদারীতে সোপর্দকরণের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা (ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা-১৩২):

সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেআইনি সমাবেশ ছত্রবঙ্গ করা বা এই সম্পর্কিত কোন কার্যের জন্য কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা রজু করা যাবে না এবং

ক) অত্র অধ্যায়ের আওতায় সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার,

খ) ধারা ১৩১ এর আওতায় সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী কোন অফিসার,

গ) ধারা ১২৮ বা ১৩০ এর আওতায় তলবকৃত অনুসারে সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তি এবং

ঘ) তিনি যে আদেশ মানিতে বাধ্য, উত্তরণ কোন আদেশ পরিপালন করতে গিয়ে কৃত কোন কার্য পরিচালনাকারী কোন নিম্নপদস্থ অফিসার বা সৈনিক বা ঔচ্চস্থেবক উক্ত কার্য কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটন করেছেন মর্মে পরিগণিত হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, বৈমানিক বা নাবিকের বিরুদ্ধে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন ফৌজদারী আদালতে এইরূপ কোন মোকদ্দমা রজু করা যাবে না।

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৪৬(৩):

এই ধারায় এইরূপ কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, যাতে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অভিযুক্ত নহে, এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে। যদি জানা থাকে যে, এই অপরাধের জন্য অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৯৬। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্যসমূহ:

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনবিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও আইনে নির্দেশিত ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ না করলে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক ও সদস্যদের নানাবিধ জটিল আইনি সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই আইনের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক এর যথাযথ প্রয়োগ আইশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

- ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৪৬, ৫০, ১২৭-১৩২
- দণ্ডবিধি ধারা ৯৬-১০৬, ১৪৪, ১৪৫
- পিআরবি বিধি ১৩৩-১৫৮
- পুলিশ আইন ৩০, ৩০-ক, ৩১
- কনস্টবল সারহাহ, মোৎ মতিয়ার রহমান, রবি পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

- **Sir Robert Peel**, `Principles of Law Enforcement`
- **William Shakespeare**, `Hamlet`
- Directive on Detention, Searches and Use of Force for Members of Formed Police Units on Assignment with UNAC, 13 January 2016; DPKO
- DPKO Policy on Graduation Use of Force of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- DPKO Policy (revised) on Functions and Organization of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations Ref 2016.10;
- Guidelines on Police Command in United Nations Peacekeeping Operations and Special Political Missions, Ref 2015.14;
- United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 7 September 2016
- “Use of Force” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

ত্রৃতীয় অধ্যায় ■■■

আচরণ এবং সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি Behavior and Crowd Dynamics

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ৩.১ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের অনুসরণীয় আচরণ / Behavior সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ৩.২ জনশৃঙ্খলা রক্ষার কার্যক্রমে সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি / Crowd Dynamics in Public Order Operations সম্পর্কে জানা;
- ৩.৩ দাঙ্গাকারী / দলবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা (Mob) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- ৩.৪ দলবন্ধ জনতার শক্তিকে নিরূপণ করে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা;
- ৩.৫ ক্রাউড ট্যাকটিকস (Crowd Tactics) সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং
- ৩.৬ সংঘবন্ধ জনতার আচরণগত তত্ত্বসমূহ / Behavioral Theories of Crowd জানা।

৩.১ আচরণ / Behaviour (বিহেভিয়ার):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণ:

- ◆ পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সদস্য হিসাবে একজন সদস্যকে অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী হতে হবে। যথা:

৩.১.১ আকর্ষণীয় হতে হবে:

- ◆ পেশাদারিত্ব ও সুশৃঙ্খল মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।
- ◆ দৃঢ় আচরণ প্রকাশ করতে হবে কিন্তু আক্রমণাত্মক হওয়া যাবে না।
- ◆ প্রয়োজন না হলে বিক্ষেপকারীদের সাথে কথা বলা যাবে না।

৩.১.২ একান্ত মনোযোগী থাকতে হবে:

- ◆ ব্রিফিং এর প্রথম হতে শুরু করে নিয়োগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মনোযোগী থাকতে হবে।
- ◆ পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুলিশ অফিসারের ভূমিকা কি হবে তা বুবাতে হবে।
- ◆ নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩.১.৩ পর্যবেক্ষণ:

- ◆ সংঘবন্ধ জনতাকে সর্বাবস্থায়ই পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
- ◆ দলনেতা, উক্ফানীদাতা ও দুষ্কৃতকারী যাদের কাছে আঘেয়ান্ত্র ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হয় তাদের সন্তান করতে হবে।

- ◆ কখনই মেজাজ খারাপ বা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা যাবে না।

৩.১.৪ ইউনিটের আচরণ:

- ◆ একটি সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ইউনিট শুধুমাত্র নিজেদের উপস্থিতি দ্বারাই অনেক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে।
- ◆ ইউনিট সদস্যগণের অবশ্যই একযোগে কাজ করার মনোভাব থাকতে হবে:
 - Team Work (টাম ওয়ার্ক) এর মনোভাব নিয়ে সবাইকে প্রয়োজনমতো সকল তথ্য জানাতে হবে এবং পরস্পর একে অপরের নিরাপত্তার প্রতি যত্নশীল হতে হবে।
 - ক্রাউড কন্ট্রোল কোশল অবলম্বন করার সময় কোন সদস্যকে একা থাকতে দেওয়া যাবে না।

৩.২ জনশৃঙ্খলা রক্ষার কার্যক্রমে সংঘবন্ধ জনতার প্রকৃতি ও গতিবিধি / Crowd Dynamics in Public Order Operations:

সংঘবন্ধ জনতা (Crowd):

সংঘবন্ধ জনতা বলতে সাধারণ মানুষের আইনসম্মত সমাবেশকে বুঝায়, যারা কোন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলাবন্ধভাবে নিয়মানুবর্তিতার সাথে একত্রিত হয়েছে।

উদাহরণ: পোশাক শ্রমিকদের কয়েক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মিছিল সমাবেশকরণ।

Crowd (সংঘবন্ধ জনতা) বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা:

৩.২.১ উদ্দেশ্যহীন সংঘবন্ধ জনতা (Casual Crowd):

উদ্দেশ্যহীন সংঘবন্ধ জনতা বলতে বুঝায় এমন মানুষদের সমাবেশ যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কোন কেনাকাটা অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দলবন্ধ হয়েছে। তারা বিছিন্নভাবে সেখানে জমায়েত হয়েছে এবং মিছিল সমাবেশ এই ধরনের কিছু করা তাদের উদ্দেশ্য নয়।

উদাহরণ: শপিং মলে আগত জনগণ।

৩.২.২ দৃশ্যমান সংঘবন্ধ জনতা (Sighting Crowd):

দৃশ্যমান সংঘবন্ধ জনতা বলতে বুঝায় এমন জনগণের সমাবেশ যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দলবন্ধ হয়েছে।

উদাহরণ: বিবাহ অনুষ্ঠানে মানুষের সমাবেশ।

৩.২.৩ সংঘবন্ধ উত্তেজিত জনতা (Agitated Crowd):

সংঘবন্ধ উত্তেজিত জনতা বলতে বুঝায় এমন জনগণের সমাবেশ যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা কেনাকাটা করার জন্য একত্রিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে বা বাঁধার সম্মুখীন হয়ে উত্তেজিত অবস্থায় মিছিল সমাবেশ করছে।

উদাহরণ: ক্রিকেট খেলা দেখতে এসে নিজেদের টীম প্রতিক্রিয়া হওয়ায় বাজে আস্পায়ারিং এর অভিযোগ তুলে মিছিল সমাবেশ করা।

৩.৩ দাঙ্গাকারী / সংঘবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা (Mob):

দাঙ্গাকারী / দলবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা বলতে জনগণের এমন সমাবেশকে বুঝায় যারা কোন বিশেষ কারণে বিশৃঙ্খল হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে এবং বেআইনী সমাবেশে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণ: প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক জ্বালাও পোড়াও করে দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণ।

সংঘবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা:

৩.৩.১ দাঙ্গাকারী / দলবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা (The Mob):

দাঙ্গাকারী / দলবন্ধ বিশৃঙ্খল জনতা কোন সম্পত্তি ধর্ষণ বা সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্য নিয়ে জড়ো হয় এবং সুযোগ বুঝে অবিষ্টসাধন করে।

৩.৩.২ পলায়নরত দাঙ্গাকারী / দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল জনতা (The Escape Mob):

পলায়নরত দাঙ্গাকারী / দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল জনতা বলতে বুঝায় যারা শারীরিক ক্ষতির ভয়ে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে ঘটনাস্থল হতে পলায়নের জন্য উদ্যত হয়।

৩.৩.৩ দ্যা অ্যাকুইজিটিভ মব (The Acquisitive Mob):

অবেধভাবে বলপূর্বক কিছু অধিকার বা লুণ্ঠন বা অপহরণ করার উদ্দেশ্যে দাঙ্গাকারী / দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল জনতা জড়ে হয়ে থাকলে, তাদের অ্যাকুইজিটিভ মব বলে।

দাঙ্গাকারী / দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল জনতা অনেক সময়ই প্রচণ্ড উৎপীড়ন বা আক্রমণ করে মানুষের জানমাল ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে থাকে। এই ধরনের বিশৃঙ্খল জনতা সমগ্রে অভ্যন্তরীণ বা বিভিন্ন শ্রেণি হতে আগত যারা একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে জড়ে হয়ে সমন্বিত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হিংস্র হয়ে উঠে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করে ব্যাপক জ্বালাও পোড়াও পর্যন্ত করতে পারে।

দলবদ্ধ জনতা সাধারণত দুই প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা: (১) স্বতঃকৃতভাবে (২) পূর্ব পরিকল্পনামতো প্রস্তুতি নিয়ে।

৩.৩.৪ ছত্রভঙ্গকরণ প্রক্রিয়া / Dispersal Process (ডিসপার্সল প্রসেস):

সংঘবদ্ধ জনতা সাধারণত নিম্নোক্ত তিনি উপায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকে। যথা:

৩.৩.৪.১ নিয়মমাফিক ছত্রভঙ্গকরণ / Routine Dispersal (রুটিন ডিসপার্সল):

উদ্দেশ্য হাসিল হলে নির্দিষ্ট সময় পরে সংঘবদ্ধ জনতা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে যায়।

৩.৩.৪.২ জরুরি বা সংকটাপন্ন অবস্থায় ছত্রভঙ্গকরণ / Emergency Dispersal (ইমার্জেন্সি ডিসপার্সল):

সংঘবদ্ধ জনতা অপ্রীতিকর বা হিংসাত্মক ঘটনার কারণে যখন ঘটনাস্থলে থাকা নিরাপদ মনে না করে তখন নিজ থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

৩.৩.৪.৩ বলপূর্বক ছত্রভঙ্গকরণ / Coercion Dispersal (কোয়ারশন ডিসপার্সল):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য কর্তৃক সংঘবদ্ধ জনতাকে বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করার প্রক্রিয়া। সংঘবদ্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইহা কম পছন্দনীয় উপায় বিধায় এই ধাপকে সর্বশেষ অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বলপূর্বক ছত্রভঙ্গকরণের পূর্বে সংঘবদ্ধ জনতার সাথে সমরোতার চেষ্টা, অন্তর্ধাতের আগাম তথ্য সংগ্রহ ও বারংবার ছাঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তাদের বেআইনি সমাবেশ ঘোষণা করতে হয়।

৩.৪ দলবদ্ধ জনতার শক্তিকে নিরূপণ করে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ / Assessing Crowds / Mobs for Threat Analysis (অ্যাসেসিং ক্রাউড / মব ফর থ্রেট অ্যানালাইসিস):

দলবদ্ধ জনতার শক্তিকে নিরূপণ করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার। যথা:

- দলবদ্ধ জনতার সংখ্যা;
- জনতার আচরণ, মনোভাব ও মানসিক অবস্থা;
- অধিকৃত জায়গার অবস্থা ও পরিমাণ;
- দলবদ্ধ জনতা ছির না চলমান এবং তারা কোন দিকে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে ধাবিত হচ্ছে, তা বুঝা;
- দলবদ্ধ জনতার কাছে থাকা দাহ্য ও ধ্রংসাত্মক পদার্থ (পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি), লাঠি, ধারালো অস্ত্র (দা, ছুরি, বল্লম ইত্যাদি), বিস্ফোরক দ্রব্য (ককটেল), আগ্নেয়াক্ষ ইত্যাদি;
- অন্তর্ধাতের আগাম তথ্য সংগ্রহ;
- কোন ধরনের জানমাল এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হতে পারে ইত্যাদি।

৩.৪.১ দলবদ্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যা জনতাকে আবেগতাড়িত করে উত্তেজিত করে তোলে;

- অনিশ্চয়তাবোধ;
- জনতা যখন সংঘবন্ধ শক্তি অনুভব করে;
- দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্লান্ত;
- উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অন্তর্ভুক্তমূলক কার্যক্রম;
- পরিকল্পনাহীনতা বা দুর্বল পরিকল্পনা;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের বিভিন্ন অবিবেচনাপ্রসূত হটকারী কার্যক্রম ইত্যাদি।

৩.৫ ক্রাউড ট্যাকটিকস (Crowd Tactics):

- অহিংস / Non Violent (ex. Sit in)
- হিংস্র / Violent:

- রাস্তায় বা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সামনে ব্যারিকেড বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের উদ্দেশ্যে গালমন্দ করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা;
- ঢিল ছোঁড়া, ছুরি মারা;
- রাস্তায় টায়ার বা অন্যান্য জিনিসপত্র জ্বালিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ভয়ংকর পরিবেশের উভব করা;
- সম্পত্তির ক্ষতিসাধন;
- বিস্ফোরক ব্যবহার করে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে উত্তেজিত করা;
- আগুয়ান্ত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৩.৫.১ সংঘবন্ধ উচ্চজ্ঞেল অবৈধ জনতা নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। যথা:

- ভারী বন্ধ নিষ্কেপ করা;
- ময়লার স্তুপ নিষ্কেপ করা;
- ছোরার আঘাত করা;
- আগুয়ান্ত্রের গুলি ছোড়া;
- আতঙ্কিত হয়ে মরণপণ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা;
- ককটেল নিষ্কেপ করা;
- হামলার প্রতিক্রিয়া অতক্রিত হামলা করা;
- জ্বালাও পোড়াও করে সম্পদ ধ্বংস করা;
- সম্পদ লুট করা;
- পেট্রোল পাম্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহের অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া;
- অতক্রিত গুলি করা;
- দলবন্ধ পুলিশ সদস্যদের বা জনগণের উপর গাড়ি চালিয়ে পিছ করা;
- বিস্ফোরক নিষ্কেপ করে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করা ইত্যাদি।

৩.৫.২ সংঘবন্ধ উচ্চজ্ঞেল অবৈধ জনতার নিম্নোক্ত আচরণ নিরূপণ করে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। যথা:

- দলবন্ধ জনতার পরিচয় এবং তারা কি জন্য বিক্ষেপ করছে ?
- বিক্ষেপকারী জনতার উদ্দেশ্য কি ?
- বিক্ষেপকারী জনতা সমাজের কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তাদের মধ্যে কোন বিভাজন আছে কিনা ?
- দলবন্ধ জনতা কতটুকু ক্ষতি করতে পারে ?
- তারা অতীতেও কোন মারমুখী আচরণ বা জ্বালাও পোড়াও করেছে কিনা ?
- তারা কোন উদ্দেশ্যে কোথায় একত্রিত হতে পারে ?
- তারা কোথায় হামলা করার পরিকল্পনা করছে?

- তারা সম্ভাব্য কোথায় কোথায় আক্রমণ করতে পারে ?
- তারা কোন ধরনের আক্রমণ করে অভ্যন্ত ?
- তারা ছবিগত হয়ে গেলে পরবর্তীতে কোথায় একত্রিত হতে পারে ?
- তারা কোন ধরনের খারাপ পরিস্থিতির উভব ঘটাতে পারে ইত্যাদি ?

৩.৬ সংঘবন্ধ জনতার আচরণের ক্ল্যাসিক মডেল / Classic Model of the Crowd:

লী বনের মতে, ব্যক্তি মানুষ যখন নিজেকে সংঘবন্ধ জনতার মধ্যে আবিষ্কার করে এবং সংঘটিত শক্তি অনুভব করে তখন সে অন্যদের সাথে একত্রে অমানবিক বর্বর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ইহা সম্প্রসারিত সাম্প্রদায়িক অসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়।

Contagion theory বা সংস্পর্শীয় তত্ত্বে লী বন আরো বলেন, সংঘবন্ধ জনতা একত্রিত হয়ে এমন শক্তি অনুভব করে যে তারা অযৌক্তিক, ধর্মসাত্ত্বাক ও আবেগতাড়িত আচরণ করতে শুরু করে।

৩.৬.১ সংঘবন্ধ জনতার আচরণের আধুনিক ধারণা / The Modern View of Crowd Behavior:

সংঘবন্ধ জনতার আচরণ ব্যক্তিগত পর্যায় হতে শুরু হয়, যা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গতিশীল। ইহাতে বহুমাত্রিক সম্ভাব্য পরম্পরার সম্পর্কযুক্ত উপাদান ভূমিকা রাখে।

৩.৬.২ সম্প্রসারিত সামাজিক অনন্যতা মডেল / Elaborated Social Identity Model (ESIM):

ইহাতে সংঘবন্ধ জনতার আচরণের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে দাঁড় করানো হয়েছে যা দলীয় মিথ্যাবাদীর ভিত্তিতে গড়ে উঠে। সম্প্রসারিত সামাজিক অনন্যতা মডেল সংঘবন্ধ জনতার আচরণ নিজেদের সামাজিক পরিচয় এবং শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠার বিষয়কে আলোকপাত করেছে।

যেমন: আবাহনী ও মোহামেডান ফুটবল দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হলে হেরে যাওয়া দলের সমর্থনকারীরা বাজে রেফারিং বা অন্য কোন কারণকে দায়ী করে সংঘবন্ধ হয়ে জ্বালাও পোড়াও ভাঁচুর ইত্যাদি ধর্মসাত্ত্বাক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের ইউনিট বা প্লাটুনকে কৌশলী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।



তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- "Crowd Dynamics in Public Order OPs", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- Gustave Le Bon, 1895, The Crowd: A Study of Popular Mind
- The Elaborated Social Identity Model (ESIM) (Reicher, 1996, 1997, 2001; Drury & Reicher, 1999; Srivastava & Drury, 1999; Srivastava & Reicher, 1998)

চতুর্থ অধ্যায়



জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল ও আদেশসমূহ

Equipments and Orders Used in Public Order Management

Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ৮.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল / Public Order Management Equipments এর তালিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ৮.২ শীল্ড ও ব্যাটন ব্যবহারের আদেশ / Order for Shields & Batons সম্পর্কে জানা;
- ৮.৩ হেলমেট ও গ্যাস মাস্ক ব্যবহারের আদেশ / Orders for Helmet and Gas Mask সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; এবং
- ৮.৪ বাঁশি বাজিয়ে আদেশ / Order by Whistle সম্পর্কে জানা।

৮.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বিশেষত সংঘবন্দ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলে সাধারণত নিম্নোক্ত মালামালসমূহ ব্যবহৃত হয় (প্রতি প্লাটুনের জন্য):

৮.১.১ পার্সোন্যাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট / Personal Protective Equipments (PPE):

- স্টীল হেলমেট+বুলেট / স্প্লিন্টার প্রফ জ্যাকেট+আর্ম গার্ড+থাই গার্ড+লেগ গার্ড+গ্যাস মাস্ক (প্রত্যেক সদস্য প্রতি আইটেম ১টি করে)
- শীল্ড = ১০টি (Contact Element এর শীল্ড পার্টির প্রতি সদস্য ০১টি করে)



৮.১.২ অপারেশন্যাল ইকুইপমেন্ট / Operational Equipments:

- ব্যাটন = ২০টি (কটাক্ষ এলিমেন্ট এর প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Gas Gun = ০২টি (গ্যাস পার্টির প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Shot Gun = ০২টি (Rear Safety Element এর প্রথম সারির প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Long Guns = ০২টি (Rear Safety Element এর পিছনের সারির প্রতি সদস্য ০১টি করে)

- Handcuffs = ১৬ জোড়া (Platoon Commander, Team Leaders, Baton Party এর প্রতি সদস্য ০১ জোড়া করে)
- বাঁশি (প্রত্যেক সদস্য ০১ টি করে)
 - টর্চ লাইট (প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত টর্চ লাইট ব্যবহার করবেন এবং রাতের অন্ধকারে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্ট লাইট থাকবে)
- রশি = ০৫টি
- Sound Hand Grenade, Gas Shell এবং Arms এর ammunition পরিস্থিতি অনুসারে নির্ধারিত হবে।
এছাড়াও সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের ক্রাউড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট, গাড়ি, ওয়াটার ক্যানন, এপিসি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪.২ শীল্ড ও ব্যাটন ব্যবহারের আদেশ / Order for Shields & Batons:

৪.২.১ শীল্ড ডাউন / রেস্টিং পজিশন (Shields Down / Resting Position):

Command:

Platoon, Shields Down (প্লাটুন, শীল্ড ডাউন) এই কমান্ডে শীল্ড পার্টির সদস্যরা শীল্ডকে সামনে রেখে আরামে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবেন (নিম্নোক্ত চিত্র দেখুন)।

Shields Stand by (Long Carry) / Waiting Position: শীল্ডকে বাম হাতে বাম পাশে কোমর বরাবর আড়াআড়িভাবে ধরে অপেক্ষা করা।



চিত্র: Shields Down



চিত্র: Shields Stand By

৪.২.২ Shield Ready / Active Guard/ Boxing Position:



চিত্র: Shield Ready / Active Guard/ Boxing Position

- ❖ Batons at Belt: ব্যাটনকে বেল্টে রেখে দেওয়া।
- ❖ Batons Stand By / Along Side: ব্যাটনকে ডান হাতে ধরে ব্যাটনের মাথাকে ভূমির দিকে বাঁকা করে রাখতে হয়।



চিত্র: ব্যাটন ও শীল্ড স্ট্যান্ড বাই পজিশন

- ❖ Batons Back: ব্যাটনকে দু'হাতে ভূমির সমাতরালে পিছনে রাখতে হয়।
- ❖ Batons Front: ব্যাটনকে দু'হাতে ভূমির সমাতরালে সামনে রাখতে হয়।



চিত্র: ব্যাটন ফ্রন্ট



চিত্র: ব্যাটন ব্যাক

- ❖ Batons Ready: ব্যাটনের একদিক ডান হাতে ধরে ব্যাটনের অপর অংশকে ডান কঙ্কে রাখতে হয়।
- ❖ Batons to Chest: দুই হাতে ব্যাটনের দুই প্রান্তকে ভিতর দিকে শক্তভাবে বুক বরাবর ধরতে হয়।



চিত্র: Batons Ready



চিত্র: Batons to Chest

৪.৩ হেলমেট ও গ্যাস মাস্ক ব্যবহারের আদেশ / Orders for Helmet and Gas Mask:

Put On Helmet / Gas Mask: এই আদেশে হেলমেট / গ্যাস মাস্ক মাথায় পরতে হয়।

৯.৩ এর চার্জ কৌশল কার্যক্রমের গ্যাস মাস্ক পরিধানের প্রস্তুতি অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

- ❖ Remove Helmet / Gas Mask: এই আদেশে হেলমেট / গ্যাস মাস্ক মাথা হতে খুলে সাধারণত কোমরের বেল্টের ডান পাশে রাখতে হয়।
- ❖ Visors / Face Protector Down: ক্রাউড কন্ট্রুল টেকনিকের ড্রিল করার সময় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মুখমণ্ডলের নিরাপত্তার জন্য হেলমেটের ফেস প্রোটেক্টর নামানো থাকে।
- ❖ Visors / Face Protector Up: হেলমেটের ফেস প্রোটেক্টর তোলা।



চিত্র: Visor / Face Protector Down



চিত্র: Visor / Face Protector Up

লক্ষণীয়: সকল ক্ষেত্রেই Shields down এর অনুরূপ কমান্ড করতে হয়।

৪.৪ বাঁশি বাজিয়ে আদেশ / Order by Whistle: (১৯৮৩ সালের পিআরবি-১৬৬ বিধি)

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও / Be Ready to Go (বি রেডি টু গো): প্রথমে বাঁশির দীর্ঘ শব্দ ও তারপর একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ।

যাও / Go (গো): বাঁশির সংক্ষিপ্ত শব্দ।

দোড়ে যাওয়ার জন্য বাঁশির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দ / At The Double (এ্যাট দ্যা ডাবল)

চার্জের জন্য প্রস্তুত হও / Be Ready to Charge (বি রেডি টু চার্জ): প্রথমে বাঁশির সংক্ষিপ্ত শব্দ, তৎপর একটি দীর্ঘ শব্দ।

থামা / Halt (হল্ট): বাঁশির দীর্ঘ শব্দ

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Equipment Familiarization ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

পঞ্চম অধ্যায়

আভিযানিক এবং সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিচিতি

Operation Orders & Short Orders

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

৫.১ আভিযানিক আদেশ / Operation Orders সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

৫.২ সংক্ষিপ্ত আদেশ / Short Orders সম্পর্কে জানা।

৫.১ আভিযানিক আদেশ / Operation Orders (অপারেশন অর্ডারস):

ইউনিট কমান্ডার কর্তৃক কোন বিশেষ অবস্থায় তার অধীনস্থ সদস্যরা যেন সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূতভাবে অভিযান পরিচালনা করে অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে যে লিখিত নির্দেশনাসমূহ জারি করা হয় তাই আভিযানিক আদেশ / Operation Orders (অপারেশন অর্ডারস)।

৫.১.১ আভিযানিক আদেশ / Operation Orders (অপারেশন অর্ডারস) এ সাধারণত নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ) টি অংশ থাকে। যথাঃ:

✓ পরিস্থিতির বিবরণ / Situation:

আভিযানিক আদেশের এই অংশে সাধারণত নিযুক্ত হওয়া জায়গার বর্তমান পরিস্থিতি, কতজন গোলোযোগ তৈরি করতে পারে, কোন ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, গোলযোগকারীদের পূর্বোক্ত কৃতকর্মের বৃত্তান্ত ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। অনাকাঞ্চিত পরিস্থিতিতে কাদের কাছ হতে, কি ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলো এই অংশে বিধৃত হয়।

✓ আভিযানিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য / Mission:

বিশেষ আভিযানিক কার্যক্রমে কে, কি, কখন, কেন, কিভাবে এবং কোথায় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলে কাজ করবে সে বিষয়গুলো এই অংশে উল্লেখ থাকে।

✓ কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া / Execution:

অভিযানের ধারণা, অভিযান পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবহৃত ফরমেশন ও রুট, কৌশলসমূহ, সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিশদ ও নির্দিষ্টভাবে আভিযানিক আদেশের এই অংশে বিধৃত হয়।

✓ প্রশাসনিক আদেশ এবং প্রয়োজনীয় মালামাল ও সাজসরঞ্জামের বর্ণনা / Administration and Logistics:

আভিযানিক দল নিয়োগের উদ্দেশ্য, কাঞ্চিত ফলাফল, অর্থ ব্যয়ের সম্ভাব্য প্রাকলন, প্রয়োজনীয় মালামাল, সাজসরঞ্জাম, ব্যবহৃত গাড়ি ইত্যাদির বর্ণনা এই অংশে প্রদান করা হয়।

✓ আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী / Command and Control:

আভিযানিক দলের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রাউন্ড কমান্ডার, ট্যাকটিক্যাল কমান্ডার, সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট, কমান্ডারের অসুস্থ্যতায় বা ক্যান্জুয়ালটিতে দায়িত্ব পালনকারী সদস্য, যোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আভিযানিক এলাকার সূচক প্রদত্ত মানচিত্র ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই অংশে উল্লেখ থাকে।

৫.২ সংক্ষিপ্ত আদেশ / Short Orders (শর্ট ওর্ডারস):

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চলাফেরা স্বাভাবিক রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এই কৌশল প্রয়োগ করার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে দলনেতো অবস্থানযায়ী কাজের ধরন ঠিক করে সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ আদেশ প্রদান করেন, যাকে Short Orders বলা হয়।

৫.২.১ সংক্ষিপ্ত আদেশের কাঠামো / Short Orders Framework (শর্ট ওর্ডারস ফ্রেমওয়ার্ক):

সংক্ষিপ্ত আদেশের কাঠামোতে কয়েকটি উপাদান থাকে। যথা:

- (১) যাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাকে সমোধন করা। যেমন: ইউনিট বা প্লাটুন বা সেকশন বা টাইম
- (২) কাজের উদ্দেশ্য এবং সামনে বা ডানে বামে অগ্রসর হওয়ার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিবেন। যেমন:

For an offensive bound or for a charge of 10 meters or to reach the next crossing road in order to disperse the remaining demonstrators (ফর অ্যান অফেনসিভ বাউড অর ফর অ্যাচার্জ অফ টেন মিটার অর টু রিচ দ্যা নেক্সট ক্রসিং রোড ইন অর্ডার টু ডিসপার্স দ্যা রিমেইনিং ডেমনস্ট্রেটরস)

- (৩) কী পদ্ধতিতে, কিভাবে কাজটি করা হবে, তা ঠিক করে দিবেন। যেমন:

At the double or in a dynamic way or using tear gas grenades at the end of the bound...(অ্যাট দ্যা ডাবল অর ইন অ্যাচার্জ নামিক ওয়ে অর ইউজিং টায়ার গ্যাস গ্রেনেড অ্যাট দ্যা এড অফ দ্যা বাউড.....)

- (৪) Cautionary Command / সতর্কতামূলক আদেশ। যেমন: Be Ready to go or ready to charge (বি রেডি টু গো অর রেডি টু চার্জ)
- (৫) Executive Command / নির্বাহী বা কার্যকরী আদেশ। যেমন: Go or Charge (গো অর চার্জ)
- (৬) কাজ শেষে থামানো। যেমন: Halt (হল্ট)

Summarize:

Platoon, for a Bound of 10 meters (in order to disperse the crowd from the square). Start at the double. Be Ready to go ? (প্লাটুন, ফর অ্যাচার্জ অফ টেন মিটার (ইন অর্ডার টু ডিসপার্স দ্যা ক্রাউড ফ্রম দ্যা স্কয়ার)। স্টার্ট অ্যাট দ্যা ডাবল. বি রেডি টু গো ?)

- Go (গো)
- Ready to charge (রেডি টু চার্জ)
- Charge (চার্জ)
- Halt (হল্ট)

In Case of Emergency:

- Charge / bound, 30 meters / 10 meters (চার্জ / বাউড, থার্টি মিটার / টেন মিটার)
- Go, Go, Go (গো, গো, গো)
- Halt (হল্ট)

লক্ষণীয়:

- ✓ উদাহরণ হিসাবে ৮.১ এর রোড ব্লক কৌশলের কমান্ড অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।
- ✓ এই কমান্ডগুলো শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ওয়ার্ড ইংরেজীতে বলে বাংলায় প্রদান করেও পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টের কাজ করানো যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials



- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- "Crowd Control Orders", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফুট ট্যাকটিস: প্লাটুন ফরমেশন, অপারেশন্যাল উপাদান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য

Foot Tactics: Platoon Formation, Operational Elements and Special Features

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের

৬.১ প্রতি প্লাটুনের সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ফরমেশন ও অপারেশন্যাল উপাদানে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

৬.২ অপারেশন্যাল উপাদানের গঠন ও কার্যাবলি জানা; এবং

৬.৩ ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনের সদস্যদের যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে সেগুলো অবহিত হওয়া।

৬.১ ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকে ব্যবহৃত ফরমেশনস (Formations of Crowd Control Techniques):

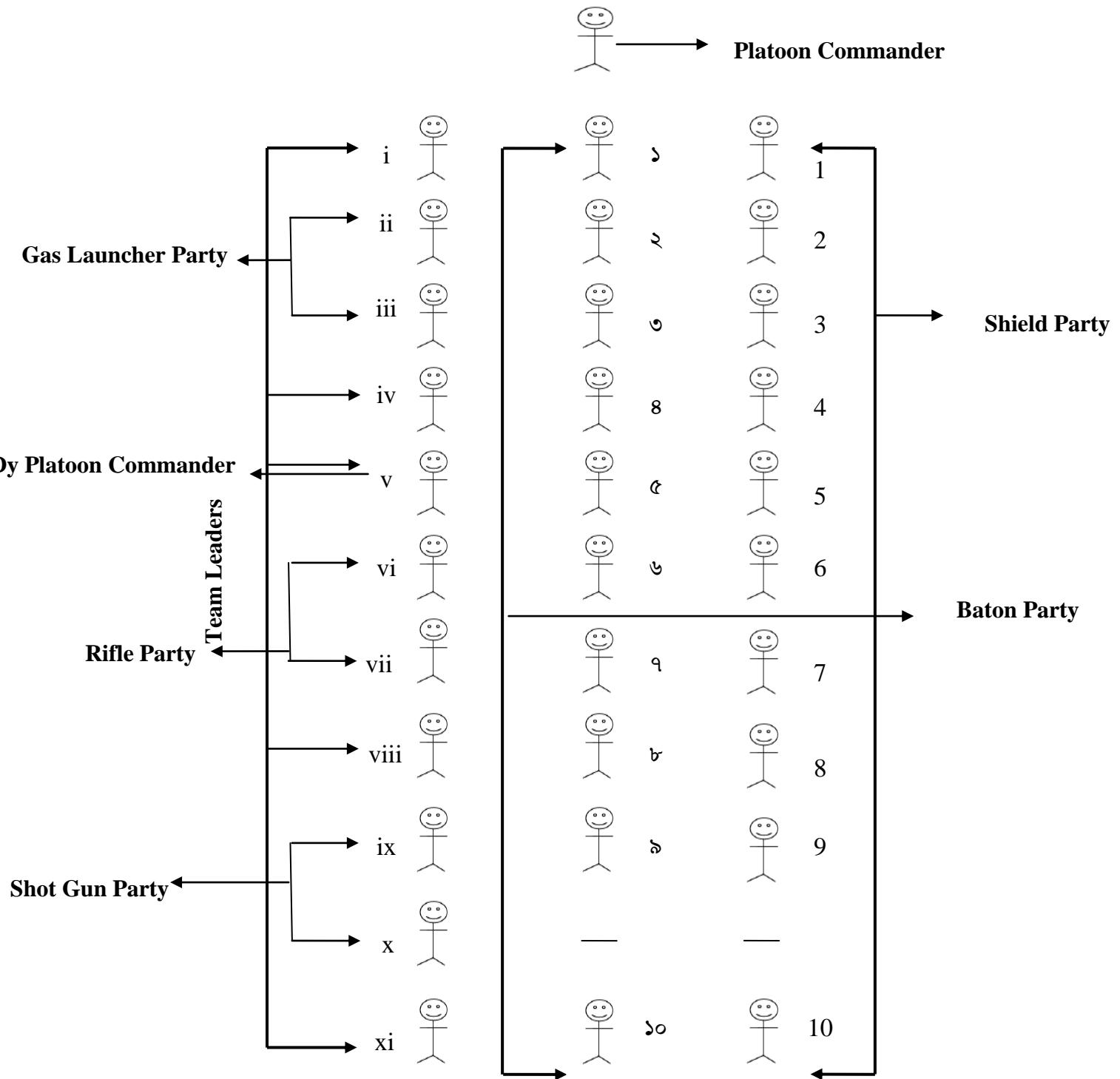
৬.১.১ ইন থ্রীজ ফরমেশন (In Threes Formation):

একটি প্লাটুনের ৩২ জন সদস্য তাদের প্লাটুনের কমান্ডারকে সবার সামনে রেখে তিনটি কলামে দাঁড়িয়ে যে আকৃতি গঠন করে, তাকে ইন থ্রীজ ফরমেশন (In Threes Formation) বলে। সাধারণত Crowd Control Techniques কার্যক্রমে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্লাটুনের সদস্যরা ইন থ্রীজ ফরমেশনে চলাচল করেন।

ইন থ্রীজ এর আকৃতি নিম্নরূপ:



চিত্র: ইন থ্রীজ ফরমেশন



চিত্র: ইন শ্রীজ ফরমেশন

৬.১.২ ডাবল লাইনস / ব্লক ফরমেশন (Double Lines / Block Formation):

ইহা Crowd Control Techniques এর মূল ফরমেশন। Crowd Control Techniques এর সকল কাজ এই ফরমেশন হতে করা হয়। এই ফরমেশনে তিনটি অংশ থাকে। যথা:



চিত্র: ডাবল লাইন ফরমেশন

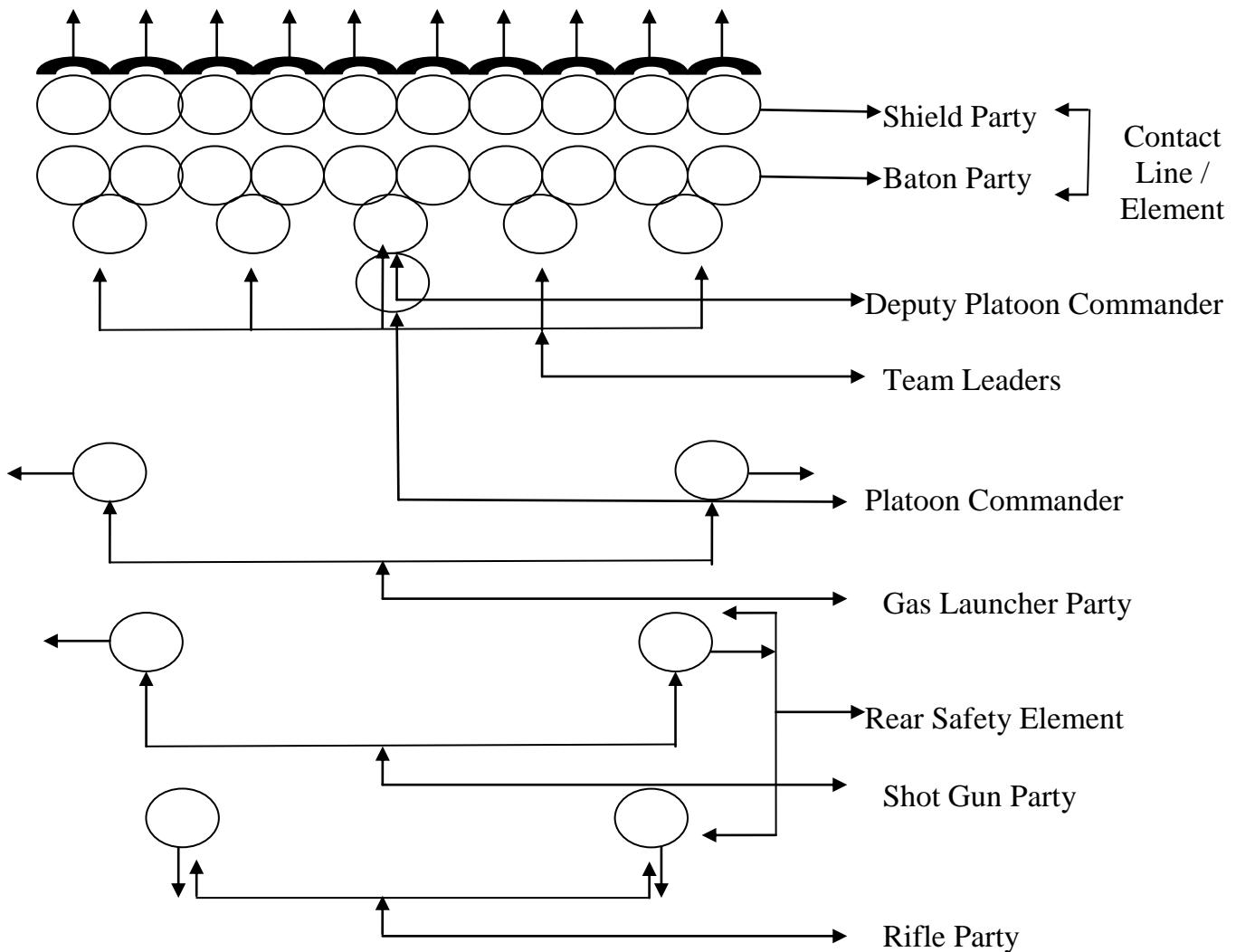
৬.১.২.১ কন্টাক্ট লাইনস (Contact Lines):

সর্বপ্রথম প্লাটুনের সবচেয়ে লম্বা, স্বাস্থ্যবান, সাহসী ১০ জন সদস্য কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে Shield (শীল্ড) হাতে পাশাপাশি এক সারিতে বাম পা কিঞ্চিৎ বেঙ্গ করে সামনে রেখে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যে লাইন গঠন করে, তাকে Shield Party (শীল্ড পার্টি) বলে। পিছনের ব্যাটন পার্টির সদস্যরা শীল্ড পার্টির সদস্যদের কোমরের বেল্ট ধরবে, যদি বেল্ট ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে Bullet / Splinter Proof Jacket এর কলার ধরে প্লাটুনের অপেক্ষাকৃত কম লম্বা সদস্যরা ব্যাটনসহ কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়িয়ে যে লাইন গঠন করে তাকে Baton / Guide Party (ব্যাটন / গাইড পার্টি) বলে। Shield ও Guide Party মিলে একটিভ গার্ড পজিশনে দাঁড়িয়ে Contact Line (কন্টাক্ট লাইন) গঠন করে, যার সদস্য সংখ্যা $(10+10)=20$ জন হয়। মূলত অবৈধ জনতার সংস্পর্শে এই Contact Lines সর্বপ্রথম এসে থাকে, তাই এদেরকে কন্টাক্ট বা ফ্রন্ট লাইনস বলে। কন্টাক্ট লাইনসের প্রতি চারজন সদস্যের পিছনে একজন করে টীম লিডার থাকে, যারাসহ কন্টাক্ট লাইনসের মোট সদস্য সংখ্যা হয় $(5+5+5+5+5)=25$ জন।

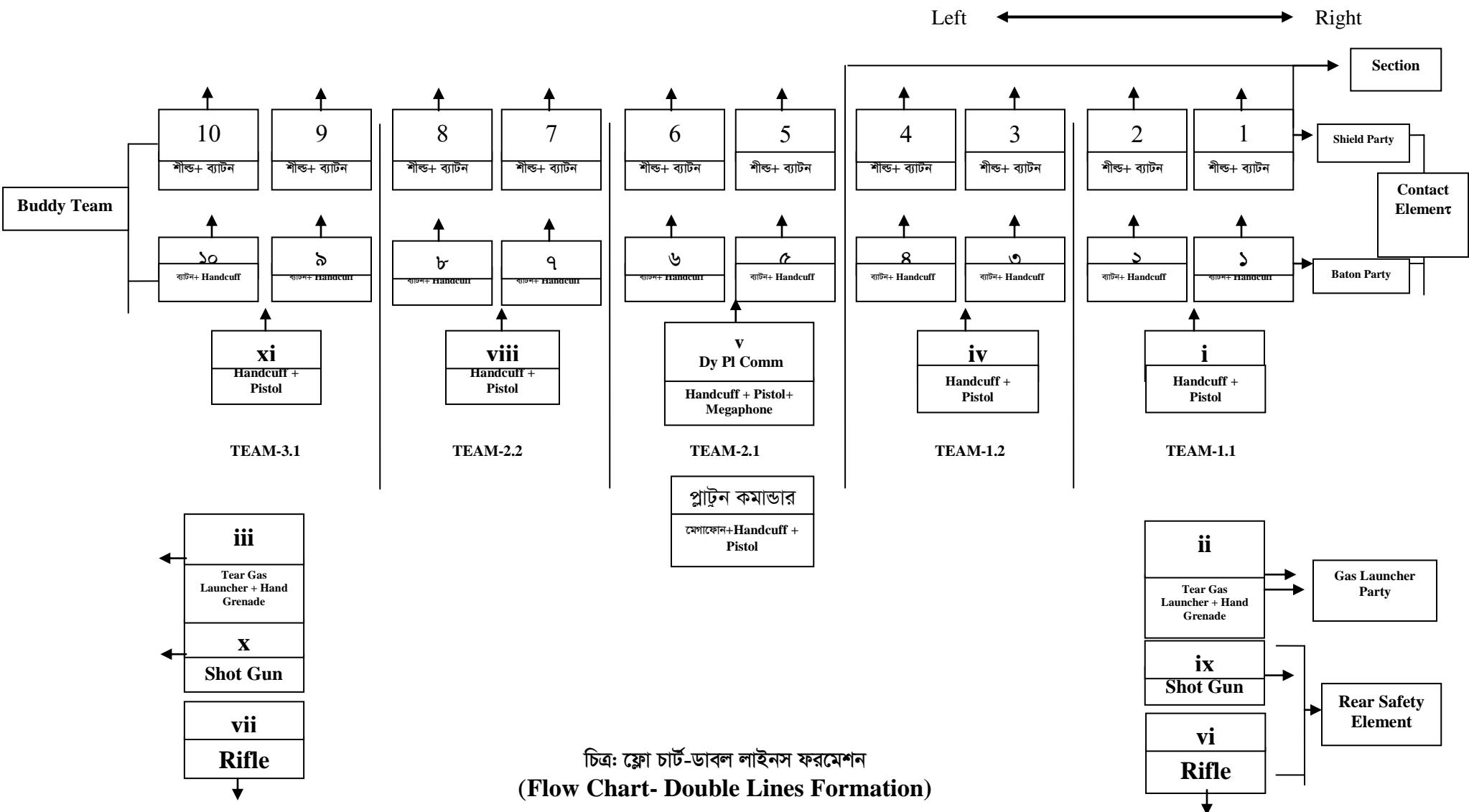
লক্ষণীয়: প্লাটুন কমান্ডার অবস্থানস্থানে রীয়ার সেফটি এলিমেন্ট এর সদস্যদেরকে কন্টাক্ট এলিমেন্টের সাথে মার্জ করিয়ে ক্রসড কন্ট্রোল টেকনিকের কাজ করাতে পারেন।

৬.১.২.২ গ্যাস লঞ্চার পার্টি (Gas Launcher Party):

কন্টাক্ট লাইনের পিছনে টিয়ার গ্যাস লঞ্চারসহ যে দুঁজন সদস্য অবস্থান করেন, তাদের গ্যাস লঞ্চার পার্টি বলে। কমান্ডারের নির্দেশে তারা অবস্থানস্থানে অবৈধ জনতার উপর Gas shell নিক্ষেপ করে থাকেন।



চিত্র: Double Lines Formation (ডাবল লাইনস ফরমেশন)



৬.১.২.৩ রীয়ার সেফটি এলিমেন্ট (Rear Safety Element):

সাধারণত সর্ব পশ্চাতে প্লাটুনের চারজন সদস্য শট গানসহ দুইজন ও রাইফেলসহ দুইজন সদস্য অবস্থান করেন, তাদের রীয়ার সেফটি এলিমেন্ট বলে। প্লাটুন কমান্ডার সর্বশেষ পন্থা হিসেবে নিজেদের, সরকারী ও জনগণের জানমাল ও সম্পদ রক্ষার্থে এই পার্টিকে গুলির (Firing) নির্দেশ দিতে পারেন। এই পার্টিতে সাধারণত ড্রাইভার ও শূটাররা থাকেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে Evacuation (ইভ্যাকিউয়েশন) এর প্রয়োজন হলে কমান্ডারের নির্দেশে এই পার্টি প্লাটুনের সদস্যদের বহনের জন্য নিরাপদে গাড়ী পরিষ্কারণ করেন। এরা পিছন দিক হতে আগত আক্রমণ প্রতিহত ও অন্যদের নিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। এই পার্টিতে ০৪ জন সদস্য থাকে। সামনের ডান ও বামের দুইজন মূল পার্টির ডানে বামে মুখ করে এবং সর্বশেষের দুইজন উল্টাদিক করে দাঁড়ায়।

৬.২ ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকে ব্যবহৃত অপারেশন্যাল উপাদান:

৬.২.১ প্লাটুন (Platoon):

অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গকরণে সাধারণত ১ জন কমান্ডারসহ ৩২ জন পুলিশ সদস্য নিয়ে একটি প্লাটুন গঠিত হয়।

৬.২.২ সেকশন (Section):

প্রতি সেকশনে পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা থাকে সাধারণত ১০ জন।

৬.২.৩ টীম (Team):

একজন লীডারসহ ০৫ জন পুলিশ সদস্য মিলে টীম গঠিত হয়। প্রতি প্লাটুনের কন্ট্রোল এলিমেন্টে ০৫ (পাঁচ) টি টীম থাকে, যাদের যথাক্রমে ডানদিক হতে টীম ১.১, টীম ১.২, টীম ২.১, টীম ২.২ এবং টীম ৩.১ নামে ডাকা হয়। সাধারণত অবৈধ জনতাকে গ্রেপ্তার করার জন্য টীম ১.২ ও টীম ২.২ এবং রোড ব্যারিকেড অপসারণের জন্য রেকি করার কাজে টীম ১.১ ও টীম ৩.১ দ্বয়কে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে প্লাটুনের নাম আলফা হলে প্রথম টীমকে আলফা টীম ১.১ এবং অন্যান্য টীমকে যথাক্রমে আলফা টীম ১.২, ২.১, ২.২ ও ৩.১ নামে ডাকা হয়।



চিত্র: প্লাটুন

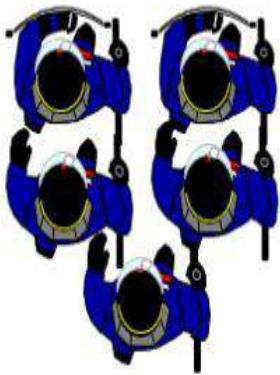


চিত্র: সেকশন

৬.২.৪ বাড়ি টীম (Buddy Team):

একজন হস্তক্ষেপকারী (Intervention Element) ও একজন রক্ষাকারীসহ (Protection Element) মোট দুইজন সদস্য নিয়ে বাড়ি টীম গঠিত হয়। বাড়ি টীমের দুইজন সদস্য অবিভক্ত এবং যেকোন পরিস্থিতিতে তাদের কাজে লাগানো যায়।

Team composition during public order situations



2 shield holders

2 baton holders

1 team leader

চিত্র: টীম

Buddy team during public order situations



The shield holder

- In charge only of what is in front of him
- Follows baton holder guidance
- Protects the buddy team

The baton holder

- Leads the shield holder by physical contact
- Supports and protects the shield holder
- In charge of the flanks

চিত্র: বাড়ি টীম

লক্ষণীয়: প্লাটুন কমান্ডার ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিক, কর্ডন করা জায়গার পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্লাটুনকে অপারেশন্যাল উপাদানে বিভক্ত করে নিবেন।

৬.৩ ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনের সদস্যদের নিম্নোক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে:

Attitude:

ক্রাউড কন্ট্রোলে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতামূলক পেশাদারী মনোভাব থাকতে হবে। সর্বদাই জড়ো হওয়া জনতার মনোভাব বুঝতে হবে এবং অবৈধ জনতার আক্রমণের মাত্রানুযায়ী বুদ্ধি বিবেচনাপ্রস্তুত সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

Protection:

পুলিশ সদস্যদের নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে। অপারেশনের সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক পোশাক পরিধান ও মালামাল সাথে বহন করতে হয়।

Support:

টীম ওয়ার্কের মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সর্বাবস্থায় সাপোর্ট দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আড় সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

Communication:

যেকোন কার্যক্রমে সফলতার জন্য টীমের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ট্যাকটিক্যাল সিগন্যাল, ওয়ারলেস সেট, চোখের চাহনী, কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

- "Basic Foot Formations", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

সপ্তম অধ্যায়

ফুট ট্যাকটিকস: বেসিক ফুট ফরমেশন

Foot Tactics: Basic Foot Formations

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদণ্ডণের

৭.১ ইন থ্রীজ টু ডাবল লাইন্স ফরমেশন, ডাবল লাইনস টু ইন থ্রীজ ফরমেশন গঠন করা এবং ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় হাঁটা ও অ্যাটাকের ভঙ্গি সম্পর্কে জানা;

৭.২ প্লাটুনের সদস্যদের পালনীয় বিষয়সমূহ জানা;

৭.৩ বেসিক ফুট ফরমেশন: প্লাটুনকে বিভক্ত করা / টু স্প্লিট দ্যা প্লাটুন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

৭.৪ প্লাটুনকে পুনর্গঠন করার কার্যক্রম / টু রিফর্ম দ্যা প্লাটুন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;

৭.৫ আরোহণ / Embarking ও অবতরণ / Disembarking কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা; এবং

৭.৬ সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করার সময় প্লাটুনের সদস্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদ ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৭.১.১ ইন থ্রীজ টু ডাবল লাইন্স ফরমেশন (In Threes to Double Lines Formation):

Cautionary Command:

Pla-to-on, Be Ready for Double Lines Formation. (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ডাবল লাইন্স ফরমেশন)

Executive Command:

Platoon, Go (গো)

কমান্ড হওয়ার সাথে সাথে সকল সদস্য নিজ নিজ নির্ধারিত জায়গায় অবস্থান নিবেন।



ইন থ্রীজ ফরমেশন



ডাবল লাইন ফরমেশন

৭.১.২ ডাবল লাইনস টু ইন থ্রীজ ফরমেশন (Double Lines to In Threes Formation):

Word of Command:

Pla-to-on, Be Ready for In Threes Formation. (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ইন থ্রীজ ফরমেশন)

Platoon, Go (গো)

কমান্ড হওয়ার সাথে সাথে প্লাটুনের সকল সদস্যরা নিজ নিজ অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন।

৭.১.৩ ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় হাঁটার ভঙ্গি:

সাধারণত ভূমি হতে ছয় ইঞ্চি উচুঁতে পায়ের পাতা তুলে ভূমিতে থাকা বিপরীত পায়ের পাতার চার ইঞ্চি সামনে পদক্ষেপ ফেলে পার্শ্ববর্তী সকলের সাথে সমান দূরত্ব ও তাল রেখে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হয়।



ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় হাঁটার ভঙ্গি



ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় এ্যাটাকের ভঙ্গি

৭.১.৪ ক্রাউড কন্ট্রোল করার সময় এ্যাটাকের ভঙ্গি:

সাধারণত বাম পাকে সামনে রেখে ডান পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দ্রুত গতিতে বা দৌড়ে এ্যাটাকের কাজ করতে হয়।

৭.২ প্লাটুনের সদস্যদের পালনীয় বিষয়সমূহ:

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্লাটুনের সদস্যদের ক্রাউড কন্ট্রোল অপারেশন্যাল দায়িত্বে নিয়োজিত করার সময় পেশাদার, সুশৃঙ্খল এবং সংঘবন্ধবাবে মোতায়েন করতে হবে। সদস্যরা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ও ধীর স্তরে থাকবেন। তাড়াভুঢ়া করে কাজ করা যাবে না।

প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের সদস্যদের দায়িত্বে নিয়োজিত করার পূর্বে দায়িত্বপূর্ণ এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখবেন, ব্রিফ করবেন এবং কোন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সেই পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

প্লাটুনের সদস্যরা সংঘবন্ধ জনতার সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলা ও হাসিতামাশা করবেন না। যেকোন ধরনের প্রলোভন থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হবে। তাদেরকে আচরণে ভদ্র এবং কর্তব্যে দৃঢ় থাকতে হবে (Firm but Sober)।

৭.২.১ প্লাটুনকে বিভক্ত করা / To Split the Platoon:

উদ্দেশ্য:

ক্রাউড কন্ট্রোলের কৌশল ও কর্ডন করা জায়গার পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্লাটুনকে টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত করে নেওয়া।

প্লাটুনকে সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত করা:

কাজ:

প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যকে ডান ও বামে প্রসারিত হওয়ার এরিয়া ফিক্সড করে দিবেন (অবস্থা অনুসারে Contact Element কে শুধু ডানে বা বামে বা মধ্য হতে ডানে ও বামে উভয়দিকে প্রসারিত হতেও বলতে পারেন। ডানে প্রসারিত হতে বললে বামের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন এবং বামে প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে ডানের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন)।



চিত্র: টীম ফরমেশনে অবস্থান করা ইউনিট

Word of Command:

Pla-to-on to split into Section, or Team, or Buddy Team (প্লা-টু-ন টু স্প্লিট ইন্টু সেকশন, অর টীম, বা বাড়ি টীম)

From the left to the right (or opposite, or from the centre to the sides.....) (ফ্রম দ্যা লেফট টু দ্যা রাইট
(অর অপোজিট, অর ফ্রম দ্যা সেন্টার টু দ্যা সাইড.....)

Gap of ``X`` metres between the Sections, or Teams, or Buddy teams (গ্যাপ অফ “এক্স” মিটার বিটউইন
দ্যা সেকশন্স, অর টীম, অর বাড়ি টীম)

Cautionary Command:

Platoon, Be Ready to Split into Section, or Team, or Buddy Team (প্লাটুন বি রেডি টু স্প্লিট ইন্টু
সেকশন, বা টীম, বা বাড়ি টীম)

লক্ষণীয়: Be ready কমান্ডে সব সময়ই প্লাটুনের শীল্প পার্টির সদস্যরা ব্যাটন দিয়ে শীল্পে আঘাত করে এবং সকল সদস্য মুখে
বলবে ‘ইয়েস’ বা ‘রেডি’। অর্থাৎ তারা প্লাটুন কমান্ডারের আদেশ অনুসরণ করে কাজ করতে প্রস্তুত।

Executive Command:

Go (গো)

এই কমান্ডে প্লাটুনের সদস্যরা সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত হবেন।



চিত্র: Split Into Team & Split Into Buddy Team

অনুরূপভাবে একাধিক প্লাটুন নিয়ে গঠিত ইউনিটকেও প্লাটুনে বিভক্ত করা যেতে পারে।

৭.৩ প্লাটুনকে পুনর্গঠন করা / To Reform the Platoon:

সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমকে প্লাটুনে পুনর্গঠন করা:

কাজ: প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যকে ডান ও বামে সংকুচিত বা সরে আসতে বলবেন (অবস্থা অনুসারে Contact Element কে শুধু ডানে বা বামে বা মধ্য হতে ডান ও বামে সংকুচিত বা সরে আসতে বলতে পারেন। ডানে সংকুচিত হতে বললে ডানের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন এবং বামে সংকুচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বামের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন)।

Unit in block formation



চিত্র: ইউনিট ইন ডাবল লাইস বা ব্লক ফরমেশন

Word of Command:

Section, or Team, or Buddy Team to reform into Platoon (সেকশন, অর টীম, বা বাডি টীম টু রিফর্ম ইন্টু প্লাটুন)

From the left to the right or opposite, or from the sides to the centre..... (ফ্রম দ্যা লেফট টু দ্যা রাইট অর অপোজিট, অর ফ্রম দ্যা সাইড টু দ্যা সেন্টার...)

Gap of ``X`` metres between the Sections, or Teams, or Buddy teams if necessary (গ্যাপ অফ “এক্স” মিটার বিটউইন দ্যা সেকশন্স, অর টীম, অর বাডি টীম ইফ নেসেসারি)

Cautionary Command:

Section, or Team, or Buddy Team, Be Ready to reform into Platoon (সেকশন, বা টীম, বা বাডি টীম বি রেডি টু রিফর্ম ইন্টু প্লাটুন)

Executive Command:

Go (গো)

এই কমান্ডে সেকশন বা টীম বা বাডি টীমের সদস্যরা প্লাটুনে পুনর্গঠিত হবেন।

অনুরূপভাবে একাধিক প্লাটুনকেও একটি ইউনিটে পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

৭.৪.১ আরোহণ / Embarking (এমবার্কিং):

যখন প্লাটুনের সদস্যদের প্রতি সংঘবদ্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন তারা প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রয়োজনে ক্রাউড কন্ট্রোল গিয়ার পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রওনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুজন করে টীমওয়ারী গাড়ীতে আরোহণ করেন। প্লাটুনের সদস্যদের নিরাপদে গাড়ীতে উঠার এই প্রক্রিয়াকে Embarking (এমবার্কিং) / আরোহণ বলে।

১০ অধ্যায়ের Breaking Contact এর ১০.২ এর Withdrawal/ Embarkment / Embus কার্যক্রমে আরোহণ / Embarking (এমবার্কিং) সম্পর্কে আলোচনা অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

৭.৪.২ অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং):

যখন প্লাটুনের সদস্যদের প্রতি সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন তারা প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রয়োজনে ক্রাউড কন্ট্রোল গিয়ার পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রওনা দিয়ে দুজন করে টামওয়ারী গাঢ়ী হতে অবতরণ করে। প্লাটুনের সদস্যদের নিরাপদে গাঢ়ী হতে অবতরণ করার এই প্রক্রিয়াকে অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং) বলে।

১০. অধ্যায়ের Breaking Contact এর ১০.৩ এর Engagement / Debus / Disembarkment কার্যক্রমে অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং) সম্পর্কে আলোচনা অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

৭.৫ সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করার সময় প্লাটুনের সদস্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদ / Types of March of Platoon Members in Crowd Control Situation (টাইপস অফ মার্চ অফ প্লাটুন মেম্বারস ইন ক্রাউড কন্ট্রোল সিচুয়েশন):

৭.৫.১ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা / Marching Normally or Walking Step (মার্চিং নরম্যালি অর ওয়াকিং স্টেপ):

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। সাধারণত ভূমি হতে ছয় ইঞ্চি উচুন্তে পায়ের পাতা তুলে ভূমিতে থাকা বিপরীত পায়ের পাতার চার ইঞ্চি সামনে পদক্ষেপ ফেলে পার্শ্ববর্তী সকলের সাথে সমান দূরত্ব ও তাল রেখে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হয়।

৭.৫.২ জগিংয়ের গতিতে অগ্রসর হওয়া / Marching in Double time or Jogging Step or Double March (মার্চিং ইন ডাবল টাইম অর জগিং স্টেপ অর ডাবল মার্চ):

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে জগিং করে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। ইহা হাঁটা ও দৌড়ানোর মাঝামাঝি অবস্থান।

৭.৫.৩ দৌড়ের গতিতে অগ্রসর হওয়া / Marching Dynamically (মার্চিং ডাইনামিক্যালি):

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে দৌড়ে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। বাট্ট ও চার্জের অ্যাটাকের কাজ করার সময় ক্ষিপ্ত গতি আনয়নের জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। সাধারণত বাম পাকে সামনে রেখে ডান পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দ্রুত গতিতে বা দৌড়ে অ্যাটাকের কাজ করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

- "Basic Foot Tactics", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

অষ্টম অধ্যায়

ফুট ট্যাকটিকস: রোড ব্লক Foot Tactics: Road Block

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের

৮.১ রোড ব্লক (Road Block) সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

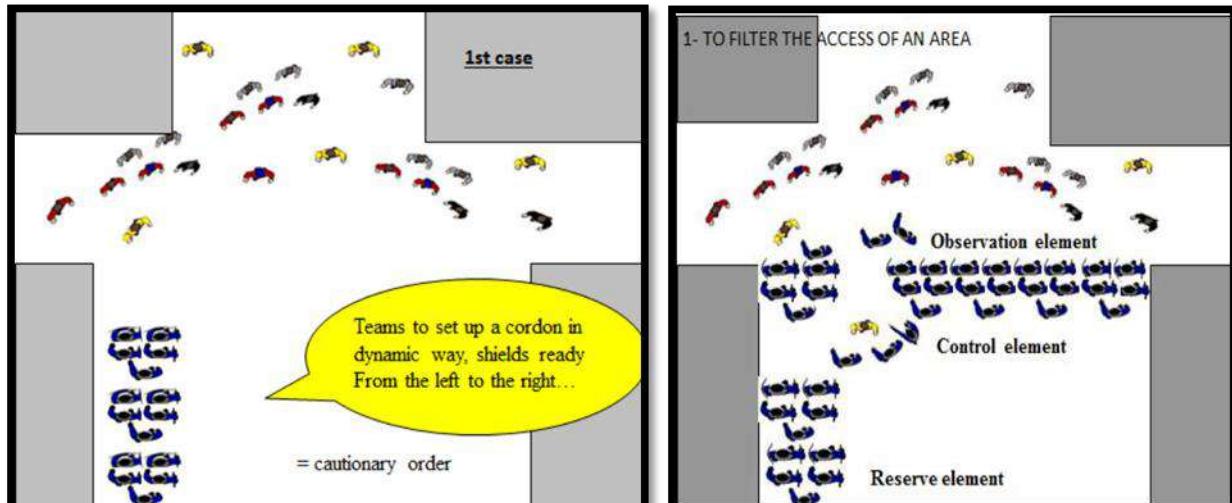
৮.২ বিভিন্ন প্রকার রোড ব্লক সম্পর্কে বিশদভাবে জানা।

৮.১ রোড ব্লক (Road Block) / সেট আপ অ্যা কর্ডন (Set up a Cordon):

কোন প্লাটুনের সদস্যরা যখন ডাবল লাইনস পজিশন হতে ডানে ও বামে প্রসারিত হয়ে কোন রাস্তা বা জায়গার নির্দিষ্ট স্থান দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখে ও অবৈধ জনতাকে ভিতরে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে, তাকে Road Block (রোড ব্লক) / Set up a Cordon (সেট আপ অ্যা কর্ডন) বলে।

উদ্দেশ্য:

নির্দিষ্ট এরিয়া দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অন্যান্য টেকনিক অবলম্বন করার মাধ্যমে অবৈধ জনতাকে সামনে অগ্রসর হতে বা চারিদিকে (ডান, বাম ও পুলিশ সদস্যদের পিছনে) ছাড়িয়ে পড়া হতে বিরত রাখা।



চিত্র: রোড ব্লক / সেট আপ অ্যা কর্ডন

কাজ: প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যকে ডান ও বামে প্রসারিত হওয়ার এরিয়া ফিরুড় করে দিবেন (অবস্থা অনুসারে Contact Element কে শুধু ডানে বা বামে বা মধ্য হতে ডানে ও বামে উভয়দিকে প্রসারিত হতে বলতে পারেন। ডানে

প্রসারিত হতে বললে বামের বাড়ি টীমের সদস্যরা ছির থাকবেন এবং বামে প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে ডানের বাড়ি টীমের সদস্যরা ছির থাকবেন)।

Word of Command:

Pla-to-on to split into Section, or Team, or Buddy Team (প্লা-টু-ন টু স্প্লিট ইন্টু সেকশন, অর টীম, বা বাড়ি টীম)

From the left to the right or opposite, or from the centre to the sides.....) (ফ্রম দ্যা লেফট টু দ্যা রাইট অর অপোজিট, অর ফ্রম দ্যা সেন্টার টু দ্যা সাইড.....)

Gap of ``X`` metres between the Sections, or Teams, or Buddy Teams (গ্যাপ অফ “এক্স” মিটার বিটউইন দ্যা সেকশন্স, অর টীম, অর বাড়ি টীম)

Cautionary Command / সতর্কতামূলক কমান্ড:

Pla-to-on, Be Ready for R-o-a-d Block (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর রো-ড ব্লক)

(থিতি বি রেডি সতর্কতামূলক কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুনের সকল সদস্য মুখে বলবেন “ইয়েস” বা “রেডি” এবং শীল্ড পার্টি একই সময়ে শীল্ডে ব্যাটন দ্বারা আঘাত করবেন)।

Executive Command:

Platoon, R-o-a-d Block (প্লাটুন, রো-ড ব্লক) / Go (গো)

এই কমান্ডের সাথে সাথে Contact Element ও অন্যান্য পার্টি ডানে বামে প্রসারিত হবে। Contact Element এর সর্বডান ও বামের সদস্যরা ফিক্সড এরিয়া হতে কমপক্ষে দেড় হাত ভিতরে দাঁড়াবেন এবং টীম লিডাররা অবস্থান্ত্যায়ী ডান বা বামের বাড়ি টীমের পিছনে অবস্থান করবেন।

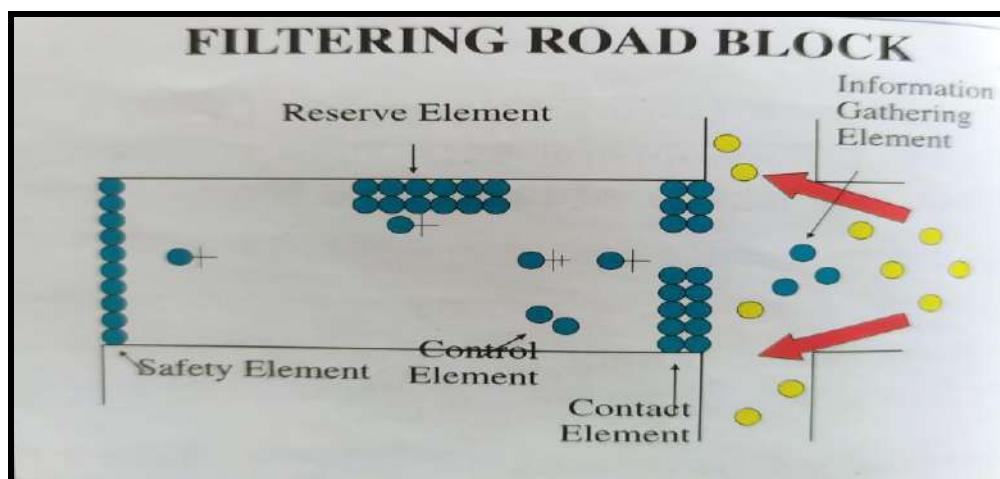
Road Block এর কাজ দুই অবস্থা হতে করা যায়। যথা:

- i) দাঁড়ানো অবস্থা হতে এবং
- ii) চলতে চলতে।

৮.২ রোড ব্লক (Road Block) বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা:

৮.২.১ প্ররিষ্কত রোড ব্লক / Filtering Road Block (ফিল্টারিং রোড ব্লক):

যে রোড ব্লক দিয়ে সংঘবন্ধ জনতাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু লোককে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয় তাকে প্ররিষ্কত রোড ব্লক / Filtering Road Block (ফিল্টারিং রোড ব্লক) বলে।



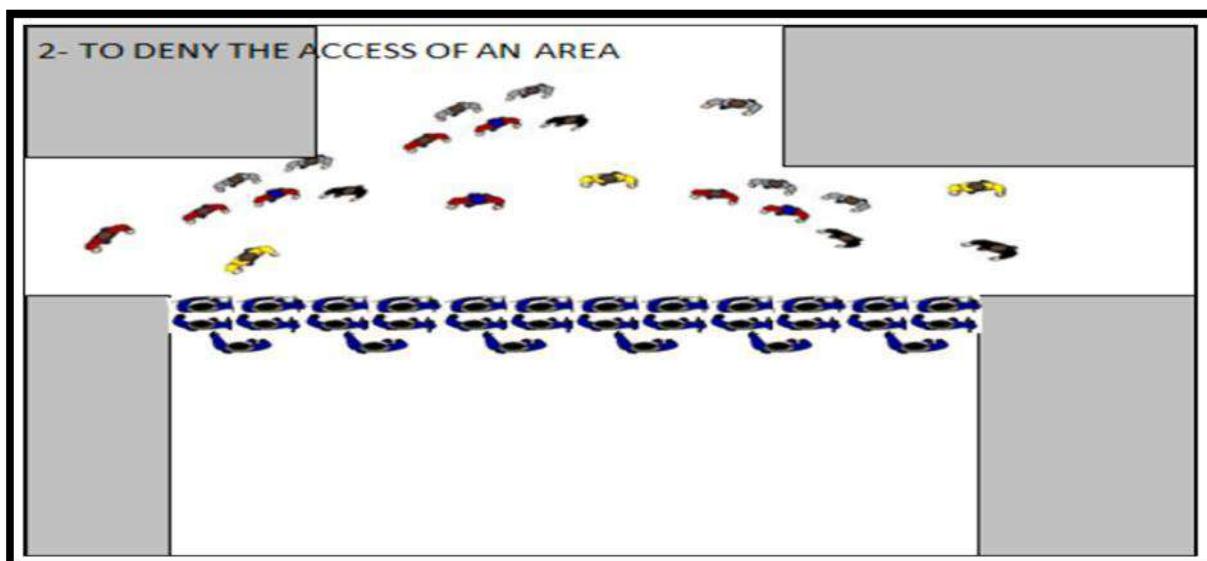
চিত্র: ফিল্টারিং রোড ব্লক

উদাহরণ: পাবলিক অর্ডার সিচুয়েশনে যখন এলাকার নির্দিষ্ট সংখ্যক জনতাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং অন্যদের প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয়।

৮.২.২ আটকানো রোড ব্লক / Blocking Road Block (ব্লকিং রোড ব্লক):

যখন রোড ব্লক দিয়ে অনাকাঙ্খিত জনগণকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকার নিরাপত্তা দেওয়া হয় তখন তাকে Blocking Road Block (ব্লকিং রোড ব্লক) / আটকানো রোড ব্লক বলে।

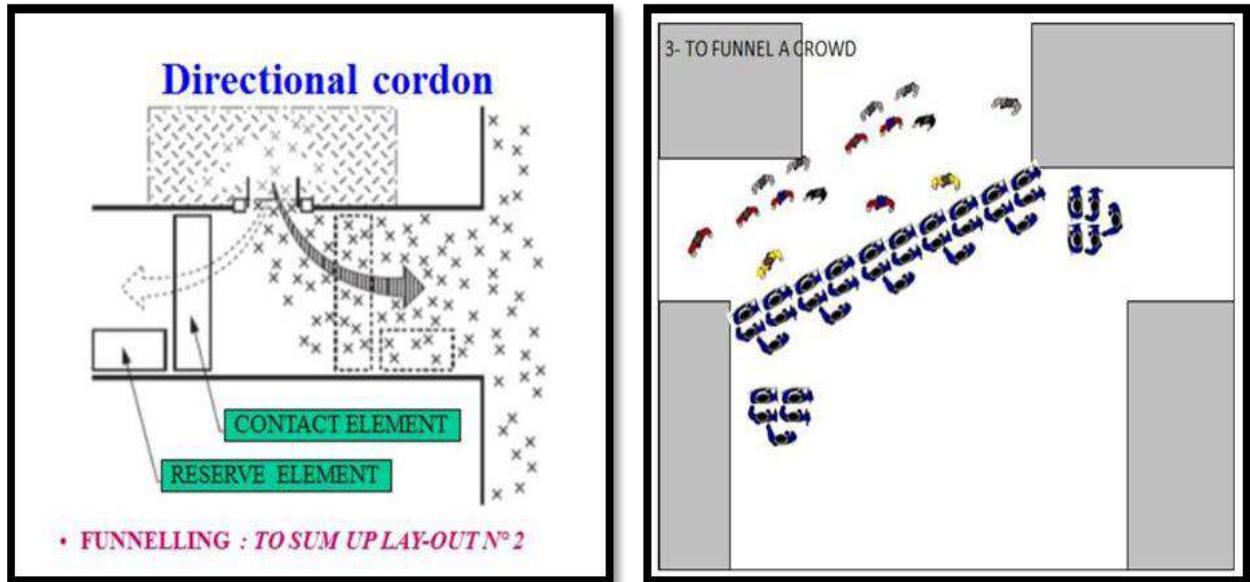
উদাহরণ: পাবলিক অর্ডার সিচুয়েশনে যখন মানুষদের ভিতরে প্রবেশে বাধা প্রদান করা বা অপরাধ সংঘটনের স্থলে সাধারণ জনগণকে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়।



চিত্র: ব্লকিং রোড ব্লক

৮.২.৩ নির্দেশিত রোড ব্লক / Directional Road Block (ডিরেকশন্যাল রোড ব্লক):

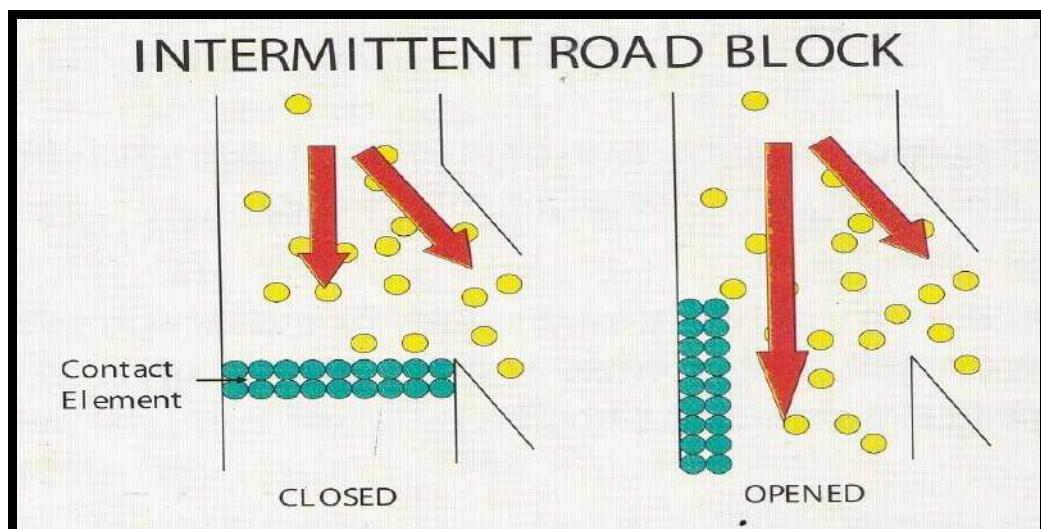
যে ধরনের রোড ব্লক দিয়ে সংঘবন্ধ জনতাকে চ্যানেল বা পথ তৈরি করে নির্দিষ্ট গতিপথে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয় তাকে Directional Road Block (ডিরেকশন্যাল রোড ব্লক) / নির্দেশিত রোড ব্লক বলে।
উদাহরণ: স্টেডিয়ামে দর্শকদের খেলা শেষে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করে চলে যেতে সহযোগিতা করা।



চিত্র: ডিরেকশন্যাল রোড ব্লক

৮.২.৪ সবিরাম রোড ব্লক / Intermittent Road Block (ইন্টারমিটেন্ট রোড ব্লক):

কোন শাস্ত, সংঘবন্ধ জনতাকে কিছু সময় রোড ব্লক দিয়ে প্রবেশে বাধা প্রদান করা এবং পরবর্তীতে কর্ডন খুলে দিয়ে কিছুক্ষণ প্রবেশ করতে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে Intermittent Road Block বলে।



চিত্র: ইন্টারমিটেন্ট রোড ব্লক



চিত্র: রোড ব্লক / কর্তন

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Foot Tactics", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units 1st edition 2015

নবম অধ্যায়

ফুট ট্যাকটিকস: ক্লিয়ারিং ওয়েভ, বাউন্ড ও চার্জ

Foot Tactics: Clearing Wave, Bound and Charge

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদণ্ডণের

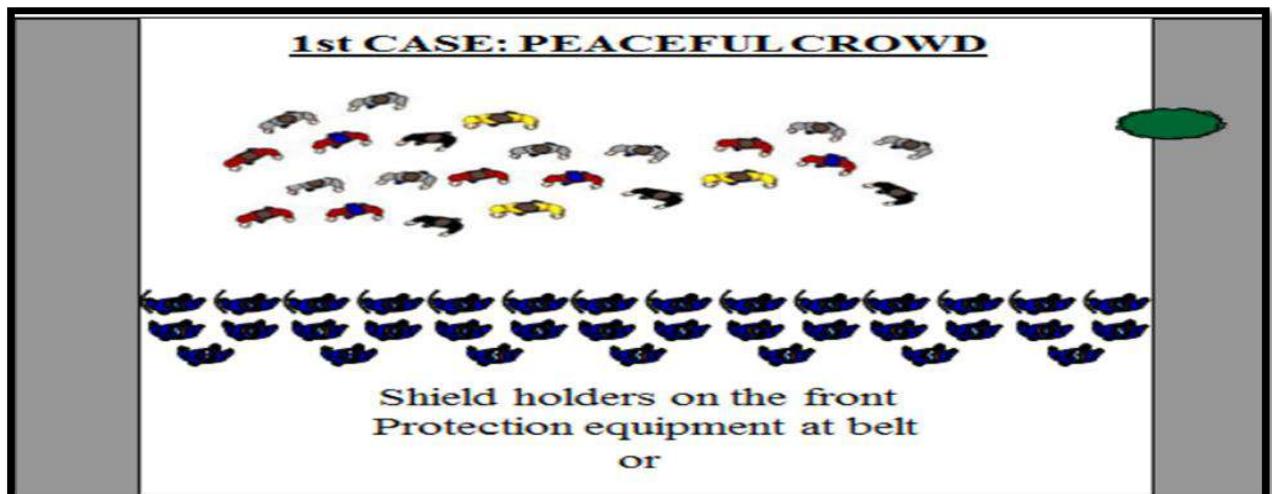
১.১ ক্লিয়ারিং ওয়েভ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১.২ বাউন্ড, অফেনসিভ বাউন্ড এবং সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড কার্যক্রমের কৌশল জানা; এবং

১.৩ চার্জ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

১.১ ক্লিয়ারিং ওয়েভ (Clearing Wave) বা ড্রাইভ ব্যাক ওয়েভ (Drive Back Wave):

উচ্চাঞ্চল অবৈধ জনতাকে প্লাটুনের সদস্যরা পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া করে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার প্রক্রিয়াকে ক্লিয়ারিং ওয়েভ বলে।



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভ

কাজ:

প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে প্রয়োজনে রোড ব্লকের কাজ করিয়ে নিবেন এবং সামনের দিকে প্লাটুন সদস্যরা কতুকু জায়গা হেঁটে দখলে নিবেন, তা নির্ধারণ করে দিবেন।

এই কাজটি দখল করা জায়গার চওড়া, অবৈধ জনতার সংখ্যা ও আচরণ অনুসারে তিন প্রকারে করা যায়। যথা:



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভ

Clearing Wave: Method and Orders:

"For a clearing wave of X meters" or "For a clearing wave to the next cross-road" ("ফর অ্যা ক্লিয়ারিং ওয়েভ অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা ক্লিয়ারিং ওয়েভ টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")

এই কাজটি দখল করা জায়গার চওড়া, অবৈধ জনতার সংখ্যা, আচরণ ইত্যাদি অনুসারে তিন প্রকারে করা যায়। যথা:

৯.১.১ অবৈধ জনতা শান্ত এবং দখল করা জায়গা বেশ চওড়া / Crowd Calm:

Command:

Shields & Batons Party, on the Same Line (শীল্ড অ্যান্ড ব্যাটন পার্টি, অন দ্যা সেম লাইন)

Batons Party, Take the Position (ব্যাটন পার্টি, টেক দ্যা পজিশন)

এই কমান্ডে ব্যাটন পার্টি এক কদম ডানে এবং এক কদম সামনে এসে শীল্ড পার্টির পাশে দাঁড়াবে।

Cautionary Command:

Pla-to-on, Be Ready for Clearing Wave (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)



চিত্র: অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিন্তু আক্রমণাত্মক নয়

Command: Platoon, Clearing Wave (প্লা-টু-ন, ক্লিয়ারিং ওয়েভ) / Go (গো)

- এই কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুনের সকল সদস্য এক সাথে তাল মিলিয়ে হেঁটে সামনের দিকে যাবেন, জনতাকে বলবেন “Please, Go Back” অবৈধ জনতাকে নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত মুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিবেন এবং কমান্ডারের নির্দেশে হল্ট হবেন।

৯.১.২ অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিন্তু আক্রমণাত্মক নয় / Crowd Hostile but not Aggressive:

Command:

Batons Party on the Front Line (ব্যাটন পার্টি অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)

Take the Position (টেক দ্য পজিশন)

এই কমান্ডে ব্যাটন পার্টি এক কদম ডানে, দুই কদম সামনে এবং এক কদম বামে এসে শীল্ড পার্টির সামনে দাঁড়াবে।

Batons Party, Batons to Chest (ব্যাটন পার্টি, ব্যাটন টু চেস্ট) ব্যাটন পার্টি, ব্যাটন নিজেদের চেস্ট বরাবর ধরবেন।

Platoon, Be Ready for Clearing Wave (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)

এই কমান্ডে সবাই মুখে ইয়েস বলবে এবং শীল্ড পার্টি শীল্ডে আঘাত করবে।

Go (গো)

এই কমান্ডে সবাই সামনে অগ্রসর হবে এবং ব্যাটন পার্টি ব্যাটন দিয়ে ঠেলে উচ্ছুর্ঝল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবে। প্রয়োজনে কমান্ডারের নির্দেশে হঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে হালকা ব্যাটন চার্জ করবে।



চিত্র: অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিষ্ট আক্রমণাত্মক নয়

৯.১.৩ অবৈধ জনতা আক্রমণাত্মক / Crowd Aggressive:

শীল্ড পার্টি ব্যাটন পার্টির পিছনে থাকলে

Command:

Shields Party, on the Front Line (শীল্ড পার্টি, অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)

Take the Position (টেক দ্য পজিশন) এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি সামনে আসবে।

Platoon, Be Ready for Clearing Wave (প্ল্যাটুন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)

Go গো)

এই কমান্ডে সবাই সামনে অগ্রসর হবে। শীল্ড পার্টি নিজেদের অবৈধ জনতার আঘাত হতে রক্ষা করবে, প্রয়োজনে ধাক্কা দিবে এবং ব্যাটন পার্টি ব্যাটন চার্জের ভয় দেখাবে বা হালকা ব্যাটন চার্জ করবে।



চিত্র: অবৈধ জনতা আক্রমণাত্মক

উদ্দেশ্য: উচ্চারণ অবৈধ জনতাকে কমান্ডারের নির্দেশে হাঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে হালকা শক্তি প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত পিছু ইঁটান।



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভেড

৯.২ বাউন্ড, অফেনসিভ বাউন্ড, সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / (Bound, Offensive Bound, Self Defense Bound):

৯.২.১ বাউন্ড (Bound):

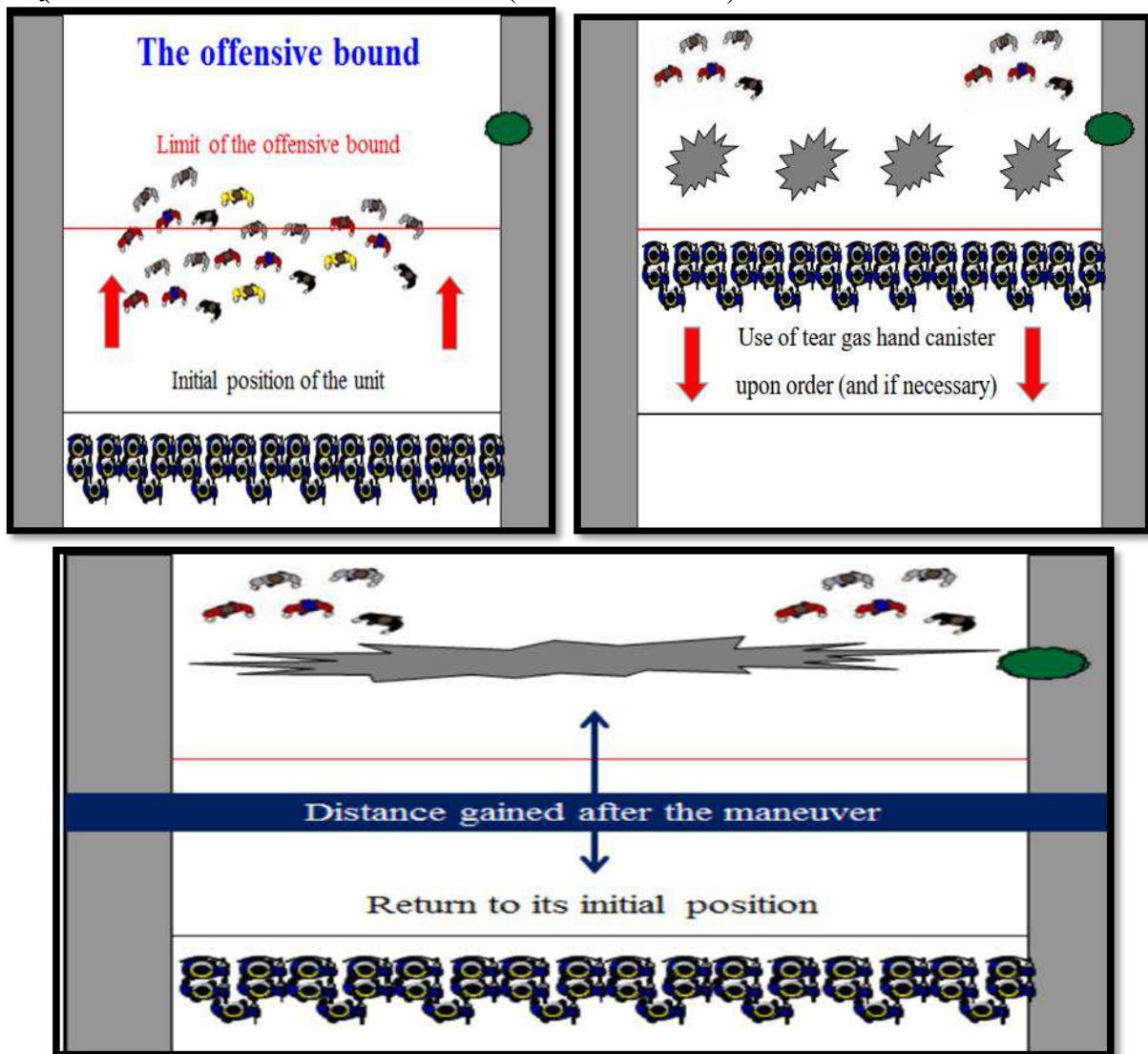
প্লাটুনের কন্ট্রুল এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে সেখানে অবস্থান করে অবৈধ জনতাকে ছেড়ে দেওয়া বা অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে তাকে বাউন্ড (Bound) বলে।



চিত্র: বাউন্ড

৯.২.২ অফেনসিভ বাউন্ড (Offensive Bound):

প্লাটুনের কন্ট্রুট এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ১২/১৫ কদম পিছনে ফেরৎ এসে অবৈধ জনতাকে ছব্বিস করে অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে তাকে অফেন্সিভ বাউন্ড (Offensive Bound) বলে।



চিত্র: অফেন্সিভ বাউন্ড

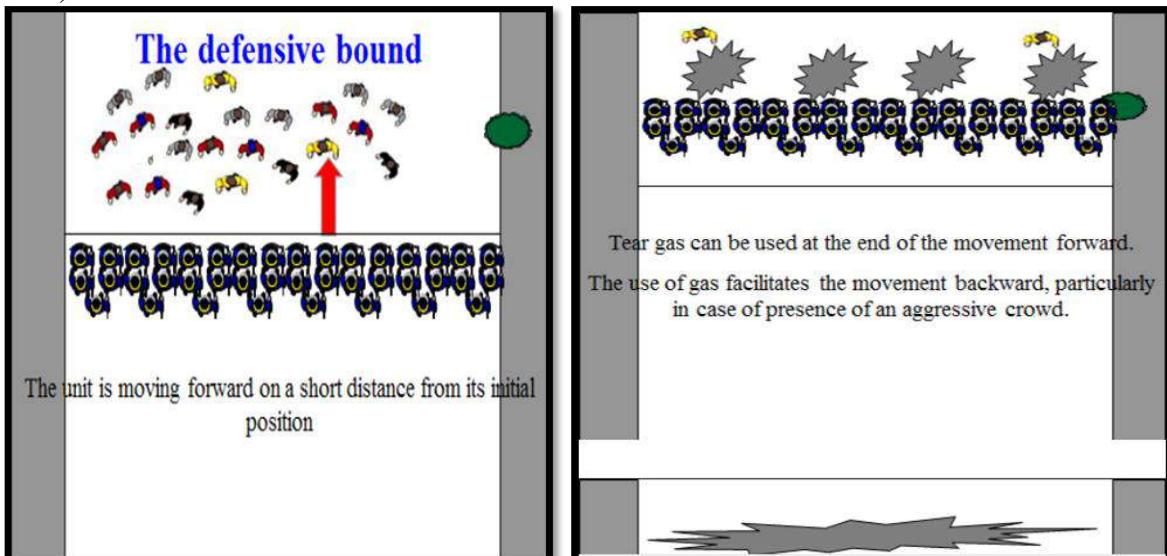
৯.২.৩ সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড (Self Defense Bound / Defensive Bound):

প্লাটুনের কন্ট্রুট এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ১২/১৫ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ২৫/৩০ কদম পিছনে ফেরৎ এসে অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে এবং তীমওয়ারী নিজেদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড (Self Defense Bound / Defensive Bound) বলে।

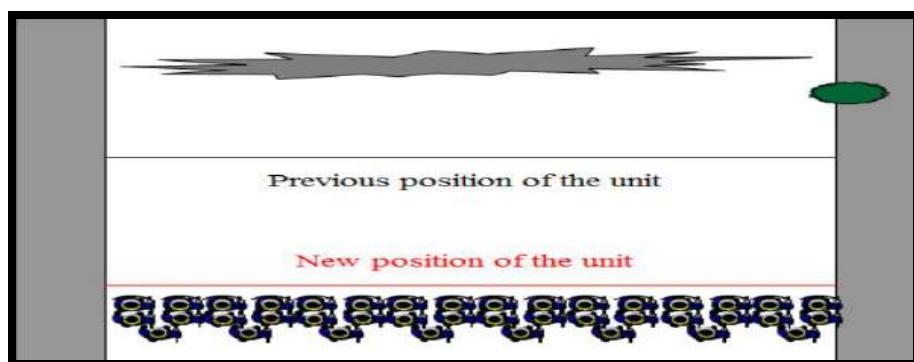
কাজ: Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound (বাউন্ড / অফেন্সিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড):
Method and Orders:

প্লাটুন কমান্ডার সামনের দিকে লিমিট পয়েন্ট নির্ধারণ করে দিবেন।

"For a Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound of X meters" or "For a Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound to the next cross-road" ("ফর অ্যা বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")



চিত্র: সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড



Cautionary Command:

Pla-to-on, Be Ready for Bound / Offensive Bound / Defensive Bound (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড)

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন, অ্যা-টা-ক)

- এই কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে সেখানে অবস্থান করে বা ১২/১৫ কদম পিছনে ফেরৎ এসে আবেধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে বা ১২/১৫ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ২৫/৩০ কদম পিছনে ফেরৎ এসে আবেধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে এবং টীমওয়ারী নিজেদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

Stop / Halt, Back, Back (স্টপ / হল্ট, ব্যাক, ব্যাক)

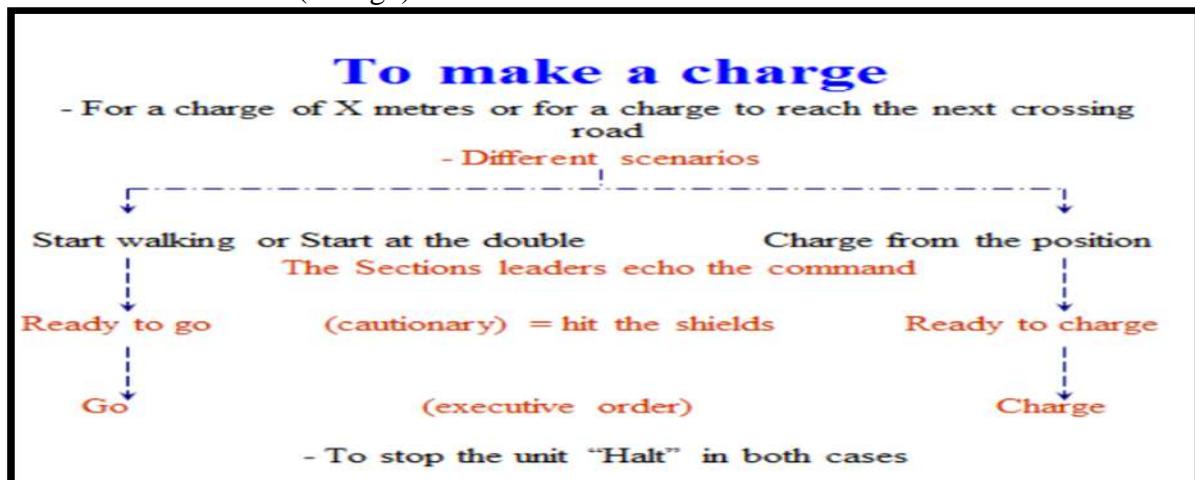
এই আদেশে কমান্ডার Contact Element সহ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরৎ এসে হল্ট করাবেন।

উদ্দেশ্য:

উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা বা উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুন সদস্যদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করা এবং উভয় পক্ষের জানমালের ক্ষতির সম্ভাবনা কমিয়ে আনা।

৯.৩ চার্জ (Charge):

উচ্চজ্ঞল জনতার সাথে বারংবার সমরোতার চেষ্টা করে এবং সর্তকবাণী বা হঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানানো এবং যথোপযুক্ত সাড়া না পেলে ব্যাটন চার্জ করে, Sound Hand Grenade, টীয়ার গ্যাস সেল, জলকামান, Canister ইত্যাদি ব্যবহার করে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার সংঘবন্দ শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সামনের দিকের নির্দিষ্ট জায়গা অবৈধ জনতার দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিজ আওতায় নিয়ে আসার সমষ্টি প্রক্রিয়াকে চার্জ (Charge) বলে।



চিত্র: চার্জের কাজে কমান্ড কৌশল

কাজ:

প্লাটুন কমান্ডার উচ্চজ্ঞল জনতার দলনেতার সাথে কথা বলে সমরোতার চেষ্টা করবেন এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানাবেন।

যেমন: প্লাটুন কমান্ডার দলনেতাকে তাদের কাছে এসে সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করার আহ্বান জানাবেন এবং কাছে আসলে বলবেন:

“দেখুন, আপনাদের কোন সমস্যা থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিন। আপনারা কোন অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে চাইলে আমাদের কাছেও দিতে পারেন। আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। দয়া করে আপনারা এই রাস্তায় বা জায়গায় এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে সাধারণ জনগণ ভোগাত্মিক শিকার হয় এবং জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। আপনারা এই স্থান হতে চলে যান।”

দলনেতা জনতার কাছে ফিরে যাবেন ও আলোচনা করবেন। তারপরও মিছিল করলে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখালে, প্লাটুন কমান্ডার একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করবেন।

৯.৩.১ সতর্কবাণী / হঁশিয়ারি / Warnings (ওয়ার্নিং) (১৯৪৩ সালের পিআরবি-১৫১ ।(৪), ১৫৩ ।(গ)(২) ।১৫৪ ।(ক), ২৫২ বিধি):

“Attention please, Attention please, we know that you are peace loving people. But you have assembled here unlawfully, you are declared unlawful assembly. You are requested to leave the place. Please, leave the place or we will apply force.”

“অ্যাটেনশন পিল্জ, অ্যাটেনশন পিল্জ, উই নো দ্যাট ইউ আর পীস লাভিং পিপল। বাট ইউ হ্যাত অ্যাসেম্বলড হীয়ার আনলফুলি, ইউ আর ডিক্রেয়ারড আনলফুল অ্যাসেম্বলি। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু লীভ দ্যা প্লেস। পিল্জ লীভ দ্যা প্লেস আর উই উইল অ্যাপ্লাই ফোর্স।”

বাংলায় সতর্কবাণী:

“লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন। আমরা জানি, আপনারা শান্তিপ্রিয় জনগণ। কিন্তু আপনারা এখানে অবৈধভাবে জমায়েত হয়েছেন, আপনাদের বেআইনী ঘোষণা করা হলো। আপনাদের এখান হতে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। দয়া করে, আপনারা এখান হতে চলে যান, চলে যান। অন্যথায় আমরা শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হব।”

প্লাটুন কমান্ডার হেলারে একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরও যদি জড়ো হওয়া জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখায়, তাহলে ব্যাটন চার্জ করে, Sound Hand Grenade, টীয়ার গ্যাস সেল, জলকামান, Canister ইত্যাদি ব্যবহার করে সংঘবন্ধ উচ্ছৃঙ্খল অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে অথবা বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল করে দিতে হবে।

৯.৩.২ টীয়ার গ্যাস সেল ব্যবহারের পূর্বে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গ্যাস মাস্ক পরার ড্রিল করাবেন। যেমন:

গ্যাস মুখোশ পরার প্রস্তুতি / Gas Mask Readiness:

প্লাটুনের সদস্যগণ গ্যাস মাস্ক পাওয়ার সাথে সাথে নিজ মাথার সাথে গ্যাস মাস্ক সেট করে সর্ব প্রথমের দু'টি লূপ ব্যতীত বাকিগুলো টাইট দিয়ে রাখবেন। কমান্ডার গ্যাস মাস্ক পরার আদেশ দিলে মুখোশের লৃপগুলোকে দু'হাতের আংগুল ও পাতার বহিরাংশ দিয়ে দু'ভাগ করে ধরে খুননীর অংশে খুননীকে স্থাপন করে মাথায় মাস্ক পরিধান করবেন এবং সর্বপ্রথমের দু'লূপের মাথাকে টেনে টাইট দিবেন। এভাবে পরিধান করলে গ্যাস মাস্ক মাথায় সেট হবে এবং বাহিরের গ্যাস মুখোশের ভিতরে প্রবেশ করবে না।



চিত্র: গ্যাস মুখোশ পরিধান

Gas Mask Drill:

টায়ার গ্যাস সেল ব্যবহারের পূর্বে কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে গ্যাসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা করার জন্য কুমাল, বালু, গাছের পাতা নড়া প্রভৃতি লক্ষ্য করে বাতাসের দিক নির্ণয় করবেন ও গ্যাস মুখোশ পরিধান করবেন। কমান্ডার ব্যাটন পার্টি ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলবেন:

Cautionary Command:

Shield Party, Stand Pass (শীল্ড পার্টি, স্ট্যান্ড পাস)

Batons & Others, Be Ready for Putting on Gas Mask. (ব্যাটন অ্যান্ড আদার্স, বি রেডি ফর পুটিং অন গ্যাস মাস্ক)

Command:

Put on Gas Mask (পুট অন গ্যাস মাস্ক)

এই কমান্ডের সাথে শাথে শীল্ড পার্টি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ও বাকিরা হাতে থাকা মালামাল নিরাপদে রেখে কিছুটা মাথা নিচু করে গ্যাস মাস্ক পরে নিবেন।

তারপর কমান্ডারের নির্দেশে Batons Party, Shield Party'র কাছ হতে শীল্ড বুরো নিবেন ও বাম দিক দিয়ে প্রথম সারির সামনে অবস্থান নিয়ে শীল্ড পার্টির সদস্যদের গ্যাস মাস্ক পরার সুযোগ করে দিবেন।

Command:

Contact Element, Change Shield and Position (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, চেঞ্জ শীল্ড অ্যান্ড পজিশন) কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের শীল্ড পার্টি পিছনে চলে আসলে

Command:

The Remaining, Put on Gas Mask (দ্যা রিমেইনিং, পুট অন গ্যাস মাস্ক) গ্যাস মাস্ক পরা হলে, কমান্ড করবেন

Command:

Contact Element, Change Shield and Position (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, চেঞ্জ শীল্ড অ্যান্ড পজিশন)

এই কমান্ডের সাথে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের শীল্ড পার্টির সদস্যরা শীল্ড গ্রহণ করে সামনে আসবেন এবং ব্যাটন পার্টির সদস্যরা তাদের পিছনের অবস্থানে ফেরৎ আসবেন।

এই অবস্থায় প্লাটুনের সদস্যরা গ্যাস শেল মারার জন্য রেডি পজিশনে থাকবে। কমান্ডার গ্যাস পার্টি'কে নির্দেশ দিবেন:

Command:

Gas Gun Party, To the Crowd, Four / Three Rounds SR / LR Shell Fire (গ্যাস গান পার্টি, টু দ্যা ক্রাউড, ফোর / থ্রি রাউন্ড এসআর / এলআর সেল ফায়ার)

গ্যাস সেল ছোঢ়া হলে অবৈধ জনতা কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে ও আবার সামনে এসে জড়ো হলে, কমান্ডার সীমানা নির্ধারণ করে চার্জের কাজ করবেন।

কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে লক্ষ্য করে বলবেন, “দেখুন, আমরা এখন চার্জের কাজ করবো। আমাদের সীমানা হবে বিদ্যুতের পিলার / আমগাছ / মসজিদ ইত্যাদি পর্যন্ত।” অর্থাৎ কমান্ডার প্লাটুনের সদস্যদের সীমানা নির্ধারণ করে দিবেন। যেমন:

"For a Charge of X meters" or "For a Charge to the next cross-road" ("ফর অ্যা চার্জ অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা চার্জ টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")

Command:

Pla-to-on, Be Ready for Charge (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর চার্জ)

Patton, Wa-lki-ng Step. (প্লাটন, ও-য়া-কিং স্টেপ) অনেকটা দূর হেঁটে যাওয়ার পর

Command:

Platoon, Jogging Step (প্লাটুন, জগিং স্টেপ)

প্লাটুনের সদস্যরা জগিং করে চলতে থাকবে।

Batons Party, On the Front Line (ব্যাটন পার্টি, অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)

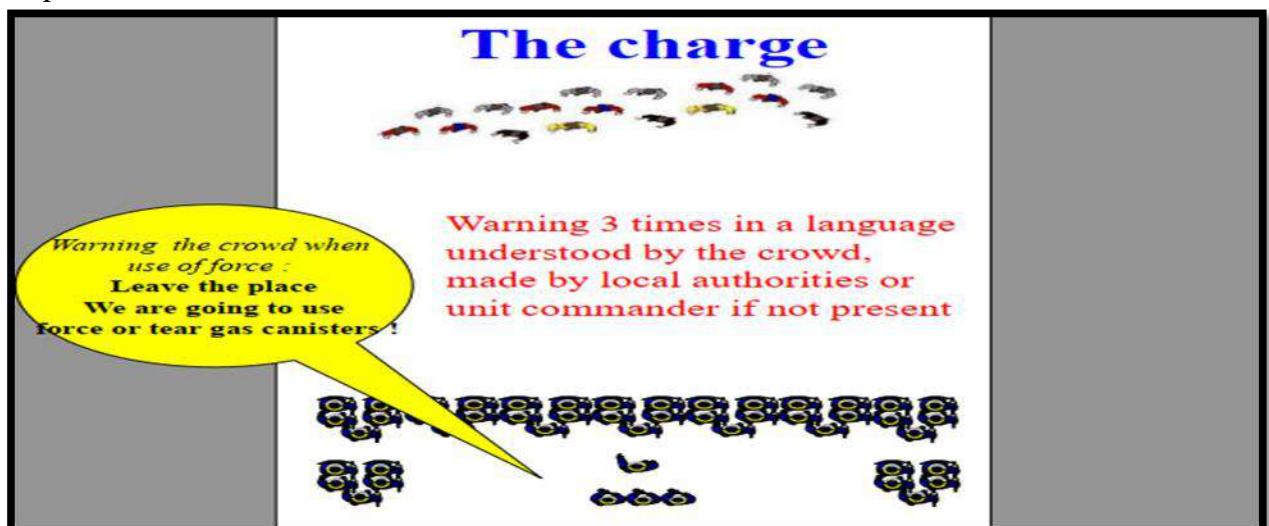
এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি কিছুটা স্লো হয়ে শীল্ডকে বাম দিকে সরিয়ে ধরলে ব্যাটন পার্টি সামনে যাবে এবং অবৈধ জনতার উপর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে কিছুক্ষণ ব্যাটন চার্জ করবে।

Shields Party, On the Front Line এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি সামনে চলে আসবে। একে Double Charge Front Line বলে।

Command:

platoon, Att-a-ck. (প্লাটুন, অ্যা-টা-ক)

এই কমান্ডে প্লাটুনের সদস্যরা ক্ষিপ্ত গতিতে দৌড়ে কিছু দূর নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গিয়ে কমান্ডারের হল্ট বা থামুন নির্দেশে থামবেন। চার্জের কাজ করার পূর্বে নির্ধারিত সীমানাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। Walking Step এ বেশী জায়গা, Jogging Step এ মাথারি জায়গা ও Attack এ কম জায়গা দ্রুত অতিক্রম করতে হয়।



তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Foot Tactics", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units 1st edition

দশম অধ্যায়

ব্রেকিং কন্টাক্ট: রিলিফ, উইড্রয়াল অ্যান্ড ইনগেইজমেন্ট Breaking Contact: Relief, Withdrawal & Engagement

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের

১০.১ ব্রেকিং কন্টাক্ট যেমন: রিলিফ, রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন অ্যান্ড এপিসি ইউনিট সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১০.২ সেফ ট্যাকটিক্যাল উইড্রয়েল অ্যান্ড ডিসইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে জানা; এবং

১০.৩ ইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে ডানলাভ করা।

১০.১ রিলিফ (Relief):

যখন কোন প্লাটুন মাঠে দীর্ঘ সময় নিয়োজিত থাকার ফলে ক্লান্ত হয় বা অবৈধ জনতার সাথে সংঘর্ষে কিছু সদস্য আহত হয় এবং নিজেদের নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করে, তখন অপর নতুন প্লাটুন বা APC এসে পূর্বের প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য যে ড্রিল করা হয় তাকে Relief Technique বলে।

Relief Technique দু'ভাবে সংগঠিত হয়। যথা:

১০.১.১ রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন (Relief of Platoon by Another Platoon):

সাধারণত অপর প্লাটুন পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট ড্রিল করে পুরাতন প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হয়।

কাজ:

নতুন Platoon Commander তার প্লাটুনকে পুরাতন প্লাটুনের পিছনে দাঁড় করিয়ে পূর্বের কমান্ডারের কাছে Relief করার জন্য রিপোর্ট করবেন। পূর্বোক্ত কমান্ডার এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন কমান্ডারকে ব্রীফ করবেন। নতুন কমান্ডার তাঁর প্লাটুনে ফেরৎ যাবেন। পুরাতন কমান্ডার তাঁর প্লাটুনের কন্টাক্ট এলিমেন্টের পিছনের সদস্যদের নতুন প্লাটুনের পিছনে যাওয়ার জন্য কমান্ড করবেন।

Command:

Contact Element, Stand Pass, Others, Go Back for Relief: (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদার্স, গো ব্যাক ফর রিলীফ)

কন্টাক্ট এলিমেন্টের পিছনের অপর সদস্যরা ডান ও বামে পাঁচ কদম সরে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করে নতুন প্লাটুনের দু'পাশে তাদের Contact Element এর জন্য জায়গা রেখে দাঁড়াবেন।

নতুন কমান্ডার তার প্লাটুনকে সামনে যাওয়ার কমান্ড করবেন।

নতুন কমান্ডার তার প্লাটুনকে সামনে যাওয়ার কমান্ড করবেন।

Command:

Pla-to-on, for-wa-rd (প্লা-টু-ন, ফর-ওয়া-ড়)

এই কমান্ডের সাথে সাথে নতুন প্লাটুন হেঁটে এ্যারোহেড ফরমেশন করে, পুরাতন প্লাটুনের কন্টাক্ট এলিমেন্টের ঠিক পিছনে দাঁড়াবেন।

নতুন প্লাটুন এসে পৌঁছলে পুরাতন প্লাটুন কমান্ডার কমান্ড করবেন:

Command:

Contact Element, Be Ready for Attack and Split. (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর অ্যাটাক অ্যান্ড স্প্লিট)

Attack (অ্যাটাক)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পূর্বোক্ত প্লাটুন অফেনসিভ জাম্পের কাজ করবে এবং দু'ভাগ হয়ে টীম ১.১, ১.২, ২.১ ডান দিকে ও টীম ২.২, ৩.১ বাম দিকে পরিস্পরের পিছনে অবস্থান করে দোড়ে নতুন প্লাটুনের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। পূর্বোক্ত প্লাটুন তিন কদম গেলে, নতুন কমান্ডার কমান্ড করবেন:

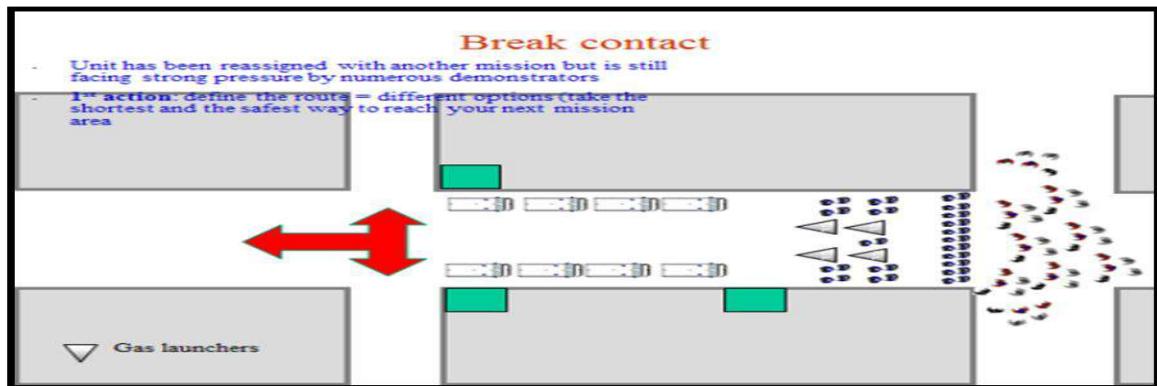
Command:

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন অ্যাট-আক)

নতুন প্লাটুন একাধিক বার Offensive Bound এর কাজ করবে এবং পূর্বোক্ত প্লাটুনের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবে।



চিত্র: রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন



১০.১.২ রিলীফ অফ প্লাটুন বাই এপিসি ইউনিট (Relief of Platoon by APC Unit):

Armoured Personnel Carrier (APC) নির্দিষ্ট ড্রিল এর মাধ্যমে পুরাতন প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হয়।

১০.১.১ এর রিলীফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন (**Relief of Platoon by Another Platoon**), ১৩.১ ও ১৩.২ এর ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস এর কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০.২ উইদ্রয়্যাল / এমবার্কমেন্ট / এমবাস / ডিফেন্সিভ বার্ড / ব্রেকিং কন্ট্রুন্ট / ইভ্যাকিউয়েশন (Withdrawal / Embarkment / Embus / Defensive Bound / Breaking Contact / Evacuation):

সাধারণত কোন স্থানের অবস্থা যখন অত্যন্ত নাজুক হয় এবং প্লাটুনকে সেখানে নিয়োজিত রাখা সমীচীন নয় বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনে করেন, তখন কমান্ডারের নির্দেশে প্লাটুনের সদস্যদের সেই স্থান কৌশলে, নিরাপদে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে Withdrawal / Embarkment Technique বলে।

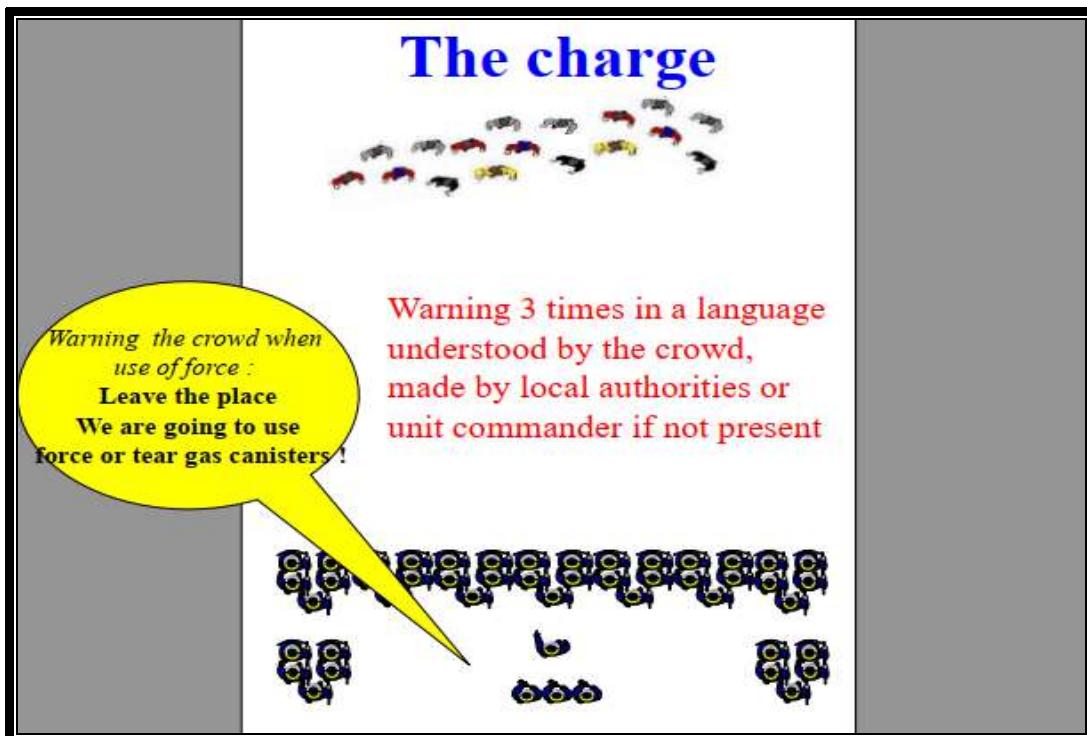
কাজ: Withdrawal এর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে Commander, Rear Safety Element এর দু'জন ড্রাইভারকে গাড়ি নিরাপদে প্লাটুনের সদস্যদের দিকে পিছন ফিরে পার্কিং করতে বলবেন যাতে সকল সদস্য দ্রুত, নিরাপদে গাড়িতে উঠতে পারে। গাড়ি পার্কিং হলে, কমান্ডার নির্দেশ দিবেন:

Command:

Contact Element, Stand Still, Others Take Position for Withdrawal / Embarkment. (কন্ট্রুন্ট

এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড স্টিল, আদারস টেক পজিশন ফর উইদ্রয়্যাল / ইমবার্কমেন্ট)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পিছনের অপর সদস্যরা কন্ট্রুন্ট এলিমেন্টের পিছনে মাঝ বরাবর দু'জন করে দুই কলাম গঠন করবেন।



চিত্র: Withdrawal/ Embarkment/ Embus/ Defensive Bound/Breaking Contact

Command:

Platoon, At a Time Two Person from the Rear, Board on the Vehicle

(প্লাটুন অ্যাট অ্যো টাইম টু পারসন ফ্রম দ্যা রিয়ার, বোর্ড অন দ্যা ভিইকল)

এ কমান্ডের সাথে সাথে পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'জন করে সদস্য সামনের দিকে মুখ রেখে গাড়িতে উঠবেন।

খেয়াল রাখতে হবে গাড়িতে উঠার সময় কেউ যেন ক্যাজুয়্যালটির শিকার না হয়।

গাড়িতে উঠার সময় গাড়ির দু'জন সদস্য অবশ্যই সকলকে নিরাপদে গাড়িতে উঠতে সহযোগিতা করবেন।

Command:

Contact Element, Be Ready for Defensive Bound (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর ডিফেন্সিভ বাউচ), Att-a-ck (অ্যা-টা-ক):

এই কমান্ডের সাথে সাথে কন্টাক্ট এলিমেন্ট দৌড়ে কয়েক কদম সামনে যেয়ে হল্ট করে সামনে যাওয়া জায়গার দ্বিগুণ পরিমাণ পিছনে যাবে এবং ১.১ ও ৩.১ নং টীম গাড়ীতে উঠবে। ১.১ নং টীমের সদস্যরা দুঁজন করে গাড়ীতে উঠে শীল্ডসহ দুঁজন সদস্য গাড়ির পিছনে ডানে ও বামে রেডি পজিশনে দাঁড়ানো থাকবেন। ব্যাটনধারী সদস্যরা অন্য টীমকে গাড়ীতে উঠতে সহযোগিতা করবেন। ৩.১ নং টীম গাড়ীতে উঠলে তারা ১.১ নং টীম সদস্যদের জায়গায় দাঁড়াবেন ও ১.১ নং টীমের সদস্যরা গাড়ির ভিতরের সীটে বসবেন।

আবার ডিফেন্সিভ বাউচ কমান্ডে ১.২ ও ২.২ নং টীম একইভাবে গাড়ীতে উঠবে এবং সবশেষে ২.১ নং টীম ডিফেন্সিভ বাউচ করে গাড়ীতে উঠবে। সবার গাড়ীতে উঠা হলে ঢাল হাতে চারজন সদস্য গাড়ির পিছনে বেষ্টনী তৈরী করবেন। ঢাল নেই এমন অপর চারজন সদস্য তাদের পিছন হতে শক্তভাবে ধরে রাখবেন, যাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয়। গাড়ি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিশৃঙ্খল এলাকা ত্যাগ করবে।

১০.২.২ ডিসইনগেইজমেন্ট (Disengagement):

কোন স্থানে যখন সংঘবন্ধ জনতার প্রেসার না থাকে তখন সেই স্থান নিরাপদে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে Disengagement বলে। ইহা withdrawal এর একই কৌশল অবলম্বনে করা হয়। তবে অবৈধ জনতার চাপ না থাকায় ডিফেন্সিভ বাউচ করতে হয় না।



চিত্র: ডিসইনগেইজমেন্ট

১০.৩ ইনগেইজমেন্ট / ডিভাস / ডিসএস্বার্কমেন্ট (Engagement / Debus / Disembarkment):

গোলযোগপূর্ণ এলাকায় পুলিশ সদস্যরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে Double Lines Formation এ নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে Engagement Technique বলে।

কাজ: কমান্ডারের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে প্লাটুনের সদস্যরা Embarkment Technique এর সময় যে টীম সবার শেষে গাড়ীতে উঠেছিল, তারা প্রথমে ও অন্যান্য টীম ক্রমান্বয়ে নেমে ডাবল লাইনস ফরমেশন গঠন করে, অবৈধ জনতাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হবেন।



চিত্র: ইনগেইজমেন্ট

Command:

Platoon, Debus from the Vehicle. (প্লাটন, ডিভাস ফ্রম দ্যা ভিইকল)

Contact Element এর ২৫ জন সদস্য টীমওয়ারী নেমে নিয়োজিত হলে তারা কমান্ডারের নির্দেশে সামনে অবসর হয়ে অপর সদস্যদের দাঁড়ানোর জায়গা করে দিবেন।

Command:

Contact Element, Walking Step (কন্ট্রু এলিমেন্ট, ওয়াকিং স্টেপ)

Halt / Stop (হল্ট / স্টপ)

Contact Element পথমেই কয়েকটি Offensive Bound কৌশলের মাধ্যমে অবৈধ জনতার সাথে নিজেদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করে নিবেন।

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Breaking Contact", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units 1st edition 2015
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

একাদশ অধ্যায়

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা: গ্রেপ্তার

Public Order Management: Arrest

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

১১. জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণকে গ্রেপ্তার (অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস) কোশল অবহিত এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করানো।

গ্রেপ্তার:

কথা বা কার্য দ্বারা হেফাজতে আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশ অফিসার বা গ্রেপ্তারকারী অপর কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করার সময় যাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার দেহ স্পর্শ বা আটক করবেন।

এইরূপ ব্যক্তি যদি তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বলপূর্বক বাধা দেয় বা গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করে, তাহলে উক্ত পুলিশ অফিসার বা অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কোশল অবলম্বন করবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৪৬)।

১১. অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস / (Arrest the Leader / Hard Liners / Demonstrators):

সাধারণত দেখা যায়, অবৈধ জনতাকে সংঘবন্ধ রাখা ও ধৰ্মসাত্ত্বক কাজে প্রৱোচনা দলের নেতা এবং কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সদস্য দিয়ে থাকেন। অবস্থা অনুসারে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারলে, অবৈধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এই ড্রিলের মাধ্যমে অবৈধ জনতার দলনেতা ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং অবশিষ্ট Contact Element, Attack এর মাধ্যমে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে Arrest Team এর সামনে যেয়ে জোড়া লাগে এবং Arrest Team এর সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে নিতে অবৈধ জনতা যেন বাধা প্রদান করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করে থাকেন।



চিত্র: অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস

সাধারণত প্লাটুনের টীম ১.২ ও টীম ২.২ অ্যারেস্ট টীম হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং দায়িত্ব পালন করে।

i) Front Arrest:

কাজ: প্লাটুন কমান্ডার Arrest Team এর সদস্যদের দলনেতা বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের আটক করার জন্য চিনিয়ে দিবেন এবং আটক করার নির্দেশ দিবেন।

Command:

Team 1.2, Arrest the Leader (টীম ১.২, অ্যারেস্ট দ্য লীডার)

Go. (গো)

Arrest Team 3/4 কদম গেলে কমান্ডার অবশিষ্ট Contact Element কে নির্দেশ দিবেন।

Command:

Contact Element, At-ta-ck. (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, অ্য-টা-ক)

Arrest Team দলনেতাকে আটক করার সময় ঢালসহ প্রথম দু'জন দুভাগে ভাগ হয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মাঝে ফেলে দিবেন এবং Arrest Team এর মাঝে দুই সদস্য দলনেতাকে দুই হাত ধরে আটক করবেন ও চারিদিক হতে Shield Party ঘেরাও করে রাখবেন। Contact Element এসে Arrest Team এর সামনে Protection Wall এর মতো তৈরি করবেন। Arrest Team উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কয়েক কদমের মধ্যে না পেলে চলে আসবেন। বেশী দূর যেয়ে বিপদের ঝুঁকির মধ্যে পড়া যাবে না।

প্রয়োজনে কমান্ডার অ্যারেস্ট টীম ২.২ কে দিয়েও অ্যারেস্টের কাজ করাবেন।

ii) Ambush Arrest (অ্যাম্বশ অ্যারেস্ট): অতর্কিত আক্রমণ করে আটক করার জন্য Arrest Team এর সদস্যরা প্রয়োজনে সাদা পোশাকে কোন রাস্তার মোড়, গাছের বোপ, ভবনের আড়াল ইত্যাদির পাশে লুকিয়ে বসে থাকে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পেলে আটক করে তৎক্ষণাত Contact Element এর সদস্যরা তাদের সামনে এসে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরী করে পূর্বের জায়গায় ফেরৎ আসে এবং এই কৌশলে আটক করাকে Ambush Arrest বলে।

অবৈধ জনতাকে আটক করার কৌশল:

১। Arrest Team এর ব্যাটন পার্টির দু'জন সদস্য আটককৃত ব্যক্তির দুই বাহ্যমূলের মধ্য দিয়ে পিঠ বরাবর দুই হাত চুকিয়ে দিবেন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতকে শক্তভাবে ধরবেন।



চিত্র: অবৈধ জনতাকে চ্যাংডোলা করে আটক

অপর ব্যক্তি দুই হাত দিয়ে আটককৃতের হাঁটুর উপরে ভিতর দিকে ধরে চ্যাংডোলা করে আটক করবেন। প্রয়োজনে টীম লিডার সন্ত্রাসীদের আটকের কাজে সহযোগিতা করবেন। আটককৃতকে প্রয়োজনে হাতকড়া পরাতে হবে এবং তার দেহ তল্লাশি করতে হবে।

২। ব্যাটন পার্টির দু'জন সদস্য আটককৃতের দুই বাহমূলের মধ্য দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে ক্ষেবের উপর দিয়ে নিয়ে আসবেন এবং অপর হাত দিয়ে আটকে ধরে আটককৃতকে টেনে পিছনে নিয়ে এসে হাতকড়া লাগাবেন ও তার দেহ পুর্ণানুপুর্জ্বভাবে তল্লাশি করবেন।



চিত্র: বাহমূলের মধ্যদিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে আটক

৩। ব্যাটন পার্টির একজন সদস্য আটককৃতকে পিছন হতে দুই বাহমূলের মধ্যে দিয়ে ধরবেন এবং অপর একজন দুই পা

ধরে ভূমি হতে উপরে তুলে পিছনে নিয়ে আসবেন। প্রয়োজনে টীম লিডার আটককৃতের কোমর বরাবর ধরবেন।

তথ্যসূত্র:

- "Arrest Methods", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

দ্বাদশ অধ্যায়

রোড ব্যারিকেড অপসারণ এবং মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন Removal of Road Barricade and Medical Evacuation

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

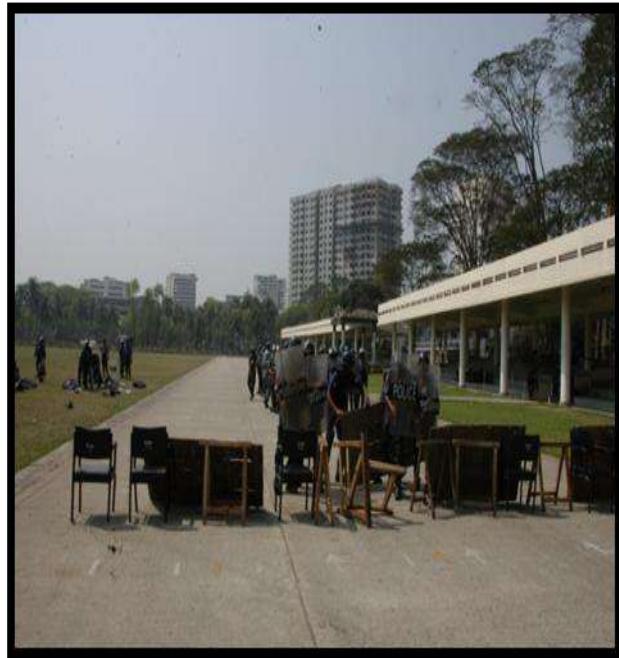
১২.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড (Removal of Road Barricade) কৌশল অবহিত হওয়া; এবং

১২.২ মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন কৌশল জানা।

১২.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড (Removal of Road Barricade):

উচ্চাঞ্চল অবৈধ জনতা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় ভারী ব্লক, গাছের ফুঁড়ি ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে, তা রেকী করে সম্ভব হলে খালি হাতে বা Armoured Personnel Carrier এর মাধ্যমে অপসারণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে এ ড্রিল করা হয়।

কাজ: রোড ব্যারিকেডের সামনে অবৈধ জনতা থাকলে Tear Gas Shell ছুড়ে তাদের প্রথমে ছ্ত্রভঙ্গ করতে হবে।



চিত্র: রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড

Command:

Gas Gun Party, 3 / 4 Rounds Gas Shell Fire (গ্যাস গান পার্টি থ্রি / ফোর রাউন্ড গ্যাস শেল ফায়ার)

(এই কমান্ডের পূর্বে কমান্ডার নবম অধ্যায়ের ৯.৩.২ অংশ অনুসরণ করে **Gas Mask Drill** কমান্ড করে প্লাটুনের সদস্যদের গ্যাস মাস্ক পরিধান করাবেন)

Team 1.1 & 3.1, Go for Recce (Reconnaissance) the Barricade (টীম ১.১ এবং ৩.১, গো ফর রেকী দ্যা ব্যারিকেড)

কমান্ডারের নির্দেশে Team ১.১ ও ৩.১ রেকী করার জন্য সামনে যাবেন এবং সাধারণত বামের Team সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন ও ডানের Team ব্যারিকেডের কাছে গিয়ে আন্তে আন্তে প্রতিবন্ধকতাগুলোর অবস্থা রেকী করে দেখবেন সেখানে কোন বুবি ট্রিপ বা Explosive বা ধ্রংসাত্মক পদার্থ পেতে রাখা আছে কিনা।

ব্যারিকেড রেকী করা Team Clear দিলে অপর Team আন্তে আন্তে সেখানে যেয়ে তাদের সাথে মিলবে ও উভয় Team সম্মিলিতভাবে রেকী করবে। খালি হাতে ব্যারিকেড অপসারণ করা সম্ভব হলে উভয় Team Leaders Commander কে Clear দিবেন। কমান্ডার তাদের ব্যারিকেড সরিয়ে চ্যানেল তৈরী করতে বলবেন।

Command:

Recce Team, Remove the Barricade and Make a Channel (রেকী টীম, রিমুভ দ্যা ব্যারিকেড অ্যান্ড মেইক অ্যা চ্যানেল)

Recce Team এর সদস্যরা ব্যারিকেড সরিয়ে চ্যানেল তৈরী করবেন এবং পজিশন নিয়ে দাঁড়াবেন।

Command:

Platoon, At a Time Two Person Move & Take Double Lines Position in front of the Road Barricade (প্লাটুন, অ্যাট এ টাইম টু পার্সন মূভ অ্যান্ড টেক ডাবল লাইন পজিশন ইন ফন্ট অফ দ্যা রোড ব্যারিকেড)

Move (মূভ)

এই কমান্ডের সাথে প্রথমে Team ২.১, পরে Team ১.২ ও ২.২ এর সদস্যরা দৌড়ে ডায়নামিক ওয়েতে রোড ব্যারিকেডের সামনে Double Lines Formation করে দাঁড়াবেন ও Recce Team প্লাটুনে তাদের অবস্থানে ফিরে আসবেন।

রোড ব্যারিকেড ভারী হলে যদি খালি হাতে অপসারণ করা সম্ভব না হয়, তবে Armoured Personnel Carrier ব্যবহার করে অপসারণের কাজ করতে হয়।

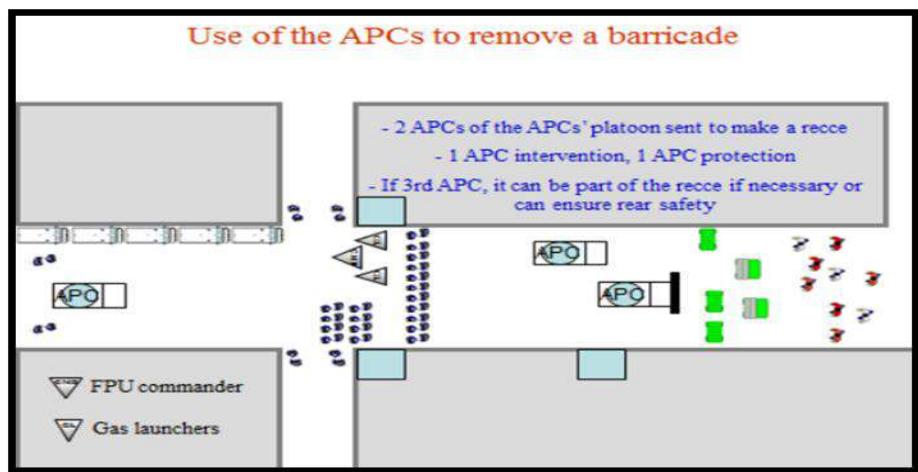


চিত্র: মূভ ইন ডায়নামিক পজিশনে সামনে অগ্রসর হয়ে রোড ব্লক গঠন করা

১২.১.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড বাই এপিসি ইউনিট (Removal of Road Barricade by APC Unit):

রোড ব্যারিকেড যদি এমন ভারী হয় যে খালী হাতে অপসারণ করা সম্ভব নয় বা খালি হাতে অপসারণ করা ঝুঁকিপূর্ণ (বোমা সদৃশ বস্তু থাকার কারণে) এবং ব্যারিকেডের সামনে থচুর অবৈধ জনতার ভীড় থাকে। তবে এপিসি ইউনিট ব্যারিকেডের কাছে যাবে, অবৈধ জনতার উপর টীয়ার গ্যাস শেল, স্মোক প্রভৃতি ছুড়ে, তাদের ছত্রভঙ্গ করবে। তখন রেকী টীম সামনে যেয়ে ব্যারিকেড রেকী করবে,

এপিসি'র আংটা গাছের গুঁড়ি বা এই ধরনের ব্লকের সাথে আটকে দিয়ে আসবে। এপিসি ব্যারিকেড পিছনে টেনে অপসারণ করবে এবং চ্যানেল তৈরী করবে।



চিত্র: এপিসি ব্যবহার করে রোড ব্যারিকেড অপসারণ করা

যদি ব্যারিকেডে এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কিছু পাতা থাকে তবে এপিসি ব্যারিকেড অতিক্রম করে চ্যানেল তৈরী করবে এবং টীমের সদস্যরা দুঁজন করে চ্যানেল দিয়ে ব্যারিকেডের সামনে অবস্থান নিবেন।

যদি ব্যারিকেড অতিক্রম করা বিপজ্জনক বা অসম্ভব মনে হয়। তবে বিকল্প রাস্তায় সামনে অগ্রসর হতে হবে।



চিত্র: রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড বাই এপিসি ইউনিট

১২.২ মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন (Medical Evacuation):

Crowd Control Technique অবলম্বন করাকালীন সময়ে প্লাটুনের কোন সদস্য আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঢাল হাতের সদস্যরা তাকে চারিদিক হতে ঘিরে ধরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং ঢাল ছাড়া অপর দুই সদস্য তার হেলমেট, জ্যাকেট, লেগ গার্ড খুলে দিয়ে আরামের ব্যবস্থা করবেন এবং অন্ত্র ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। আহত ব্যক্তির নিকটের সদস্যরা প্রথমেই এসে আহত ব্যক্তির সামনে অবস্থান নিবেন।

কমান্ডার মেডিক্যাল টাইমকে ওয়ারলেস সেটে সংবাদ দিয়ে আনাবেন এবং অ্যাম্বুলেসে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত সরিয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবেন। Contact Element এর Shield Party 'র কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, তান ও বামের দু'জন Shield ধারী সদস্য তৎক্ষণাত্ম তাকে সামনে থেকে ধিরে ধরবেন। প্রয়োজনে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট কয়েক কদম সামনে চলে আসবে।

ড্রিল চলাকালীন কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে কমান্ডার Medical Evacuation ব্যতীত অপর কোন কৌশল অবলম্বন করাবেন না। নিজেরা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করবেন।

ব্যাটন পার্টির কেউ আহত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হলে রীয়ার সেফটি এলিমেন্ট হতে একজনকে এনে সেই স্থান পূরণ করতে হবে। শীল্ড পার্টির কেউ আহত হলে তার পিছনের ব্যাটন সদস্য সেই স্থানে আহত সদস্যের মালামাল বুঝে নিয়ে দাঁড়াবেন এবং পিছন হতে একজনকে কমান্ডার তার গাইড হিসাবে নিযুক্ত করবেন।



চিত্র: Medical Evacuation (মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন)

Officer Down (অফিসার ডাউন):

অবৈধ জনতাকে আটক করতে যেয়ে টাইমের কোন সদস্য আহত হয়ে পড়ে গেলে টাইমের অন্য সদস্যরা অবৈধ জনতাকে আটক না করে আহত সদস্যের নিরাপত্তা দিবেন। টাইম লিডার চীৎকার করে বলবেন “Officer Down” অন্যান্য টাইমের সদস্যরা তাদের সামনে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরী করবেন এবং তাকে নিয়ে পিছনে চলে আসবেন। হেলমেট, জ্যাকেট, জুতা, লেগ গার্ড খুলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মেডিক্যাল টাইমের সদস্যরা গোলযোগপূর্ণ স্থানে সব সময়ই ক্রাউড কন্ট্রোল পরিচ্ছদ গায়ে দিয়ে আসবেন।



চিত্র: Officer Down (অফিসার ডাউন)

তথ্যসূত্র:

- "Barricades & Operational First Aid", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

অংশোদশ অধ্যায়

ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস Vehicle Tactics

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৩.১ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এবং ক্লিয়ারিং ওয়েভ এর কাজ করার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১৩.২ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস - জলকামান ব্যবহার করে মারমুখী বেআইনি সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; এবং

১৩.৩ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস - এপিসি ব্যবহার করে ক্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়তাবে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত প্লাটুন সদস্যদের রিলীফ করার কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা ।

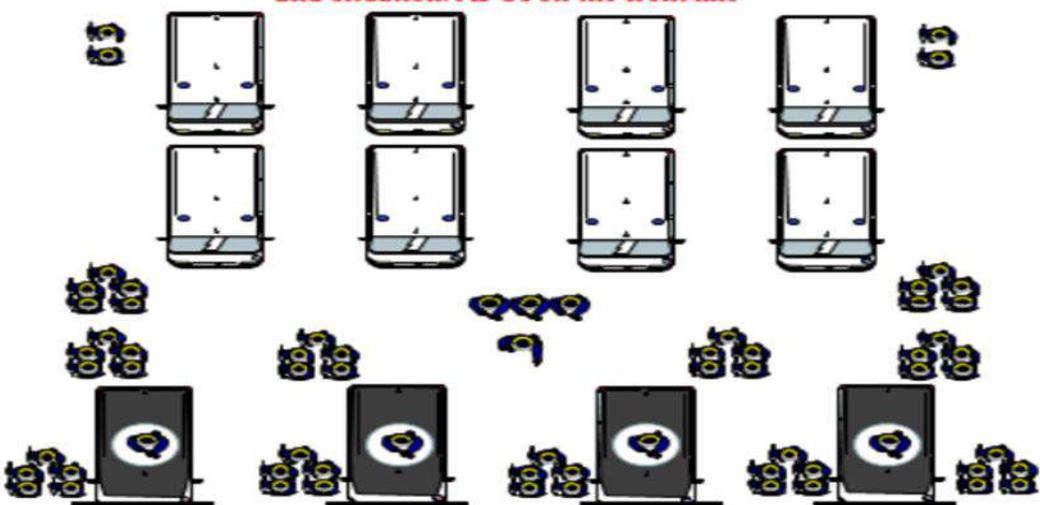
**১৩.১ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এবং ক্লিয়ারিং ওয়েভ এর কাজ করা /
Vehicle Tactics- Cordon and Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs:**

১৩.১.১ গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এর কাজ করা (Cordon with Vehicles or Water Cannon or APCs):

যখন কোন প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল লাইনস পজিশন হতে ডান ও বামে প্রসারিত হয়ে Vehicles or Water Cannon or APCs সহ কোন রাস্তা বা জায়গার নির্দিষ্ট স্থান দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখে ও অবৈধ জনতাকে ভিতরে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে, তাকে Cordon with Vehicles or Water Cannon or APCs পজিশন বলে ।

The cordon with vehicles

2nd situation: APCs on the front line



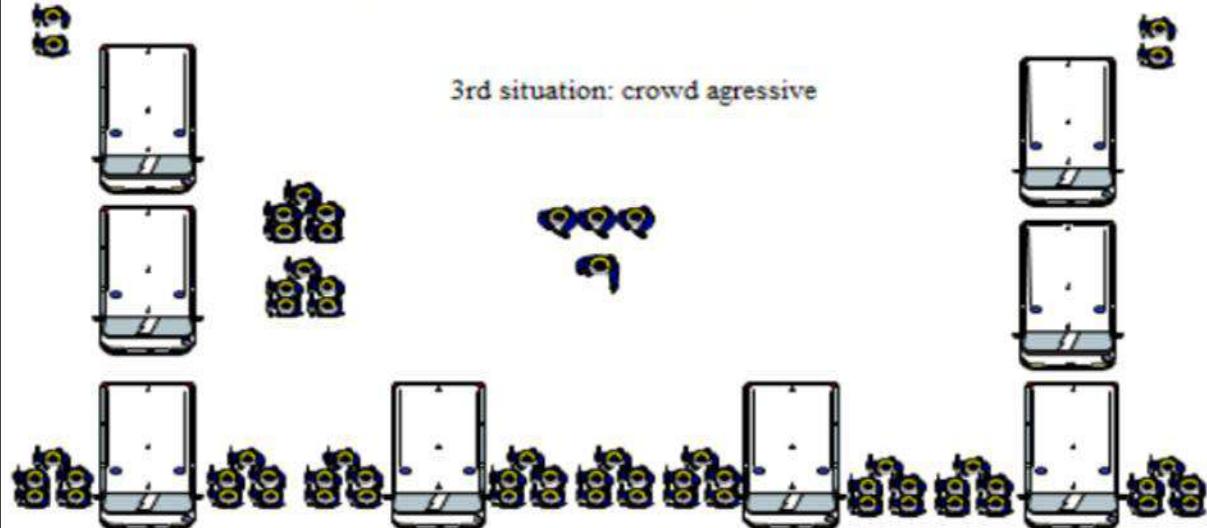
চিত্র: গাড়িসহ বেষ্টনী তৈরী করা

১৩.১.২ গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে ক্লিয়ারিং ওয়েভেত এর কাজ করা / Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs:

উচ্চঙ্গল অবৈধ জনতাকে Vehicles or Water Cannon or APCs সহ প্লাটুনের সদস্যরা পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া করে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার প্রক্রিয়াকে Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs বলে।

The clearing wave with support of vehicles

3rd situation: crowd aggressive



চিত্র: গাড়িসহ সামনে অগ্রসর হয়ে ক্লিয়ারিং ওয়েভের কাজ করা

কাজ: কমান্ডারের নির্দেশে কন্ট্রোল এলিমেন্টের পিছনের রিয়ার সেফটি এলিমেন্টের সদস্যরা ডান ও বামে কয়েক কদম সরে গিয়ে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসিকে জায়গা করে দিবেন।



চিত্র: Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs

Command:

Contact Element, Stand Pass, Others, Make Space for Vehicles or Water Cannon or APCs (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদারস, মেক স্পেস ফর ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি)

পিছনের সদস্যরা সরে গেলে সাবধানে ড্রাইভার Vehicles or Water Cannon or APCs চালিয়ে সেখানে আসবেন।

কমান্ডার Contact Element কে Offensive Bound করে বা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে Split হওয়ার নির্দেশ দিবেন।

Command:

Contact Element, Be Ready for 'Offensive Bound and Split' or 'Split' (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর 'অফেনসিভ বাউড অ্যান্ড স্পিল্ট' অর 'স্পিল্ট')

Go (গো)

এই কমান্ডের সাথে সাথে Contact Element এর সদস্যরা Offensive Bound করে বা বিভক্ত হয়ে দু'ভাগ হয়ে সাধারণত ডানে টাম ১.১, ১.২, ২.১ এবং বাম দিকে টাম ২.২, ৩.১ গিয়ে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির চাকার পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং প্লাটুনের অন্যান্য সদস্যরা পিছনে সরে আসবেন। গাড়ি বা জলকামান বা এপিসির চাকা হতে প্লাটুনের সদস্যদের দূরত্ব হবে কমপক্ষে দেড় হাত।

অতঃপর প্লাটুন কমান্ডার ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসিসহ পূর্বের অষ্টম অধ্যায়ের ৮.১ এর 'কর্ডন' ও নবম অধ্যায়ের ৯.১ এর 'ক্লিয়ারিং ওয়েভ' কৌশল এর ন্যায় অনুরূপ কমান্ড করে একই কাজ করাবেন।

১৩.২ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- জলকামান ব্যবহার করে মারমুখী বেআইনি সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা / Vehicle Tactics-Use of Water Cannon:

Water Cannon এর পানির প্রেসারে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে সামনে অগ্রসর হওয়া বা রঙ্গীন পানি ছিটিয়ে অবৈধ জনতাকে সনাত্তকরণের জন্য ওয়াটার ক্যাননসহ এই ড্রিল করা হয়।

ওয়াটার ক্যাননের এই অবস্থান হতে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ওয়াটার ক্যানন অপারেটর কমান্ডারের নির্দেশে অবৈধ জনতাকে লক্ষ্য করে পানি ছুড়বেন।



চিত্র: Use of Water Cannon

Command:

Water Cannon Operator, Throw Water to the Crowd for 10 or 15 Sec. (ওয়াটার ক্যানন অপারেটর, থ্রো ওয়াটার টু দ্যা ক্রাউড ফর টেন অর ফিফটিন সেকেণ্ড)

উপরোক্ত Vehicle Tactics- Cordon and Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs (ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- কর্ডন অ্যান্ড ক্লিয়ারিং ওয়েভে উইথ ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি) এবং Use of Water Cannon (ইউজ অফ ওয়াটার ক্যানন) এর সকল কাজ সম্পন্ন হলে কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে Walking March এর নির্দেশ দেবেন এবং প্লাটুনের সকল সদস্য কমান্ড অনুসারে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির সামনে Double Lines Formation এ অবস্থান নিবেন।

Command:

Platoon, Take Double Lines Position in front of the Vehicles or Water Cannon or APCs (প্লাটুন, টেক ডাবল লাইনস পজিশন ইন ফ্রন্ট অফ দ্যা ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি)

Platoon, Walking March (প্লাটুন, ওয়াকিং মার্চ)

ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির কাজ শেষ হয়ে গেলে কমান্ডারের নির্দেশে তারা নিরাপদে সেই স্থান ত্যাগ করবে।

১৩.৩ এপিসি ব্যবহার করে ক্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত প্লাটুন সদস্যদের রিলীফ করা (Relief of Platoon by APC Unit):

কাজ:

এপিসির ইউনিট লীডার তাদের উপস্থিতির বিষয়টি প্লাটুন কমান্ডারকে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে জানান দিবেন। এই অবস্থায় এপিসিগুলোকে রাখা হয় ইন লাইন ফরমেশনে। পূর্বোক্ত প্লাটুনের কমান্ডার প্লাটুন সদস্যদের দিয়ে রিলীফ এর কাজ করান।



চিত্র: Relief of Platoon by APC Unit

Command:

Contact Element, Stand Pass, Others, Go Back for Relief (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদারস, গো ব্যাক ফর রীলিফ) এই কমান্ডে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের পিছনের অপর সদস্যরা ডান, বামে পাঁচ কদম সরে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করে এপিসি ইউনিটের পিছনে অবস্থান নিবেন।

Command:

Contact Element, Be Ready for Attack & Split. (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর অ্যাটাক অ্যান্ড স্প্লিট)

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন, অ্যাট-ক)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পূর্বোক্ত প্লাটুনের কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট অফেনসিভ জাম্পের কাজ করবে এবং দু'ভাগ হয়ে দৌড়ে এপিসি ইউনিটের পিছনে অবস্থান নিবে।

তৎপর এপিসি ইউনিটের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে নির্দিষ্ট জায়গার দখল নিবে।



চিত্র: রিলীফ অফ প্লাটুন বাই এপিসি ইউনিট

এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে প্লাটুনের সদস্যদের রিলীফ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ❖ অ্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত প্লাটুনকে এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে রিলীফ করে প্লাটুন সদস্যদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ও তাদের অধিকতর নিরাপত্তা বিধান;
- ❖ প্লাটুনের সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ করা হলে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান;
- ❖ ভারী, ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ জনতা বেষ্টিত রোড ব্যারিকেড অপসারণের জন্য এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে প্লাটুনকে রিলীফ করা; এবং
- ❖ প্লাটুনের সদস্যরা যখন সংঘবন্ধ অবৈধ জনতার আক্রমণের কারণে দুর্বল হয়ে যায় তখন এপিসি ইউনিট ব্যবহার করে পূর্বোক্ত প্লাটুনকে রিলীফ করা।

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- " Vehicle Tactics ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

চতুর্দশ অধ্যায়

উচ্ছেদ অভিযান

Eviction from Occupied Premises

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৪.১ উচ্ছেদ অবৈধ জনতাকে অধিকৃত ভবন বা এলাকা হতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে জানা; এবং

১৪.২ অধিকৃত ভবন বা এলাকা হতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় সাথে বহন করা ও ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

১৪.১ অধিকৃত ভবন বা এলাকা হতে উচ্ছেদ অভিযান / Eviction from Occupied Premises (এভিকশন ফ্রম অকিউপাইড প্রেমিসেস):

অধিকৃত ভবন বা এলাকা অবৈধভাবে দখল করে রাখলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অভিযান পরিচালনা করে জোরপূর্বক অবৈধ জনতাকে সেই স্থান হতে বিতাড়িত করে দিয়ে দখলমুক্ত করার প্রক্রিয়াকে Eviction from Occupied Premises বলে।

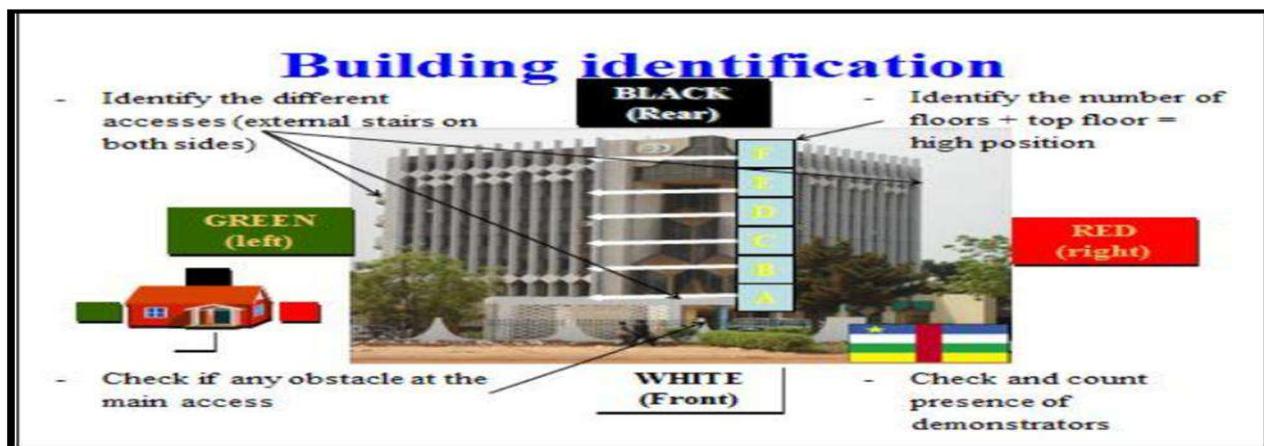
১৪.১.১ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় নিম্নোক্ত ধাপসমূহ পরিচালনা করতে হয়। যথা:

➤ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকরণ / Intelligence Gathering

- পরিকল্পনা / Planning
- আভিযানিক পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত ব্রিফিং / Operation Plan and Detailed Briefing
- প্রয়োজনীয় মালামালের প্রস্তুতি এবং সরবরাহ / Logistics Preparation and Movement
- স্থাপনার চতুর্পার্শের নিরাপত্তা / Perimeter Security
- সমরোতার চেষ্টা এবং হঁশিয়ারি উচ্চারণ / Negotiation and Warnings
- আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনা (উচ্ছেদ অভিযান, অধিগ্রহণকারীদের ফানেলিং করে বের করে দেওয়া, স্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং তল্লাশির জন্য বিভিন্ন জোনে চিহ্নিকরণ / Intervention = Eviction Process, Funneling out the Occupiers, Identification of the Different Zones for Keeping and Searching এবং উচ্ছেদকারীদের মুক্ত এলাকায় ফিরে আসা প্রতিরোধ করা / Prevent any Return ইত্যাদি।

১৪.১.২ অধিকৃত ভবন বা এলাকা সম্পর্কে ধারণা:

আইন প্রয়োগকারী সংস্কারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ি বা এলাকা হলে মালিকের সাথে ও সরকারী ভবন হলে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে ভবন বা এলাকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অভিযানিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।



চিত্র: অধিকৃত ভবন বা এলাকা পর্যবেক্ষণ

১৪.১.৩ খালিকরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে করণীয়:

জায়গাটির ম্যাপ বা ছবি এঁকে, উদ্বার পরিকল্পনা তৈরী করে সকল সদস্যকে ব্রীফ করতে হবে।

এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে জানতে হবে:

- বিক্ষেপকারীদের সংখ্যা;
- ভবনের ছাদে উঠার পদ্ধতি ও সিঁড়ির অবস্থা;
- কোন ধরনের লাঠি, আগ্নেয়াক্র, নিষ্কেপযোগ্য অস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে;
- অধিকৃত চতুরে কোন বিপজ্জনক উপাদান আছে কিনা;
- গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে প্রথমেই পৌঁছতে হবে;
- প্রবেশ ও বাহির পথ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অবস্থা ইত্যাদি।

১৪.১.৪ ভিতরে প্রবেশের পথ ও কার্যক্রম শুরুর সময় নির্ধারণ করা:

ভিতরে প্রবেশের কয়েকটি পথ থাকলে সুরক্ষিত নয় বা সহজে বাহির হতে আক্রমণ করা যায় এমনটি বাছাই করতে হবে।
বিক্ষেপকারীদের বিভাগ করার জন্য বিকল্প পথে গাড়ি চালিয়ে / পুলিশ সমাবেশ ঘটিয়ে বা অপর কোন কৌশল অবলম্বন করে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বিক্ষেপকারীদের সংখ্যা, অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে খালিকরণ কার্যক্রমের সময় ঠিক করতে হবে। নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যেক দলনেতাকেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা দ্রবণ করতে হবে। অপারেশন শুরুর পূর্বে প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে সিআরসি গীয়ার পরিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামাল সাথে বহন করতে হবে।

১৪.১.৫ খালিকরণ কার্যক্রম:

অধিকৃত এলাকা খালিকরণে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের জনবল এলাকার আয়তন, বিক্ষেপকারীদের সংখ্যা ও পরিস্থিতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১৪.১.৫.১ নিরাপত্তা দল / Safety Party (সেফটি পার্টি):

- ◆ নতুন আগত বিক্ষেপকারীদের ভিতরে প্রবেশ নির্বারণ করার জন্য এই পার্টি অধিকৃত এলাকার বহিরাংশ কর্ডন করে রাখে।
- ◆ অধিকৃত এলাকার ভিতর হতে আগত বিক্ষেপকারীদের এই পার্টি চ্যানেল তৈরী করে নিরাপদ স্থানে বের করে দেয়।
- ◆ বাহিরে আগত বিক্ষেপকারীরা যদি স্থান ত্যাগ না করে নতুনভাবে জড়ে হতে থাকে, তবে তাদের ছবিগ্রহণ করা এই পার্টির দায়িত্ব।

১৪.১.৫.২ হস্তক্ষেপকারী দল / Intervention Party (ইন্টারভেনশন পার্টি):

- ◆ এই পার্টি বিক্ষেপকারীদের অধিকৃত এলাকার বাহিরে বের করে দেয়।
- ◆ উচ্চঙ্গল বিক্ষেপকারী ও তাদের দলনেতাদের প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করে।
- ◆ খালিকরণ কার্যক্রমে বিক্ষেপকারীদের বের করার পর অধিকৃত এলাকার / ভবনের ক্ষতি করতে পারে বা নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে এইরূপ বিপজ্জনক জিনিস পুর্খানুপূর্খরূপে তল্লাশি করে এই পার্টি খুঁজে বের করে।
- ◆ এই পার্টি অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতিতেও ভবনে প্রবেশ করতে সক্ষম। অনেক সময় ইন্টারভেনশন পার্টির সদস্যরা গাছে চড়ে / পার্শ্ববর্তী উঁচু ভবনের ছাদ হতে বেড়া টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।
- ◆ ইন্টারভেনশন পার্টিকে প্রথমেই ভবনের উঁচু তলায় পৌঁছতে হবে এবং বিক্ষেপকারীদের নীচের দিকে ধাবিত করতে হবে। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রূমে কার্যক্রম চালাতে হলে ভবনকে কয়েকটি আলাদা ভাগে ভাগ করে একদিক থেকে চক্রাকারে বিক্ষেপকারীদের বাহিরের দিকে তাড়ানোর কাজ করতে হয়।

১৪.১.৫.৩ সংরক্ষিত দল / Back up / Reserve Party (রিজার্ভ পার্টি):

এই পার্টির দলনেতা কার্যক্রমের অহগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং প্রয়োজনে অপর দুই পার্টিকে দ্রুত সহযোগিতা প্রদান করেন। বিক্ষেপকারীদের মনোযোগ অন্যদিকে সরানো বা ছেড়ে দেওয়া কাজ এই দল করে থাকে।

১৪.১.৬ খালিকরণ কার্যক্রম সমাপ্তির পর করণীয়:

অধিকৃত চতুর খালি হয়ে গেলে পুনরায় যেন দখল না হয় সেজন্য যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত ফোর্স নিয়োজিত রাখতে হবে। অবৈধ মালামাল, অন্তর্শন্ত্র পাওয়া গেলে তা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জন্ম ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং গ্রেপ্তারকৃত দোষী ব্যক্তিদের থানায় সোপার্দ করতে হবে। কমান্ডার সকল সদস্যকে জড়ে করে তাদের সংখ্যা, অন্তর্শন্ত্র ও মালামাল ঠিক আছে কি না তা মিলিয়ে দেখবেন। কোন পুলিশ সদস্য বা ব্যক্তি আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকরত হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।

১৪.২.১ ভবনে প্রবেশ করার জন্য বা ছাদে আরোহণের জন্য প্রয়োজন:

মই, দড়ি, বর্ম, স্ন্যাপ লিঙ্ক ইত্যাদি।

১৪.২.২ ভবনের দরজা ভাঙার জন্য প্রয়োজন:

হাতুড়ি, ডোর ব্রেকার, বোল্ট কাটার ইত্যাদি।

১৪.২.৩ অভিযান পরিচালনার সময় নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ প্রয়োজন:

- গাড়ি, এপিসি, মালামাল বহনের জন্য ট্রাক, মানুষজনকে বহন করে খালি করার জন্য বাস ইত্যাদি;
- দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলা ও হাঁশিয়ারি উচ্চারণ করার জন্য হেলার বা মেগাফোন;
- ক্রাউড কন্ট্রোল পরিচছদ, ছোট শীল্ড ও ব্যালিস্টিক শীল্ড;
- অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র ও অগ্নি নির্বাপণ কম্বল;
- ফাস্ট এইড কিট, অ্যাম্বুলেন্স ও মেডিক্যাল টীম;
- গ্লাভস, সার্চ লাইট, টর্চ লাইট ও ব্যাটারি;
- হ্যান্ডকাফ, গ্যাস লঞ্চার, ব্যক্তিগত ও দলগত আগ্নেয়াক্ত্ব;
- স্বল্প প্রাণঘাতী অন্তর: পুলিশ ব্যাটন, টেজার গান, পেপার স্প্রে, সাউড হ্যান্ড ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:

- “Crowd Control Techniques: Specific Skills” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- " Eviction from Premises ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

পঞ্চদশ অধ্যায়

গ্যাস গ্রেনেড ও শেলের ব্যবহার Use of Gas Grenade and Shell

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার অপারেশন্যাল কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৫.১ গ্যাস গ্রেনেড ও শেলের The Interdiction Launching, the Defensive Screen Launching, the Dispersal Launching with a Bound and the Neutralization Launching সম্পর্কে জানা;

১৫.২ তীয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপের জন্য গ্যাস মাস্ক ড্রিল করানো এবং গ্যাস শেল নির্দিষ্ট টার্গেটে নিক্ষেপ করানো; এবং

১৫.৩ নিষ্কিপ্ত গ্যাস শেলের দূরত্ব, গ্যাস শেল নিক্ষেপের জন্য গ্যাস গান নির্দিষ্ট কোণ করে ধরার পদ্ধতি এবং দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

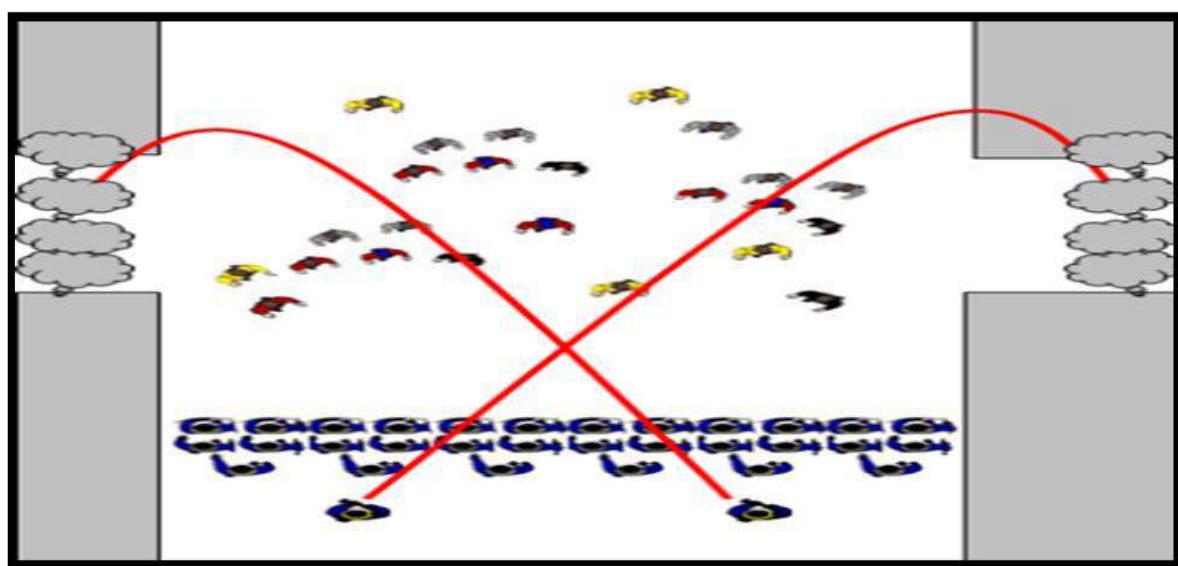
১৫.১.১ গ্যাস হেনেড ও শেলের দি ইন্টারডিকশন লাঞ্চিং (The Interdiction Launching):

যখন বিক্ষেপকারীদের কোন রাস্তায় প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয় এবং অন্য কোন রাস্তা বা সরু রাস্তা দিয়ে দূরীভূত হতে বাধ্য করা হয়, তাই The Interdiction Launching (দি ইন্টারডিকশন লাঞ্চিং)

গ্যাস শেল নিক্ষেপের পূর্বে বিক্ষেপকারীদের ছব্বিং হওয়ার জন্য সমবোতার চেষ্টা এবং উদ্দেশ্য করে কমপক্ষে তিনবার ওয়ার্নিং বা হঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে হবে।

গ্যাস শেল নিক্ষেপকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের কোন ধরনের শেল, কত দূরত্বে, কোন দিকে মারতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে কমান্ডার নির্দিষ্ট করে দিবেন।

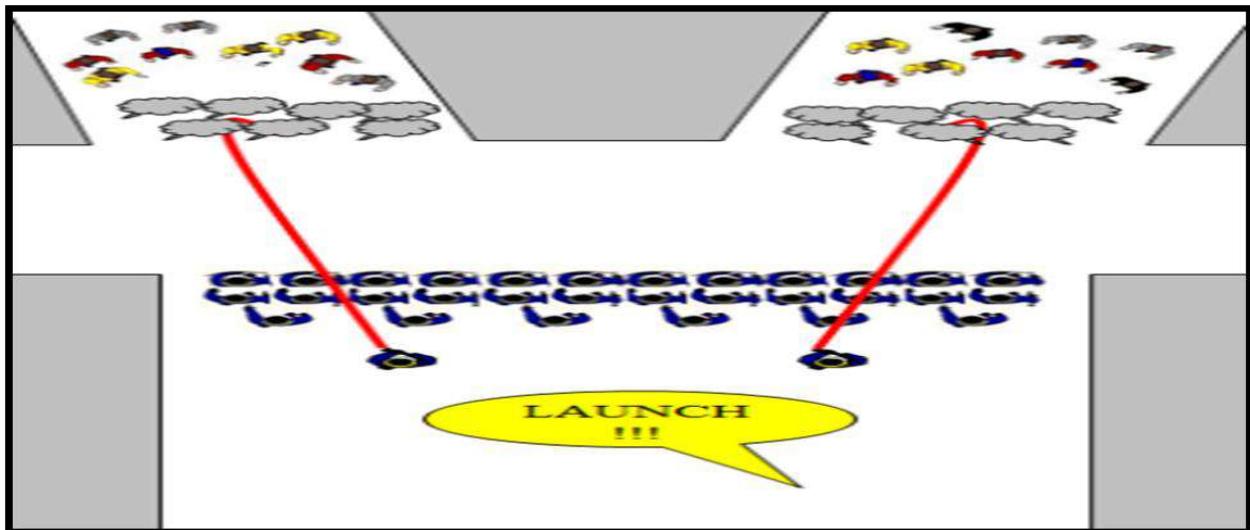
গ্যাস শেল নিক্ষেপকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা যখন শেল নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত বলে জানাবেন তখন কমান্ডার শেল নিক্ষেপের জন্য আদেশ দিবেন এবং প্লাটুনের সদস্যদের সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলের আদেশ করে পরিচালিত করবেন।



চিত্র: The Interdiction Launch

১৫.১.২ গ্যাস থ্রেনেড ও শেলের দ্বা ডিফেন্সিভ স্ক্রিন লাঞ্চ (The Defensive Screen Launch):

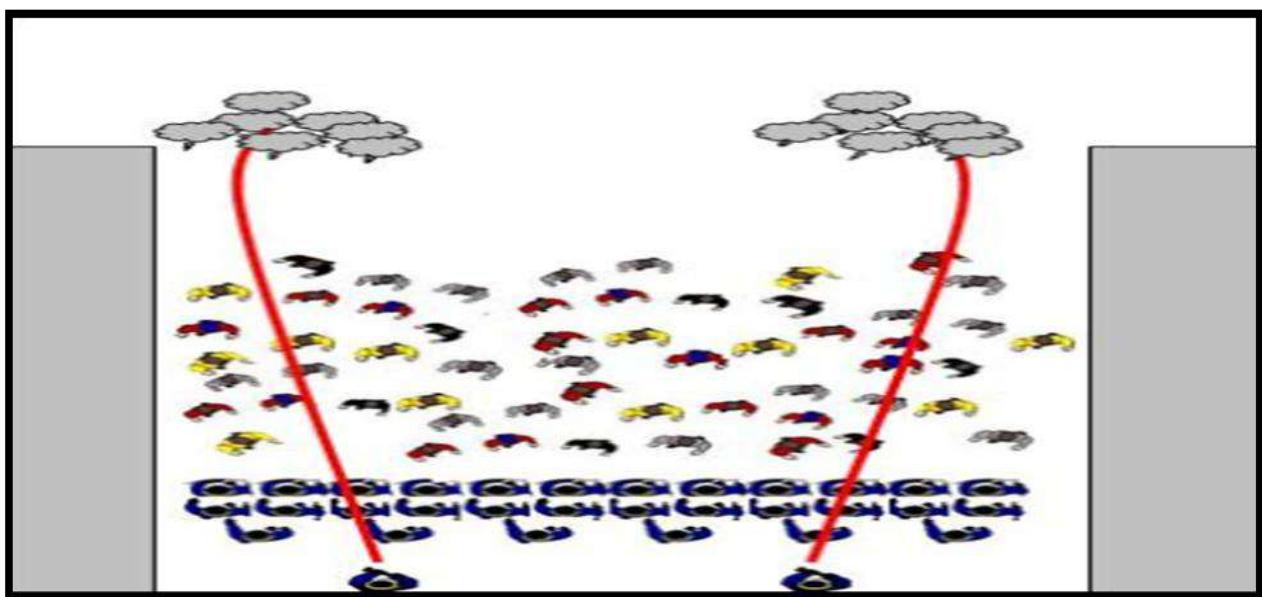
অনেক সময় উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ করা ছাড়াও প্রতিরক্ষাগত কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে সংঘবন্ধ জনতার নিরাপদ দূরত্ব ও আড়াল তৈরি করে নিজেদের গুচ্ছিয়ে নিয়ে পুনরায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য গ্যাস শেল নিক্ষেপ করতে হয়।



চিত্র: The Defensive Screen Launch

১৫.১.৩ গ্যাস থ্রেনেড ও শেলের দ্বা ডিসপারসল লাঞ্চিং উইথ অ্যা বাউন্ড (The Dispersal Launching with a Bound):

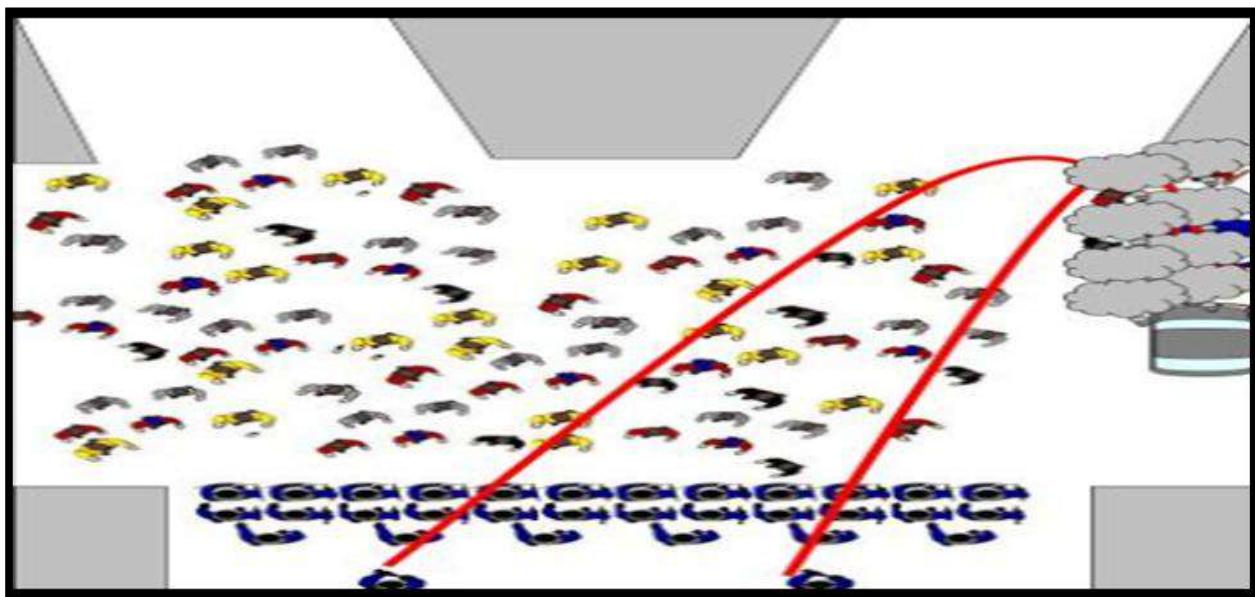
উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ করা বা পিছু হটানোর জন্য গ্যাস শেল নিক্ষেপ করার পর জনতা বিক্ষিণ্ণ হয়ে গেলে তাদের ক্রাউড কন্ট্রোল যেমন: বাউন্ড টেকনিক প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি বা ছত্রভঙ্গ করা হয়, এই কৌশল প্রয়োগ করে।



চিত্র: The Dispersal Launching with a Bound

১৫.১.৪ গ্যাস থ্রেনেড ও শেলের দ্বা নিউট্রালাইজেশন লাঞ্চিং (The Neutralization Launching):

অনেক সময় সংঘবন্ধ জনতার মধ্য হতে কিছু সংখ্যক উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতাকে গ্যাস শেল নিষ্কেপ করে ছ্রঙ্গ করা বা পিছু হটানো গেলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে The Neutralization Launching (দ্য নিউট্রালাইজেশন লাইভিং) করা হয়।



চিত্র: The Neutralization Launching

১৫.২ ইউজ অফ গ্যাস শেল ফর ডিসপার্সিং ক্রাউড (Use of Gas Shell for Dispersing Crowd):

টায়ার গ্যাস শেল ব্যবহারের পূর্বে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে গ্যাস মাস্ক পরার ড্রিল করাবেন।

গ্যাস মাস্ক পরার জন্য নবম অধ্যায়ের ৯.৩.২ অংশ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

১৫.৩ নিষ্কিঞ্চ গ্যাস শেলের দূরত্ব (Distance of throwing Gas Shell):

সাধারণত Anti Riot Gun এ টায়ার গ্যাস শেল, রাবার কার্তুজ, উডন ও প্লাষ্টিক বুলেট ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ জনতার উপর নিষ্কেপ করে তাদের ছ্রঙ্গকরণ ও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অ্যান্টি-রাইট গানের ব্যারেলকে ফায়ারারের কাঁধের সাথে নির্দিষ্ট কোণে ছাপন করে প্রয়োজন মতো দূরত্বে অবৈধ জনতার উপর ছুড়ে মারা যায়। সাধারণত অল্প দূরত্বে অর্থাৎ ৩০ মিটারের মধ্যে হলে হ্যান্ড গ্যাস গ্রেনেড নিষ্কেপ করা শ্রেয়। গ্যাস শেলের অতিক্রান্ত দূরত্ব কার্তুজের ধরন, বাতাস প্রবাহের দিক, মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ফায়ারারের কাঁধের সাথে ভূমির সমান্তরালে গ্যাস গান ব্যারেলের কোণের উপর ভিত্তি করে শেলের অতিক্রান্ত সম্ভাব্য দূরত্ব নিম্নরূপ:

SR Shell	
Angle	অতিক্রান্ত সম্ভাব্য দূরত্ব
৩০ ডিগ্রী	৬০m-৯০m
৪৫ ডিগ্রী	৭০m-১১০m
৬০ ডিগ্রী	৪০m-৮০m
৮০ ডিগ্রী	২০m-৫০m

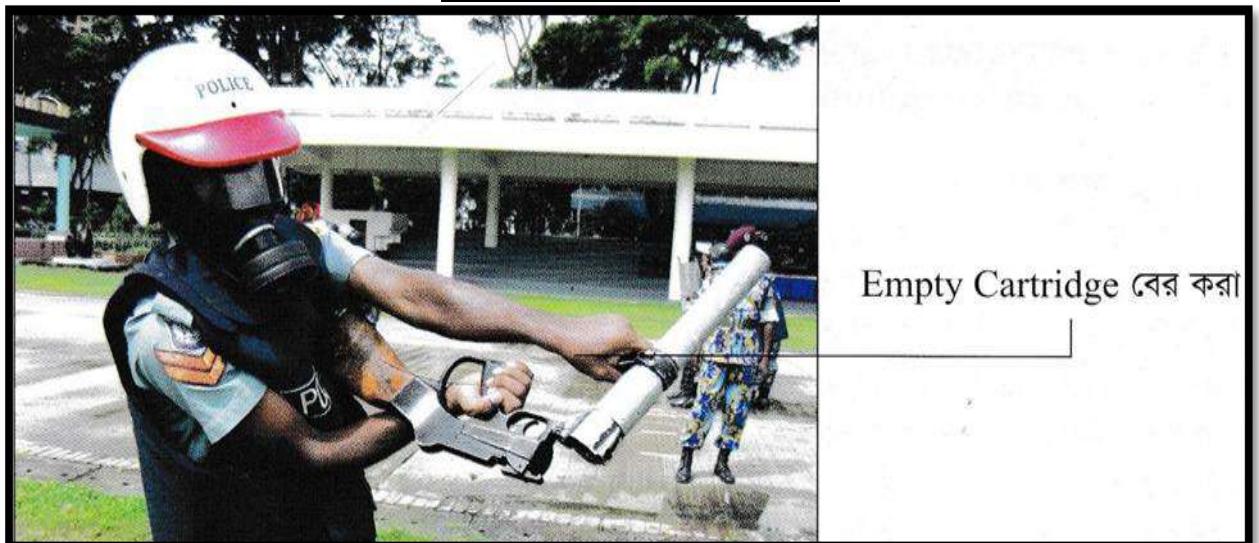
LR Shell	
Angle	অতিক্রান্ত সম্ভাব্য দূরত্ব

৩০ ডিগ্রী	70m-135m
৪৫ ডিগ্রী	100m-150m
৬০ ডিগ্রী	80m-125m
৮০ ডিগ্রী	40m-90m

গ্যাস শেল নিষ্কেপের জন্য গ্যাস গান নির্দিষ্ট কোণ করে ধরার পদ্ধতি:



চিত্র: নির্দিষ্ট কোণে গ্যাস শেল নিষ্কেপ করা



চিত্র: গ্যাস শেলের খালি কার্তুজ বের করে দেয়া

১৫.৩.১ দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি / Judging Distance (জাজিং ডিস্ট্যান্স):

ক্রাউড কন্ট্রোলের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন যেমন: গ্যাস সেল, সাউন্ড গ্রেনেড ইত্যাদি নিষ্কেপ এবং নিরাপত্তামূলক কাজের স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের অনেক সময় দূরত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়।

১৫.৩.১.১ সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে বস্তু দেখা যায়:

- S- Sign (চিহ্ন)
- S- Shadow (বস্তুর ছায়া)
- S- Silhouette / সিলুয়েট (ছায়ামূর্তি)
- S-Space (সাজানো দূরত্ব): Bridge এর পিলার, স্প্যান
- S-Skyline (দিগন্ত রেখা): ঊঁচু ভূমি, গাছ

- B-Brightness (উজ্জ্বলতা)
- M- Movement (নড়াচড়া)

সুতরাং আমরা বলতে পারি পাঁচ বোন (5S), এক ভাই (1B) ও এক মায়ের (1M) সংসারের কারণে বস্তু দেখা যায়।

১৫.৩.১.২ দূরত্ব নির্ণয়ের কৌশল:

দূরত্ব নির্ণয় সাধারণত দুই পদ্ধতিতে করা হয়। যথা:

১৫.৩.১.২.১ একক মাত্রা পদ্ধতি / Unit Average Method (ইউনিট অ্যাভারেজ মেথড):

i) হাফিং (Halving): নির্ণীত বস্তু থেকে অর্ধেক অর্ধেক করে নিজের দিকে অগ্রসর হয়ে হাফিং সিস্টেমের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

ii) বন্ধনী / Bracketing (ব্র্যাকিটিং): নির্ণীত বস্তু থেকে দূরত্বের সীমানা পর্যন্ত ব্র্যাকেটের মাধ্যমে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আনুমানিক দূরত্ব ধরে, তাদের যোগফলের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

iii) সেকশন অ্যাভারেজ (Section Average): গ্রহপের কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য সদস্যের মতামত নিয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্বকে বাদ দিয়ে বাকী সদস্যদের বলা দূরত্বকে গড় করে এই পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

iv) কী রেঞ্জ (Key Range): যেসব দূরত্ব নির্ধারিত থাকে। যেমন:

- | | |
|--|---------|
| • পল্লী বিদ্যুতের দুই ইলেকট্রিক পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব | - ৫০মি |
| • দুই ইলেকট্রিক পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব | - ১০০মি |
| • টেলিফোন লাইনের দুই পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব | - ১০০মি |

এছাড়াও রয়েছে কিলোমিটার, মাইল স্টোন ইত্যাদি।

১৫.৩.১.২.২ আকৃতিমাত্রা পদ্ধতি / Appearance Method (অ্যাপিয়ারেন্স মেথড) (অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হতে পারে):

- ❖ ২০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে ভালভাবে দেখা ও চেনা যায়।
- ❖ ২৫০ গজ দূরত্বে একজন লোককে ভালভাবে দেখা ও চেনা যায়। কিন্তু লোকটা যদি বসা অবস্থায় থাকে, তাহলে ঝাপসা দেখা যাবে।
- ❖ ৩০০ গজ দূরত্বে একজন লোক দাঁড়ানো থাকলে তার মুখমণ্ডল ঝাপসা বা ঘোলাটে বলিয়া মনে হয়।
- ❖ ৪০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে দেখা যাবে কিন্তু চেনা যাবে না।
- ❖ ৫০০ গজ দূরত্বে একজন লোক দাঁড়ানো থাকলে তাহার গলা থেকে পা পর্যন্ত ছোট বলিয়া মনে হবে।
- ❖ ৬০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে দেখা বা চেনা যাবে না। তাকে একটি ছোট গাছ বলে মনে হবে।

১৫.৩.১.৩ বস্তু কাছে দেখা যাওয়ার কারণ:

- ◆ সূর্যের আলো যদি টার্গেটের উপর পড়ে তবে বস্তুকে কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ টার্গেট এবং অবজারভারের মাঝখানে কাটা খাল বা খাদ থাকলে বস্তু কাছে বলে মনে হয়।
- ◆ উঁচু ভূমি থেকে টার্গেট কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ অবজারভার নীচুতে আর বস্তু উচু স্থানে থাকলে, বস্তুকে কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ সরু জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশস্ত জায়গা কাছে মনে হয়।
- ◆ লক্ষ্য বস্তুর রং যদি পশ্চাতভাগে অবস্থিত বস্তুর চেয়ে আলাদা হয়, তবে বস্তু কাছে বলিয়া মনে হয়।

১৫.৩.১.৪ বস্তুকে দূরে দেখা যাওয়ার কারণ:

- ✓ সূর্যের আলো যদি টার্গেটের সামনে থাকে বা অবজারভারের চোখে পড়ে তাহলে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।
- ✓ কোন গোল পাইপের মধ্য দিয়ে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।
- ✓ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques: Specific Skills” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- " Tactical use of Gas Grenades ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

ষেডশ অধ্যায়

ঘন্টা প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তির ব্যবহার

Use of Less than Lethal Weapons

অধ্যায় পাঠের কাজিখিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৬.১ ঘন্টা প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি এর সংগ্রহ, ইহাদের ব্যবহারের সময় Tactical Considerations এবং Strategic Considerations সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১৬.২ বিভিন্ন প্রকার ঘন্টা প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি ও গোলাবারণ যেমন: ব্যাটন, সাউন্ড হ্যান্ড হেনেট, জলকামান, গ্যাস / শ্লোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চার, হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার, সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চার, পেপার স্প্রে, শটগান, ইলেকট্রিক পিস্টল (TASER Gun) ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো এবং জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার অপারেশন করার সময় ইহাদের বাস্তবসম্মত ব্যবহার করতে শেখা।

১৬.১ ঘন্টা প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি / Less than Lethal Weapons (লেস দেন লীথল ওয়েপন):

কম প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি বলতে বোায় যে সমস্ত অন্তর্শক্তি ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতাকে মানুষের জানমাল ও সম্পদের অধিকতর ক্ষতিসাধনে অসমর্থ করা যায়।

১৬.১.১ ট্যাকটিক্যাল কনসিডারেইশন (Tactical Considerations):

শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ, জড়ো হওয়া জনতার মনোভাব, সংগঠন, অভিপ্রায়, ব্যবহৃত মালামাল, দূরত্ব ইত্যাদি এই পর্যায়ে বিবেচনা করতে হয়।

১৬.১.২ স্ট্র্যাটেজিক কনসিডারেইশন (Strategic Considerations):

কখন, কোথায়, কিভাবে, কত দূরত্ব হতে কম প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি ব্যবহার করা যাবে, এই পর্যায়ে সেই কৌশলসমূহ বিবেচনা করতে হয়। উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার দূরত্ব কম প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি ব্যবহার করার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। দূরত্ব অনুযায়ী কোন ধরনের কম প্রাণঘাতী অন্তর্শক্তি ব্যবহার করা যাবে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। যথা:

১৬.১.২.১ কন্ট্যাক্ট ডিস্ট্যান্স (Contact Distance):

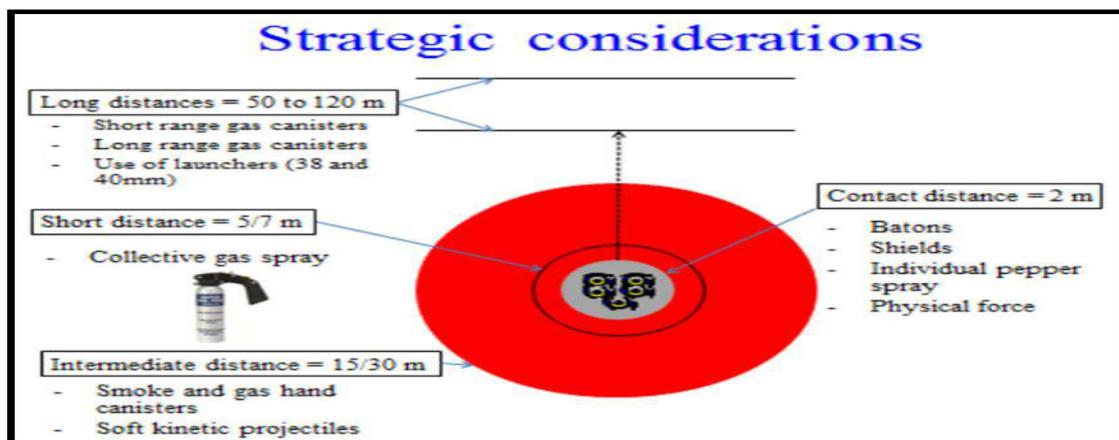
সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার দূরত্ব যদি দুই মিটার হয় তবে তাকে Contact Distance (কন্ট্যাক্ট ডিস্ট্যান্স) বলে। এই দূরত্বে নিম্নোক্ত কৌশল বা উপকরণসমূহ ব্যবহার করা শ্রেয়।

যেমন: ব্যাটন, শিল্ড, ব্যক্তিগত পেপার স্প্রে, ফিজিক্যাল ফোর্স বা শারীরিক শক্তি ইত্যাদি।

১৬.১.২.২ শর্ট ডিস্ট্যান্স (Short Distance):

সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার দূরত্ব যদি পাঁচ হতে সাত মিটার হয় তবে তাকে Short Distance (শর্ট ডিস্ট্যান্স) বলে। এই দূরত্বে নিম্নোক্ত কৌশল বা উপকরণসমূহ ব্যবহার করা শ্রেয়।

যেমন: সমন্বিত গ্যাস স্প্রে / Collective Gas Spray (কালেক্টিভ গ্যাস স্প্রে), ফ্লিয়ারিং ওয়েভ, বাউন্ড ইত্যাদি কৌশলসমূহ।



চিত্র: স্বল্প প্রাণঘাতী অন্তর্শন্ত্র ব্যবহারের সময় স্ট্যাটেজিক কনসিডারেশন

১৬.১.২.৩ ইন্টারমিডিয়েট ডিস্ট্যান্স (Intermediate distance):

সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার দূরত্ব যদি পনের হতে ত্রিশ মিটার হয় তবে তাকে Intermediate distance (ইন্টারমিডিয়েট ডিস্ট্যান্স) বলে। এই দূরত্বে নিম্নোক্ত কৌশল বা উপকরণসমূহ ব্যবহার করা শ্রেয়।

যেমন: Smoke and Hand Gas Canister, Soft kinetic Projectiles, Charge Technique ইত্যাদি।

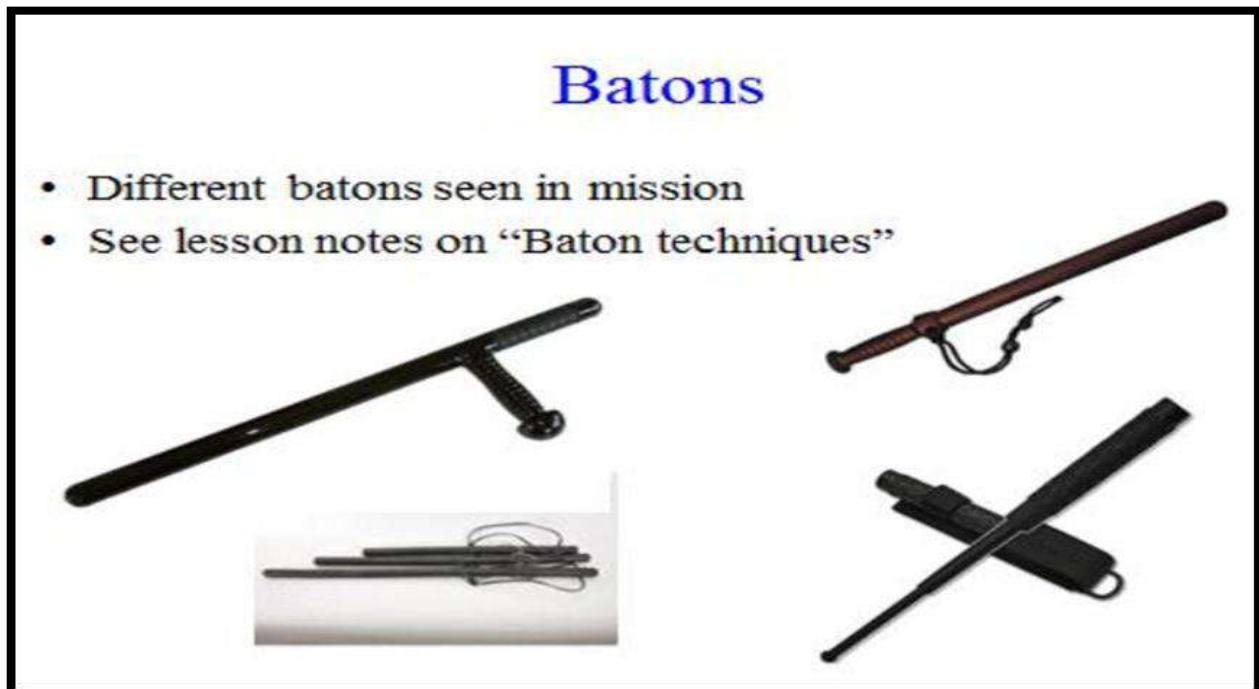
১৬.১.২.৪ লং ডিস্ট্যান্স (Long Distance):

সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার দূরত্ব যদি পঞ্চাশ হতে একশত বিশ মিটার হয় তবে তাকে Long Distance (লং ডিস্ট্যান্স) বলে। এই দূরত্বে নিম্নোক্ত কৌশল বা উপকরণসমূহ ব্যবহার করা শ্রেয়।

যেমন: Short Range Gas Canisters, Long Range Gas Canisters, Use of Launchers (38 and 40 mm), Charge Technique ইত্যাদি।

১৬.২.১ ব্যাটনের ব্যবহার / Use of Baton:

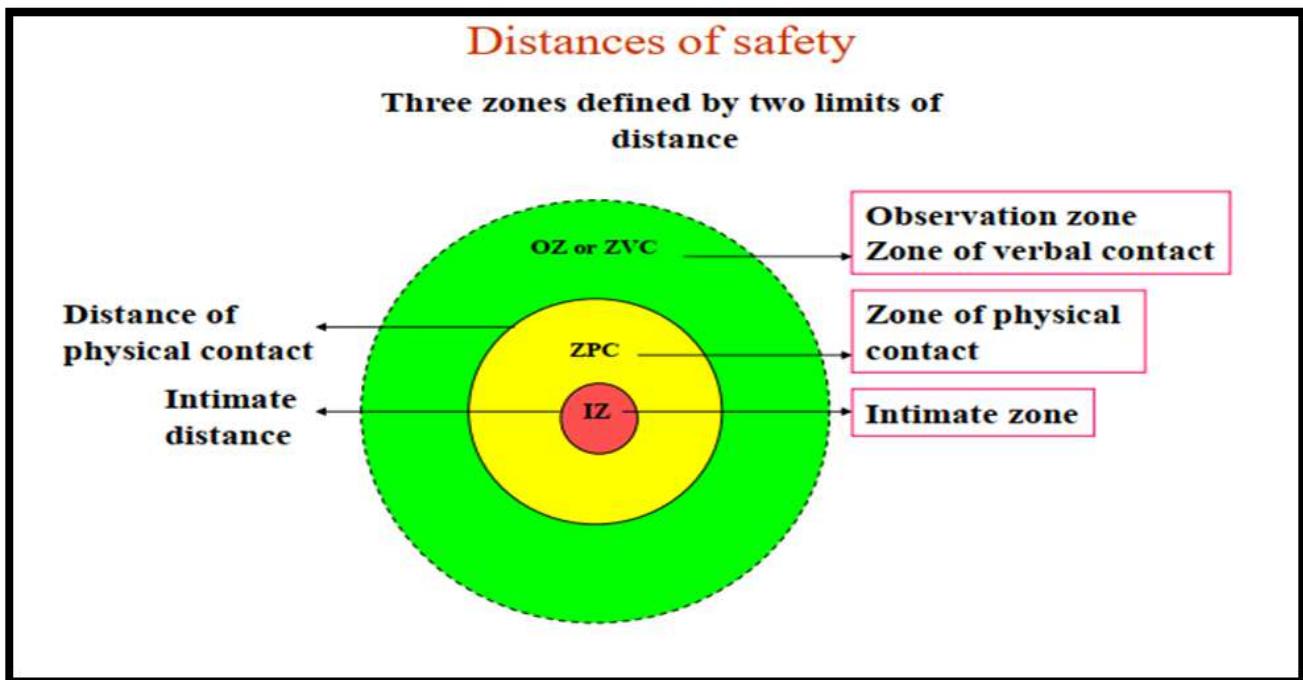
কম প্রাণঘাতী অস্ত্র হিসাবে শক্তি প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজনে লাঠির ব্যবহার ব্যাপক। তবে সতর্কতার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং দৈহিক আঘাতের স্থান অনুযায়ী ব্যবহার না করলে ইহা মারাত্মক প্রাণঘাতী হতে পারে। ইহা ব্যবহারের জন্য অনুসৃত সেফটি জোন এবং দৈহিক আঘাতের স্থান নিম্নে বর্ণিত হলো।



চিত্র: বিভিন্ন প্রকার ব্যাটন

১৬.২.১.১ শারীরিক সংস্পর্শের নিরাপদ বলয় / Safety Zones of Physical Contact (সেফটি জোন অফ ফিজিক্যাল কনট্যাক্ট):

ইহা তিনি ধরনের হয়। যথা:



চিত্র: শারীরিক সংস্পর্শের নিরাপদ বলয়

১৬.২.১.১.১ পর্যবেক্ষণ বলয় / The Observation Zone (দি অবজারভেশন জোন):

এমন অবস্থান যেখানে আইন প্রয়োগকারী ও সন্দেহজনক ব্যক্তির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব (আনুমানিক সাত মিটার) বজায় থাকে।

OBSERVATION ZONE/VERBAL CONTACT

The opponent is NOT close enough
to strike with legs or arms



চিত্র: পর্যবেক্ষণ বলয়

১৬.২.১.১.২ শারীরিক সংস্পর্শ বলয় / The Physical Contact Zone (দ্যা ফিজিক্যাল কনট্যাক্ট জোন):

এমন অবস্থান যেখানে আইন প্রয়োগকারী ও সন্দেহজনক ব্যক্তির মধ্যে কম নিরাপদ দূরত্ব (আনুমানিক দুই মিটার) বজায় থাকে।

ZONE OF PHYSICAL CONTACT

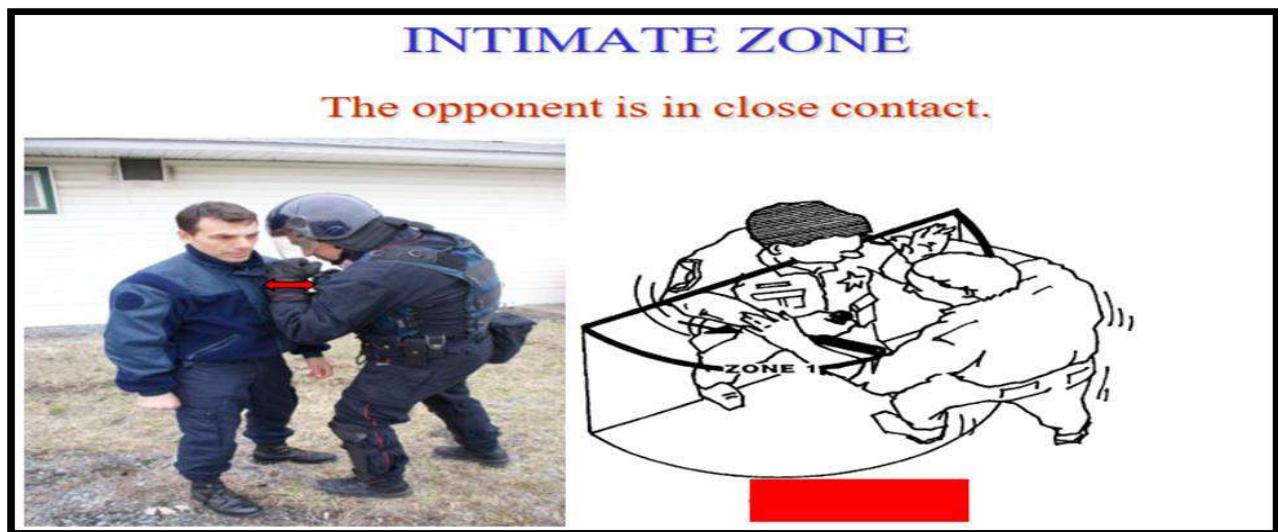
The opponent is close enough to strike with legs
or stabbing weapons



চিত্র: শারীরিক সংস্পর্শ বলয়

১৬.২.১.১.৩ অত্তরঙ্গ বলয় / The Intimate Zone (দি ইন্টিমেট জোন):

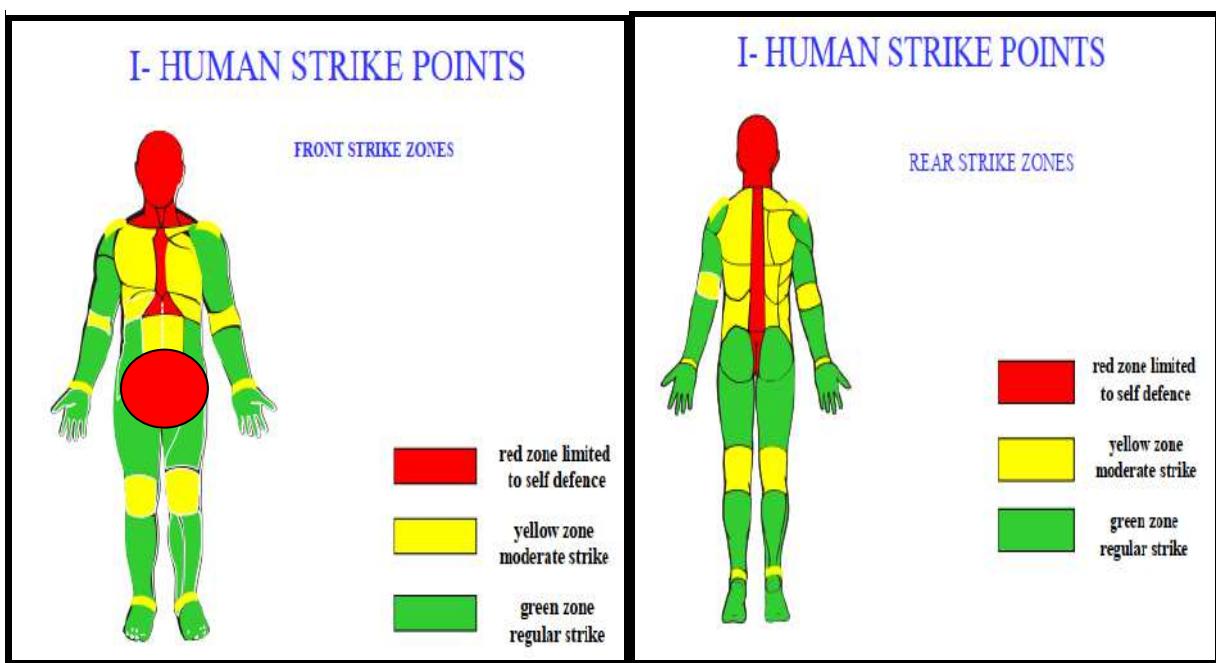
এমন অবস্থান যেখানে আইন প্রয়োগকারী ও সন্দেহজনক ব্যক্তি খুব কাছাকাছি থাকে।



চিত্র: অস্তরঙ্গ বলয়

১৬.২.১.২ দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ / Strike Body Zones:

শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে আইনের বিধানসামগ্রে অবাধ্য অপরাধীদের দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যাটন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যায়। যথা:



চিত্র: দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ

- লাল অংশ: মাথা, গলা ও গলা হতে শুসন্ধানীর মধ্যচ্ছদা পর্যন্ত, ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং কুঁচকি ও নাভীর অব্যবহিত নীচের প্রাইভেট পার্টস অংশে আঘাত পুরোপুরি নিষিদ্ধ।
- হলুদ অংশ: গলার নীচ হতে কোমর পর্যন্ত অংশে সামনে পিছনে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে। দুই হাতের কঞ্জি ও কনুই এবং দুই পায়ের হাঁটু ও গোড়ালি অংশে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে।
- সবুজ অংশ: ক্ষম্ব, হাত (কঞ্জি ও কনুই ব্যতীত), কোমরের পশ্চাত ভাগ ও কুঁচকির নীচে পায়ের অংশে (হাঁটু ও গোড়ালী অংশ ব্যতীত) প্রয়োজনমতো আঘাত করা যাবে।

১৬.২.২ সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেডের ব্যবহার / Use of Sound Hand Grenade:

এই গ্রেনেডের বিকট শব্দে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা হতবিহবল হয়ে পড়ে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে ছ্রিভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখায়।



চিত্র: Sound Hand Grenade

১৬.২.৩ জলকামানের ব্যবহার / Use of Water Cannon:

Water Cannon এর পানির প্রেসারে অবৈধ জনতাকে ছ্রিভঙ্গ করে সামনে অগ্রসর হওয়া বা রঙ্গীন পানি ছিটিয়ে অবৈধ জনতাকে সন্ত্রাসকরণের জন্য এই ড্রিল করা হয়।

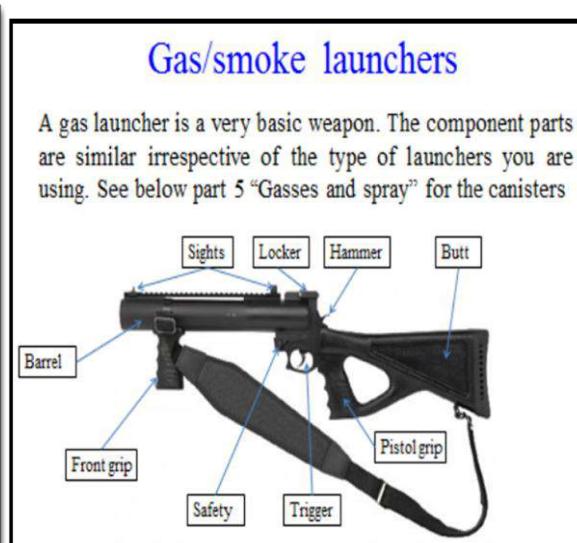
১৩.২ এর ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস-ওয়াটার ক্যানন কার্যক্রম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো।



চিত্র: Use of Water Cannon

১৬.২.৪ গ্যাস / স্মোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চারের ব্যবহার (Use of Gas / Smoke Canisters and Launchers):

নিষিপ্ত হলে ইহার ধুয়া পরিবেশকে আচম্ভ করে ফেলে, চোখে জ্বালা পোড়া সৃষ্টি করে এবং শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হলে নাক ও গলায় জ্বালা পোড়ার অনুভূতি জন্ম দেয়। ন্যাশনাল টেকটিক্যাল অফিসার্স এসোসিয়েশন অফ অ্যামেরিকার মতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ইউনিটের সদস্যদের বিরক্তে বেশির ভাগ আক্রমণ ১১ হতে ৩০ মিটার দূরত্বে হতে করা হয়ে থাকে। ফলে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গকরণ বা নিয়ন্ত্রণে স্মোক, গ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী।



চিত্র: বিভিন্ন প্রকার গ্যাস / স্মোক লাঞ্চার

Hand canisters: throwing techniques



- Remove it from the pouch
- Hold it in throwing hand with your thumb holding down the spoon
- Remove the safety clip
- Bend the ends of the pin together
- Pull the pin
- Throw the canister

Hand canisters: throwing techniques



- At the ground level, rectilinear trajectory



- At higher level, curved trajectory

চিত্র: হ্যান্ড ক্যানিস্টার নিষেপের কৌশল

১৬.২.৫ হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার বা ফ্লাশ গ্রেনেড বা ফ্লাশ ব্যাং এর ব্যবহার (Use of Hand Stun Canisters or Flash Grenade or Flash Bang):

ইহা বিস্ফোরিত হলে কোন প্রকার স্থায়ী ক্ষতিসাধন না করে বিকট শব্দ ও আলোর বলকানি তৈরি করে কিছু সময়ের জন্য উপস্থিত জনতাকে হতবিহবল করে দেয়। ফলে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গকরণে ইহার ব্যবহার কার্যকরী। অপহৃত জিমি উদ্ধার অভিযানে ইহা বেশ সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।

Hand stun canisters: expected results



- The stun canister (flash bang) will normally cause disorientation from several seconds up to several minutes. When detonated, the explosive produces a brilliant flash.
- This device was developed as a stun device for use in a variety of tactical applications such as hostage rescue

চিত্র: হ্যান্ড স্ট্যান ক্যানিস্টার

১৬.২.৬ সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চারের ব্যবহার (Use of Soft kinetic Projectiles Launchers):

ইহা মধ্যম অর্থাৎ পনের হতে ত্রিশ মিটার দূরত্বে থাকা উচ্চজ্বল অবৈধ জনতার উপর প্রয়োগ করে ছব্বিংকরণ বা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। উচ্চজ্বল জনতা যখন লাঠি, পাথর, ককটেল, অস্ত্র ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের দিকে নিক্ষেপ করে এবং তাদের যদি গ্রেপ্তার করা না যায় তখন ইহা ব্যবহার করা হয়। ইহাতে গুরুতর আঘাতের আশংকা থাকে এবং আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত সাত হতে দশ মিটার দূরত্বে থাকা টার্গেটের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা অনুচিত।

2- Soft Kinetic Projectiles launchers



চিত্র: সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চার

১৬.২.৭ পেপার স্প্রের ব্যবহার (Use of Pepper Spray):

ইহা OC Spray (ওসি স্প্রে) যাহার পূর্ণরূপ হয় Oleoresin Capsicum (ওলিরেসিন ক্যাপসিকাম)। ইহার কেমিক্যাল কম্পাউন্ড চোখে লাগলে কান্সা, ব্যথা এবং ক্ষণস্থায়ী অন্দত্বের কারণ হয় যা উচ্চজ্বল অবৈধ জনতা নিয়ন্ত্রণে বা ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রদাহজনক উপাদান যাহা চোখে লাগলে চোখ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, নাক দিয়ে

চুকে শাস প্রশ্নাসে ব্যবহাত ঘটায় এবং সর্দি ও কাশির উপক্রম করে যার হালীত্ব প্রায় ত্রিশ হতে পাঁয়ালিশ মিনিট হয়। ইহা স্বল্প তথা পাঁচ হতে সাত মিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্ততে ব্যবহার করা হয়।



c- Various incapacitating sprays

- At the individual level



Various incapacitating sprays

- At the team level
- Aerosol delivery system; pressurized release of OC spray to subject through hand control.
- Remove the pin first...



চিত্র: পেপার স্প্রে

১৬.২.৮ শটগানের ব্যবহার (Use of Shot Gun):

সাধারণত উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার সাথে নেগোশিয়েশন ও বারংবার সতর্কবাদী উচ্চারণ করেও কাজ না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট দূরত্ব হতে মারা শট গানের ছররা গুলি শরীরের নীচের অংশ অর্থাৎ কোমরের নীচে মেরে হালকা আহত করে অনেক সময়ই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্বল্প দূরত্বের নির্ভুল, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ফায়ারিংয়ের জন্য ইহা উপযোগী। ইহা খোলা প্রাত্তরে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবহারের জন্য উত্তম।



চিত্র: শট গানের ব্যবহার

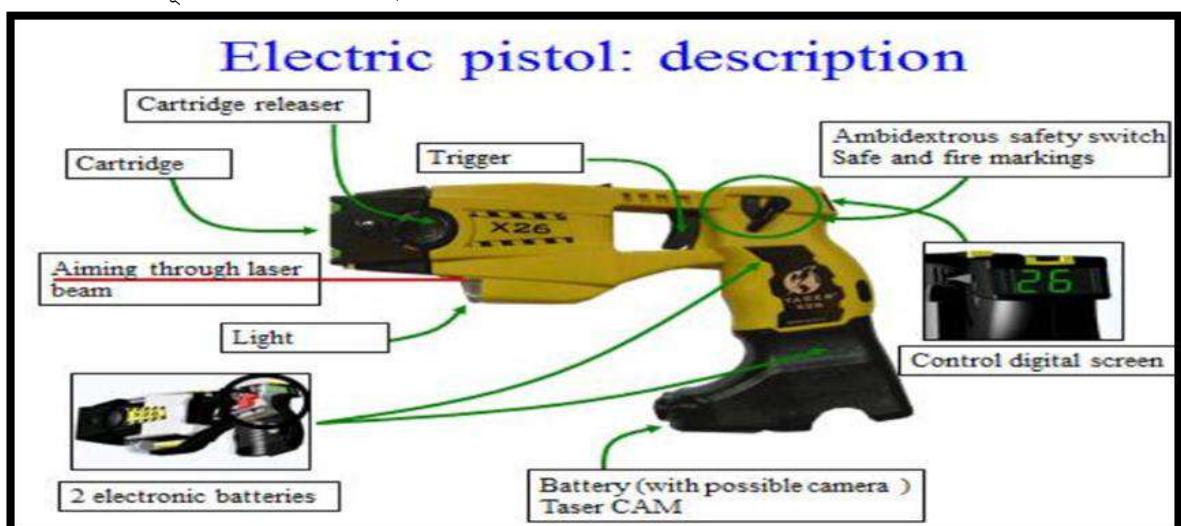
ব্যবহৃত বুলেট:

- ১। রাবার বুলেট: অবৈধ জনতাকে লক্ষ্য করে শরীরের নিচের অংশে সোজা মারলে সাধারণত ৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে আঘাত হানে।
 - ২। সীসা বুলেট: সাধারণত ব্যাপক আহত করার জন্য সীসা বুলেট ব্যবহার করা হয়।
- এছাড়াও এক ধরনের বুলেট ব্যবহার করা হয় যা শব্দ ও ধোঁয়া তৈরি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

লক্ষণীয়: জাতিসংঘে নিযুক্ত শান্তিরক্ষী সদস্যদের শটগানের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১৬.২.৯ ইলেক্ট্রিক পিস্টলের (টেজার গান) ব্যবহার (Use of Electric Pistol as TASER Gun):

টেজারের পূর্ণরূপ করলে হয় T.A.S.E.R = Thomas Appleton Swift's Electrical Rifle. ইহা উন্নতমানের ইলেক্ট্রনিক্স কন্ট্রোল ডিভাইস যাহা বিদ্যুতায়িত করে আক্রমণকারীর স্নায়ুর উপর আঘাত করে দেহকে কিছু সময়ের জন্য অসাড় করে দেয়। ইহা সর্বোচ্চ ১৫ ফিট বা ৪.৫ মিটার দূরত্ব হতে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতার মধ্য হতে শক্তিশালী ব্যক্তির মাংসপেশী যেমন: উরু বা নিতম্ব লক্ষ্য করে সাধারণত ভূমি সমাতরালে আট ডিগ্রী কোণ করে নিষ্কেপ করলে কার্যকরী হয়।



চিত্র: ইলেক্ট্রিক পিস্টল (টেজার গান)

সতর্কতা:

ইলেকট্রিক গান ব্যবহার করার সময় কার্তুজের সামনে লক্ষ্যহীন ব্যক্তি বা প্রাণীর দেহে যেন আঘাত না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

- Code Cable on prohibition of possession and use of rubber bullets by United Nations police personnel, 20 June 2014. FPU policy ref 2009.32
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Less Than Lethal Weapons ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- National Tactical Officers Association of America, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

সপ্তদশ অধ্যায়

আঘেয়ান্ত্র ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম

Remedy of Attack with Firearms and Explosives & Tactical Light Team

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

- ১৭.১ আগ্নেয়াক্ষ ও বিস্ফোরকের সংগ্রহ, ইহাদের আক্রমণে ট্যাকটিক্যাল কনসিডারেইশন, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও বস্তুকে আলাদা করা এবং গাড়ি বা অন্য কিছুর কাভার বা আড় নেওয়া সম্পর্কে জানা;
- ১৭.২ আগ্নেয়াক্ষ ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় যথা: রিয়াকশন টু অ্যা গান শট, স্যাইপার শূটিং, বোম্বিং ইত্যাদি (Reaction to a Gun Shot, Sniper Shooting, Bombing etc) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; এবং
- ১৭.৩ অন্তর্শক্তি সজিত সুপরিকল্পিত ও সুপ্রশিক্ষিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী দল / Tactical Light Team এর গঠন, উদ্দেশ্য, দলনেতার দায়িত্ব, কার্যক্রম নীতিমালা এবং দক্ষতা ও জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৭.১.১ আগ্নেয়াক্ষ / Firearms:

পিস্তল ও রাইফেল জাতীয় অন্তর্শক্তি যা প্রপেলেন্টের বিস্ফোরককে চার্জ করে প্রজেক্টাইল বা বুলেট ফায়ার করতে সক্ষম তাকে আগ্নেয়াক্ষ বলে (Any weapon especially pistols or rifles, capable of firing a projectile and using an explosive charge as a propellant)।

১৭.১.২ বিস্ফোরক / Explosives:

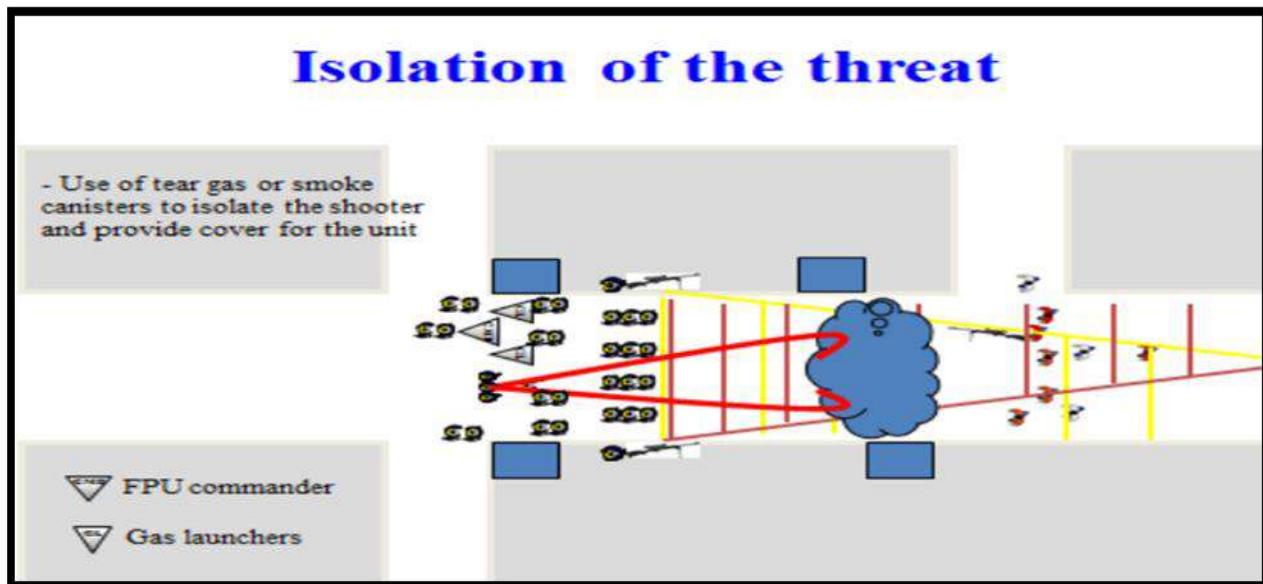
বিস্ফোরক বলতে বোঝায় গ্রেনেড, রকেট প্রপেলেড গ্রেনেড বা অন্যান্য মিলিটারি অন্তর্শক্তি, যা জানমাল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম (Explosives mean grenades, rocket propelled grenades or other military weapons)।

১৭.১.৩ ট্যাকটিক্যাল কনসিডারেইশন / Tactical Consideration:

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের বা সরকারী, বেসরকারী ও সাধারণ মানুষের জানমাল ও সম্পদ রক্ষার্থে আক্রমণকারী কর্তৃক গুলি বর্ষণ বা আক্রমণাত্মক হ্যান্ড গ্রেনেড নিষ্কেপ করা হলে দলনেতা বা অপর কোন সদস্য (প্রথমে আঁচ করা) চিৎকার করে গুলি বা গ্রেনেড নিষ্কেপ করা হচ্ছে বলে অন্যদের জানান দিবেন। তখন প্লাটুনের সকল সদস্য টীমে বিভক্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান বা আড় নিবেন। এই অবস্থায় উচ্চশৃঙ্খল বেপরোয়া শূটারকে চিহ্নিতকরণ পূর্বক অন্যদের থেকে আলাদা করে কৌশলে বা প্রয়োজনে গুলি করে নিরন্ত্র বা নির্বৃত করার ব্যবস্থা করতে হয়। আক্রমণকারীর আশেপাশে নিরীহ লোকজন থাকলে তাদেরকে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হয়।

১৭.১.৪ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও বস্তুকে আলাদা করা / Isolation of the Threat:

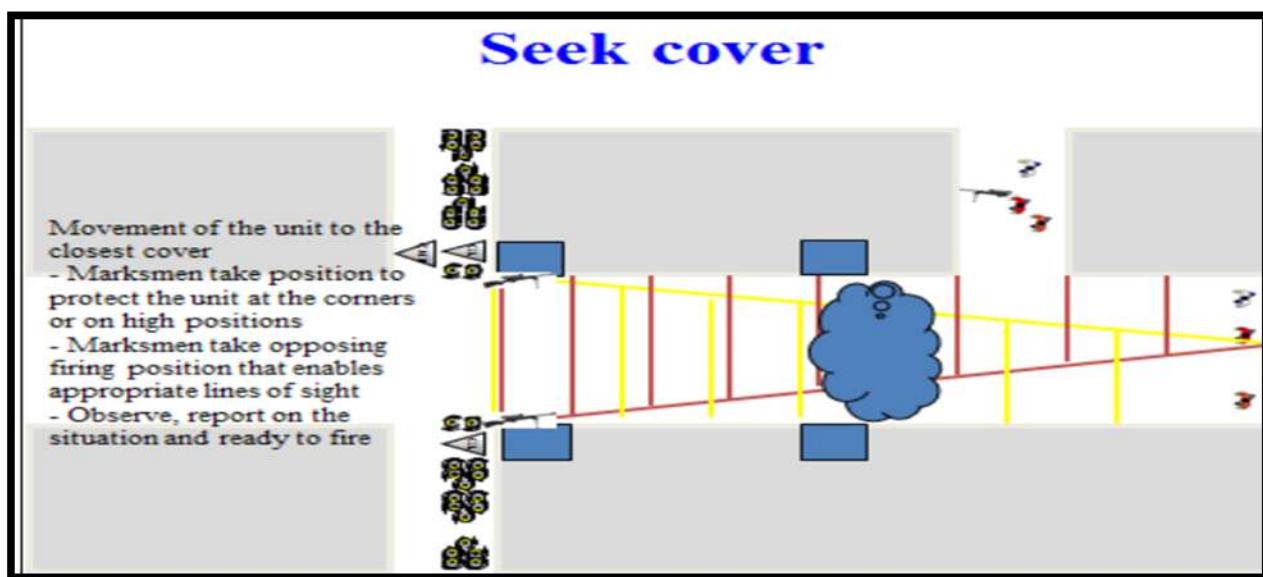
জড়ে হওয়া জনতার সাথে অবস্থান করে দুষ্কৃতকারী গুলি বা বোমা নিষ্কেপ বা অন্য কোনভাবে অর্তনাত্মুলক কাজ করে সহিংসতা তৈরি করতে পারে। তখন টীয়ার গ্যাস বা স্মোক ক্যানিস্টার নিষ্কেপ করে দুষ্কৃতকারী ও অন্যান্য জনতাকে ছেত্রভঙ্গ করে দিতে হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের সাথে সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে হয়। এমন অবস্থায় দুষ্কৃতকারীকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে নিরন্ত্র বা অন্যভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।



চিত্র: বুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও বন্তকে আলাদা করা

১৭.১.৫ গাড়ি বা অন্য কিছুর কান্দার নেওয়া / Seek Cover in Support of Vehicles or Others:

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি বা গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলে প্লাটুনের সকল সদস্য টীমে বিভক্ত হয়ে প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্টি জিনিসের আড় নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এই অবস্থায় পুলিশ গাড়ি বা এপিসি ব্যবহার করেও পুলিশ সদস্যদের আড়াল করার প্রয়োজন হতে পারে।



চিত্র: আড় নেয়া

১৭.২.১ আগ্নেয়াক্ষ ও বিস্ফোরকের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় যথা: রিঅ্যাকশন টু অ্যা গান শট, স্মাইপার শূটিং, বোম্বিং ইত্যাদি (Reaction to a Gun Shot, Sniper Shooting, Bombing etc):

কমান্ডার যদি বুবাতে পারেন তাঁর প্লাটুনের সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ / বোমা নিক্ষেপ / মারণাক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে, যার আঘাতে প্রাণনাশ / গুরুতর জখমের সম্ভাবনা আছে, তবে তিনি সকল সদস্যকে দৌড়ে APC বা অন্য কোন আড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন, এইভাবে কৃত ড্রিলকে Sniper Shooting Drill বলে।

কাজ: ফায়ারিং-এর শব্দ শুনলে বা গুলির আঘাতে জখমপ্রাপ্ত হয়ে বিপদের আশংকা করলে, কমান্ডার সকল সদস্যকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের জন্য বলবেন।

Command:

Shooting Incident, Take Shelter, Take Shelter (শূটিং ইনসিডেন্ট, টেক শেল্টার, টেক শেল্টার)

এই আদেশের সাথে সাথে প্লাটুনের সকল সদস্য কালবিলম্ব না করে ১.১, ১.২, ২.১ টীম তিনটি একদিকে ও ২.২, ৩.১ নং টীম দুটি বিপরীত হাত বরাবর সামনে পিছনে লম্বালম্বি অবস্থান নিয়ে দু'ভাগ হয়ে APC, Vehicles বা অন্য কোন আড়ের পিছনে বা পাশে তড়িৎ গতিতে অবস্থান নিবেন।

আড়ের পিছন থেকে দুই গ্রপের দু'জন অবজারভার সব সময় ফায়ারার বা বোমা নিষ্কেপকারীর দিকে নজর রাখবেন। প্রতি গ্রপে একজন অবজারভার ও একজন দক্ষ শূটার থাকবে। অবজারভার গুলি ছোড়া ব্যক্তি বা বোমা নিষ্কেপকারীকে দেখতে পেলে তার অবস্থান টীৎকার করে জানান দিবেন এবং কমান্ডার অবস্থা অনুসারে শূটারকে নিরস্ত্র বা প্রয়োজনে ফায়ার করতে বলবেন।

গুলি বর্ষণকারী প্লাটুনের সদস্যদের দিকে ধাবিত হলে কমান্ডার সকলকে অবস্থান পরিবর্তন করে নিরাপদ স্থানে আড় নেওয়ার নির্দেশ দিবেন এবং ফায়ারারকে নিরস্ত্র করে প্রতিরোধ করতে বলবেন। এই কাজটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা না গেলে ইনজুরির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

Unit splits and takes protection

Expected reaction of the unit:

- Avoid keeping the unit as a block
- Minimize your exposure
- Take kneeling or prone position according to the threat



চিত্র: ইউনিট বিভক্ত হয়ে আড় নেয়া

Shooter / Explosive Grenade Thrower আটক হলে বা চলে গেলে বা জায়গাটি নিরাপদ মনে হলে, Commander প্লাটুনের সকল সদস্যকে অবস্থানস্থানে অপারেশন্যাল কার্যক্রমে নিয়োজিত করবেন।

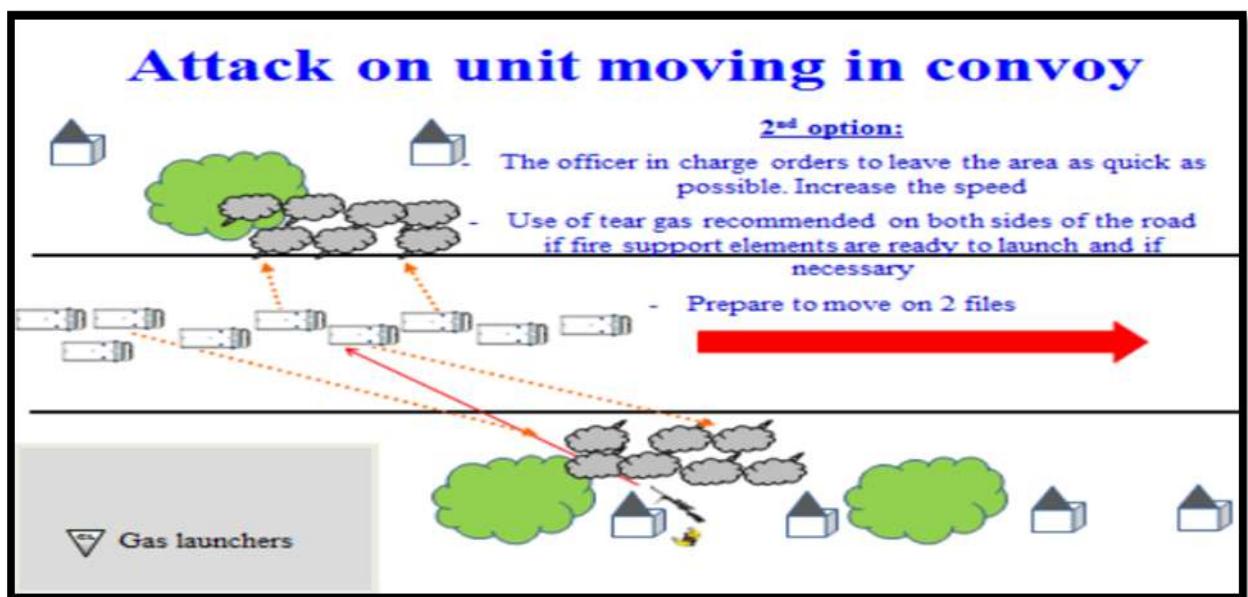
Command:

Platoon, Take Double Lines Position in front of the APC or Others (প্লাটুন, টেক ডাবল লাইনস পজিশন ইন ফ্রন্ট অফ দ্যা এপিসি অর আদার্স)

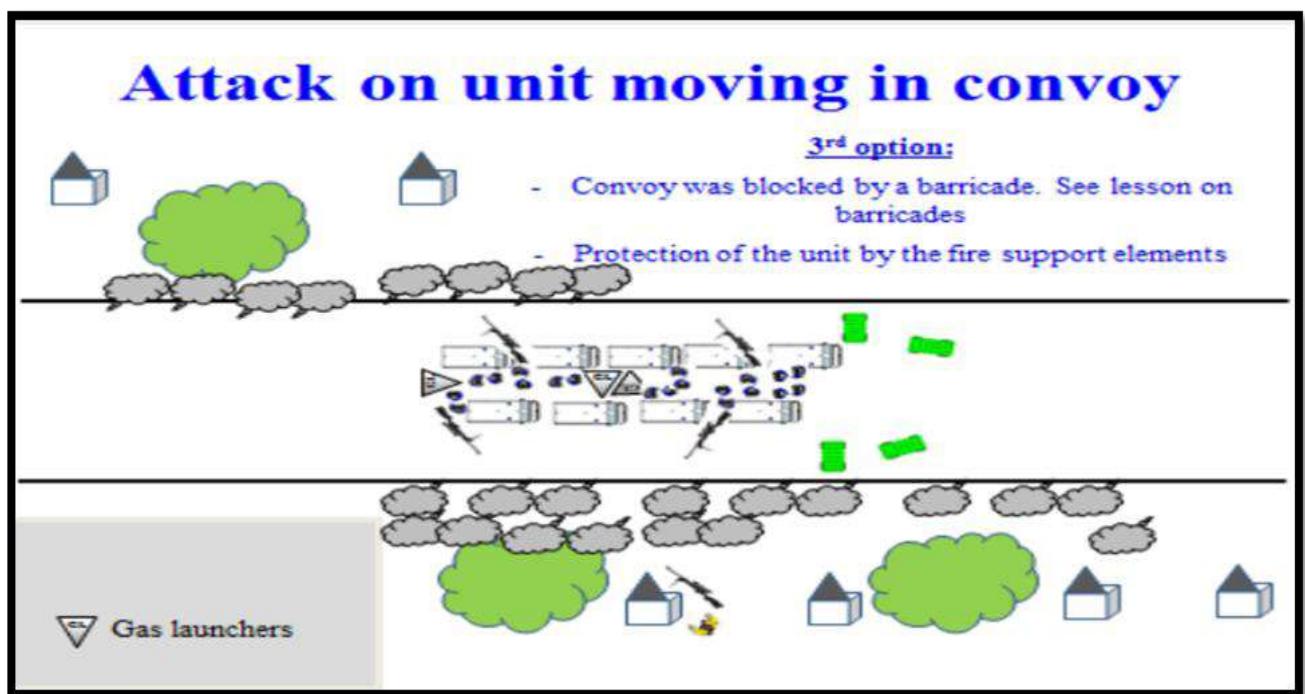
প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের সদস্যদের অপারেশন্যাল পজিশনে দাঁড় করানোর পূর্বে ঘটনাস্থলে কোন ব্যক্তি আহত হলে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিবেন এবং অ্যাম্বুলেন্স ডেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

১৭.২.২ প্লাটুনের সদস্যরা কনভয়ে চলাচলের সময় আক্রান্ত হলে করণীয় / Attack on Platoon Moving in Convoy:

কনভয়ে মুভ করার সময় প্লাটুনের সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ করে হামলা করা হলে যে দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে সেদিকে গাঢ়ী বা এপিসির পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে সেগুলো দ্বারা কাভার নিতে হবে। গুলি বর্ষণকারী শূটারের দিক লক্ষ্য করে গ্যাস বা স্মোক গ্রেনেড নিষ্কেপ করে ঝোঁয়ার কুঙ্গলি তৈরি করে দ্রুত কনভয় নিয়ে গোলযোগপূর্ণ স্থান ত্যাগ করতে হবে।



চিত্র: কনভয়ে চলমান ইউনিট আক্রমণের মধ্যে পরলে



চিত্র: কনভয়ে ইউনিট আক্রমণের মধ্যে পরলে চলমান

১৭.৩ অন্তর্শক্তি সজ্জিত সুপরিকল্পিত ও সুপ্রশিক্ষিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী দল / **Tactical Light Team (ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম):**

বিশেষ অপারেশন্যাল প্রয়োজনে সাধারণত একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১০ (দশ) জন সদস্য নিয়ে Tactical Light Team (TLT) গঠন করা হয়, যারা শক্ত ও সুর্যাম দেহের অধিকারী এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী।

Tactical Light Team এর সদস্যদের Special Weapons and Tactics (SWAT), Quick Response Team (QRT), Crisis Response Team (CRT) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

১৭.৩.১ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম গঠনের উদ্দেশ্য:

- বিক্ষেপকারীদের দলনেতা বা অপর উক্ফনীদাতা সদস্যের আটক করা;
- অধিকৃত ভবন খালিকরণ বা উচ্চেদ অভিযান চালানো;

- আটককৃত জিমি বা ভিকটীমকে মুক্ত করা;
- জনসাধারণ ও পুলিশের চুরি হওয়া বা খোয়া যাওয়া অন্ত, মালামাল উদ্ধার, রোড ব্যারিকেড বা অন্য কোন Obstacle রেকী করা এবং অপসারণ করা;
- অন্তর্ধারী সন্ত্রাসীদের আটক ও অবৈধ অন্ত উদ্ধার করা;
- দাগী আসামী বা ভিআইপিদের প্রহরা দেওয়া ইত্যাদি।

১৭.৩.২ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম দলনেতার দায়িত্ব:

দলনেতা তাঁর দলকে সংগঠিত করা, অন্ত চালনা ও বিভিন্ন কৌশল চর্চা করাবেন। তিনি অপারেশন্যাল কার্যক্রমে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, দায়িত্ব বণ্টন, ব্রিফিং প্রদান করবেন এবং দলের সদস্যদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

১৭.৩.৩ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম এর কার্যক্রম নীতিমালা:

- ❖ Tactical Light Team এর কার্যক্রমে বিচক্ষণতা, দ্রুততা, দৃঢ়তা এবং হঠাত আক্রমণে শক্ত পক্ষকে অপস্থিত করে দেওয়ার গুণাবলী থাকতে হবে।
- ❖ Tactical Light Team দলনেতা কার্যক্রম গ্রহণের সময় বিশ্বোভকারীদের আচরণ, সংখ্যা, আক্রমণাত্মক মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায় আনবেন।
- ❖ Tactical Light Team মূল পুলিশ দলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি অবস্থান করবেন, যাতে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারেন।

১৭.৩.৪ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম এর সদস্যদের গুণাগুণ:

- ✓ সর্বোচ্চ পেশাদার জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- ✓ মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থিতের অধিকারী হতে হবে।
- ✓ প্রযুক্তি ও অন্তর্বিদ্যায় ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

- "Attack with Firearms and Explosives", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials by the United Nations.
- "Crowd Control Techniques: Specific Skills" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

অষ্টাদশ অধ্যায়

অগ্রগতি

PROGRESSION

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৮.১ অগ্রগতিনের সংগ্রহ, প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা; এবং

১৮.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশনের উদ্দেশ্য, ট্যাকটিক্যাল সিগন্যালসমূহ, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৮.১ অগ্রগতি / Progression (প্রোগ্রেশন):

বুঁকিপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও নিরীহ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে কাভার বা আড় নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Progression বলে।
নিম্নের চিত্র থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের অগ্রগমনের সময় নিরাপত্তা বুঁকির বিষয়টি লক্ষ্য করণ:



চিত্র: ফিগার ১, ফিগার ২, ফিগার ৩, ফিগার ৪

- ফিগার ১ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ব্যালিস্টিক বডি প্রটেকশন (বডি আরমার) এবং ব্যালিস্টিক হেলমেট পরিহিত আছে যা বুঁকিপূর্ণ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয়।
- ফিগার ২ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ব্যালিস্টিক বডি প্রটেকশন (বডি আরমার) এবং ব্যালিস্টিক হেলমেট পরিহিত হয়ে ব্যালিস্টিক শীল্ড ধারণ করে আছে যা বুঁকিপূর্ণ অভিযানে কার্যকর নিরাপত্তা দিচ্ছে। কিন্তু এই পরিচ্ছদগুলো অনেক ভারী এবং বড়, যা অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।
- ফিগার ৩ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য কাভার সঠিকভাবে নিচেন না, যা বুঁকিপূর্ণ।
- ফিগার ৪ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য কাভার সঠিকভাবে নিয়েছেন, যা তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

১৮.১.১ অগ্রগমন সাধারণত দুই প্রকারে করা হয়। যথা:

১৮.১.১.১ প্রগ্রেশন ইন ফোর্স / Progression In Force:

অপারেশন পরিচালনার সময় কোন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Progression In Force বলে। এইক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া (Speed) ও শক্তি পক্ষকে হঠাতে আক্রমণ করে অপস্থিত করে দেওয়ার সক্ষমতা দরকার (Surprise)।

১৮.১.১.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশন / Tactical Progression:

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা এলাকাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে অপারেশন্যাল এরিয়াকে কয়েকটি নিরাপত্তা জোনে ভাগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Tactical Progression বলে। এইক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের “বিচক্ষণতার” পরিচয় দিতে হয়।

১৮.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশনের উদ্দেশ্য:

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নিরাপত্তা বিধান বা নিরাপদে সামনে অগ্রসর হয়ে অপারেশন পরিচালনা করে ভিকটীম বা অপহৃত জিম্মি উদ্বার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা।

১৮.২.১ এই ধরনের অভিযানে নিম্নোক্ত ট্যাকটিক্যাল সিগন্যালসমূহ ব্যবহার করা হয়:

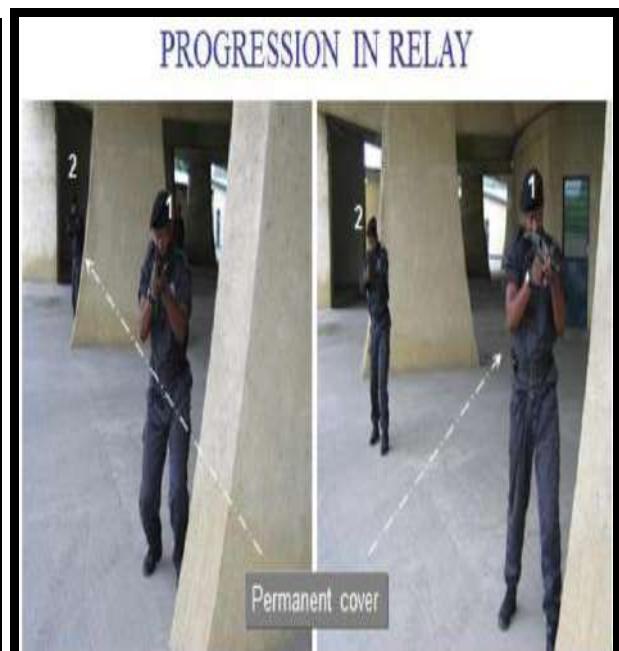


চিত্র: বিভিন্ন প্রকার ট্যাকটিক্যাল সিগন্যাল

১৮.২.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশন সাধারণত দুইভাবে করা হয়। যথা:

১৮.২.২.১ প্রোগ্রেশন ইন রিলে / Progression In Relay:

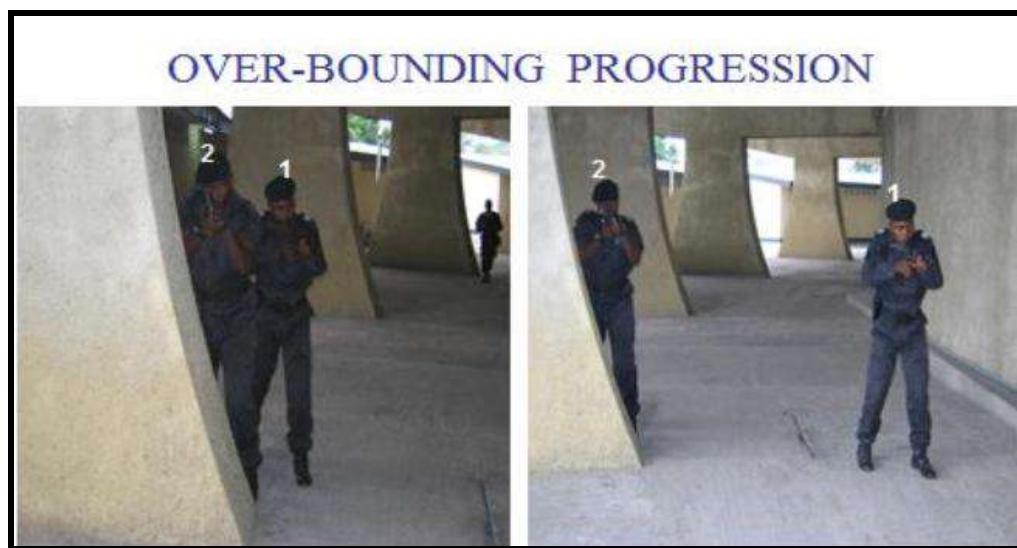
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোডেড অস্ত্রকে রেডি পজিশনে রেখে একজন আল্টে আল্টে স্ট্যান্ডিং, নীলিং বা লাইয়িং পজিশন হতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আঁড় সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করে ও অপর একজন অব্যবহিত পিছনে কাভারম্যান হিসাবে থেকে ক্রমাগ্রামে সামনে অগ্রসর হওয়াকে Progression In Relay বলে। অগ্রসরমান ব্যক্তিরা অবশ্যই নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে চতুর্দিকে প্রথম দৃষ্টি রেখে ট্যাকটিক্যাল সিগন্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে আঁড়ের কোল ঘেঁষে অপারেশন্যাল এলাকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সামনে অগ্রসর হবেন।



চিত্র: প্রোগ্রেশন ইন রিলে

১৮.২.২.২ ওভার বাউন্ডিং প্রোগ্রেশন / Over-Bounding Progression:

অপারেশন্যাল পুলিশ অফিসাররা দুই গ্রহণে বিভক্ত হয়ে লোডেড অস্ত্রকে রেতি / হাই রেতি পজিশনে নিজেদের চতুর্দিকে তাক করে রেখে দৃশ্যমান এলাকার দু'পাশ দিয়ে এক গ্রহণের একজন প্রথমে অবস্থান নেয় ও অপর গ্রহণের আরেকজন তৎপরতাতে তাদের সামনে অবস্থান নেওয়া ও এইভাবে এগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Over-Bounding Progression বলে। এইক্ষেত্রে প্রতি গ্রহণের পুলিশ সদস্যরা অবশ্যই পরস্পর ঘন সন্ধিবিষ্টভাবে অবস্থান নিবেন।



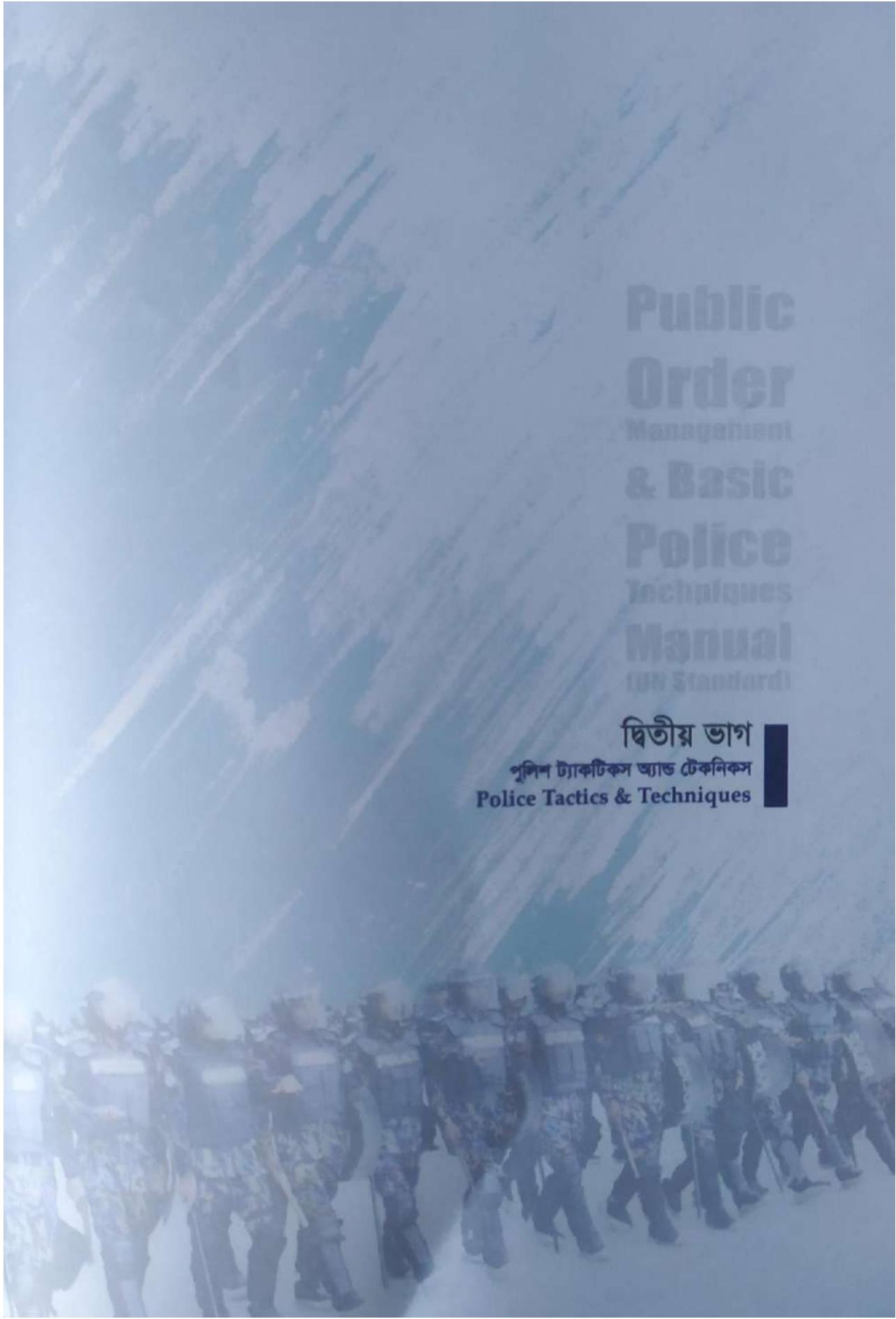
এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে ছাদ বা উপর হতে আক্রমণের বিষয়টি সবসময় স্মরণ রাখতে হয়।



চিত্র: অগ্রগণের সময় উঁচু স্থান হতে আক্রমণের বাঁকির সভাবনাকে মরণ রাখা

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials by the United Nations.
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Progression" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- "Tactical Progression", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015



Public
Order
Management
& Basic
Police
Techniques
Manual
(UN Standard)

দ্বিতীয় ভাগ

পুলিশ ট্যাকটিকস অ্যান্ড টেকনিকস

Police Tactics & Techniques

উনবিংশ অধ্যায়

গ্রেপ্তার এবং হাতকড়ার ব্যবহার কৌশল Arrest & Use of Handcuffs Techniques

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ১৯.১ গ্রেপ্তারের আইনগত ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকার গ্রেপ্তার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং
- ১৯.২ হাতকড়ার ব্যবহার কৌশল জানা।

১৯.১ গ্রেপ্তার:

কথা বা কার্য দারা হেফাজতে আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশ অফিসার বা গ্রেপ্তারকারী অপর কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করার সময় যাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার দেহ স্পর্শ বা আটক করবেন।

- ❖ এইরূপ ব্যক্তি যদি তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বলপূর্বক বাধা দেয় বা গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করে, তাহলে উক্ত পুলিশ অফিসার বা অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কৌশল অবলম্বন করবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৪৬)।
- ❖ আটককারী গ্রেপ্তারকৃত কে গ্রেপ্তারের কারণ জানাবেন ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি দেখতে চাইলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (প্রয়োজনে সর্ত্তাবস্থায়) দেখাবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫৬(১), ৮০)।
- ❖ পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গতভাবে জনসাধারণের সাহায্য নিবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৪২)।

১৯.১.১ অবাধ্য, আটকযোগ্য অপরাধীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রেপ্তার কৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো:

১৯.১.২ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে মুখোমুখি অবস্থান হতে গ্রেপ্তার:

কোন ব্যক্তির নাম, ঠিকানা নিশ্চিত হওয়ার পর বা কাউকে আটকের ব্যাপারে সক্ষম্ববদ্ধ হলে অভিযুক্ত যদি আটককারীর মুখোমুখি অবস্থানে থাকে তবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝে উঠার সুযোগ না দিয়ে আচমকা আটককৃতের বাম পায়ের পাতার উপর বাম পা দিয়ে চেপে ধরে বাম হাত দিয়ে অভিযুক্তের বাম হাতের কনুইয়ের কিঞ্চিং উপরের ভিতরের বা বাহিরের অংশে ধরতে হবে এবং তৎক্ষণাত্মে ডান হাত দিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাম হাতের কবজির অব্যবহিত নীচের সংযোগস্থলে আটককারীর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল চেপে ধরে উভয় হাতের শক্তিতে বাম হাতের উপর চাপ সৃষ্টি করে আটককৃত ব্যক্তির পিঠের দিকে বাম হাতকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।



চিত্র: উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে মুখোমুখি অবস্থান হতে গ্রেপ্তার

এই অবস্থায় আটককারী উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাম পাশ দিয়ে দ্রুত পিছনে চলে আসবেন এবং বাম হাত আটককৃত ব্যক্তির কনুইয়ের উপর হতে সরিয়ে বাম হাতের কবজির সংযোগস্থলকে ভাঁজ করে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে ডান হাতকে মুক্ত করতে হবে। আটককারী পুলিশ অফিসার ডান হাতে হাতকড়া খাপ হতে বের করে হাতকড়ার এক অংশ আটককৃত ব্যক্তির ডান হাতের কবজির বহিরাংশের আলনা নামক শক্ত হাড়ের কিঞ্চিং উপরের সংযোগস্থলে চাপ দিয়ে আটকে দিবেন।



চিত্র: আটককৃতের বাম হাত ভাঁজ করে ধরে ডান হাতের কবজির উপরে নরম অংশে হাতকড়া চেপে ধরে লাগানো

তৎপর হাতকড়াসহ আটককৃতের ডান হাত পিঠের দিকে টেনে এনে কবজির সংযোগস্থলের ভাঁজ করা অংশের উপর ডান হাতে হাতকড়ার অপর অংশ চেপে ধরে আটকাতে হবে।

হাতকড়া পরানোর পুরোটা সময়ই আটককারীর বাম হাতের কবজির উপরের ভাঁজ করা অংশ শক্তভাবে চেপে ধরে রাখতে হবে।

লক্ষণীয়:

- ◆ আটককৃত অপরাধী প্রক্ষ ব্যক্তিকে প্রয়োজনে হাতকড়া পরানোর পর ও মহিলাকে আটকের পর মহিলা দ্বারা পুঞ্চানুপঞ্চরূপে দেহ তল্লাশি করা সমীচীন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫১, ৫২)।
- ◆ হেঞ্জারকারী অফিসার আটককৃত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য মালামাল নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন ও হেঞ্জারকৃত ব্যক্তিকে এ সকল দ্রব্যের একটি রসিদ দিবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫১, ১০৩(৪), পিআরবি-৩২২)।
- ◆ হেঞ্জারকারী কর্তৃক আটককৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক রাখা যাবে না (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৬১, পিআরবি-৩২৪)।



চিত্র: পায়ের পাতা আটকে আটককৃতের বাম হাতের কনুইয়ের ভিতর দিক ও কবজি কে ভাঁজ করে আটকে পশ্চাত অবস্থান গ্রহণ

এইরূপ হেঞ্জার আটককৃতের ডান হাতের কবজির উপরের অংশে ধরে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেও করা যেতে পারে।

১৯.১.৩ আটককৃত ব্যক্তি ভয়ঙ্কর দাগী আসামী হলে:

কোন ব্যক্তির নাম, ঠিকানা নিশ্চিত হওয়ার পর বা কাউকে আটকের ব্যাপার সকলেবদ্ধ হলে অভিযুক্ত যদি আটককারীর মুখোমুখি অবস্থানে থাকে তবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝে উঠার সুযোগ না দিয়ে আচমকা আটককৃতের বাম পায়ের পাতার উপর বাম পা দিয়ে চেপে ধরে বাম হাত দিয়ে অভিযুক্তের বাম হাতের কনুইয়ের কিঞ্চিং উপরের সংযোগস্থলের বাহিরের অংশে ধরতে হবে এবং তৎক্ষণাত ডান হাত দিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাম হাতের কবজির অব্যবহিত উপরে সংযোগস্থলে বৃদ্ধাঙ্গুল চেপে ধরে উভয় হাতের শক্তিতে বাম হাতের উপর চাপ সৃষ্টি করে আটককৃত ব্যক্তির পিঠের দিকে বাম হাতকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থায় আটককারী উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাম পাশ দিয়ে দ্রুত পিছনে চলে আসবেন। আটককৃত ব্যক্তির বাম হাতকে পিঠ বরাবর উপরের দিকে তুলতে থাকলে সে মাটিতে শুয়ে পড়বে। এই অবস্থায় আটককারী পুলিশ অফিসার দুই পায়ের ইঁটু দিয়ে আসামীর বাম হাত লকড করে আটকে ধরে পিঠের উপর চাপ দিয়ে বসবেন।

পুলিশ অফিসার ডান হাতে হাতকড়া ধরে আসামীর ডান হাতের কবজির আলনা নামক শক্ত হাড়ের কিঞ্চিং উপরের সংযোগস্থলে জোরে চাপ দিলে হাতকড়ার এক অংশ আটকে যাবে। তারপর হাতকড়ার অপর অংশ আসামীর বাম হাতে চেপে ধরে আটকে দিতে হবে।



চিত্র: ভয়ঙ্কর দাগী আসামী গ্রেণ্টার কোশল

১৯.১.৪ আটককৃত ব্যক্তির পশ্চাত অবস্থান হতে গ্রেণ্টার:

অভিযুক্ত যদি আটককারীর সামনে অবস্থান করে তবে আটককারী পুলিশ অফিসার বাম হাতের ভিতরের অংশকে বৃদ্ধাঙ্গুল ও অবশিষ্ট চার আঙ্গুল একত্রে এই দুই ভাগে বিভক্ত করবেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলকে অভিযুক্তের ডান হাতের কবজির বিপরীত অংশের ভাঁজের উপর রেখে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দ্বারা হাতের বহিরাংশের পাতার উপর জোরে চাপ দিয়ে ধরে ডান হাতে অভিযুক্তের কনুইয়ের উপর ভিতরের অংশে ধরে পিঠ বরাবর পিছমোড়া করে নিয়ে আসতে হবে।



চিত্র: আটককৃত ব্যক্তির পশ্চাত অবস্থান হতে গ্রেণ্টার

এই অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের জায়গায় স্থাপন করে বাম হাতে হাতকড়া নিয়ে আটককৃতের বামহাতের কবজি বরাবর আলনা নামক শক্ত হাড়ের কিঞ্চিৎ উপরের সংযোগস্থলে জোরে চেপে ধরলে হাতকড়ার এক অংশ আটকে যাবে এবং আটককৃতের বাম হাতে হাতকড়াসহ পিছনে পিঠ বরাবর ঢেলে এনে হাতকড়ার অপর অংশ অভিযুক্তের ডান হাতে চেপে ধরে আটকিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি গ্রেণ্টার কার্য পরিচালনার সময় অপর একজন পুলিশ অফিসার আগ্রেয়ান্ত আটককৃত ব্যক্তির দিকে অন গার্ড পজিশনে রেখে গ্রেণ্টারকারী পুলিশ অফিসারকে সাপোর্ট দিবেন এবং কাভারম্যান হিসাবে কাজ করবেন। কাভারম্যান সাধারণত গ্রেণ্টারকৃত ব্যক্তির বাম হাত বরাবর ৯০ ডিগ্রী কোণ করে কন্ট্রাক্টম্যান হতে চার পাঁচ হাত দূরে অবস্থান করবেন।



চিত্র: হাতকড়া ব্যবহারের পদ্ধতি

যে পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করেন, তাকে বলে Contactman (কন্ট্রাক্টম্যান) এবং যিনি গ্রেপ্তারের সময় নিরাপত্তা দিয়ে সহযোগিতা করেন তাকে Coverman (কাভারম্যান) বলে।

লক্ষণীয়:

- ◆ পলায়ন প্রতিরোধের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির উপর অবশ্যই তাহা অপেক্ষা অধিক বলপ্রয়োগ করা যাবে না (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫০)।
- ◆ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে শারীরিক নির্যাতন বা আঘাত করা যাবে না (পিআরবি-২৬০, পুলিশ আইন-২৯(৭), দস্তবিধি-৩৩০, ৩৩১)।

১৯.২ হাতকড়ার ব্যবহার (পিআরবি-৩৩০ বিধি):

কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা তদন্তস্থলে প্রেরণের জন্য পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত এবং বিচারাধীন বন্দীদের পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা উচিত নহে। হাতকড়া বা দড়ির ব্যবহার থায় ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অর্মান্যাদাকর।

কোন অবস্থায়ই শিশু ও মহিলাদের হাতকড়া লাগানো যাবে না। বার্ধক্য বা দুর্বলতার কারণে যাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সহজ ও নিরাপদ তাদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা উচিত নহে। গ্রেপ্তারকৃত সাক্ষীকে কোন অবস্থায়ই হাতকড়া পরানো যাবে না (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১৭১ (১))।

জামিনযোগ্য মামলার বন্দীর ক্ষেত্রে হাতকড়া ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোন বন্দী আক্রমণাত্মক হয়ে ক্ষতিসাধন করলে বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক তাকে হাতকড়া লাগানো যাবে এবং এই ধরনের কার্যব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অজামিনযোগ্য মামলার বন্দীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কড়াকড়ির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অফিসারের এখতিয়ারাধীন। বন্দীর পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য হাতকড়ার ব্যবহার করতে হয় এবং সর্বদা সতর্কাবস্থায় থাকতে হয়। বন্দীদের প্রহরীকে পর্যাপ্ত হাতকড়া সরবরাহ করতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে পারে।

দুইজন বন্দীর ক্ষেত্রে হাতকড়া লাগানোর প্রয়োজন হলে তাদের একজনকে ডানহাতে ও অপরজনকে বামহাতে এক অংশ করে হাতকড়া লাগাতে হবে। একজন বন্দীর ডান হাতের সঙ্গে অন্য বন্দীর বাম হাতে হাতকড়া লাগাতে হবে। কোন অবস্থায়ই দুইজনের বেশী বন্দীকে একত্রে হাতকড়া লাগানো যাবে না।

যেই ক্ষেত্রে হাতকড়া ব্যবহার সমর্থনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হাতকড়া পাওয়া না গেলে দড়ি বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে বন্দীদের হাত বাঁধতে হবে। দড়ি বা কাপড়ের টুকরা এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন রক্ত চলাচলের অসুবিধা না হয় এবং যখন হাতকড়া পাওয়া যাবে তখন দড়ি বা কাপড়ের টুকরার পরিবর্তে হাতকড়া ব্যবহার করতে হবে।

ছল বা নদীপথে চলার সময় বন্দীর হাতকড়া বা অন্যান্য বাঁধন খোলার সময় সর্বদা বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। হাতকড়া সকল সময় ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। ভাসিয়া গেলে তা অবিলম্বে ঠিক করে নিতে হবে বা বদলাতে হবে।

হাতকড়া হাতের চার আঙুল একদিকে ও বৃদ্ধাঙ্গুলী বিপরীত দিকে ধরে প্রেস্টারকৃত ব্যক্তির হাতের কজির উপরের সংযোগস্থলের নরম অংশে চাপ দিয়ে লাগাতে হবে।
জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রত্যেক শান্তিরক্ষী ইউনিফর্মের সাথে ট্যাকটিক্যাল বেল্টে হাতকড়া বহন করে।

তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌ.কা.বি. ৪২, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬(১), ৫৭(১), ৬১, ৮০, ১০৩(৮), ১২৮, ১৫১, ১৭১, ৮০১(৩) ধারা
- দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ৩৩০, ৩৩১
- পুলিশ আইন ১৮৬১ এর ২৯(৭)
- ১৯৪৩ সালের পি.আর.বি. ৩১৬, ৩৩১, ৩৩০ বিধি
- ঢ. ম. পু. অ. ২১, চ/খ/রা ম. পু. অ. ২২
- "Arrest Methods; Handcuffing Suspects", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Arrest & Use of Handcuffs Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

বিংশ অধ্যায় [REDACTED]

তল্লাশ: দেহ তল্লাশ

Search: Body Search

অধ্যায় পাঠের কাঞ্জিত ফলাফল:

২০. তল্লাশির ধারণা, ধরন এবং বিভিন্ন ধরনের দেহ তল্লাশি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

২০. তল্লাশি / Search (সার্চ):

কোন ভবন, স্থাপনা, স্থান, ব্যক্তির দেহ, গাড়ি, নৌযান ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর খোঁজে আইনসঙ্গতভাবে পুঁখানুপুঁখরূপে অন্ধেষণ করার প্রক্রিয়াকে তল্লাশি বলে।

২০.১ সাধারণত তিনি ধরনের তল্লাশি পরিচালনা করা হয়। যথা:

- দেহ তল্লাশি / Body Search
- ঘৃহ তল্লাশি / House Search
- গাড়ি তল্লাশি / Vehicle Search

২০.২ দেহ তল্লাশি / Body Search:

ধৃত আসামী বা কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি বা কোন অনুষ্ঠানস্থল, মার্কেট, বিমানবন্দর এলাকা ইত্যাদিতে আগত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করে অবৈধ আঘেয়াত্ত্ব, গোলাবারুদ, চোরাইমাল, নিয়ন্ত্রিত ঘোষিত মাদকদ্রব্য, মামলার আলামত সামগ্রী ইত্যাদি উদ্বার এবং এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুঁখানুপুঁখরূপে অন্ধেষণ করার প্রক্রিয়াকে দেহ তল্লাশি বলে।

সাধারণত ব্যক্তিভেদে তিনি ধরনের দেহ তল্লাশি করা হয়। যথা:

২০.২.১ অনুষ্ঠানস্থল, মার্কেট, বিমানবন্দর ইত্যাদি এলাকায় আগত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি:

এই ধরনের দেহ তল্লাশি দুই ধাপে করা হয়। যথা:

২০.২.১.১ Non-Contact Body Search:

তল্লাশিকৃত ব্যক্তি আর্চওয়ের মধ্যে দিয়ে আসার পর নিরাপত্তা রক্ষীরা হ্যান্ড হেল্প মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা তল্লাশিকৃত ব্যক্তির পশ্চাত্ত অবস্থান হতে কমপক্ষে এক হাত দূরত্ব বজায় রেখে এই প্রকার দেহ তল্লাশি করেন।



চিত্র: Non-Contact Body Search

২০.২.১.২ Contact Body Search:

তল্লাশিকৃত ব্যক্তির দেহে নন-মেটাল বা কোন অবৈধ সদেহযুক্ত জিনিস থাকতে পারে বলে অনুমিত হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা দুই হাত ব্যবহার করে তল্লাশিকৃত ব্যক্তির পশ্চাত অবস্থান হতে এই প্রকার দেহ তল্লাশি করেন।

সাধারণত আগত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশির অনুমতি নিয়ে দেহে থাকা মেটালিক বস্তুসমূহ, মোবাইল ইত্যাদি বের করতে অনুরোধ করা হয় এবং ব্যাগ থাকলে তা খুলিয়ে চেক করতে হয়। তারপর দুই হাত কাঁধ বরাবর মেলে ধরতে অনুরোধ করার পর বা দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখিয়ে দেওয়ার পর তল্লাশিকৃত ব্যক্তি সেভাবে দাঁড়াবেন। নিরাপত্তারক্ষী তল্লাশিকৃত ব্যক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে নন-কন্ট্রুক্ট বডি সার্চ হলে মেটাল ডিটেক্টর এবং কন্ট্রুক্ট বডি সার্চ হলে দুই হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি হতে শুরু করে পিঠের অর্ধাংশ পর্যন্ত এনে পিঠ হতে নীচের দিকে ডান পায়ের বহিরাংশের গোড়ালী পর্যন্ত এনে পায়ের ভিতরের পাতার দিক হতে ডান কাঁধ পর্যন্ত এনে এবং ডান কাঁধ হতে ডান হাতের ভিতরের পাতা পর্যন্ত স্ক্যানার বা হাত এনে শরীরের ডান অংশের পুরোভাগ পিছন হতে সামনে তল্লাশি করবেন।

অনুরূপভাবে তল্লাশিকৃত ব্যক্তির শরীরের বাম অংশে স্ক্যানার ও দুই হাত চালনা করে দেহ তল্লাশি করবেন।

লক্ষণীয়:

তল্লাশি শুরুর পূর্বে প্রয়োজনে তল্লাশিকৃত ব্যক্তির বেল্ট, জুতা, মোজা, জ্যাকেট, কোট, ঘড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র ও মালামাল খুলিয়ে নিতে হবে। অতঃপর সদেহজনক মনে হলে দিয়ে তল্লাশিকৃত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশে সর্তকতার সাথে পুরুষানুপুরুষাঙ্গে তল্লাশি করতে হবে। প্রথমে দুই হাত দিয়ে সাধারণত তল্লাশিকৃত ব্যক্তির শরীরের বাম অংশে হাতের কবজি হতে শুরু করে কঙ্ক, বাহ্মুল, চেট, কোমরের অংশ হয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত তল্লাশি করতে হবে। সদেহজনক হলে অবশ্যই হাত দিয়ে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করতে হবে। কেননা কোন জিনিস মেটাল না হলে স্ক্যানারে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবে কারো পকেট বা ব্যাগে হাত তুকিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা তল্লাশি করবেন না। তল্লাশিকৃত ব্যক্তিকে দিয়ে ব্যাগ খুলিয়ে বা পকেটে কি আছে তা বের করিয়ে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করতে হবে। যদি সহযোগিতা না করে বা সন্দেহ হয় যে মারাত্মক অস্ত্র দেহে লুকানো আছে এবং তা দিয়ে ক্ষতি করতে পারে, তবে পাবলিক সাক্ষী দিয়ে পকেট, ব্যাগ ইত্যাদি তল্লাশি করানো যেতে পারে।

তল্লাশি কার্য শেষে তল্লাশিকৃত ব্যক্তির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে ও তাঁর ব্যক্তিগত মালামাল প্রদান করে বিদায় করতে হবে। তল্লাশিকৃত ব্যক্তি মহিলা হলে মহিলা নিরাপত্তাকারী দ্বারা শালীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আলাদা বেষ্টনীতে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করতে হবে। মহিলা নিরাপত্তা কর্মী না থাকলে অপর কোন বিশ্বস্ত মহিলা দ্বারা সার্চ কার্য পরিচালনা করতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫২)।



চিত্র: Contact Body Search

২০.৩ সন্দেহজনক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি:

২০.৩.১ তল্লাশিকৃত স্থানে বিল্ডিং, গাড়ি, গাছ ইত্যাদি সাপোর্ট থাকলে:

তল্লাশিকারী পুলিশ অফিসার সন্দেহজনক ব্যক্তিকে “হ্যান্ডস আপ” বলে হাত উপরে তুলতে বলবেন এবং বিল্ডিং, গাছ, গাড়ি ইত্যাদি সাপোর্টের দিকে মুখ রেখে দাঁড় করিয়ে দুই হাতে সাপোর্ট স্পর্শ ও দু'পা ডান ও বামে প্রসারিত করে দাঁড়াতে বলবেন। সন্দেহজনক ব্যক্তির দেহ সাপোর্টের সাথে যতটা বাঁকা করে রাখা যায় ততই সে নিয়ন্ত্রণে থাকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা তল্লাশিকৃত ব্যক্তির ডান পায়ের হাঁটু ও গোড়ালী বরাবর বাম পায়ের হাঁটু ও পাতা দ্বারা আটকে ধরবেন এবং বাম হাতে ঘাড় বরাবর সন্দিক্ষ ব্যক্তির ডান স্কন্দ ও বাহু লকড করে আটকে ধরে ফোর পয়েন্ট বডি টাচ করে অথবা তল্লাশিকৃত ব্যক্তিকে দুই হাতের চার আঙ্গুল পরস্পর ইন্টার লকড করিয়ে বাম হাতে চার আঙ্গুল ধরে আটকে ডান হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি হতে পিঠের অর্দেক পর্যন্ত এনে পিঠ হতে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহের অর্দেক পিছনের অংশ তল্লাশি করবেন।



চিত্র: দুষ্ট প্রকৃতির তল্লাশিকৃত ব্যক্তির চার আঙ্গুল ও পা আটকে পশ্চাত অবস্থান হতে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করা

অতঃপর ডান হাতকে সন্দিক্ষ ব্যক্তির পায়ের পাতার দিকে ভিতরের অংশে এনে ত্রমাঘয়ে উপরে উঠে ডান স্কন্দ ও সেখান হতে হাতের পাতা পর্যন্ত তল্লাশি চালাবেন। শরীরের অর্দেক অংশ চেক হয়ে গেলে বাকী বামের অংশ তল্লাশি বাম পা দ্বারা তল্লাশিকৃত ব্যক্তির বাম পা আটকে বাম হাতে একই পদ্ধতিতে করতে হবে।



চিত্র: বাম হাত ভাঁজ করে ধরা ও ডান হাতে হাতকড়া পরানো

তল্লাশিকৃত ব্যক্তির দেহ আস্তে আস্তে থাবা দিয়ে তল্লাশি করতে হবে। অবৈধ কিছু পাওয়া না গেলে তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে ছেড়ে দিতে হবে।

ব্যক্তির দেহে অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে সাথে সাথে চিৎকার করে তল্লাশি দলের অন্যদের জানান দিতে হবে। বাম হাত দিয়ে অভিযুক্তের বাম হাতের পাতাকে ভাঁজ করে ধরে পিছনে এনে ডান হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে পিছনে এনে শক্তভাবে ধরে হাতকড়ার বাকী অংশ চেপে বাম হাতে আটকে দিতে হবে। হাতকড়া দিয়ে দুই হাত আটকানোর পর দেহের বাকী অংশ তল্লাশি করতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫১, ৫২)। এই প্রকার দেহ তল্লাশি তল্লাশিকৃত ব্যক্তির দেহের ফোর পয়েন্ট বডি কন্টাক্ট বা লকড করে দেহের নিম্নোক্ত নয় অংশেও করা যেতে পারে। একে ফোর পয়েন্ট বডি কন্টাক্ট ও নাইন পয়েন্ট বডি সার্চ বলে।

ফোর পয়েন্ট বডি কন্টাক্ট (Four Points Body Contact):

- ◆ পায়ের পাতা
- ◆ হাঁটু
- ◆ বাহু
- ◆ কাঁধ

নাইন পয়েন্ট বডি সার্চ (Nine Points Body Search):

- ◆ মাথা ও স্কন্ধ
- ◆ দুই বাহুমূল
- ◆ ডান ও বাম হাত
- ◆ চেস্ট বা বক্ষ
- ◆ মেরুদণ্ড
- ◆ সামনের বেল্টের ভিতরের অংশ
- ◆ পিছনের বেল্টের নিচের অংশ
- ◆ গয়ন এরিয়া বা সামনের বেল্টের নিচের অংশ
- ◆ ডান ও বাম পা



চিত্র: আটককৃতের পশ্চাত অবস্থান হতে দুই হাতে হাতকড়া লাগানো

এই প্রকার তল্লাশি চালানোর সময় কমপক্ষে একজন পুলিশ সদস্য আঘেয়াত্ত্ব হাতে কাভারম্যান হিসাবে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন।

২০.৩.২ তল্লাশিকৃত স্থান খোলা মাঠ হলে অর্থাৎ কোন সাপোর্ট না থাকলে:

তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য সন্দেহজনক ব্যক্তিকে “হ্যান্ডস আপ” বলে হাত উপরে তোলাবেন এবং হাঁটু গেড়ে ভূমিতে বসতে বলবেন। তৎপর সন্দিক্ষ ব্যক্তিকে দুই হাত দিয়ে মাথার পিছনের অংশে ধরতে এবং দুই পায়ের গোড়ালী ভূমির সাথে ক্রস করতে বলবেন। এই অবস্থায় বাম পায়ের গোড়ালী সন্দিক্ষ ব্যক্তির ক্রস লেগের ভিতরে বা বাহিরে রেখে পিছন হতে দেহ তল্লাশি করতে হবে।



চিত্র: তল্লাশিকৃত ব্যক্তির হাতের চার আঙুল ও ক্রস লেগ লকড করে দেহ তল্লাশি

অবৈধ কিছু পাওয়া না গেলে সৌজন্যমূলক আচরণ করে ছেড়ে দিতে হবে। অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে চীৎকার করে অন্যদের জানান দিতে হবে। বাম হাতের পাতাকে ভাঁজ করে টেনে পিঠ বরাবর এনে ডান হাতে হাতকড়া পরিয়ে টেনে পিঠ বরাবর আনতে হবে এবং হাতকড়ার অপর অংশ চেপে আটকিয়ে দিতে হবে। তল্লাশি চলার সময় অবশ্যই আগ্নেয়ান্ত্র হাতে অপর একজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য কাভারম্যান হিসাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। আত্মাতী হামলার আশঙ্কা থাকলে প্রথমে স্ক্যানার দিয়ে সতর্কতার সাথে নন-কন্ট্রুক্ট দেহ তল্লাশি পরিচালনা করতে হবে।

২০.৩.৩ ওয়ারেন্টধারী দাগী আসামী আটক ও দেহ তল্লাশি:

২০.৩.৩.১ দেহের ভর দেওয়ার সাপোর্ট থাকলে:

“হ্যান্ডস আপ” বলার সাথে সাথে দুই হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করলে ওয়াল স্পর্শ করিয়ে পিছন হতে হাতকড়া পরিয়ে দেহ তল্লাশি করতে হবে।

স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করলে অর্থাৎ অবাধ্য অপরাধী হলে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে কৌশলে ঘেঁষার করে হাতকড়া পরিয়ে দেহ তল্লাশি করা সমীচীন (ফৌজদারি কার্যবিধি-৫১ এবং ঘেঁষার অংশ দেখার অনুরোধ করা হলো)।

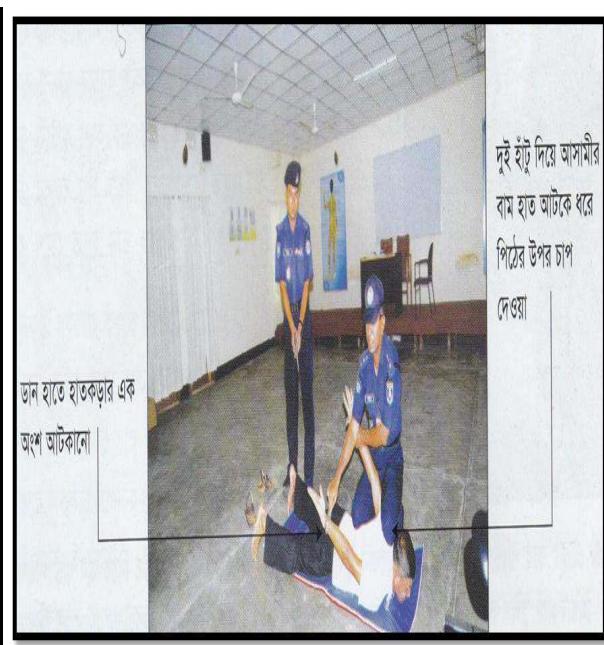


চিত্র: দুই হাতে হাতকড়া লাগিয়ে পঞ্জানুপজ্ঞথ দেহ তল্লাশি

২০.৩.৩.২ খোলা মাঠ / উন্মুক্ত প্রান্তর হলে:

“হ্যাঙ্স আগ” বলার সাথে সাথে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলে হাঁটু গেড়ে ত্রস লেগ করে বসিয়ে পিছন হতে হাতকড়া পরিয়ে দেহ তল্লাশি করতে হবে। আটককৃতকে বেশী আক্রমণাত্মক মনে হলে ভূমির সাথে শুইয়ে দুই হাঁটু দিয়ে বাম হাত ও পিঠ চেপে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দেহ তল্লাশি করতে হয়।

এই গ্রেণ্টার করার সময় আঘেয়াত্ত্ব আসামীর দিকে অন গার্ড পজিশনে রেখে অপর একজন পুলিশ অফিসার অবশ্যই কাভারম্যান হিসাবে থাকবেন।



চিত্র: ভর দেয়ার সাপোর্ট না থাকলে খোলা মাঠ বা উন্মুক্ত প্রান্তরে দেহ তল্লাশির ও হাতকড়ার ব্যবহার

তথ্যসূত্র:

- ফৌকবি ৪৬, ৫০, ৫১, ৫২ ধারা
- পিআরবি ২৮০, ৩৩০ বিধি
- ঢ. ম. পু. অ. ২০, চ/খ/রা ম. পু. অ. ২১
- "Arrest Methods; Handcuffing Suspects", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Search: Body Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

একবিংশ অধ্যায়

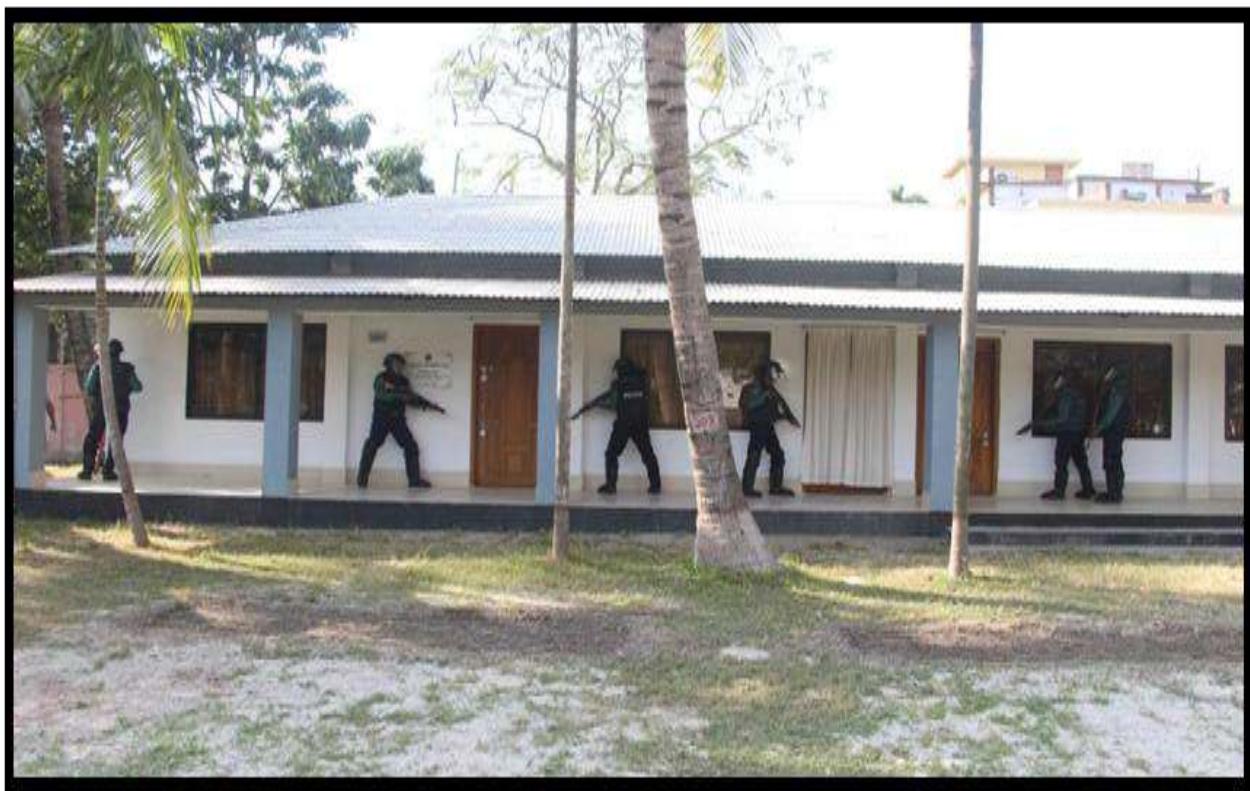
গৃহ তল্লাশি House Search

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২১.১ সাধারণ গৃহ তল্লাশি, ইহার উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত মালামাল, তল্লাশি দল এবং গৃহ তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- ২১.২ অপস্থিত ভিকটীম উদ্বার বা দাগী অস্থারী খুনী আটকের জন্য গৃহ তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ২১.৩ জিমি উদ্বার বা দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযান পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;
- ২১.৪ জিমি উদ্বার বা দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব অনুযায়ী দলে ভাগ করা সম্পর্কে জানা; এবং
- ২১.৫ জিমি উদ্বার ও দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া ।

২১.১ গৃহ তল্লাশি / House Search:

অবৈধ আগ্রহাত্মক, গোলাবারুন্দ, বিক্ষেপণক, চোরাইমাল, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক দ্রব্য, মামলার আলামত সামগ্রী ইত্যাদি উদ্বার, অপরাধীকে গ্রেপ্তার কিংবা আটককৃত ভিকটীমকে মুক্ত করার জন্য সন্দেহযুক্ত গৃহে আইন মোতাবেক পুজখানুপুজ্জরপে অন্বেষণ করার প্রক্রিয়াকে গৃহ তল্লাশি বলে ।



চিত্র: গৃহ কর্ডন করা

২১.১.১ গৃহ তল্লাশি এর উদ্দেশ্য:

- অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র, মালামাল উদ্ধার করা;
- সন্দিক্ষ এজাহারনামীয় ও ওয়ারেন্টধারী আসামীদের গ্রেণার করে বিচারের জন্য আদালতে সোপার্দ করা;
- মামলার আলামত জন্ম করে অপরাধের সূত্র অনুসন্ধান ও প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা;
- মুক্তিপণ আদায়, মানুষ পাচার, যৌন লালসা চরিতার্থ কিংবা কোন হীন উদ্দেশ্য সাধনে আটক শিশু, নারী বা ব্যক্তিকে মুক্ত করা ইত্যাদি।

২১.১.২ গৃহ তল্লাশিতে সাধারণত নিম্নোক্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও মালামাল ব্যবহৃত হয় (অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় মালামাল অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী নির্ধারিত হয়):

- ◆ গৃহ তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য - ১০ জন
(সদস্য সংখ্যা অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী কমবেশি হতে পারে)
- ◆ লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট / ক্রস বেল্ট - ১০ টি
(তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্য পরিধান করবেন)
- ◆ বুলেট / স্পিলনটার প্রফ জ্যাকেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
- ◆ স্টীল হেলমেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
- ◆ লেগ গার্ড - ১০ জোড়া (প্রত্যেক সদস্য ০১ জোড়া করে)
- ◆ সিগন্যাল লাইট - ০২ টি
- ◆ লং গান - প্রয়োজন অনুযায়ী

- ◆ ব্যক্তিগত আয়োজন (পিস্টল) - প্রয়োজন অনুযায়ী
- ◆ হ্যান্ডকাফ - প্রয়োজন অনুযায়ী
- ◆ রশি - প্রয়োজন অনুযায়ী
- ◆ টর্চ, সার্চ লাইট (রাতের অঙ্ককারে অভিযানে)- প্রয়োজন অনুযায়ী

এছাড়াও দরকারী গাড়ি, অন্যান্য মালামাল ও সরঞ্জামাদি অভিযানের প্রয়োজনানুযায়ী সাথে নিতে হয়।

২১.১.৩ গৃহ তল্লাশি দলের সদস্যদের নিম্নোক্ত অংশে বিভক্ত করে নিতে হয়:

- ❖ কর্ডন বা সেফটি পার্টি: এই দলের সদস্যদের ভবনের অতর্মুখী, বহিমুখী ও ছাদের বা উপরের নিরাপত্তা গ্রহণে বিভক্ত করা হয়।
- ❖ সার্চ বা ইন্টারভেনশন পার্টি: এই দলে অপরাধী পাওয়া গেলে তাকে প্রেগ্নারকারী ও অবৈধ বা কাঞ্চিত মালামাল পাওয়া গেলে সেগুলোর জন্য তালিকা প্রস্তুতকারী সদস্য থাকে।
- ❖ পুলিশ গাড়ি ও আটককৃত আসামী রক্ষণাবেক্ষণ পার্টি।
- ❖ রিজার্ভ বা সাপোর্ট বা ইনসিডেন্ট কমান্ড পোস্ট পার্টি।

২১.১.৪ সাধারণ দুই প্রকার গৃহ তল্লাশি করা হয়। যথা:

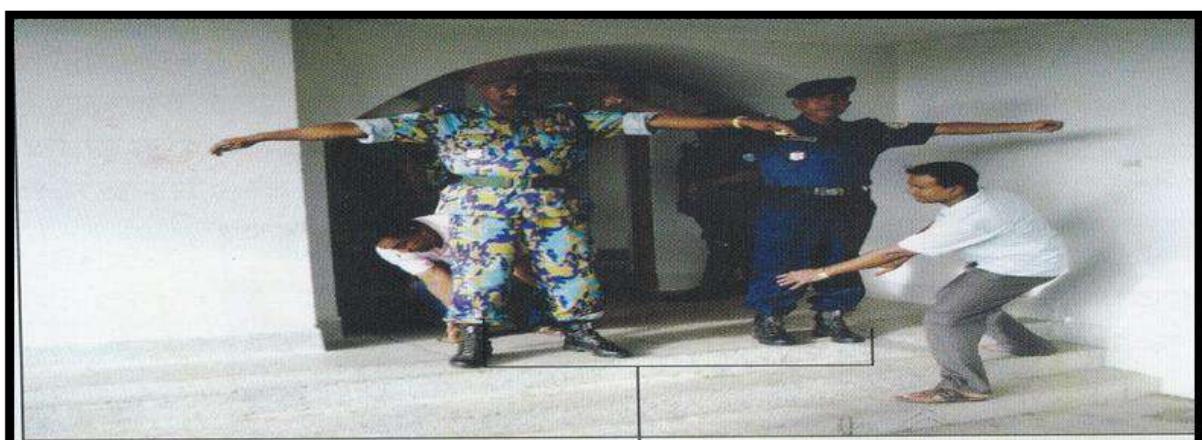
১. সাধারণ গৃহ তল্লাশি।
২. মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহত জিমি উদ্ধারের বা সশ্রম দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত দাগী খুনী বা অপরাধী আটকের জন্য গৃহ তল্লাশি।

২১.১.৪.১ সাধারণ গৃহ তল্লাশিতে করণীয়:

তল্লাশি কার্য শুরুর পূর্বে:

কমান্ডার কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে গাছপালা, ঝোপঝাড়, পার্শ্ববর্তী গৃহ বা গৃহের ছাদ ইত্যাদি আড়ের মাঝে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন।

- ◆ অতঃপর সার্চ পার্টির কমান্ডার অপর একজন নির্ভরযোগ্য সদস্যকে সাথে নিয়ে গোপনে গৃহের চতুর্দিকে রেকী করে দেখবেন বাড়িতে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার কয়টি পথ আছে। প্রত্যেক দরজায় একজন পুলিশ সদস্য সতর্কাবস্থায় দেওয়াল বা অন্য কোন আড় নিয়ে প্রহরারত থাকবেন, যাতে কেউ কোন সন্দিগ্ধ মালামাল সরিয়ে ফেলতে বা আসামী পলায়ন করতে না পারে। পর্যবেক্ষক পুলিশ সদস্যদের সেখান হতে সরিয়ে এনে গৃহ কর্ডন বা তল্লাশির কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।
- ◆ তল্লাশি কার্য শুরুর পূর্বে মামলার গুরুত্ব অনুসারে কমপক্ষে দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তল্লাশিস্থলে সাক্ষী হিসাবে হাজির রাখতে হবে।
- ◆ তল্লাশিকৃত গৃহের মালিক বা তাঁর প্রতিনিধিকে তল্লাশি পরোয়ানা বা ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে বা তল্লাশির কারণ অবহিত করে গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে।



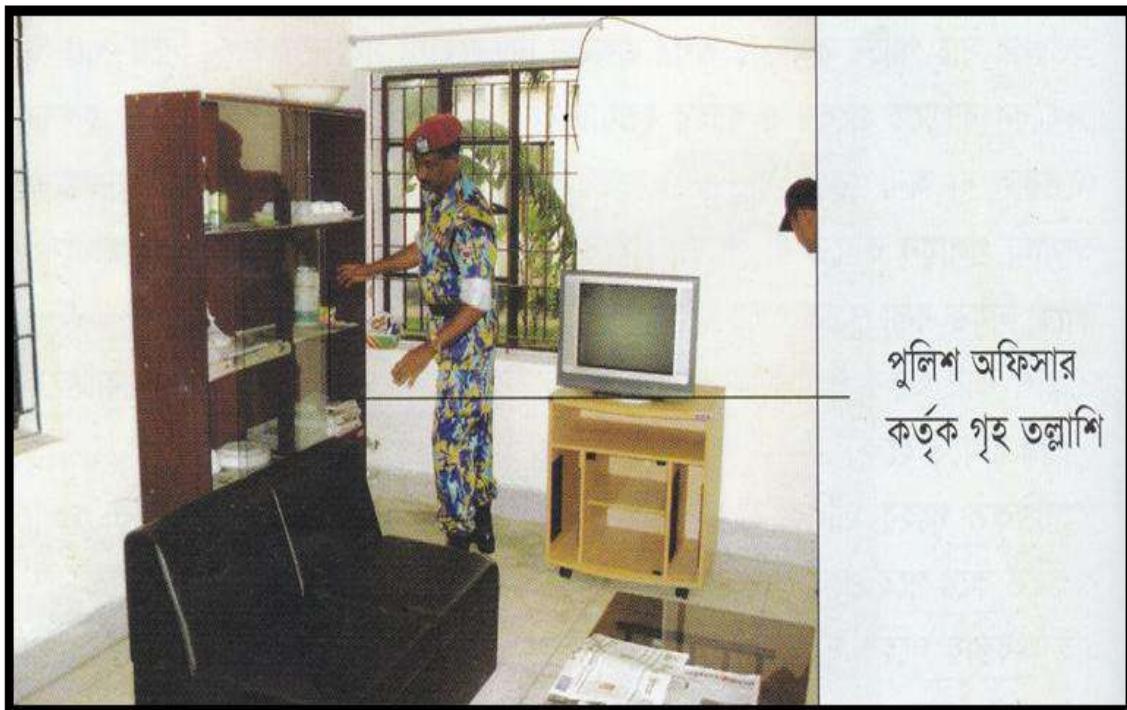
বাড়ীর মালিক কর্তৃক পুলিশ অফিসারের দেহ তল্লাশি

- ◆ এই অবস্থায় গৃহের মালিক তল্লাশি পরিচালনা করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিবেন। মালিক অসহযোগিতা করলে বা দরজা না খুললে প্রয়োজনে দরজা ভেঙ্গে উক্ত গৃহে প্রবেশ করা যাবে (ফৌ.কা.বি ৪৭, ৪৮ ধারা)।

- ◆ তল্লাশিকৃত গৃহে পর্দাশীল মহিলা থাকলে তাকে নিরাপদে সরে যেতে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে মহিলা যেন কোন মামলার আলামত বা সন্দিক্ষ বস্তু সরিয়ে ফেলতে না পারে।
- ◆ তল্লাশি দলের নেতা বিশ্বাসভাজন পুলিশ সদস্যদের নিয়ে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করবেন। তবে তল্লাশির পূর্বে গৃহের মালিক বা তার প্রতিনিধিকে দিয়ে নিজেদের ও সাক্ষীদের দেহ তল্লাশি করিয়ে নিবেন (পিআরবি-২৮০(ঘ))। তল্লাশি চলাকালে ঘরের অধিবাসীদের অজ্ঞাতসারে ঘরের মধ্যে কোন জিনিস ঢুকানো বা ঘরের মধ্য হতে অধিবাসীদের দ্বারা কোন অবৈধ, তল্লাশিকৃত জিনিস বের করবার সম্ভাবনা রোধের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ◆ তল্লাশিকার্য পরিচালনার সময় পুলিশ সদস্যগণের ইউনিফর্ম পরিহিত থাকা উত্তম এবং ঝুঁকির মাত্রানুযায়ী কমান্ডার প্রয়োজনে সকল পুলিশ সদস্যকে Bullet Proof Jacket, Steel Helmet ইত্যাদি দৈহিক নিরাপত্তামূলক পরিচ্ছদ পরিয়ে নিবেন।
- ◆ তল্লাশিকার্য দিনের বেলায় পরিচালনা করা সমীচীন (পিআরবি-২৮০(ঙ))। রাতের বেলায় হলে অবশ্যই থানার জিডি বইতে কারণ লিপিবদ্ধ করে পর্যাপ্ত আলোতে তল্লাশি করতে হবে।
- ◆ তল্লাশিকৃত গৃহ উঁচু ভবন হলে বিন্দিংয়ের ছাদে ও প্রতিটি সিঁড়িতে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

তল্লাশি কার্য পরিচালনার সময়:

- ◆ গৃহের মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি ও ঢানীয় সাক্ষীদের সাথে নিয়ে তল্লাশি কার্য ঘরের একদিক হতে শুরু করে চক্রাকারে সম্ভাব্য সকল স্থানে পরিচালনা করতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি-১০৩(২)(৩))।
- ◆ কাঞ্চিত অবৈধ মালামাল পাওয়া গেলে পুলিশ অফিসার নিজে না ধরে সাক্ষীদের দেখিয়ে অভিযুক্তের নিজ হাতে বের করিয়ে তা হেফাজতে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
- ◆ অবৈধ মালামাল যদি আগ্নেয়াস্ত্র বা অপর কোন মারাত্মক দ্রব্য হয় যা অভিযুক্তকে দিয়ে ধরানো নিরাপদ না হয়। তবে সাক্ষীদের দেখিয়ে তা সাবধানে নিজ হেফাজতে নিতে হবে বা ঘটনাস্থলে রেখে দিতে হবে। পরবর্তীতে ক্রাইম সীন ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছলে, তাদের সাহায্য নিয়ে আলামত নিরাপদ হেফাজতে নিতে হবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ফরেনসিক আলামত নষ্ট না হয়।
- ◆ অবৈধ মালামাল গৃহের কেউ নিজ শরীরে লুকিয়ে রাখছে মর্মে সন্দেহ হলে তার দেহ পুরুষানুপুরুষরে তল্লাশি করতে হবে। সন্দিক্ষ ব্যক্তি মহিলা হলে মহিলা পুলিশ বা কোন বিশ্বাসযোগ্য মহিলা দ্বারা আলাদা বেষ্টনীতে দেহ তল্লাশি করাতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৫১, ৫২)।
- ◆ কারো দেহে বা গৃহে কোন অবৈধ মালামাল পাওয়া গেলে বা গৃহে লুঠিত, চোরাই বা অবৈধ মালামাল পাওয়া গেলে বহনকারী ব্যক্তি / গৃহের মালিক যিনি বিষয়টি ওয়াকিবহাল আছেন বা ঘটনার সাথে জড়িত তাকে হ্রেঞ্চার করতে হবে।
- ◆ তল্লাশিকার্য পরিচালনা করতে গৃহে ক্রতজন বিশ্বাসযোগ্য পুলিশ সদস্য প্রবেশ করবে তা দলনেতা বাড়ির আকৃতি, রূম, তলার সংখ্যা, গঠন ইত্যাদি দেখে নির্ধারণ করবেন।
- ◆ অথবা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে গৃহের কোন মালামাল নষ্ট করা বা গৃহের কোন সদস্যের সাথে অপ্রয়োজনে খারাপ আচরণ করা যাবে না (পিআরবি বিধি-২৮০(চ))।



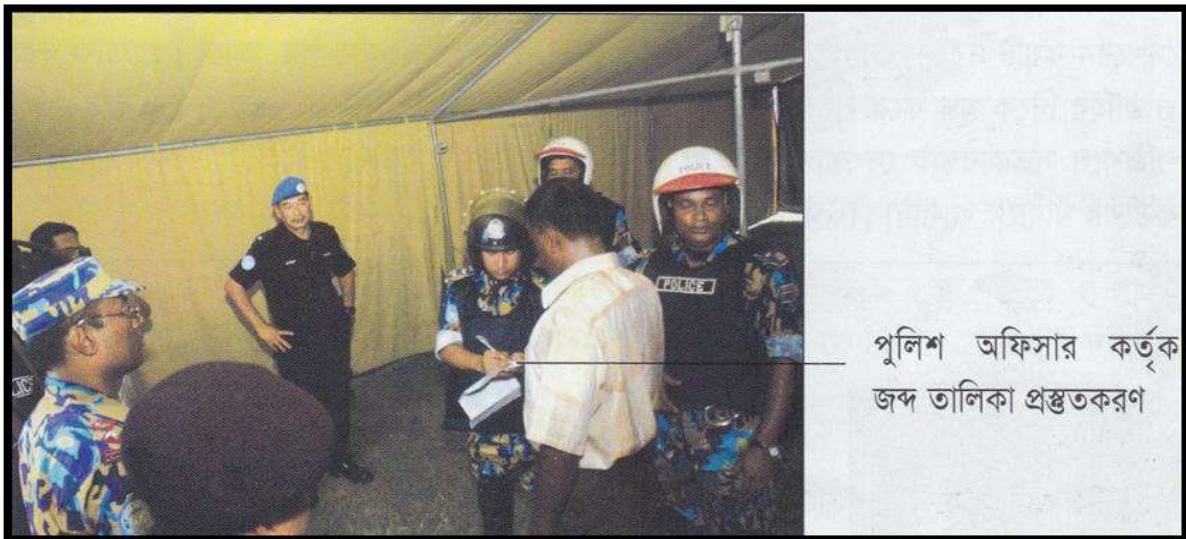
পুলিশ অফিসার কর্তৃক গৃহ তল্লাশি

চিত্র: উদ্দিষ্ট বস্তুর খোঁজে গৃহ তল্লাশি

তল্লাশি অভিযান শেষে:

তল্লাশি করে যে সকল মালামাল জন্ম করা হবে তা সাক্ষী ও মালিকের উপস্থিতিতে বিপি ফরম নং-৪৪ এ তিন কপি জন্ম তালিকা তৈরি করতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১০৩(২)। জন্মকৃত বস্তুগুলো কখন, কি অবস্থায়, কোথায় পাওয়া গেল, কার বের করে দেওয়ামতে পাওয়া গেল তাও লিপিবদ্ধকারী পুলিশ অফিসার উল্লেখ করবেন।

- ◆ জন্ম তালিকায় গৃহের মালিক, স্থানীয় সাক্ষী ও তল্লাশি পরিচালনাকারী গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।
- ◆ তল্লাশিতে প্রাপ্ত মালামালগুলো পুলিশ অফিসার সাক্ষীদের উপস্থিতিতে নিজ হেফাজতে নিয়ে আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মালামালের গায়ে লেবেল দিবেন এবং তাতে নিজের ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিবেন।
- ◆ তল্লাশিতে কোন অবৈধ মালামাল পাওয়া না গেলে তিন কপি শূন্য জন্ম তালিকা তৈরী করতে হবে।
- ◆ জন্ম তালিকার একটি নকল গৃহের মালিকের অনুরোধে তকে প্রদান করতে হবে ও মূল তালিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করিয়ে স্বাক্ষর নিতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১০৩ (৩)।
- ◆ অবৈধ মালামাল কোন ব্যাগ, বার্স, আলমারি ইত্যাদিতে পাওয়া গেলে তাও জন্ম করতে হবে।
- ◆ তল্লাশি শেষে বের হয়ে আসার পর তল্লাশিকারী পুলিশ সদস্যরা নিজেদের ও সাক্ষীদের দেহ গৃহের মালিক বা তাঁর প্রতিনিধি দ্বারা তল্লাশি করিয়ে নিবেন (পিআরবি বিধি-২৮০(ঘ)।
- ◆ তল্লাশিতে প্রাপ্ত জন্মকৃত মালামালের বিবরণ ও আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের বিষয় যথাযথ উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১৫০, পিআরবি-১২০)।
- ◆ তল্লাশিতে প্রাপ্ত মালামাল অধিক ভারী, বড় ও বহনযোগ্য না হলে এবং জিম্মাদানযোগ্য হলে, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আইনসঙ্গত জিম্মানামা গ্রহণপূর্বক সৎ ও বিশ্বস্ত লোকের জিম্মায় প্রদান করতে হবে।
- ◆ তল্লাশিকৃত গৃহের যথাযথ মালিক ঘটনাস্থলে না থাকলে, ঘর আটকে সদর দরজায় তালা মেরে পার্শ্ববর্তী গৃহের বিশ্বস্ত মানুষদের জিম্মানামা গ্রহণপূর্বক জিম্মায় প্রদান এবং যথাযথ আদালতের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ◆ জন্ম তালিকার কপি অন্তিবিলম্বে কোর্ট অফিসারের নিকট ও চাইলে তল্লাশিকৃত বাড়ির মালিককে এবং অন্য কপি মামলা তদন্তের জন্য রাখিত হবে।



পুলিশ অফিসার কর্তৃক
জন্ম তালিকা প্রস্তুতকরণ

চিত্র: তল্লশি শেষে জন্ম তালিকা প্রস্তুতকরণ

তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭-৫২, ৬১, ৮০, ৮১, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬ ধারা
- ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৭ ধারা
- ১৯৪৩ সালের পিআরবি ২৮০ বিধি
- ঢ. ম. পু. অ. ২১, ৫১, ৫২; চ/খ/রা. ম. পু. অ. ২২, ৫৩, ৫৪
- "Intervention in Prisons", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Search: House Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

২১.২ Extrication / Rescue of Kidnapped Victim / Hostage for Ransom or House Search for the Arrest of Series Armed Killers:

অপহৃত ভিকটীম উদ্ধার / দাগী অস্ত্রধারী খুনী আটকের জন্য গৃহ তল্লাশিতে করণীয়:

২১.২.১ তল্লাশি কার্য শুরুর পূর্বে:

উদ্দিষ্ট গৃহের চারপাশে কমপক্ষে চারজন পুলিশ সদস্যকে লং গানসহ আড় (গাছপালা, ঝোপঝাড়, উঁচু ঢিবি, পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদ) এর মাঝে অবজারভার হিসাবে নিয়োগ করা, যারা কমান্ডারকে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে আসামীদের গতিবিধি, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। অবজারভার পার্টি অপহৃত ভিকটীম উদ্ধার বা দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন।

- সার্চ পার্টির প্রত্যেক সদস্য Steel Helmet, Bullet / Splinter Proof Jacket, Leg Guard ইত্যাদি ক্রাউড কন্ট্রোল পরিচ্ছন্দ পরিধান ও লোডেড আর্মস অবশ্যই বহন করবেন। কমান্ডার উক্ত অভিযানে প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা তৈরী করে, সেগুলো সাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
- সার্চ পার্টির কমান্ডার বিশৃঙ্খল এলাকাবাসী বা পুলিশ সদস্যদের পাবলিক, ভিক্ষুক, আগন্তক ইত্যাদি ছন্দবেশে উদ্দিষ্ট বাড়িতে পাঠিয়ে অপহৃত ভিকটীম / দাগী আসামীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন।
- কমান্ডার সার্চ পার্টির অপর একজন নির্ভরযোগ্য সদস্যকে সাথে নিয়ে সঙ্গেপনে উদ্দিষ্ট বাড়ির চতুর্দিকে রেকী করে দেখবেন কয়টি দরজা, জানালা বা বাড়ি হতে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ আছে। প্রত্যেক দরজা জানালায় ভিতর ও বাহির দিকে মুখ

করে লং গানসহ চেম্বারে গুলি লোড অবস্থায় কমপক্ষে দুজন করে পুলিশ সদস্য অন গার্ড পজিশনে সতর্কাবস্থায় দেওয়াল বা অন্য কোন আড় নিয়ে অবস্থান করবেন। এভাবে পুরো বাড়ি চতুর্দিক থেকে কর্ডনের মাধ্যমে আলাদা (Isolated) করে ফেলতে হবে।



- কমান্ডার এলাকার কমপক্ষে দু'জন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে তল্লাশির স্থানে হাজিরের ব্যবস্থা ও বিস্তারিত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- কমান্ডার নিরপেক্ষ সাক্ষীদের তাঁর নিজের ও সার্টে অংশগ্রহণকারী অপর সদস্যদের দেহ তল্লাশির যুক্তিসংগত সুযোগ দিবেন বা নিজেই তাদের দেহে থাকা মালামাল প্রদর্শন করে সাক্ষীদের আস্থা অর্জন করবেন।
- কমান্ডার আড়ালে থেকে মেগ্যাফোনে ঘোষণা করবেন:
“আমরা বাংলাদেশ পুলিশের ----- থানার সদস্য। পুলিশ আপনার বাড়ি কর্ডন করে ফেলেছে। আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে যে এই বাড়িতে একজন অপহৃত ভিকটামকে আটকে রাখা হয়েছে। আপনারা তাকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে নিজেরা আত্মসমর্পণ করুন। নইলে আমরা শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হবো.....।”
- এইভাবে কয়েকবার আত্মসমর্পণের আহবান জানানোর পরও সাড়া না দিলে ও দরজা না খুললে কমান্ডারের নির্দেশে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যদের দলনেতা অপর সদস্যদেরসহ জোড়ায় জোড়ায় ঘনসন্ধিবিষ্ট হয়ে একজন ডান ও একজন বামে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মূল ফটকের সামনে আড় নিবেন।
- সাধারণত ভবনে প্রবেশের মূল দরজা এক পালা হলে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যরা এক পাশে এক লাইনে ও দুই পালা হলে দরজার দুই পাশে দুই লাইনে ঘনসন্ধিবিষ্ট হয়ে দাঁড়াবেন।



- কমান্ডার সার্চ পার্টির বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যদের কয়েকজনকে পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদ দিয়ে বা গাছ, দড়ি বেয়ে তল্লাশিকৃত বাড়ির ছাদে, উঁচু ভবন হলে সিঁড়ির চিলেকোঠা ঘরে ও প্রতি সিঁড়িতে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে পাঠিয়ে অন গার্ড পজিশনে রাখবেন ও মূল দরজা ভিতর হতে খোলানোর চেষ্টা করবেন।
- অপর বাড়ির ছাদ দিয়ে বা গাছ / দড়ি বেয়ে ছাদে উঠে মূল দরজা খোলা সম্ভব না হলে শক্তিশালী এক বা একাধিক সদস্য, যাদের ব্রীচার বলে, দরজার খিলানে লাথি মেরে বা অন্য উপায়ে ভাঙার চেষ্টা করবেন এবং আড় নিবেন।
- লাথি মেরে দরজা ভঙ্গ সম্ভব না হলে Breachers, এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেপ্স (পাওয়ার জেল), শাবল, লোহার রড, কাঠের মুণ্ডুর ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে বা অন্য কোন উপায়ে যেমন কার্টার দ্বারা কেটে, হালকা বোম ফাটিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে দরজা খুলবেন।

২১.২.২ তল্লাশিকার্য পরিচালনার সময়:

- মূল তল্লাশি দলের পিছনে কমান্ডার অবস্থান নিবেন। বন্ধ দরজা ভঙ্গ হলে মূল তল্লাশি দলের প্রথম দু'জন কমব্যাট পজিশনে আড়াল হতে আড় চোখে ডানে ও বামে দেখে চোখের দিশার দিশায় দিবেন ও পরস্পর দরজা দিয়ে অনগার্ড পজিশনে ক্ষিপ্ত গতিতে ঢুকে বিপরীত দিকে আড় নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবেন এবং সমস্যা না হলে ডানের ব্যক্তি বলবেন “Right Clear” বামের ব্যক্তি বলবেন “Left Clear” এই সংকেত দিবেন।
- সংকেত পেলে প্রথম দু'জন অবস্থান নেওয়ার সাথে সাথে অপর দু'জন একইভাবে তল্লাশিকৃত গ্রহের ভিতরে অবস্থান নিবেন। এই অবস্থায় ভিতরে কাউকে পেলে চীৎকার করে বলবেন “Hands Up”. অভীষ্ট ব্যক্তি কথা না শুনে আক্রমণাত্মক হলে প্রয়োজনে আত্মরক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে দু'জন দরজা দিয়ে গ্রহে প্রবেশ করলে প্রথম দু'জন তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে, ভিতরের দিকে আড় নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবেন। এইভাবে ক্রমাগতে মূল পার্টির অপর সদস্যরাও কমান্ডারসহ গ্রহে প্রবেশ করবেন এবং তল্লাশিকৃত বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সতর্কাবস্থায় অনগার্ড পজিশনে আড় নিয়ে অবস্থান করবেন।
- বাড়ির ভিতরে কতজন পুলিশ সদস্য প্রবেশ করবে তা কমান্ডার বাড়ির আকৃতি, রুম, তলার সংখ্যা, গঠন ইত্যাদি দেখে নির্ধারণ করবেন।
- দরজা ভেঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার পর কমান্ডার রুফটপ, সিঁড়ির চিলেকোঠা ঘর, প্রতি সিঁড়ির শেষ মাথায়, বন্ধ দরজার সামনে তল্লাশি দলের সদস্যদের সতর্কাবস্থায় অবস্থান নিতে বলবেন।

- পুরো তল্লাশি চলার সময় কমান্ডার অবজারভার, কর্টন পার্টি, গাড়িতে অবস্থান করা Incident Command Post এর সাথে ওয়ারলেসে সার্ভিসগুলি যোগাযোগ রাখবেন এবং একদিক হতে শুরু করে চক্রাকারে প্রতি রূম, তলায় তল্লাশিকার্য পরিচালনা করবেন।
- সার্চ পার্টির কমান্ডার অপস্থিতি ভিকটাম আটক / দাগী আসামী অবস্থান করা উদ্দিষ্ট রূমের নিকটে পৌঁছে অন্তর্ধারী আসামীদের আবারও সারেন্ডার ও জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানাবেন।
- কমান্ডারের আহ্বানে সাড়া না দিলে প্রয়োজনে বন্ধ দরজা ব্রিচার দিয়ে খোলানোর বা ভাস্তার ব্যবস্থা করবেন।
- কমান্ডার আসামীদের বাটিকা অভিযানের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করতে না পারলে, তাদের সাথে নেগোশিয়েশনের চেষ্টা করে কালক্ষেপণ করবেন এবং আসামীদের যে কোন দুর্বল মুহূর্তে কৌশলে আটক, অবৈধ অন্ত্র ও জিম্মিদের উদ্বার করবেন।
- এই ধরনের অভিযানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যদের থাকতে হবে:
 - অপরাধীদের হঠাতে অপ্রস্তুত করে দেওয়ার সামর্থ্য (Sudden Surprise)
 - আক্রমণাত্মক মনোভাব (Aggressiveness) এবং
 - প্রয়োজন অনুসারে শক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা (Graduation Use of Force Capability)।
- কমান্ডার নিজের বা দলের পুলিশ সদস্যদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, চরম ব্যবস্থা হিসাবে আসামীদের উপর গুলি করার নির্দেশও দিতে পারেন অথবা অপারেশন দলের যে কারো জীবন মৃত্যু হৃতকীর মধ্যে পড়লে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সে নিজেও গুলি করতে পারে।
- তবে সর্বাবস্থায়ই মূল সার্চ দলের সদস্যদের ক্ষিপ্ত গতি, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে।



চিত্র: ট্যাকটিক্যাল লাইট টাইমের অবস্থান



চিত্র: দাগী আসামী গ্রেপ্তার

২১.২.৩ তল্লাশি অভিযান শেষে:

- গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে কমান্ডার তার দেহ ও পুরো গৃহ তল্লাশি করাবেন।
- আসামী গ্রেপ্তার ও জিম্মি উদ্বার হলে, কমান্ডার অভিযানে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক সদস্যকে ক্লোজ ইওয়ার নির্দেশ দিবেন। তখন তল্লাশি দলের সদস্যদের দায়িত্ব হবে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে নিজ নিজ অবস্থান হতে এসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হওয়া। কমান্ডার তাদের অন্ত্র, গোলাবারুদ ও মালামালের সংখ্যা মিলিয়ে দেখবেন।
- উদ্বারকৃত অবৈধ অন্ত্র বা মালামালের জন্য তালিকার তিন কপি তৈরী করাবেন এবং তাতে স্থানীয় সাক্ষী ও গৃহের মালিকের স্বাক্ষর নিশ্চিত করবেন।
- প্রবেশকারী প্রতিটি সদস্য তল্লাশি অভিযান শেষে স্থানীয় সাক্ষীদের দ্বারা তাদের দেহ তল্লাশি করাবেন।
- কমান্ডারকে নিশ্চিত হতে হবে, যাতে জন্মকৃত মালামালের গায়ে থাকা ফরেনসিক আলামত নষ্ট না হয়।

- জন্ম তালিকার এক কপি অনুরোধে গৃহের মালিক বা তাঁর প্রতিনিধিকে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়ে প্রদান করতে হবে।
- কমান্ডার অপারেশনের ফলাফল Incident Command Post এর মাধ্যমে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন এবং সকল সদস্যকে গাড়িতে উঠার নির্দেশ প্রদান করে আসামী ও জন্মকৃত মালামালসহ উচ্চ স্থান ত্যাগ করবেন।

২১.৩ জিমি উদ্ধার বা দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযানে ০৩ পদ্ধতির কৌশল অবলম্বন করা যায়। যথা:-

২১.৩.১ অপরাধীদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে (With Psychological Talk & Pressure):

আক্রমণের ভয় বা অপকর্মের জন্য তাদের পরিণাম কি হবে, এই ধরনের ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে জিমি উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা।

২১.৩.২ নমনীয়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে (With Flexibility):

অপরাধীদের সাথে সমরোতামূলক আলোচনা করে। আগাত দৃষ্টিতে তাদের মুক্তি পাওয়ার, পলায়ন করার বা বশ্যতা স্বীকার করলে মাফ পাওয়া যাবে এই প্রকার ধারণা প্রদান করে উদ্দেশ্য হাসিল করে নেওয়া।

২১.৩.৩ শক্তি প্রয়োগ করে (With Force):

সমরোতামূলক আলোচনা, সর্তকবাণী উচ্চারণ করার পরও কাজ না হলে পরিস্থিতি অনুসারে শক্তি প্রয়োগ করে জিমি উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

২১.৪ জিমি উদ্ধার বা দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের সাধারণত ০৫ টি দলে ভাগ করা হয়। যথা:-

২১.৪.১ অবজারভেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন পার্টি (Observation & Information Party):

এরা পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত থাকে এবং তথ্য সংগ্রহ করে Incident Command Post এর মাধ্যমে বা সরাসরি কমান্ডারকে প্রদান করে। এই দল প্রয়োজনে অ্যাম্বুশে অবস্থান করে বাহিরের আক্রমণ প্রতিহত করে। এই দলে স্লাইপার শূটার অবস্থান করে।

২১.৪.২ ইন্টারভেনশন পার্টি / ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম (Intervention Party / Tactical Light Team):

এই দল গৃহে প্রবেশ করে জিমি উদ্ধার, দাগী আসামী গ্রেপ্তারের মূল কাজ করে থাকে। এদের দু'জন সামনে অগ্রসর হলে অব্যবহিত পরের দু'জন কাভারম্যান হিসাবে কাজ করে।

২১.৪.৩ সাপোর্ট পার্টি (Support Party):

ভবনের ভিতরের রুফটপ, সিঁড়ির ধান্ত, দরজার সামনে অবস্থান করে এরা ইন্টারভেনশন পার্টির সহযোগিতা করে থাকে।

২১.৪.৪ কর্ডন পার্টি (Cordon Party):

ভবনের চতুর্দিকে ভালনার্যাবল পয়েন্টে ইনার ও আউটার ফেস করে অন গার্ড পজিশনে সর্তকাবস্থায় দাঁড়িয়ে এই পার্টি অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এরা ভিতর ও বাহির হতে আগত আক্রমণ প্রতিহত করে থাকে।

২১.৪.৫ কো-অর্ডিনেশন পার্টি / ইনসিডেন্ট কমান্ড পোস্ট (Co-ordination Party / Incident Command Post):

এই পার্টি পুরো অভিযানে তথ্য সংগ্রহ ও আদান প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

২১.৫ জিমি উদ্ধার ও দাগী আসামী গ্রেপ্তার অভিযানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া:

২১.৫.১ Asset Preparation:

অভিযানে কোন ধরনের মালামাল, যানবাহন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, তার একটি চেকলিস্ট তালিকা তৈরী করে, সেই অনুসারে প্রস্তুতি নিতে হবে।

২১.৫.২ Intelligence Gathering:

অপহত ভিক্টীম ও অপরাধীদের অবস্থান, মনোভাব, ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ধরন, প্রশিক্ষণ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে অভিযানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের উপর সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

২১.৫.৩ Target Isolating:

অভিযান পরিচালনা করতে হবে এমন স্থানকে পৃথক করে ফেলতে হবে।

২১.৫.৪ Tactical Preparation:

অভিযানে অংশগ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিতে হবে এবং অস্ত্র চালনায় দক্ষ, কৌশলী ও সাহসী পুলিশ সদস্যদের Tactical Light Team এ অঙ্গুষ্ঠক করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭-৫২, ৬১, ৮০, ৮১, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬ ধারা
- ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৭ ধারা
- ১৯৪৩ সালের পিআরবি ২৮০ বিধি
- ঢ. ম. পু. অ. ২১, ৫১, ৫২; ঢ/খ/রা. ম. পু. অ. ২২, ৫৩, ৫৪
- " Intervention in Prisons", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Search: House Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

দ্বাৰিংশ অধ্যায়

গাড়ি তল্লাশি

VEHICLE SEARCH

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২২.১ গাড়ি তল্লাশি, ইহার উদ্দেশ্যসমূহ ও গাড়ি তল্লাশিতে ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে জানা;
- ২২.২ গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল এবং টার্গেট গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ২২.৩ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;
- ২২.৪ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা;
- ২২.৫ রেনডম (Random) গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জানা; এবং
- ২২.৬ গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

২২.১.১ গাড়ি তল্লাশি / Vehicle Search (ভিইকল সার্চ):

রাস্তায় চলাচলরত গাড়িতে বহনকারী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, বিক্ষেপক, চোরাইমাল, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক দ্রব্য, অপহৃত বা পাচারের উদ্দেশ্যে আনীত ভিকটীম উদ্ধার, চোরাই গাড়ি আটক বা অপরাধী হ্রেণার ইত্যাদির জন্য সার্চ অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে রোড ব্যারিকেড, ট্রাফিক সাইন, অন্যান্য মালামাল, অস্ত্রশস্ত্র, পুলিশ গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে তল্লাশি পরিচালনা করাকে গাড়ি তল্লাশি বলে।

২২.১.২ গাড়ি তল্লাশির উদ্দেশ্যসমূহ:

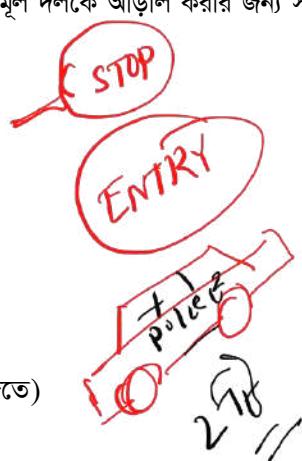
- ❖ সার্চ দলের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে গাড়িতে বহনকারী অবৈধ অস্ত্র, মালামাল ইত্যাদি উদ্ধার ও অপরাধীদের আটক করে আলামতসহ বিচারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।
- ❖ গাড়িতে করে পালানো খুনী, ধর্ষক ও অন্যান্য অপরাধীদের আটক করে, আইনের আওতায় আনা।
- ❖ চোরাই গাড়ি, পাচারকৃত মালামাল ও নিরীহ মানুষ উদ্ধার করা।
- ❖ হাইওয়ে রোড, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেলে র্যানডম সার্চ এর মাধ্যমে অপরাধীদের আটক করা ও তাদের মনে অপরাধ করলে আটক হবার ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে অপরাধ প্রবণতা হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

২২.১.৩ গাড়ি তল্লাশিতে সাধারণত নিম্নোক্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও মালামাল ব্যবহৃত হয় (অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় মালামাল অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী নির্ধারিত হয়):

- ◆ গাড়ি তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য - ১০ জন
(সদস্য সংখ্যা অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী কমবেশি হতে পারে)
 - ◆ লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট / ক্রস বেল্ট - ১০ টি
(তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্য পরিধান করবেন)
 - ◆ বুলেট / স্পিলনটার প্রফ জ্যাকেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
 - ◆ স্টীল হেলমেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
 - ◆ লেগ গার্ড - ০৩ জোড়া (১ম, ২য় ও শেষ ব্যক্তি)
 - ◆ সিগন্যাল লাইট - ০১ টি (১ম ব্যক্তি)
 - ◆ ষ্টপ লেখা সাইন - ০১ টি (২য় ব্যক্তি)
 - ◆ প্রবেশ লেখা সাইন - ০১ টি (২য় ব্যক্তির সম্মুখে)
 - ◆ পুলিশ গাড়ি (প্রয়োজনানুসারে) - ০২ টি
-

(সার্চের প্রথম সিগন্যাল লাইট হাতে ব্যক্তির আগে রাস্তার দিকে মুখ করে ০১টি গাড়ি ও মূল দলকে আড়াল করার জন্য সন্দেহযুক্ত গাড়ির দিক বরাবর সার্চের জায়গার পাশে ০১টি গাড়ি)।

- ◆ লং গান - ০২টি
- ◆ ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্টল) - ০৩টি
(জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ও হ্যান্ডকাফ ব্যবহার করে)
- ◆ হ্যান্ডকাফ - ১০ জোড়া
- ◆ রশি - ০৩ টি
- ◆ স্পাইক রোড ব্লক - ০১টি (শেষ ব্যক্তির হেফাজতে)



Rapist murderer, thief, dacoity, Robber;



Weapon, Narcotics,
arms, drugs
ammunition, smuggling
combustive materials stolen property

Road Barricade

Traffic sign

Police personal

logistics & arms

ammunition &

Cars.

◆ ভিইকল সার্চ মিরর

- ০১টি

২২.২.১ গাড়ি তল্লাশি / Vehicle Search (ভিইকল সার্চ) সাধারণত নিম্নোক্ত দুই পদ্ধতির কৌশল অবলম্বনে করা হয়:

- ◆ Target Vehicle Search (টার্গেট ভিইকল সার্চ): গাড়ির রেজি. নং, রং, ধরন ইত্যাদি জানা থাকলে।
- ◆ Random Vehicle Search (র্যানডম ভিইকল সার্চ): সন্দেহজনক অপরাধী ব্যক্তি বা অবৈধ মালামালের উদ্দেশ্যে।



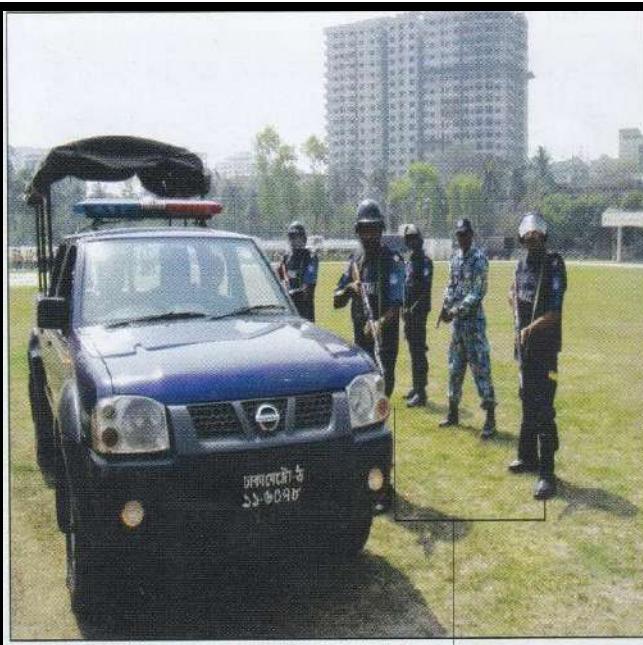
চিত্র: ভিইকল সার্চ

২২.২.১.১ টার্গেট ভিইকল সার্চ সাধারণত দুই পদ্ধতিতে করা হয়। যথা:

- ✓ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট ভিইকল সার্চ; ও
- ✓ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট ভিইকল সার্চ।

২২.৩ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট ভিইকল সার্চে করণীয়:

- প্রথম ব্যক্তি উদ্দিষ্ট গাড়ির দেখা পেলে ষ্টপ বলে চীৎকার করে বা ছাইসেল বাজিয়ে সিগন্যাল লাইট প্রদর্শন করবেন। গাড়ির গতি Slow হবে।
- দ্বিতীয় ব্যক্তি স্টপ সাইন ব্যবহার করে, উদ্দিষ্ট গাড়িকে রাস্তার পার্শ্বে সার্চ এর জায়গায় আসতে পথ নির্দেশ করবেন।
- উদ্দিষ্ট গাড়ি পৌঁছার আগ পর্যন্ত সার্চ পার্টির দলনেতা ও অপর চারজন সদস্য পুলিশ গাড়ির আড় নিয়ে অবস্থান করবেন।
- গাড়ি সার্চ এর জায়গায় আসলে পুলিশ গাড়ির আড়াল হতে অপর পুলিশ সদস্যরা ষ্টপ বলে চীৎকার করে উদ্দিষ্ট গাড়ির দু'পাশে অবস্থান গ্রহণ করবেন। গাড়ির দিক লক্ষ্য করে মাঝ বরাবর ড্রাইভারের পার্শ্বে থাকবে সার্চ পার্টির লীডার ও অন্য দুই সদস্য। গাড়ির অপর পার্শ্বে মাঝ বরাবর গাড়ি গমনের দিকে মুখ করে রেডি পজিশনে অপর দুই সদস্য ঘূর্ণ ও লং গান নিয়ে থাকবেন।
- সার্চ পার্টি লীডার প্রথমেই গাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যকে হ্যান্ডস আপ বলে চীৎকার করে হ্যান্ডস আপ করাবেন। গাড়ির চালককে ইঞ্জিন বন্ধ করে, চালি জানলা দিয়ে বাহিরে ছাঁড়ে ফেলতে বলবেন এবং গাড়ির চালি নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। তিনি প্রথমেই চালককে হ্যান্ডস আপ করে, দরজা খুলে গাড়ি হতে নামতে বলবেন। চালককে গাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দু' পা ডান ও বামে প্রসারিত করে সার্চ করা ব্যক্তির অপজিট পা দিয়ে পা আটকে দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে ডান হাত দিয়ে ডান হাত হতে পিঠ ও পিঠ হতে পা পর্যন্ত প্রথমে বহিরাংশে ও পরে ভিতরের অংশে চেক করবেন। এক অংশ চেকিং শেষে বাম হাত দিয়ে অপর অংশ একই কৌশলে চেক করবেন। সার্চ করা ব্যক্তির শরীরে চেকিং হাতের সাহায্যে আন্তে আন্তে থাবা দিয়ে করতে হবে। অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে তা জন্য তালিকা তৈরী করে জন্য করতে হবে।



পুলিশ গাড়ীকে আড় হিসাবে ব্যবহার করে সার্চ পার্টির
অবস্থান



ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ীর ব্যাক ডালা খোলানো

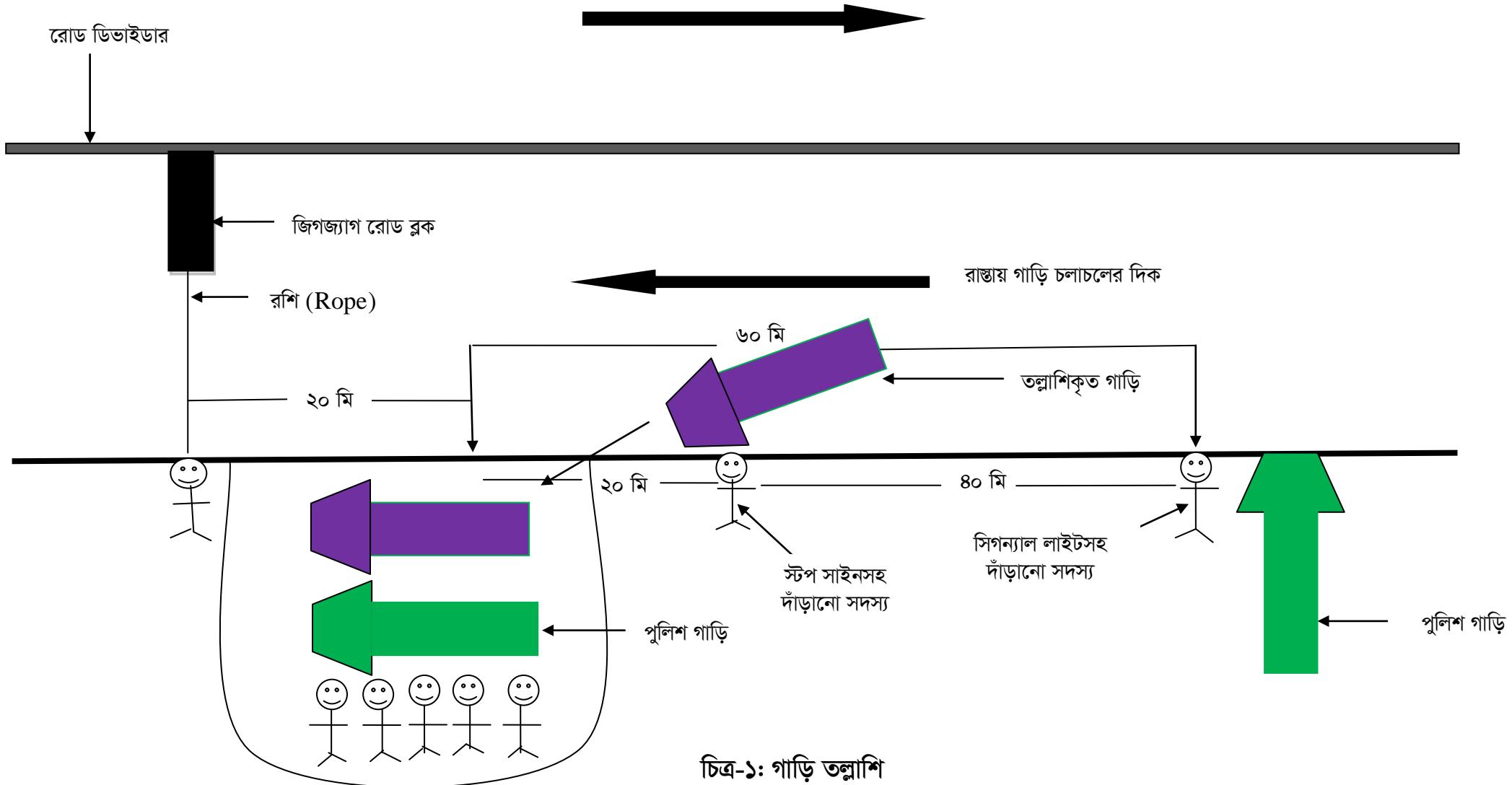
- গাড়িতে উপস্থিত অপর দুর্ঘত্কারী / ব্যক্তিদেরও একইভাবে সার্চ করতে হবে। তবে প্রথমে চালকের পার্শ্বের ব্যক্তিদের পুরো সার্চ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, অপর পার্শ্বে সার্চ কার্য পরিচালনা করতে হবে।
- সার্চ গাড়ির পিছনের ঢালা চালককে দিয়ে অথবা, চালককে আড় হিসাবে ব্যবহার করে নিরাপদ পাশ ও দ্বরত্বে থেকে খোলাতে হবে।
- সার্চ পার্টির নেতা / মনোনীত ব্যক্তি গাড়ির ভিতরের সকল অংশে সাবধানে তল্লাশি চালাবেন। রাতের বেলা অবশ্যই টর্চ / উপযুক্ত আলোতে তল্লাশি করবেন। কোন অবৈধ অস্ত্র বা মালামাল পেলে ফরেনসিক আলামতসহ অক্ষত অবস্থায় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জন্ম করবেন (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসারবৃন্দ সে দেশে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট এইরূপ মালামাল জন্ম করলে নিজে জন্ম না করে তাদের খবর দিয়ে অবৈধ অস্ত্র / মালামাল জন্ম করার ব্যবস্থা করবেন)।
- গাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তিদের দেহে কোন অবৈধ অস্ত্র / মালামাল পাওয়া গেলে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তা জন্ম করতে হবে। (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত অফিসারগণ সে দেশের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা নিবেন। অবৈধ অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির দেহে অস্ত্র পাওয়া গেলে, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্ট আসা পর্যন্ত তা যদি সেখানে রাখা নিরাপদ না হয়। তবে অস্ত্র বহনকারীকে দিয়ে অস্ত্র ধরিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। অথবা তল্লাশি পরিচালনাকারী ব্যক্তি এমনভাবে রুমাল / টিসু ইত্যাদি ব্যবহার করে অস্ত্রটি নিজ হেফাজতে জন্ম করবেন, যাতে ফরেনসিক আলামত নষ্ট না হয়)।
- তল্লাশি চালানোর সময় সিগন্যাল লাইটসহ দাঁড়ানো প্রথম ব্যক্তি হতে দ্বিতীয় ব্যক্তির দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ৪০ মি। দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে মূল তল্লাশি দলের দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ২০ মি এবং মূল দল হতে রোড ব্যারিকেটসহ দাঁড়ানো ব্যক্তির দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ২০ মি।



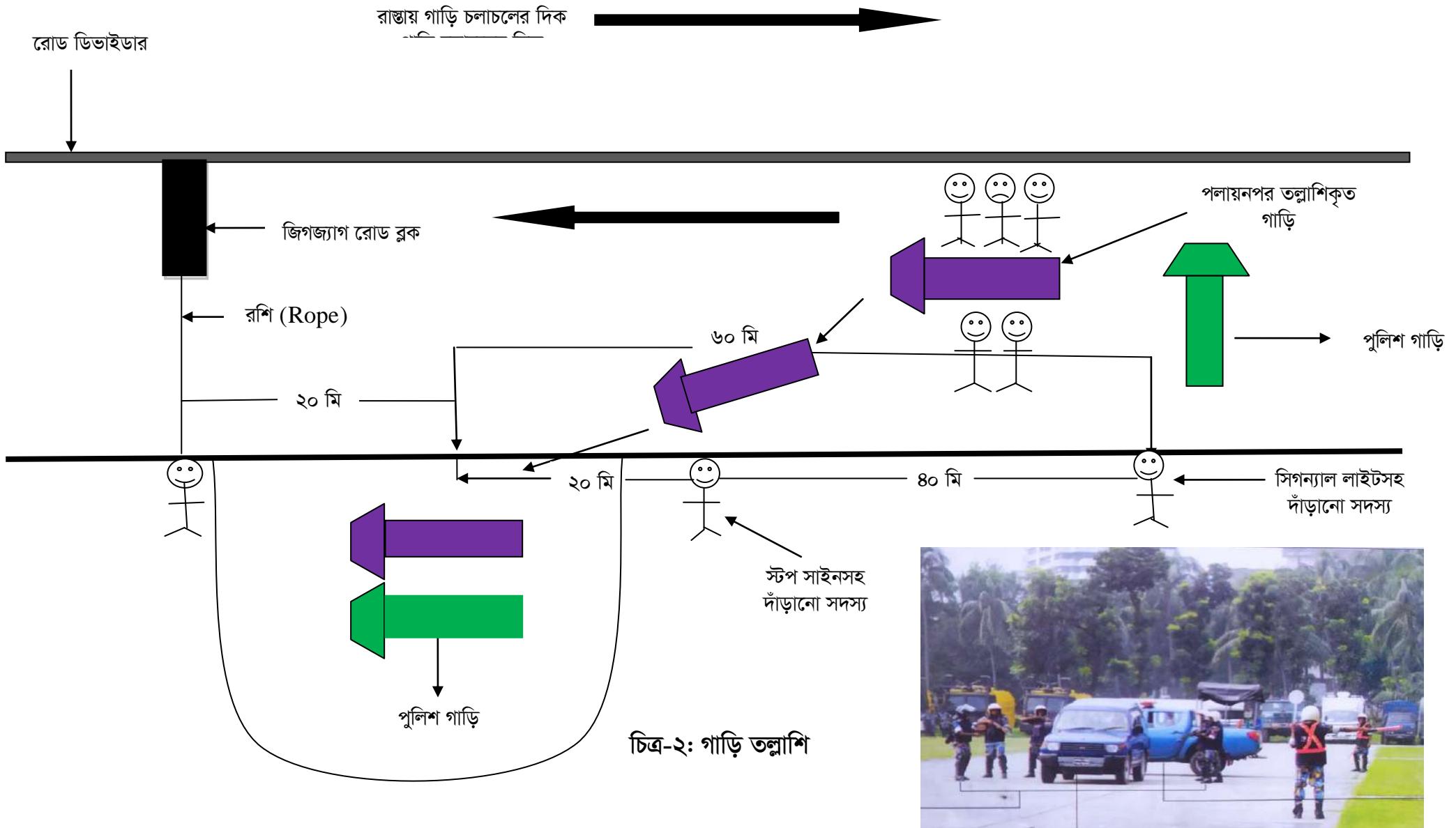
চিত্র: রাস্তার পার্শ্বে অব্যবহৃত বা খোলা জায়গায় গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া চাবি হস্তগত করে ছেগ্নারযোগ্য হলে আসামদের আটক করা ও দাঁড়ানোর পজিশন

- উদ্দিষ্ট গাড়ি ব্রেক করে, পিছন দিকে পালানোর চেষ্টা করলে, পিছনের গাড়ি আড়াআড়ি রাস্তা ব্লক করবে ও দলনেতা, অপর সদস্যদেরসহ সেখানে দৌড়ে সন্দিন্ধ গাড়ি আটক করবেন।
- উদ্দিষ্ট গাড়ি ষ্টপ সাইন না মেনে সামনে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সকলে ষ্টপ বলে চীৎকার করবেন ও দলনেতার ইশারায় শেষ ব্যক্তি রোড ব্যারিকেড রাস্তায় ছড়িয়ে মেলে ধরে, পালানো গাড়ির গতিরোধ করবেন। দলনেতা সার্চ দলের অপর সদস্যদেরসহ গাড়িটি দৌড়ে আটক করে, রাস্তার পার্শ্বে চেক করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসবেন।
- রোড ব্যারিকেড ব্যবহার করলে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তায় উভয় পার্শ্বের গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। সে অবস্থায় জনগণের অসুবিধা / ভুল বোবাবুবি এড়ানোর জন্য সিগন্যাল লাইটসহ প্রথম ব্যক্তি রাস্তার বাম পার্শ্বের ও ষ্টপ সাইনসহ দ্বিতীয় ব্যক্তি রোড ব্যারিকেডের সামনে এসে ডান পার্শ্বের গাড়িকে সিগন্যাল দিয়ে থামানোর ব্যবস্থা করবেন। উদ্দিষ্ট গাড়ি নিরাপদে চেকিং স্পটে নিয়ে গেলে রোড ব্লক সরিয়ে অপর সদস্যরা তাদের স্ব স্ব জায়গায় ফিরে যাবেন ও রাস্তায় স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করবেন।
- গাড়ি তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্য লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট, স্টীল হেলমেট, জ্যাকেট, লেগ গার্ড ইত্যাদি সিআরসি গিয়ার পরিধান করে থাকবেন।

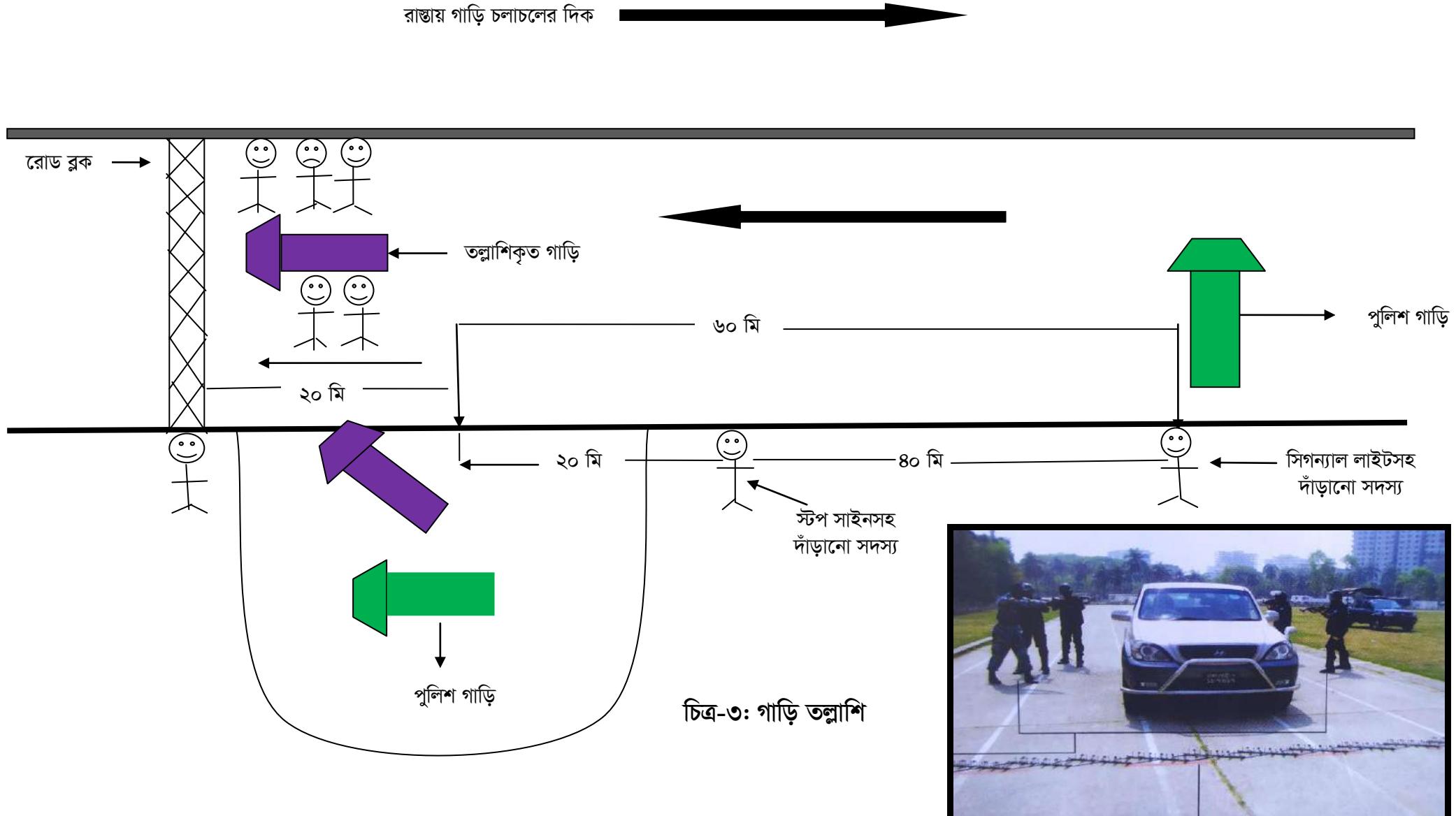
রাস্তায় টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



সিগন্যাল অমান্য করে পিছনে যাওয়া টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



সামনের দিকে সিগন্যাল অমান্যকারী টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



সর্তকতা:

- গাড়ি তল্লাশি কখনই মেইন রাস্তার উপর করা যাবে না।
- গাড়ি চলাকালীন বা থামা কিন্তু ইঞ্জিন চালু অবস্থায় সামনে দাঁড়ানো বা হেঁটে / দৌড়ে উদ্দিষ্ট গাড়ির সামনে দিয়ে ক্রস করা যাবে না। প্রয়োজনে অবস্থানযায়ী অতি সর্তকতার সাথে ক্রস করতে হবে।

২২.৪ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট ভিইকল সার্চ করণীয়:

স্পাইক রোড ব্লক না থাকলে ট্রাফিক কোণ (Traffic Cone) ব্যবহার করে প্রথমে রাস্তার বাম পার্শ্বের অর্ধেক অংশে ব্যারিকেড দিয়ে দিতে হয়।

- কিছু দূর সামনে রাস্তার রোড ডিভাইডারের ডান পার্শ্ব হতে অর্ধেক পর্যন্ত রোড ব্যারিকেড দিতে হয়।
- আবারও রাস্তার বাম পার্শ্বে একইভাবে ব্যারিকেড দিয়ে সর্পিলাকারে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়।
- এইরূপ তল্লাশিতে এক পাশের গাড়ি ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে ইংরেজী এস (S) অক্ষর এর মতো সর্পিলাকার ধারণ করে যাতায়াত করে বলে গাড়ির গতি কমাতে চালক বাধ্য থাকেন।



চিত্র: সর্পিলাকার রোড ব্লক করে গাড়ি তল্লাশি

- রোড ব্যারিকেডের উভয়পার্শ্বে দুইজন পুলিশ সদস্য লাইট রিফ্লেক্টিং বেল্ট পরিধান করে, সিগন্যাল লাইট, স্টপ সাইন ইত্যাদি ব্যবহার করে একমুখী যাতায়াত নিশ্চিত করেন।
- ব্যারিকেডের উভয়পার্শ্বে চালকসহ দুটি পুলিশ গাড়ি বিপরীত দিকে মুখ করিয়ে রাখা হয় যাতে কোন গাড়ি সিগন্যাল না মেনে টেনে চলে গেলে, তাকে চেইস বা পশ্চাদ্বাবন করে ধরা যায়।
- এই ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে টার্গেট বা সন্দিঙ্গ গাড়ি যাওয়ার সময় তাকে সিগন্যাল দিয়ে রাস্তার পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় এনে তল্লাশি পরিচালনা করতে হয়।

লক্ষণীয়:

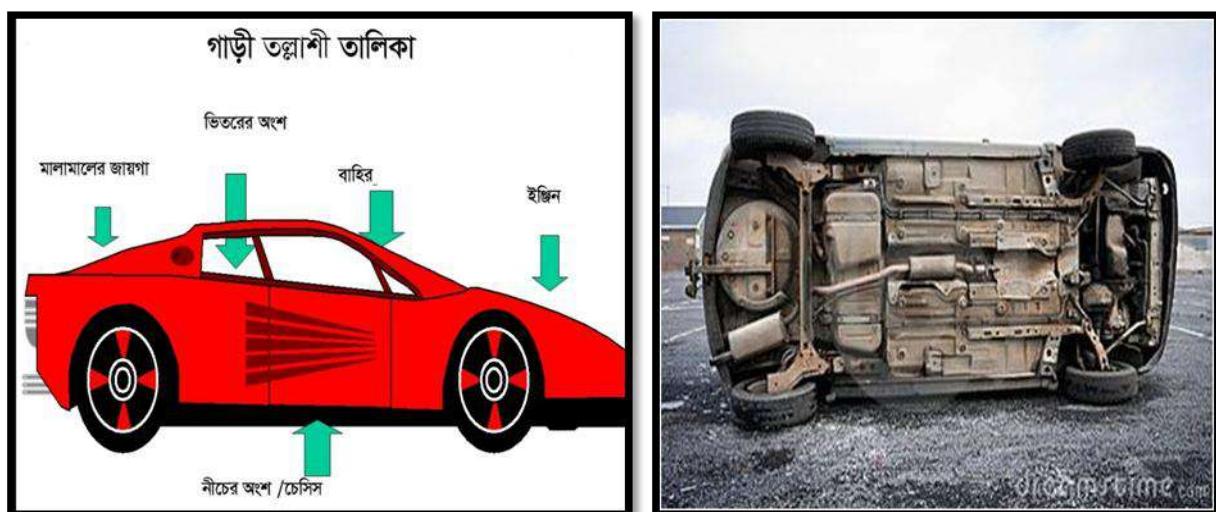
টার্গেট ভিইকল সার্চের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা সার্চ পার্টির কমান্ডার রাস্তার ধরন, মালামালের পর্যাপ্ততা, পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন।

২২.৫ Random Vehicle Search এ করণীয়:

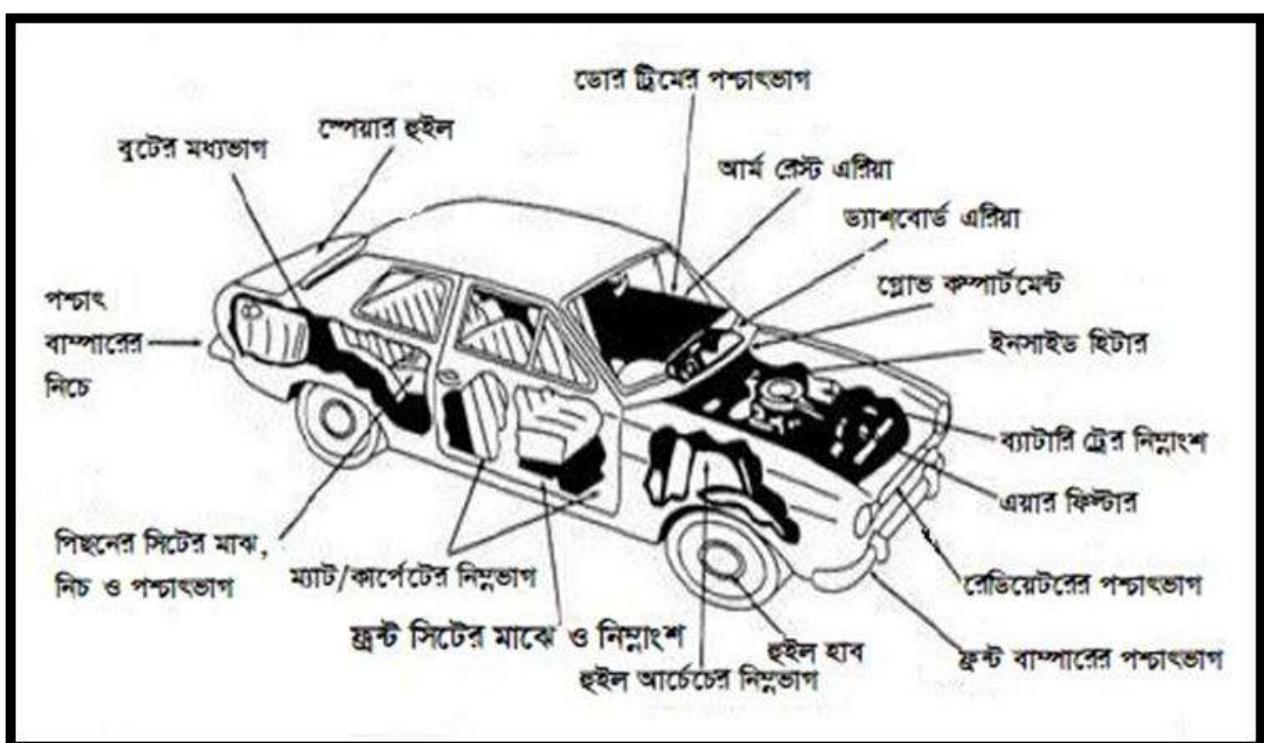
- এই প্রকার সার্টে গাড়ির গতিবিধি, চালক ও যাত্রীদের চাহনী, বয়স, বেশভূমা, গাড়িতে রাখা মালামালের অবস্থা ইত্যাদি দেখে গাড়ি নির্বাচন করতে হয়। Random Vehicle সার্টে Target Vehicle search এর অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এইক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভদ্র, কোমল কিন্তু দৃঢ় আচরণ করতে হয়।
- Random Vehicle Search এ গাড়ির মালিককে / আরোহীদের তল্লাশির ব্যাপারে অবহিত করতে হয় এবং পুলিশ সদস্যরা অঙ্গের মাজল লো-রেডো পজিশনে রাখেন।
- এই প্রকার তল্লাশিতে যাত্রীদের দেহে বা গাড়িতে অবেধ কিছু না পাওয়া গেলে হাতকড়া পরিয়ে আটক করা যাবে না। সাধারণ দেহ ও গাড়ি তল্লাশি করে সৌজন্যমূলক আচরণ করে ছেড়ে দিতে হবে। মহিলা যাত্রীদের সন্দেহ হলে মহিলা পুলিশ দ্বারা একটি নির্জন পাশে নিয়ে দেহ তল্লাশি করতে হবে (ফৌকাবি-৫১,৫২)।

২২.৬ গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ:

- ড্রাইভিং সিট, সিটয়ারিং ও ড্রাইভিং সিটের চতুর্পার্শ্ব।
- পর্যায়ক্রমে যাত্রীদের আসন, সিট কাভার, সিটের নীচে ও ড্যাশ বোর্ড।
- গাড়ির সীলিং, ছাদ, পিছনের ডালা, বনেটের ভিতরের ইঞ্জিন ও স্পেয়ার হাইল।
- গাড়ির চার চাকার ভিতর ও বাহিরে।
- ইঞ্জিন স্টার্ট বন্ধ করে আবার স্টার্ট দিয়ে দেখতে হয়। নতুনভাবে স্টার্ট না নিলে গাড়ির ব্যাটারী পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- গাড়ির দরজার ও অন্যান্য পাশের দুই পার্টিশনের মাঝে।
- গাড়িতে ডাবল সিলিন্ডার থাকলে প্রয়োজনে তাও পরীক্ষা করতে হবে।
- Vehicle Search Mirror দিয়ে গাড়ির নীচের চেসিস ও অন্যান্য অংশ পুরুষুপুরুষে তল্লাশি করতে হবে। সার্ট মিরর না থাকলে প্রয়োজনে রাস্তায় শুয়ে গাড়ির সামনে ও পিছনের অংশে তল্লাশি করতে হবে। এই মিরর দিয়ে শুধু অবেধ মালামালই নয় বরং কোন বোমা, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি গাড়িতে পেতে রাখা আছে কি না তাও পরীক্ষা করা যায়।



চিত্র: গাড়ি তল্লাশির বিভিন্ন স্থানসমূহ



চিত্র: গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ

তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭-৫২, ৬১, ৮০, ৮১, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬ ধারা
- ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৭ ধারা
- ১৯৪৩ সালের পিআরবি ২৮০ বিধি
- ঢা ম পু অ ২১, ৫১, ৫২; চ/খ/রা ম পু অ ২২, ৫৩, ৫৪
- লিংক- <https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-07-22/app-c.htm>
- "Search: Vehicles Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- "Vehicles Tactics; Vehicles Control", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

অংশ অধ্যায়

চেকপয়েন্টস

Checkpoints (CP)

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- চেকপয়েন্টস ও চেকপয়েন্টস স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা;
- চেকপয়েন্টস এর ধরন, স্ট্যাটিক চেকপোস্ট ও মোবাইল চেকপোস্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- গাড়ি তলাশির জন্য তলাশিকৃত স্থানের চারটি জোন সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং
- চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সম্পর্কে জানা।

২৩.১ চেকপয়েন্ট / চেকপোস্ট (Checkpoints / Checkpost):

কোন রাস্তা, স্থাপনা বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রোড ব্লক দিয়ে বা অন্য কোনভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা যে কোশল অবলম্বন করে অবৈধ বা অনুমোদিত বা অনাহত জনতা এবং গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাকে চেকপয়েন্ট বা চেকপোস্ট বলে।

২৩.১.১ উদ্দেশ্য:

- কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনায় ব্যক্তি ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে স্থাপনা ও তথায় উপস্থিত ব্যক্তিদের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা;
- রাস্তায় চলাচলরত জনসাধারণ ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধ মালামাল, আগ্রেয়ান্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, অপহত বা পাচারকৃত ভিকটীম উদ্বার, চোরাই গাড়ি আটক, অপরাধী গ্রেপ্তার বা অনুমোদনহীন ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা প্রদান ইত্যাদির জন্য চেকপোস্ট স্থাপন করা হয় ইত্যাদি।

২৩.২ চেকপোস্ট সাধারণত দুইভাবে স্থাপন করা হয়। যথা:

২৩.২.১ স্ট্যাটিক / ফিক্সড চেকপোস্ট (Static / Fixed Checkpost):

এই ধরনের চেকপোস্টে ফিক্সড বা সেমি ফিক্সড স্থাপনা থাকে। উদাহরণ: রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্সে প্রবেশের শাপলা গেইট।

Police checkpoints serve several critical functions in maintaining public safety and law enforcement. Here are some of the key reasons why they are important:

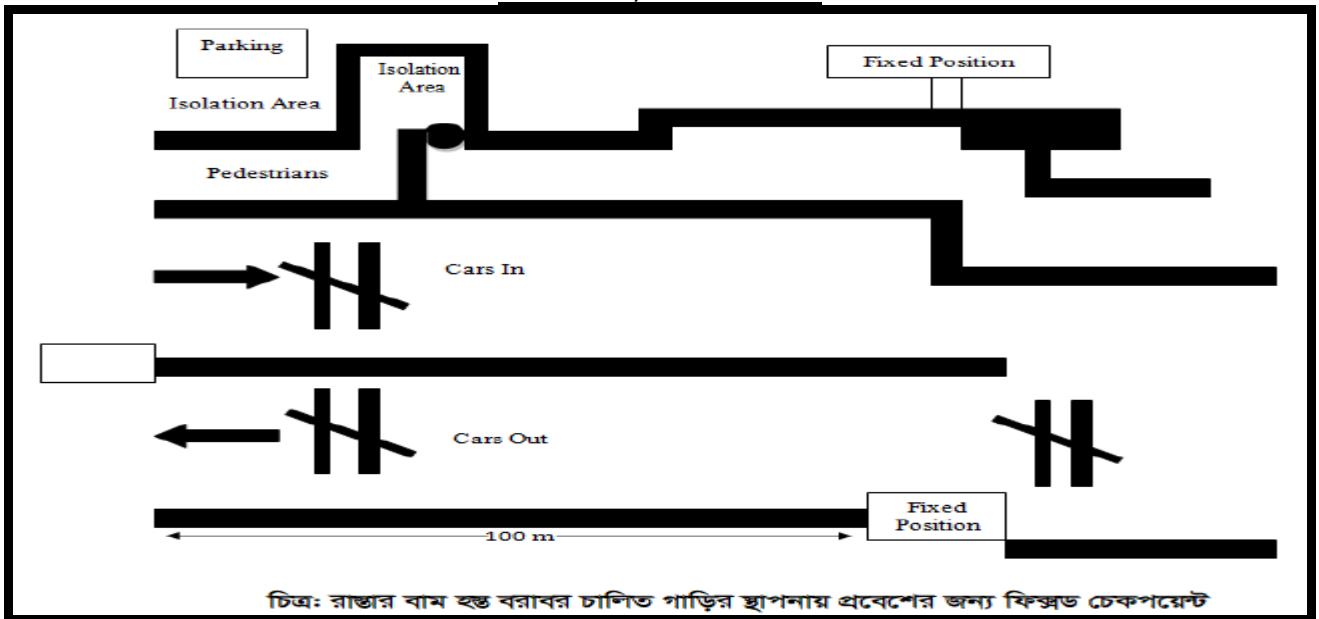
1. **Deterrence of Crime**: The presence of police checkpoints can deter criminal activities, such as drug trafficking, illegal weapons transport, and other illicit activities. Criminals are less likely to engage in illegal behavior if they know there's a chance of being stopped and searched.
2. **Traffic Safety**: Checkpoints help enforce traffic laws, such as ensuring drivers are not under the influence of alcohol or drugs, are wearing seatbelts, and have valid licenses and vehicle registrations. This contributes to reducing traffic accidents and saving lives.
3. **Public Security**: In times of heightened security threats, such as during major events or in areas with a history of violence, checkpoints can help prevent the movement of dangerous individuals or materials, enhancing the safety of the public.
4. **Law Enforcement Efficiency**: Checkpoints can be used to catch individuals with outstanding warrants, recover stolen vehicles, and identify other legal infractions. They allow law enforcement to efficiently screen a large number of people or vehicles in a targeted area.
5. **Community Engagement**: When conducted transparently and respectfully, checkpoints can serve as an opportunity for positive interaction between police and the community. They can foster a sense of security among residents and build trust in law enforcement.
6. **Control of Illegal Activities**: In border regions or areas known for smuggling, checkpoints are crucial in controlling the movement of contraband goods, such as illegal drugs, firearms, or human trafficking victims.

Overall, police checkpoints are a vital tool for maintaining law and order, enhancing public safety, and enforcing laws effectively.

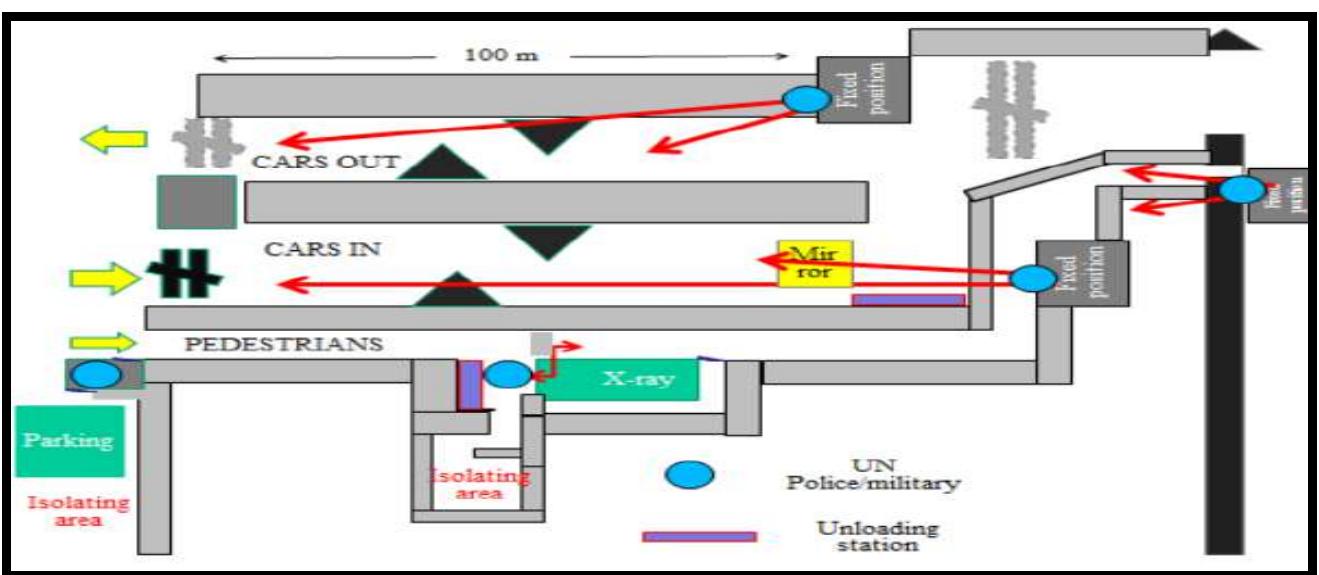




চিত্র: স্ট্যাটিক / ফিল্ড চেকপোস্ট



চিত্র: রান্তর বাম হস্ত বরাবর চালিত গাড়ির স্থাপনায় প্রবেশের জন্য ফিল্ড চেকপয়েন্ট



চিত্র: রান্তর ডান হস্ত বরাবর চালিত গাড়ির স্থাপনায় প্রবেশের জন্য ফিল্ড চেকপয়েন্ট

২৩.২.২ মোবাইল চেকপোস্ট (Mobile Checkpost):

সুবিধাজনক রাস্তা, স্থাপনা বা স্থানে আস্থায়ীভাবে এই ধরনের চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। উদাহরণ: গাড়ি তল্লাশি।



চিত্র: মোবাইল চেকপোস্ট

২৩.৩ চেকপয়েন্টে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত মালামালসমূহ থাকা প্রয়োজন:

- পূর্ব সতর্কীকরণ চিহ্নসমূহ যেমন: ~~রোড সাইন, ট্রাফিক লাইট, লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট ইত্যাদি;~~ *1st man 2nd man*
- গতিসীমা কমানোর জন্য দৃঢ় ও ভারী (অপর্যাপ্ত হলে প্রয়োজন সাপেক্ষে হালকা) রোড ব্লক;
- চেক পয়েন্ট হতে পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল রোড ব্লক যেমন: বার্বড ওয়্যার, গাড়ি, জিগজ্যাগ স্পাইক রোড ব্লক ইত্যাদি;
- প্রশিক্ষিত চালক ও অপারেটরসহ অন্তর্শক্তি সজ্জিত গাড়ি; *0 গাড়ি 0 search*
- তল্লাশি করার যত্নপাতি যেমন: ভেহিক্যাল সার্চ মিরর, টর্চ লাইট, হ্যান্ডকাফ ইত্যাদি।

২৩.৪ গাড়ি তল্লাশির জন্য তল্লাশিকৃত স্থানে সাধারণত চারটি জোন থাকা প্রয়োজন। যথা:

২৩.৪.১ ফানেলিং এলাকা (Funnelling Zone):

রোড সাইন ব্যবহার করে তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যরা উদ্দিষ্ট গাড়িকে রাস্তার পাশে আলাদা লেনে নিয়ে আসে, যাকে ফানেলিং জোন বলে।

২৩.৪.২ টার্নিং বা গতি হ্রাসের এলাকা (Turning / Deceleration Zone):

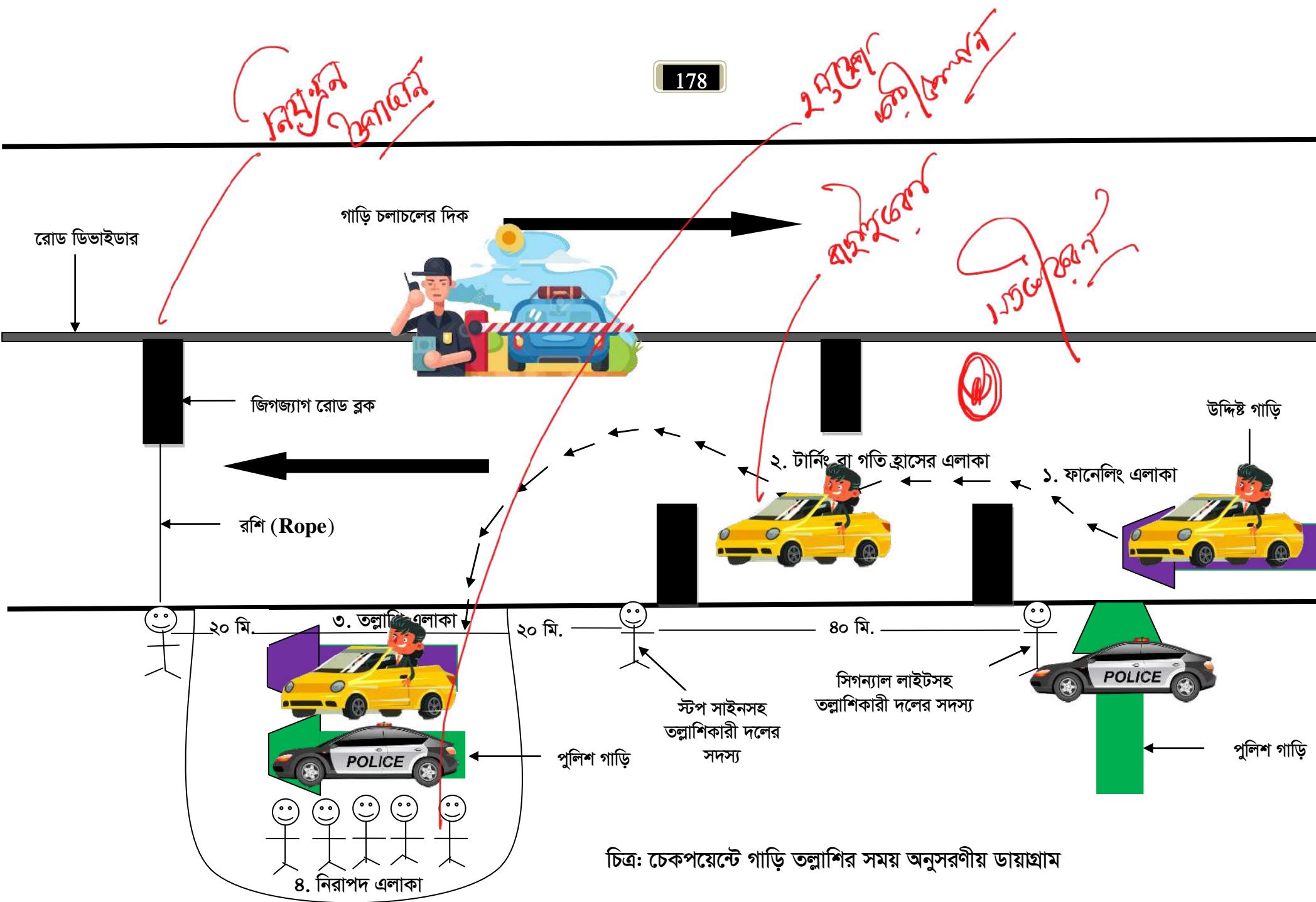
এই এরিয়াতে গাড়ির গতি হ্রাস পায়। রাস্তার টার্নিং পয়েন্ট বা স্পিড ব্রেকার বা ইংরেজী এস (S) অক্ষরের মত সর্পিলাকার আকৃতির যান চলাচলের পথ তৈরি করে গাড়ির গতি হ্রাস করা হয়।

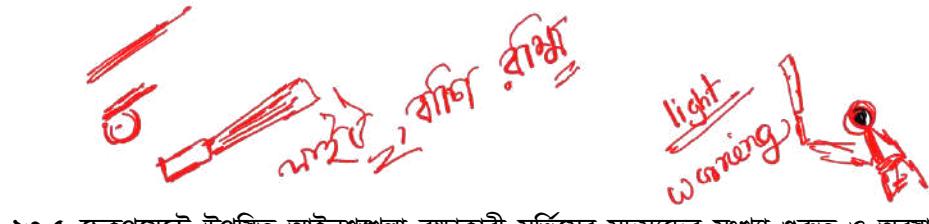
২৩.৪.৩ তল্লাশি এলাকা (Search Zone):

গাড়িচালক, আরোহী ও গাড়ি তল্লাশির জন্য যে নিরাপদ স্থানে আনা হয় তাকে সার্চ জোন বলে। এই এরিয়াতে তল্লাশিকারী ছাড়াও পর্যবেক্ষক সদস্যরা অবস্থান করে থাকে এবং ব্যক্তির দেহ ও গাড়ি তল্লাশির জন্য আলাদা আলাদা স্থান থাকে।

২৩.৪.৪ নিরাপদ এলাকা (Safe Zone):

এই এরিয়াতে চেকপয়েন্টে তল্লাশিকার্যে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যরা জড়ো হয়ে কার্যপদ্ধতি, দায়িত্ব বচ্চন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে, অবসরে বিশ্রাম নেয় ও প্রয়োজনে খাবার গ্রহণ করে থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা।





২৩.৫ চেকপয়েন্টে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যদের সংখ্যা গুরুত্ব ও অবস্থানুসারে নির্ধারিত হয়। একটি চেকপয়েন্টে নিম্নের পাঁচ ধরনের উপাদান থাকা বাধ্যনীয়:

❖ পূর্ব সতর্কীকরণ উপাদান:

চেকপয়েন্টের প্রারম্ভে সিল্বান ক্লিনিট এবং স্টপ রোড সাইনসহ দুইজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য পরস্পর নির্দিষ্ট দ্রুতে অবস্থান করেন।

❖ বাছাই করার উপাদান:

চেকপয়েন্টে তল্লাশি কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে একজন বা একাধিক সদস্য যানের ধরন, পথচারী বা আগত জনতা, চালক ও আরোহীদের বয়স, বেশভূষা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তল্লাশির জন্য বাছাই করে থাকেন।

❖ হস্তক্ষেপকারী উপাদান:

চেকপয়েন্টে তল্লাশি কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে পাঁচ বা ততোধিক সদস্য (পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে) তল্লাশির জন্য গাড়ি, চালক ও আরোহীদের এবং দুই বা ততোধিক সদস্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করে থাকে।

❖ মোবাইল প্রটেকশন উপাদান:

তল্লাশিকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বা নির্দিষ্ট গাড়ির পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল প্রটেকশনের সদস্যরা পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে গাড়িসহ অবস্থান করে থাকে।

❖ নিয়ন্ত্রণ করার উপাদান:

চেকপয়েন্টের প্রারম্ভে গাড়ি এবং শেষ প্রান্তসীমায় জিগজ্যাগ রোড ব্লকসহ দুই বা ততোধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য নির্দিষ্ট দ্রুতে উদ্দিষ্ট গাড়ি বা ব্যক্তিদের পলায়ন প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবস্থান করে থাকে।

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Checkpoints", United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition November 2009
- "Checkpoints", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- DPKO Policy on Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations



চতুর্বিংশ অধ্যায়

টহল

Patrolling



অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

২৪.১ টহল / Patrolling (প্যাট্ৰোলিং) এর সংস্কা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

২৪.২ বিভিন্ন প্রকার টহল ও টহলের ফরমেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।

২৪.১ টহল / Patrolling (প্যাট্ৰোলিং):

জনগণের জানমাল রক্ষার্থে অপরাধ প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিবিধ কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, সংঘটিত অপরাধের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানানো, সন্দেহভাজন লোকদের গতিবিধির উপর নজর রেখে অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্দিষ্ট সময়ব্যাপি পায়ে হেঁটে, গাড়ি, জলযান বা আকাশযানে নিয়োজিত পুলিশ দলের পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণকে টহল বা Patrolling বলে।

২৪.১.১ টহলের উদ্দেশ্য:

- কোন স্থানে গোলযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ঘটনাছলে পৌছানো এবং অপরাধ নিরাপত্তা করা। কোন পুলিশ সদস্য বা দলের প্রয়োজনে সহায়ক শক্তি (Backup Team) হিসাবে কাজ করা;
- পুলিশের দৃশ্যমান অবস্থানের মাধ্যমে অপরাধ নিরাপত্তা ও অপরাধীকে অপরাধ সংঘটন হতে বিরত রাখা;
- প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তি বা স্থানে তল্লাশিকার্য পরিচালনা ও জন্ম করা;
- প্রথম সাড়ানকারী হিসেবে অপরাধস্থলের (Crime Scene) নিরাপত্তা বিধান করা এবং Crime Scene Investigation Unit কে সহায়তা প্রদান;
- টহলের সময় দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিক তার রাস্তায় পড়ে থাকলে ইত্যাদি ঘটনায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া, রাস্তায় আহত লোকদের যত্ন নেওয়া ও প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা;
- অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা, অসুস্থ লোকদের সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে টহল পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে;
- অপরাধ নিরাপত্তা ও অভ্যাসগত অপরাধীদের নিরীক্ষণে রাখা;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্য কোন আইনশৃঙ্খলাজনিত দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

২৪.২ টহলের প্রকারভেদ:

গমনাগমনের ধরন অনুযায়ী টহল বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা:

- ফুট প্যাট্ৰোল / টহল (Foot Patrols)



- মোটর সাইকেল বা সাইকেল টহল (Motorcycle or Cycle Patrols)
- ভেহিক্যাল টহল (Vehicle Patrols)
- জলযানে টহল (Water-Carriage Patrols)
- আকাশযানে টহল (Aircraft Patrols)
- বিশেষ টহল (Special Patrols)

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঘটনা ইত্যাদি অবলোকনের ধরন ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অনুযায়ী টহল নিম্নোক্ত প্রকারের হয়ে থাকে। যথা: কমিউনিটি প্যাট্রোল, রেনডম প্যাট্রোল, স্ট্যাটিজিক প্যাট্রোল।

২৪.২.১ টহল করার উপায়:

- By Vehicle (গাড়ি যোগে)
- On Foot (পায়ে হেঁটে)
- By Aircraft (আকাশযানে)
- By Water-Carriage (জলযানে)

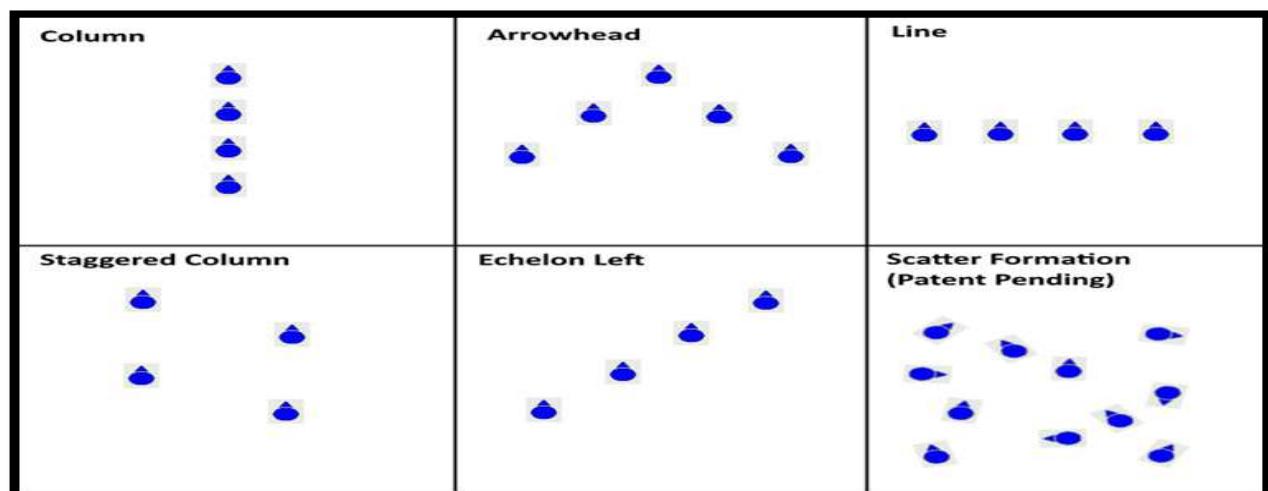


২৪.২.২ ফুট প্যাট্রোল / টহল (Foot Patrols):

পায়ে হেঁটে কোন নির্দিষ্ট এলাকা প্রদক্ষিণ করে পাহারা দেওয়াকে ফুট প্যাট্রোল বলে। এই পাহারায় মোতায়েনকৃত পুলিশ সদস্যগণ সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং এলাকাবাসীর কোনরূপ অসাবধানতা লক্ষ্য করলে মালিককে সর্তক থাকার জন্য অনুরোধ করবেন যেন সহজে চুরি, ডাকাতি বা একুশ কোন অপরাধ ঘটতে না পারে। জুয়া খেলার আড়ডাঙ্গল, হোটেল, সিনেমা হল, রেঞ্জোরা, মদের দোকান, পতিতালয়, হাট বাজার ইত্যাদি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর টহলের মাধ্যমে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। পায়ে হেঁটে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করা যায় এবং কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে টহল দলের এলাকা সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়, যাতে প্রতিরোধমূলক পুলিশিং করা যায়।

ফুট প্যাট্রোলে মুভমেন্ট বিভিন্ন ফরমেশনে করা হয়। যথা:

- ১) Column, ২) Line, ৩) Arrowhead ৪) Z (জেড)



চিত্র: ফুট পেট্রোলিংয়ের সময় অনুসরণীয় ফরমেশনস



চিত্র: ফুট প্যাট্রোল

পাহাড়ী বা গোলযোগপূর্ণ এলাকায় ফুট প্যাট্রোলে করণীয়:

পাহাড়ী বা গোলযোগপূর্ণ এলাকায় ফুট প্যাট্রোল করার সময় প্রথমে কয়েক হাত ডানে বামে ফাঁকা হয়ে দুঁজন ও অপর সদস্যরা পরস্পর কয়েক হাত দূরত্বে বেজায় রেখে ইংরেজী জেড (Z) অক্ষরের মতো অবস্থান করে সাইড লো-রেডি পজিশনে যাতায়াত করবেন। এই টহলে একজন সদস্য ডানে তাকালে পিছনের সদস্য সর্তর্কাবস্থায় বামে তাকাবেন। সর্ব পিছনের দুঁজন সদস্যকে একত্রে ভূমির ধরন অনুসারে সামনে বা পিছনের দিকে মুখ করে পেট্রোলিং করাতে হবে।

ফুট পেট্রোল পার্টি শক্র পক্ষের অ্যাম্বুশে পড়লে আঁচ করা প্রথম পুলিশ সদস্য “Attack , Take Shelter” বলে চীৎকার করবেন এবং সাথে সাথেই পেট্রোলিংয়ের সকল সদস্য ভূমিতে শুয়ে পড়বেন। আক্রমণের দিক বুঝতে পারা ব্যক্তি চীৎকার করবেন “Attack from Right Side or Left Side” এবং যেদিক থেকে আক্রমণ আসছে বলে আন্দাজ করা হচ্ছে তার বিপরীত দিকে ত্রুলিং করে বা হামাগুড়ি দিয়ে সকলে কাতার নিবেন। কাতার নেওয়ার সময় বা নেওয়া শেষ হলে সুবিধাজনক অবস্থান হতে তারা Counter Attack এ যাবেন।

২৪.২.৩ মোটর সাইকেল বা সাইকেল টহল (Motorcycle or Cycle Patrols):

এক বা একাধিক মোটরসাইকেল বা সাইকেল যোগে এক বা একাধিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে কনস্টবলদের সহযোগে নির্দিষ্ট এলাকা বা সড়কে নির্ধারিত সময়ব্যাপি পরিভ্রমণ করাকে মোটর সাইকেল বা সাইকেল প্যাট্রোল বলে। দেশের বিদ্যমান সড়ক অবকাঠামো বিবেচনায় ও গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের প্যাট্রোল বেশ উপযোগী ও কার্যকরী। তবে শীতকালে ঘনকুয়াশায় ও বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে মোটরসাইকেল চালানো বেশ বুঁকিপূর্ণ।



চিত্র: মোটর সাইকেল টহল

২৪.২.৪ ভেহিক্যাল টহল (Vehicle Patrols):

গাড়িতে চড়ে নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদক্ষিণ করাকে ভেহিক্যাল প্যাট্ৰোল বলে। দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটরযান ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধীদের পাকড়াও বা দ্রুত গতিতে কোন আইনশৃঙ্খলা পরিহিত মোকাবেলার জন্য ভেহিক্যাল প্যাট্ৰোল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রকার প্যাট্ৰোলিংয়ের মাধ্যমে কম পুলিশ সদস্য নিযুক্ত করে স্বল্প সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অনেক এলাকা পাহারা দেওয়া যায়। টহলের মাধ্যমে অপরাধ দমন ও নিবারণ, সন্ধিক্ষণ অপরাধীদের পর্যবেক্ষণ, দুর্দান্ত প্রকৃতির অপরাধীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা যায়। এ ধরনের টহলে অনেক মালামাল নিয়ে যাতায়াত করা যায়।



চিত্র: ভেহিক্যাল পেট্ৰোল

২৪.২.৫ জলযানে টহল (Water-Carriage Patrols):

মালামাল পরিবহণ এবং মানুষ চলাচলের জন্য নৌযান ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। নদীবঙ্গে জেলাগুলিতে নৌকা, লপ্তের মাধ্যমে জলযানে টহলের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীবাহী লপ্ত বা মালবাহী নৌযানসমূহের নিরাপত্তার জন্য এবং নৌদুর্ঘটনা নিবারণের জন্য নৌপুলিশ দ্বারা টহল কর্মকান্ড পরিচালনা অপরাধ প্রতিরোধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখা যায়।



চিত্র: জলযানে টহল

২৪.২.৬ আকাশযানে টহল (Aircrafts Patrols):

বিস্তীর্ণ গোলযোগপূর্ণ বা সীমান্তবর্তী বা পাহাড়ী নদী এলাকায় অনেক বেশি অপরাধের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য আকাশ পথে কার্যকরী টহল করা হয়। চালকবিহীন ড্রোন ব্যবহার করে অপরাধ ও অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ, নিরাপত্তা নিশ্চিত ইত্যাদি কাজের জন্য আকাশযানে টহল করা হয়। এইরূপ টহল ব্যবহৃত হওয়ায় শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রয়োজনে পরিচালনা করা হয়। আকাশযানে টহলের সাথে সমন্বিত ভূমিতে টহল অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ।



চিত্র: আকাশযানে টহল

২৪.২.৭ বিশেষ টহল (Special Patrols):

ফিক্সড টহল (Fixed Patrol), ক্লক ও এন্টি-ক্লক ওয়াইজ টহল (Clock & Anti-Clock Wise Patrol), ব্লক টহল (Block Patrol), অ্যাম্বুশ টহল (Ambush Patrol), ডিস্ক টহল (Disc Patrol) ইত্যাদি বিশেষ টহলও প্রচলিত আছে।

তথ্যসূত্র:

- পিআরবি ১৯৪৩ বিধি ৩৫৬, ৩৫৮-৩৬১
- CHANGING THEORIES for 21st Century Societies by Charles Edwards, The Federation Press 2005
- PATROL PROCEDURE BY GEORGE T. PAYTON, Los Angeles, California
- "Patrols" UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Patrolling" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রহরা
ESCORT

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

Public Order Management & Basic Police Techniques Manual (UN Standard)

২৫.১ প্রহরা ও ইহার ধরন সম্পর্কে জানা;

২৫.২ দাগী আসামী বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা এবং পিআরবির আলোকে বন্দীর প্রহরা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

২৫.৩ কনভয়তুঙ্গ গাড়ি গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;

২৫.৪ ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

২৫.৫ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্ৰী ইত্যাদি বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

২৫.৬ মৃতদেহ এসকর্ট সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

২৫.৭ এসকর্ট এর জনবল নির্ধারণ, এসকর্ট অধিহন এবং এসকর্ট সংক্রান্ত সাধারণ বিধিসমূহ জানা; এবং

২৫.৮ আসামী পরিবহণে (সড়ক, নৌ, রেলপথ) এসকর্ট কমান্ডারের করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

২৫.১ Escort (এসকর্ট) / প্রহরা:

আসামী, ভিআইপি, কোন বিশেষ দলের গাড়ির বহর, সরকারী সম্পদ, মালামাল, স্ট্যাম্প, অস্ত্র, গোলাবারুণ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের প্রহরা দিয়ে যানবাহনযোগে বা পায়ে হেঁটে নিরাপদে স্থানান্তর ও হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াকে এসকর্ট বলে।

২৫.১.১ পায়ে হেঁটে ও যানবাহনযোগে বিভিন্ন ধরনের এসকর্ট করা হয়। যথা:

- ◆ আসামী এসকর্ট
- ◆ কনভয় এসকর্ট
- ◆ ভিআইপি এসকর্ট
- ◆ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্ৰী এসকর্ট
- ◆ মৃতদেহ এসকর্ট ইত্যাদি।



২৫.২ দাগী আসামী বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার (Escort of Dangerous Criminal) প্রায়োগিক ধারণা:

উদ্দেশ্য:

দাগী আসামীকে পুলিশ নিরাপদ প্রহরা দিয়ে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পলায়ন প্রতিরোধের মাধ্যমে স্থানান্তর করে অন্য হেফাজতকারী ব্যক্তি বা নিরাপত্তা দলের কাছে স্থানান্তর করা।

২৫.২.১ নীতিসমূহ:

- অগ্রবর্তী রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকা;
- স্থানান্তরিত ব্যক্তিকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আশৃত করা;
- যে কোন পরিবর্তিত অবস্থার মুখোমুখি হলে প্রয়োজনানুসারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষমতা; এবং
- দাগী আসামীকে শেষ গন্তব্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করা

২৫.২.২ দাগী আসামী এসকর্টে করণীয়:

প্রস্তুতি:

দায়িত্ব বর্তনোর সাথে সাথে এসকট কমান্ডারকে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

- নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ ও পৌছানোর সময় (সূর্যোদয়ের পর ও সূর্যাস্তের পূর্বে এসকটের সময় নির্ধারণ করা বাধ্যনীয়);
- প্রধান অতিক্রান্ত রাস্তাসমূহের ধারণা নেয়া;
- বিকল্প রাস্তাসমূহ;
- প্রয়োজনে বিশ্রাম নেওয়া ও জালানী সংগ্রহের স্থান;
- রাস্তার পার্শ্ববর্তী পুলিশ থানার যোগাযোগের মাধ্যম বা মোবাইল নম্বরসমূহ;
- আসামী এবং তার পরিবার সম্পর্কে তথ্য;
- পথিমধ্যে হাসপাতাল ও নিরাপদ এলাকার অবস্থান ইত্যাদি

গোচারী ও
তাৰ পৰিবহন
তথ্য।

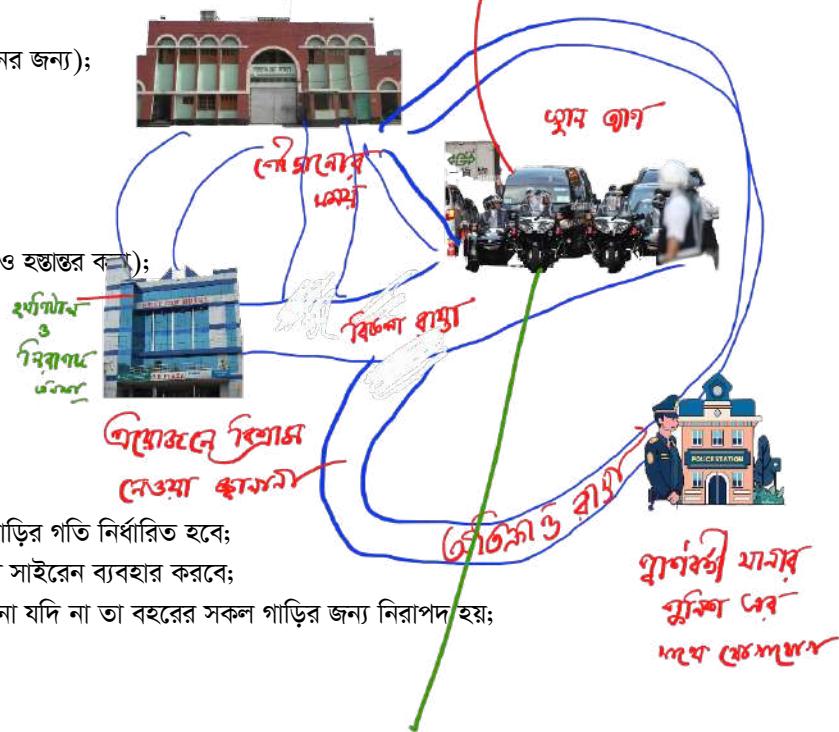
২৫.২.৩ গাড়ির বহর:

- মোটর সাইকেল এবং মোটর সাইকেল চালক ও আরোহী ০২ জন (পথের তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হলে অঘবর্তী যান হিসাবে);
- অঘবর্তী গাড়ি;
- প্রিজনার ভ্যান বা সুরক্ষিত গাড়ি (আসামী বহনের জন্য);
- পশ্চাত প্রতিরক্ষার গাড়ি ইত্যাদি।

২৫.২.৪ কার্যধারা:

আসামী গ্রহণের স্তর:

- আইনী কার্যক্রম সম্পন্ন করা (লিখিতভাবে গ্রহণ ও হস্তান্তর করা);
- আসামীদের দেহ তালুকি করা;
- হাতকড়া ও প্রয়োজনে পায়ের বেঢ়ী পরানো;
- আসামীকে গাড়ির সুরক্ষিত স্থানে রাখা ইত্যাদি।



গাড়ির বহর চলতে শুরু করলে:

- সকল গাড়ি একই সাথে চলতে শুরু করা;
- অঘবর্তী গাড়ির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য গাড়ির গতি নির্ধারিত হবে;
- গাড়ির বহর ব্রিকিং লাইট ও হুটার অর্থাৎ জরুরী সাইরেন ব্যবহার করবে;
- অঘবর্তী গাড়ি অন্য গাড়িকে ওভারটেক করবে না যদি না তা বহরের সকল গাড়ির জন্য নিরাপদ হয়;
- কনভয়ভুক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য পাবলিক গাড়িকে বহরের ভিতরে চুকতে দেয়া যাবে না ইত্যাদি।

মামনে পান্ত
গ্রেচুনে পথ
গ্রেচুনে পথ
তাৰ পথ



আসামী হস্তান্তরের স্তর:

গাড়ির বহর আসামী নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছলে আসামী ও অন্যান্য মালামাল লিখিতভাবে হস্তান্তর করতে হবে।

বিশ্রাম বা জ্বালানী সংগ্রহের প্রয়োজনে আসামী এসকর্ট সদস্যদের করণীয়:

- ◆ আসামী বহনকারী গাড়ির চতুর্দিকে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদ বেষ্টনী গড়ে তুলবেন;
- ◆ এই ধরনের হল্টেজ নির্ধারিত অল্প সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

২৫.২.৫ আসামী এসকর্টে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিম্নোক্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে করণীয়:

➤ রোড ব্যারিকেড দেওয়া হলে:

দুর্ঘটনা, ট্রাফিক জ্যাম বা বিক্ষেপকারীদের কর্তৃক রাস্তা বন্ধ করে রোড ব্যারিকেড দেওয়া হলে বহরের অহবত্তী গাড়ির সদস্যরা সমস্যার সমাধান করবে বা U (ইউ) টার্ন করে অন্য রাস্তা দিয়ে বহর অতিক্রমের ব্যবস্থা করবে। পশ্চাং গাড়ি সব সময়ই আসামী বহনকারী গাড়ির খুব কাছাকাছি থাকে এবং U (ইউ) টার্ন করলে উহা অহবত্তী গাড়ির কাজ করে।

➤ অহবত্তী গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে:

পশ্চাং গাড়ি আগে চলে আসবে ও নষ্ট হওয়া গাড়ি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য ব্যতীত বাকীরা পশ্চাং গাড়িতে অবস্থান নিবে।

➤ আসামী বহনকারী গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে:

আসামীকে পিছনের গাড়িতে স্থানান্তর করতে হবে।

➤ পিছনের গাড়ি নষ্ট হলে:

সেই গাড়ি প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্যসহ মেরামতের জন্য রেখে বাকীরা অহবত্তী গাড়িতে অবস্থান নিবে এবং নষ্ট গাড়ি উদ্ধার ও মেরামত করানোর জন্য সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করতে হবে।

➤ গাড়ি বহরে গুলি ছোঁড়া হলে:

বহরের গতি বাড়িয়ে এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

➤ অ্যামবুশ বা অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে পড়লে:

প্রয়োজনে অগ্রবর্তী গাড়ি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামী বহনকারী গাড়িটি পশ্চাত গাড়ির আড়ালে থেকে অন্য রাস্তায় সেই স্থান ত্যাগ করবে।

২৫.২.৬ পিআরবির আলোকে বন্দীর প্রহরা (পিআরবি ৩০২):

- বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার পূর্বে যাওয়া ও আসার পথ সম্পর্কে এঙ্কট কমান্ডারের স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বা দুইজন সাধারণ অপরাধীর জন্য একজন কনস্টেবলই যথেষ্ট ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে একজন চৌকিদার সাথে পাঠানো যেতে পারে।
- তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে চৌকিদারদের নিয়োগ করা উচিত নয়। কারণ বন্দী পালিয়ে গেলে চৌকিদারদের বিচারে বিভাগীয় শাস্তির জন্য দায়ী করা যাবে না।
- বন্দীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মারাতাক হলে বা বন্দী বেপরোয়া হলে কিংবা বন্দীর সংখ্যা অধিক হলে আনুপাতিক হারে কনস্টেবলের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে অধিকসংখ্যক চৌকিদার ডেকে পাঠাতে হবে।
- বিচারের জন্য পাঠানো বন্দী বেপরোয়া হলে বা পূর্বে পাগল থাকলে তা পৃথকভাবে কোর্ট অফিসারকে জানাতে হবে।
- বন্দীকে এমন সময়ে প্রেরণ করতে হবে যেন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে বা যথোপযুক্ত যাত্রাবিবরতির স্থানে রাতের আগেই পৌঁছতে পারে।
- বন্দীর খাওয়া এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে।
- রাস্তায় রাতে বন্দীদের ঘুমানোর প্রয়োজন হলে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় তাদের জন্য সুরক্ষিত কামরার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্দীকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে হলে পায়ের বেড়ি, হাতকড়া বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।
- থানা হতে আদালতে পাঠানোর সময় প্রত্যেক বন্দীকে এলাকাধীন নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। এক থানা থেকে অন্য থানা বা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে পাঠানো উচিত নয়।
- দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার জন্য দৈহিকভাবে অসমর্থ সাক্ষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা করতে বাধ্য করা উচিত নয় (পিআরবি-৩০২)।

ধৃত ব্যক্তিদের পাহারা দেয়া এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া:

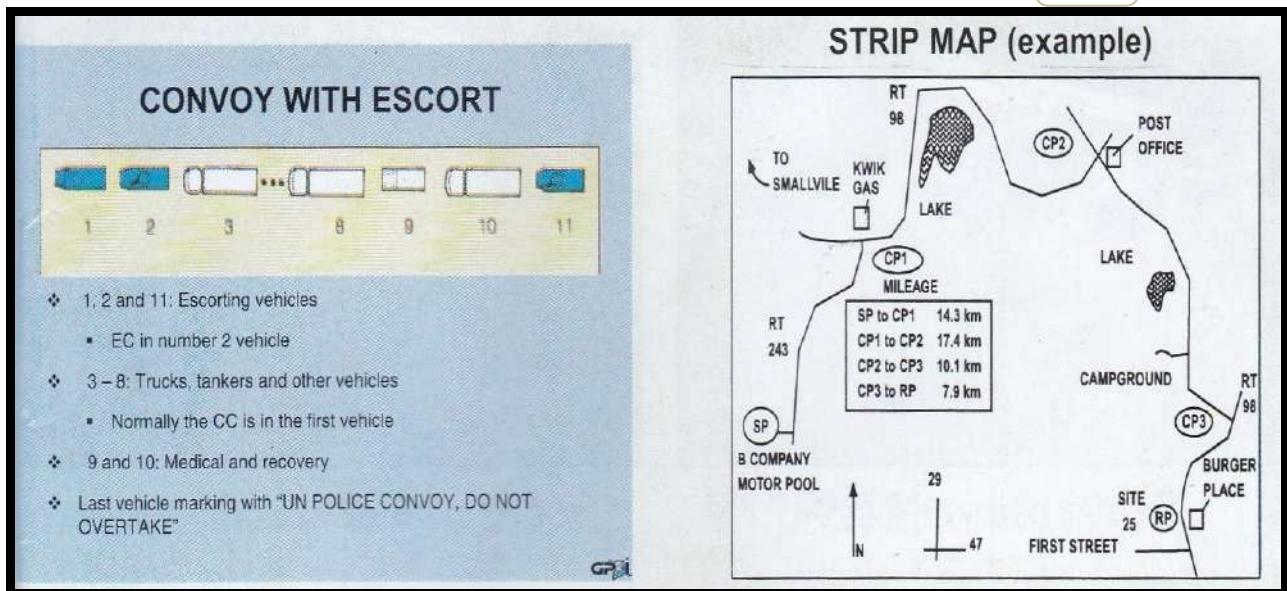
- পুলিশ কর্তৃক ছেফতারকৃত এবং আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত লোকদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজন অনুসারে কড়াকড়ি আরোপ করা যাবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা উচিত না। (পিআরবি-৩০১)

২৫.৩ কনভয়ভুক্ত গাড়ি গমনাগমনকালীন প্রহরা (Convoy Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা:

এই এসকট চলাচলে উপরোক্ত “আসামী প্রহরার” অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও সাধারণত ১, ২ এবং ১১নং বা সর্বশেষ অবস্থানে পুলিশ গাড়ি ও পুলিশ সদস্যরা থাকেন। কনভয় কমান্ডার (CC) দ্বিতীয় গাড়িতে ও এসকট কমান্ডার (EC) সর্বশেষ গাড়িতে অবস্থান করবেন;

- ত হতে ৯ নং অবস্থানে কনভয়ভুক্ত গাড়ি থাকে;
- সম্ভব হলে ১০ নং অবস্থানে অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়;
- সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ গাড়িতে লেখা থাকে “কনভয়, ওভারটেক করা নিষেধ”;
- প্রত্যেক গাড়ির সাথে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়;



চিত্র: রাস্তার ইন্টার সেকশনে অগ্রবর্তী গাড়ি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে শুধুমাত্র কনভয়ভূক্ত গাড়ি চলতে দেয়।

- চৌরাস্তার মোড় বা রাস্তার টার্নিং পয়েন্ট যেখানে বহরের অন্যান্য গাড়ি ভুল পথে চালিত হতে পারে সেখানে অগ্রবর্তী গাড়ি সুবিধাজনক মোড়ে থেমে পথ নির্দেশ করবে;



- সকল গাড়ি টার্নিং নেওয়ার পর অগ্রবর্তী গাড়ি হটার বাজিয়ে পূর্বের অবস্থানে ফেরৎ আসবে;
- অধিক গোলযোগপূর্ণ এলাকায় (জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন এরিয়াতে) সাধারণত কনভয়ের সামনে ও পিছনে Armoured Personnel Carrier জাতীয় নিরাপত্তামূলক গাড়ি থাকে ইত্যাদি।

২৫.৪ ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা:

- ভিআইপি এসকর্ট চলাচলে উপরোক্ত “আসামী প্রহরার” অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। “হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি” অধ্যায় ২৭.২ এর ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা অংশ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

২৫.৫ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (Money, Stamp, Valuable Goods etc Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা (পিআরবি-২৪১, ৬৯০):

এই এসকর্টে “আসামী প্রহরা” ও “কনভয় এসকর্টের” অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে প্রহরায় পুলিশ সদস্য সংখ্যা, অন্তর্শক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদির পরিমাণ, গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

- এসকর্টের পুলিশ সদস্যদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ জানার প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও দ্রব্য সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধান করবেন;
- যানবাহন ও পুলিশ সদস্যদের পথ খরচ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বহন করবে;
- মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর প্যাকেটের মুখ যথাযথভাবে সিলগালা আছে কিনা তা এসকর্ট কমান্ডার পরীক্ষা করবেন;
- এসকর্টের গাড়ি বহর কোন পথে যাতায়াত করবে তা কমান্ডার ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ব্যতীত অন্যদের আবশ্যক না হলে জানানোর দরকার নেই;
- চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পর অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লিখিতভাবে হস্তান্তর করতে হবে ইত্যাদি।

২৫.৬ মৃতদেহ এসকর্ট:

- ক) পুলিশ সদস্যগণের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ যথাযথ ধর্মীয় ভাবগান্তিয়ের সাথে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- খ) মৃত ব্যক্তির নিকটাতীয়দের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে লাশ পরিবহণ, হস্তান্তর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে;
- গ) লাশ পরিবহণের সময় যাবতীয় খরচ এসকর্ট দলের কমান্ডার যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রদানসাপেক্ষে বহন করবেন;
- ঘ) এসকর্ট দল টর্চলাইট, রশি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাথে বহন করবেন;
- ঙ) রাস্তায় চলাচলের সময় নিজের ইউনিটের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন;
- চ) যে স্থানে সৎকার করা হবে সে স্থানের পুলিশ ইউনিটকে পূর্ব হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে অবগত করতে হবে;
- ছ) মৃতদেহের শেষকৃত্যানুষ্ঠান পর্যন্ত সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা এসকর্ট দলের সদস্যগণ করবেন ইত্যাদি।

২৫.৭ এসকর্ট এর জনবল নির্ধারণ:

- যাতায়াত ব্যবস্থা, আসামীদের সংখ্যা, অর্থের পরিমাণ, মালামাল বা দলিলাদির গুরুত্ব, ভিআইপির গুরুত্ব, ঝুঁকি, যানবাহনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় এসকর্ট এর জনবল নির্ধারিত হবে (পিআরবি -৭০৪)।
- একজন চৌকস এসকর্ট কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে এসকর্ট দল প্রেরণ করতে হবে (পিআরবি -৬৯৯, ৭০১-খ)।

২৫.৭.১ পিআরবি বিধি ৭০১। এসকর্ট অধিগ্রহণ এবং এসকর্ট সংক্রান্ত সাধারণ বিধিসমূহ:

- (ক) কেবলমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত ইডেন্টিফিকেশন দিতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রত্যেক এসকর্টের জন্য বিপি ফরম নম্বর ১৪৫-এ একটি পৃথক অধিযাচনপত্র পেশ করতে হবে।
- (খ) পুলিশ সুপার সরবরাহ করবার মতো এসকর্টের জনবল নির্ধারণ করবেন, যখন তা বিধিতে লেখা থাকবে না (দ্রষ্টব্য ৭০৪-৭০৭ প্রবিধিসমূহ)।
- (গ) সাধারণ ক্ষেত্রে এসকর্ট সরবরাহের জন্য ৪৮ ঘন্টা পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এসকর্ট পাঠাবার জন্য ২৪ ঘন্টা পূর্বে নোটিশ দিতে হবে যাতে পুলিশ সুপার এসকর্টের পূর্ণ জনবল সরবরাহ করতে পারেন।
- (ঘ) জেলা অফিসারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসকর্ট পাঠাতে অসুবিধায় পরলে পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিক রেঞ্জ ডিআইজিকে বিষয়টি জানাবেন এবং রেঞ্জ ডিআইজি সে অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।
- (ঙ) বিধি অনুসারে যত সম্ভব রেলওয়ে এবং অভ্যন্তরীণ স্টীম নেভিগেশন লাইনকে ব্যবহার করা হবে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে সংক্ষিপ্ত সড়ক কাজে লাগাতে হবে।
- (চ) যখন বড় এসকর্ট পাঠাতে হবে তখন বেশ পূর্বে ভাগেই ট্রেন অথবা স্ট্রিমার অথবা বাসের যথেষ্ট স্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রত্যেক সহকারী দারোগা অথবা প্রধান কনস্টেবল সুনির্দিষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জওয়ানের দায়িত্বে থাকবেন এবং তাদের একটি তালিকা তার নিকট রাখবেন।

- (ছ) যে কর্মকর্তার নিকট এসকর্ট অর্পণ করা হয়েছে যাতায়াত ব্যয়সহ সকল ব্যয় তিনি বহন করবেন এবং তা কোন ক্রমেই পুলিশের দায়িত্বের অংশ হবে না [দ্রষ্টব্য ৭০৩(খ) প্রবিধান]।
- (জ) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে বন্দি এবং মূল্যবান সম্পদ একত্রে পাঠানো যাবে না।
- (ঝ) পুলিশ সুপার রেলযোগে মূল্যবান সম্পদ প্রেরণ করবেন না। অথবা রেলযোগে পাঠানো সম্পদ গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ সকল সম্পদ রেলওয়ে স্টশনে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।
- (ঞ) এসকর্ট রেল, স্টীমার অথবা নৌকা অথবা বিশেষ নির্দেশনা ব্যতিরেকে কখনও রাত্রিতে ভ্রমণ করবে না; একটি দল এমনভাবে চলবে যাতে তারা থানা অথবা অন্যান্য নিরাপদ স্থানে থাকতে পারে, যেখানে রাত্রিকালীন বিরতির সময় বন্দীরা থাকতে পারে এবং মূল্যবান সম্পদ রাখা যায়।
- (ট) জেলায় ফিরতি এসকর্ট যাতে সম্মাব্য সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সেই জন্য বন্দী অথবা মূল্যবান সম্পদ সম্বলিত এসকর্টে ইন্ডেন্টিং অফিসারগণ বাহিনীর অগ্রমগমন পথ ধরে চলবেন।
- (ঠ) এসকর্ট ফিরিবার পথে যে জেলায় তারা রয়েছেন অথবা তাদের চলবার পথে যেকোন জেলায় যখনই সম্ভব হবে তখনই তারা মূল্যবান সম্পদ অথবা বন্দী হস্তান্তরের সুযোগ গ্রহণ করবেন।
- (ড) এসকর্ট বন্দী অথবা মূল্যবান সম্পদসহ বিজের জেলায় ফিরিবার পূর্বে যখন সদর দপ্তর অথবা জেলায় থামবে অথবা এসকর্ট একত্রিত হয়ে পুলিশ লাইন্স অথবা থানার প্রাঙ্গণে থাকবে।
- (ঢ) যখন কোন ট্রেজারী কর্মকর্তাকে প্রেরিত অর্থসহ পাঠানো হবে, তিনি মূল্যবান সম্পদ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং সকল ব্যাগ এবং তালা ফিরিয়ে আনবেন।
- (ণ) যখন পুরুষ বন্দীর পায়ে ভারী বেড়ী থাকবে, সেইক্ষেত্রে তাকে রেলওয়ে অথবা স্টীমার ঘাট হতে গরুর গাড়ি অথবা গাড়িতে করে নিতে হবে।
- (ত) মহিলা অথবা কিশোর বন্দীদিগকে যতটা সম্ভব বয়স্ক পুরুষ বন্দীগণের নিকট হতে দূরে রাখতে হবে।
- (দ) রেলযোগে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যখন বন্দীদের পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক-
- (১) সামরিক বন্দী পাঠানো হলে;
 - (২) প্রেরিত বন্দী এবং রক্ষীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে আটের অধিক হলে;
 - (৩) এমনকি একজন বন্দীকেও পাঠানো হলে সে যদি হিংসাত্মক অথবা মারাত্মক হয়ে ওঠে; এবং
 - (৪) বেসামরিক অথবা সামরিক উন্নত পাগল সদস্য পাঠানো হলে।
- (ধ) যখন বন্দী অথবা পাগলদের পরিবহনের জন্য অথবা বন্দী অথবা পাগলদিগকে পৃথক করিবার জন্য লোহার কাঠামোওয়ালা কম্পার্টমেন্টসমূহ ভাড়া করা হবে।
- (ন) যখন সাজপ্রাণ্ত কয়েদীরা এসকর্টের সহিত সড়কপথে সমন্ত যাত্রাপথ অথবা আংশিক ভ্রমণের জন্য রওয়ানা হবে, সেই ক্ষেত্রে তারা একদিনে ২০ মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করবে না [দ্রষ্টব্য (ঞ) দফা]।
- (প) (১) যেকোন সময়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যখন কয়েদীদিগকে থামবার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারটি দরকার হয়ে পড়বে, সেইক্ষেত্রে সমগ্র বাহিনী থামবে এবং এই সকল উদ্দেশ্যে এক সময়ে দুইজনের বেশি কয়েদীর বন্দুনমুক্ত করা যাবে না।
- (২) কয়েদীদিগকে রান্না-বাড়া এবং খাবার জন্য অনুমোদিত যাত্রাবিরতি ব্যতিরেকে দিনে সাধারণত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দুইবার যাত্রাবিরতির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।
- (৩) যখন যাত্রাপথের একটি থানাকে যাত্রা বিরতির স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেইক্ষেত্রে উক্ত থানার ভারপ্রাণ কর্মকর্তা এসকর্ট কমান্ডারকে যুক্তিসংগত সকল ধরনের সহায়তা করবেন।
- (৪) মারাত্মক ভিড় এড়াইবার জন্য রাত্রিকালে বন্দীদিগকে যেই হাজতখানায় রাখা হবে তাহা মাপতে হবে।
- (ব) (১) রেলওয়েয়োগে বন্দীদিগকে এসকর্ট করিবার প্রবিধানসমূহ যতটা সম্ভব স্টীমারযোগে বন্দীদিগকে এসকর্ট করিবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেই সকল বন্দীদিগকে ৬ মাসের বেশি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, যাদের পূর্বে সাজা হয়েছিল এমন বন্দী যারা গুরুতর অপরাধের দরুণ বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে অথবা যারা ভয়ংকর বলে জানা গেছে, এমন সকল বন্দীর পায়ে বেড়ী এবং একই সঙ্গে হাতে হাতকড়া লাগাতে হবে।
- (২) একজন বন্দী যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবে তখন একটি চেইন ব্যবহার করতে হবে, চেইনটির শেষ প্রান্ত দরজার নিচ দিয়া বাহির করিয়া প্রহরীর হাতে ধরা থাকবে।

(৩) নদীপথে স্টীমার যাত্রাকালীন সময়ে এসকর্ট কমান্ডার তাহার হেফাজতে রাখিত বন্দীগণ-সংত্রাস সকল অবস্থা স্টীমার অথবা ফ্লাটের কমান্ডার অথবা সারেংকে জানাইবেন এবং সকল ঝামেলার সময় তাহার নিকট পরামর্শ ও সহায়তা চাবেন।

২৫.৮ পিআরবি বিধি ৭০৩। নিয়মানুযায়ী আসামী ও মূল্যবান সম্পদ সড়ক, নৌ ও রেলপথে পরিবহণের সময় একজন এসকর্ট কমাণ্ডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) (১) একজন এসকর্ট কমান্ডার এসকর্ট গ্রহণ করার পূর্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ এবং হাতকড়া, পায়ের বেঢ়ি এবং লর্ডন ইত্যাদি রিজার্ভ অফিসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন।

(২) এসকর্ট কমান্ডার দলের পুলিশ সদস্যদের সাথে একই বগিতে ভ্রমণ করবেন।

(খ) যে অফিসারের কাছে এসকর্ট সরবরাহ করা হয়েছে তার লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকে এসকর্ট কমান্ডার উক্ত স্থান ত্যাগ করবেন না।

(গ) এসকর্ট কমান্ডার এসকর্টের আওতাধীন সব ব্যক্তি এবং জিনিসপত্র খুব কাছাকাছি রাখবেন এবং পাশে পুলিশ মোতায়েন করবেন।

(ঘ) তিনি মূল্যবান সম্পদ বা বন্দী বহনকারী গাড়ি এবং চালকদের সাথে বাইরের লোকদের কোন প্রকার যোগাযোগের অনুমতি দেবেন না।

(ঙ) তিনি চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর এসকর্ট করা বন্দি অথবা জিনিসপত্র কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে অর্পণ করে রশিদ নেবেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর তা রিজার্ভ অফিসে দাখিল করবেন।

(চ) এসকর্ট কমান্ডার স্টেশনে প্রত্যাবর্তনগামী এসকর্টগুলিকে একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ফিরিয়ে আনবেন।

(ছ) তিনি কয়েদিদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই তাদেরকে হাতকড়া এবং পায়ের বেঢ়ি নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করবেন।

(জ) তিনি যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বে বন্দিগণের শরীর তল্লাশি করে দেখবেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

(ঝ) এসকর্ট কমান্ডার তার গৃহীত তহবিল থেকে বন্দিগণের ও যাতায়াত বাবদ খরচ মেটাবেন এবং ব্যয়কৃত খরচের একটি হিসাব রাখবেন।

(ঞ) তিনি গন্তব্যে পৌঁছার পর তার কাছে যে তহবিল প্রদান করা হয়েছিল তার একটি রশিদ হিসাব গ্রহণকারী জেল সুপারের কাছে প্রদান করবেন।

(ট) (i) এসকর্ট কমান্ডার ভ্রমণের সময় কোন সদস্য বা বন্দি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

(ঠ) (i) এসকর্ট করার সময় একজন বন্দি যদি খুন করার লক্ষ্যে হামলা চালায় এবং আক্রমণের শিকার ব্যক্তির মৃত্যু বা জখম হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এসকর্ট কমান্ডার বন্দিদের ওপর গুলি চালাবার ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ দিতে পারবেন।

(ড) কোন বন্দি এসকর্ট দল থেকে পলায়ন করলে সাথে সাথে নিকটস্থ থানাকে জানাতে হবে।

(ঢ) এসকর্ট কমান্ডারের ওপর যদি হামলা চালানো হয় তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

(ণ) (১) বন্দিদেরকে ওঠানামা করার সময় তাদের পায়ের বেঢ়ি ও হাতকড়া পরীক্ষা করে দেখবেন নিরাপদ আছে কি না।

(ত) এসকর্ট কমান্ডার এসকর্ট চলার সময় যদি প্রয়োজন মনে করেন নিকটবর্তী থানায় সংবাদ দেবেন। এ সব থানা তখন এসকর্টকে সহায়তা করবে।

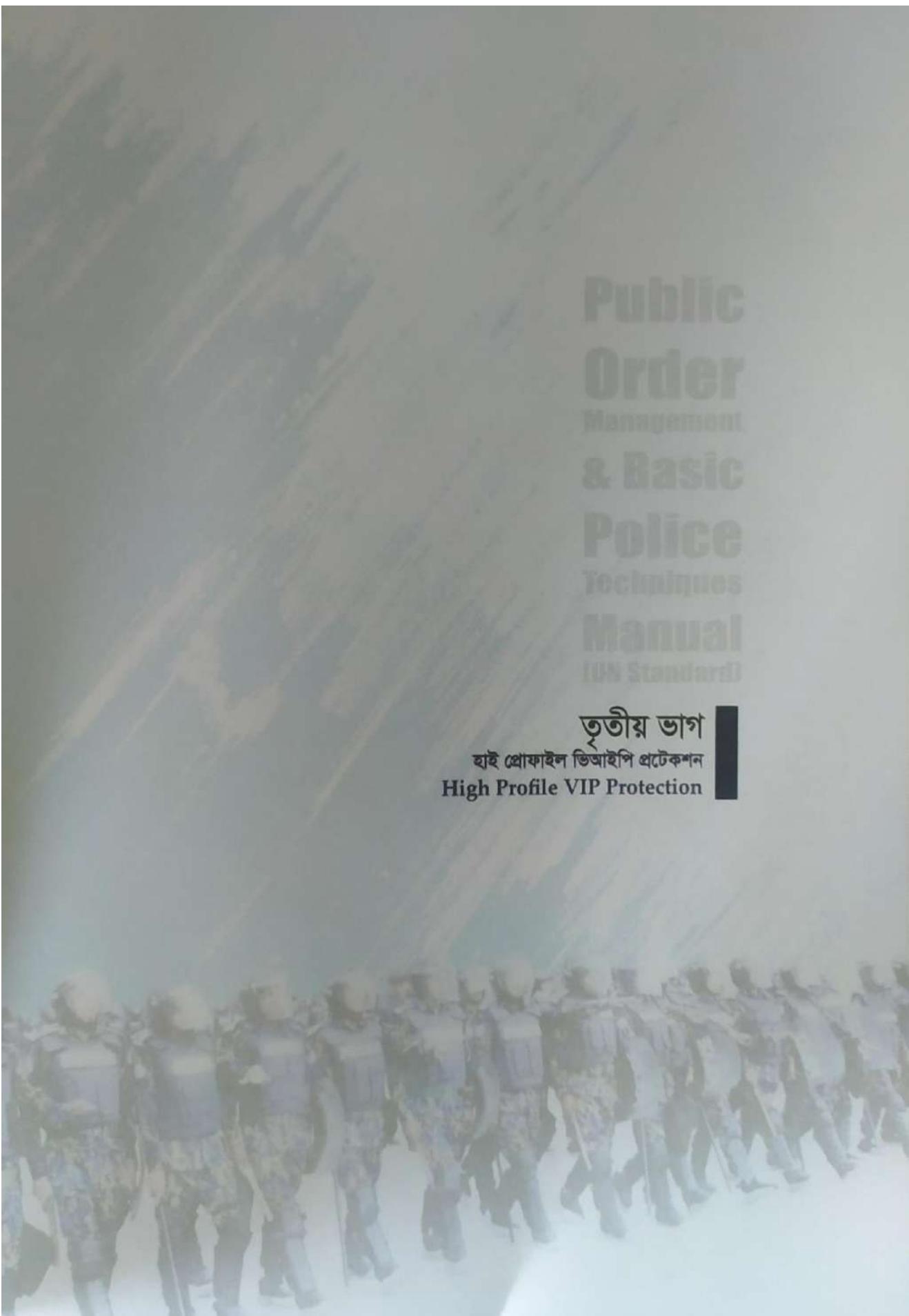
(থ) এসকর্ট কমান্ডার যে সব বাক্স, মোড়ক ঠিকভাবে প্যাকিং করা নয় তিনি তা গ্রহণে অধীক্ষিত জানাবেন।

(দ) এসকর্ট কমান্ডার মূল্যবান সম্পদ এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়ার সময় রেল পুলিশের সহায়তা চাইতে পারবেন। তখন রেল পুলিশ তাদের সহায়তা করবেন।

(ধ) এসকর্ট কমান্ডার প্রত্যাবর্তনের পর রিজার্ভ অফিসারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং তার খরচের একটি হিসাব দেবেন।

তথ্যসূত্র:

- কনস্টবল সারঘন্ত, মোঃ মতিয়ার রহমান, রবি পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
- পিআরবি বিধি: ৩৩১, ৩৩২, ৭০০-৭২০, ৭২২, ৭২৫, ১১৬১
- "Convoy Escort" UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- "Escort" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009



Public
Order
Management
& Basic
Police
Techniques
Manual
(UN Standard)

তৃতীয় ভাগ
হাই প্রোফাইল ভিআইপি প্রটেকশন
High Profile VIP Protection

ষড়বিংশ অধ্যায়

হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি Security Duty of High Profile VIP

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২৬.১ ভিআইপি, বাংলাদেশে বিবেচিত হাই প্রোফাইল ভিআইপি, ভিআইপি সম্পর্কে আইন ও বিধি, নিরাপত্তা প্রদান এলাকা, নিরাপত্তা জোন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- ২৬.২ হাই প্রোফাইল ভিআইপির আগমনস্থলে করণীয়, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় সে সম্পর্কে জানা; এবং
- ২৬.৩ বহিঃবেষ্টনী নিরাপত্তা ডিউটি, গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা ডিউটি, নিরাপত্তা ডিউটির সদস্যদের সাধারণ যোগ্যতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধে পুলিশের করণীয় অবহিত হওয়া।

২৬.১ ভিআইপি / হাই প্রোফাইল ভিআইপি:

যখন কোন ব্যক্তিকে তাঁর পদবীর গুরুত্বের কারণে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাকে ভিআইপি বলে। ভিভিআইপি বলতে সাধারণত ভিআইপির চেয়ে উঁচু পদাধিকারীকে বুঝায়। যদিও রেড বুক ও ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী ভিভিআইপি বলে কোন পরিভাষা নেই।

২৬.১.১ বাংলাদেশে বিবেচিত হাই প্রোফাইল ভিআইপিরা হচ্ছেন:

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী
- সরকারের মেয়াদান্তে প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত;
- রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব হস্তান্তরের পরবর্তী তিন মাস; এবং
- বাংলাদেশে আগত বিদেশী রাষ্ট্রপথান বা সরকারের প্রধানগণ।

এছাড়াও গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার যাদের ভিআইপি ঘোষণা করেন।

২৬.১.২ ভিআইপি সম্পর্কে আইন ও বিধি:

- রেডবুক
- ডিএসবি ম্যানুয়াল, ১৯৮৬

- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা ও নির্দেশাবলী, ২০০২

- বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী অর্ডিন্যাল, ১৯৮৬
- Rules for the Protection of the Persons of the Ministers, ১৯৭৫

২৬.১.৩ অবস্থান অনুসারে হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে মূলত চার এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। যথা:

- কার্যালয় নিরাপত্তা
- বাসভবন নিরাপত্তা
- অনুষ্ঠান বা সমাবেশ স্থলে মধ্য নিরাপত্তা
- গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা

২৬.১.৪ নিরাপত্তা জোন

হাই প্রোফাইল ভিআইপির কার্যালয় বা বাসভবনকে তিনটি নিরাপত্তা ব্লকে ভাগ করা হয়। যথা:

২৬.১.৪.১ রেড ব্লক:

ভিআইপি যেখানে অবস্থান করেন সেই রুম ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে রেড ব্লক বলে। রেড ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) সদস্যগণ থাকেন।

২৬.১.৪.২ গ্রীন ব্লক:

ভিআইপি যে ভবনে অবস্থান করেন, সেটিকে গ্রীন ব্লক বলে। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) সদস্যগণ এই ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।

২৬.১.৪.৩ হোয়াইট ব্লক:

ভিআইপির অবস্থান করা ভবনের বহিরাংশ হতে বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত অংশকে হোয়াইট ব্লক বলে। ইউনিফর্ম পরিহিত সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণ এই ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।

২৬.১.৫ নিরাপত্তা বেষ্টনী / Protection Cordon:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির অনুষ্ঠান / সমাবেশ স্থলে নিরাপত্তার জন্য সাধারণত তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করা হয়। যথা:

২৬.১.৫.১ অঙ্গবেষ্টনী / Inner Cordon:

বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) সদস্যগণ সাধারণত হাই প্রোফাইল ভিআইপির চতুর্দিকে ১০ মিটার জায়গার মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে এই বেষ্টনী গঠন করেন।

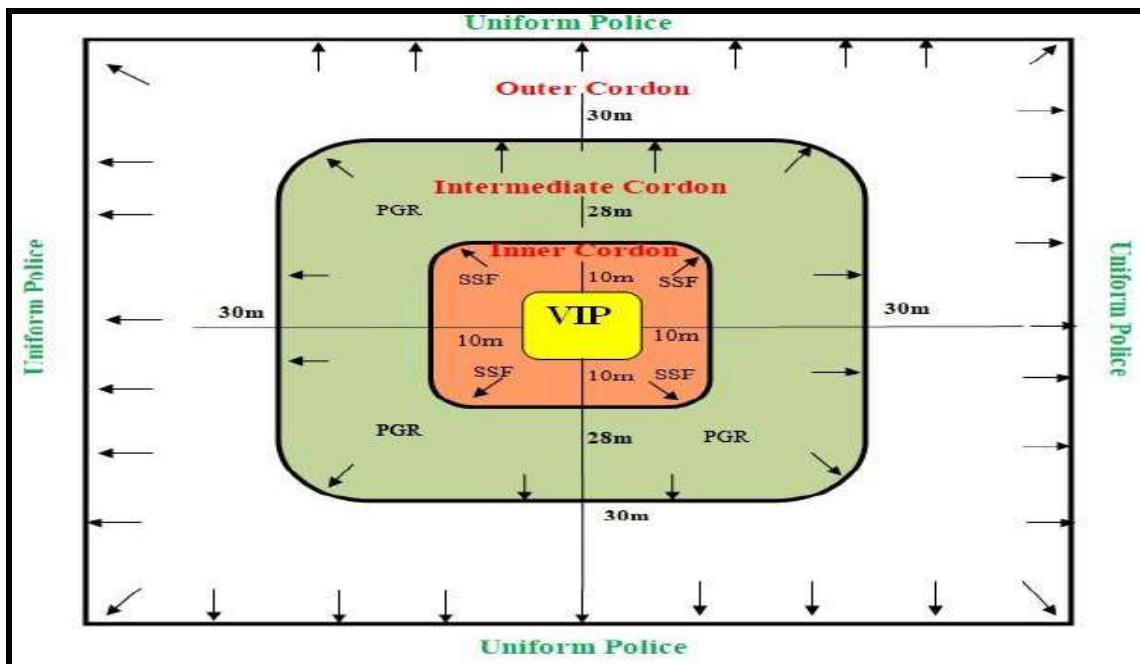
২৬.১.৫.২ মধ্যবর্তী বেষ্টনী / Intermediate Cordon:

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (PGR) সদস্যগণ সাধারণত ভিআইপির চতুর্দিকে অঙ্গবেষ্টনী হতে ২৮ মিটার জায়গার মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে মধ্যবর্তী নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করেন।

২৬.১.৫.৩ বহিবেষ্টনী / Outer Cordon:

পোশাক পরিহিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এই নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করেন। সাধারণত মধ্যবর্তী বেষ্টনী হতে ৩০ মিটার জায়গার মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়ে এবং ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে পুলিশ সদস্যরা বহিবেষ্টনী গঠন করেন।

এছাড়াও মধ্যবর্তী বেষ্টনী এবং বহিবেষ্টনীর মাঝে এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন বেষ্টনী (Isolated Cordon) থাকতে পারে। গোয়েন্দা সদস্যগণ / সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা ও এই বেষ্টনীর অংশ হয়ে থাকেন।



চিত্র: হাই প্রোফাইল ভিআইপির বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী

২৬.২ হাই প্রোফাইল ভিআইপির আগমনস্থলে করণীয়:

- অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে অনুষ্ঠানস্থলে / আবাসস্থল, গমনাগমন, হেলিপ্যাড কিংবা অবতরণস্থল পর্যবেক্ষণ / Surveillance শুরু করতে হয়;
- Skeleton Deployment ২৪ ঘন্টা পূর্বে করতে হয়;
- অনুষ্ঠানস্থলে ২ হতে ৬ ঘন্টা পূর্বে পরিপূর্ণ পুলিশ নিয়োগ করতে হয়;
- প্রাথমিক সুইপিং ১ হতে ২ দিন পূর্বে করতে হয়;
- চূড়ান্ত সুইপিং ২ হতে ৬ ঘন্টা পূর্বে করতে হয়;
- ভিআইপি আগমনের পূর্বে মোটরকেড রিহার্সেল করতে হয়;
- জরুরী অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উভব হলে হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে নিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগের রাস্তা ঠিক করে রাখতে হয় ইত্যাদি।

২৬.২.১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ / Entry Control:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ। কেননা, কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজের লোক, সাংবাদিক ইত্যাদি ছদ্মবেশে বেষ্টনী ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে। পুলিশের বিশেষ শাখা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২৬.২.২ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ◆ কোন অবস্থাতেই পরিচিতি নিশ্চিত না হয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না;
- ◆ প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাদের পরিচিতিপত্র আছে তাদের পরিচিতিপত্র পরীক্ষা করতে হবে;
- ◆ নিম্নরূপ নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যাকে নিম্নরূপ করা হয়েছে তিনিই প্রবেশ করছেন;
- ◆ সাংবাদিকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ডিউটি পাস এবং অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড উভয়ই পরীক্ষা করতে হবে। ক্যামেরা এবং ভিডিও ক্যামেরার ক্ষেত্রে ছবি তুলিয়ে পরীক্ষা করতে হবে;
- ◆ আমন্ত্রিত অতিথিদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আয়োজক পক্ষের সহায়তা নিতে হবে;
- ◆ সকল ক্ষেত্রেই ভদ্র কিন্তু দৃঢ় আচরণ করতে হবে;
- ◆ মহিলা দর্শনার্থীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী পুলিশ (পোশাক / সাদা পোশাকে দৃশ্যমান আইডি কার্ডসহ) নিয়োজিত করতে হবে।
- ◆ মানসিকভাবে অপ্রকৃতিত্ব ব্যক্তি কিংবা ভিক্ষুক / অ্যাচিত ব্যক্তিদের প্রবেশ পথে দাঁড়াতে না দেওয়া ইত্যাদি।

২৬.৩ বহিবেষ্টনী নিরাপত্তা ডিউটি:

- ডিউটিতে দাঁড়ানোর পূর্বে দলনেতাকে পরিষ্কার ভাষায় ত্রিফ করতে হবে;
- পুলিশ সদস্যদের এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে ৩৬০ ডিগ্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়;

- সকল ডিউটিরত ব্যক্তির মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিটি সদস্যের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা (AOR) সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে;
- ডিউটিরত অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খাবার গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা যাবে না;
- দলনেতা প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে জানবেন;
- দলনেতার অনুমতি ছাড়া কেউ ডিউটি পোষ্ট ত্যাগ করতে পারবেন না;
- নির্ধারিত ব্যক্তি ব্যতীত ডিউটির সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না ইত্যাদি।

২৬.৩.১ গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা ডিউটি:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির চলাচলের সময় Route Protection ডিউটিতে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন:

- ডিউটিরত সদস্যের রাস্তায় ভিআইপির বিপরীতদিকে মুখ করে আশেপাশের মানুষজন, স্থাপনা ও বস্তুর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন;
- রাস্তার পাশে ব্যাগ, বাল্ক ইত্যাদি হাতে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়া যাবে না;
- হাই প্রোফাইল ভিভিআইপিকে দেখার জন্য পথের দিকে কোন অবস্থাতেই ফেরা যাবে না;
- ডিউটিতে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে সমস্ত রাস্তায় ভিআইপির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়;
- শাখা রাস্তা বন্ধ অবস্থায় সামনের সারির গাড়িগুলোর ইঞ্জিন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
- ভিআইপির গমনাগমনকালীন সময়ে পথচারীদের রাস্তা পারাপার অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে;
- ভিআইপি গমনাগমনের সময় ভিআইপি দিকে তাকিয়ে স্যালুট করা যাবে না;
- মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না;
- পাগল, ভিক্ষুক শ্রেণির লোকজনকে আশে পাশে দাঁড়াতে না দেওয়া ইত্যাদি।

২৬.৩.২ নিরাপত্তা ডিউটিতে নিয়োজিত সদস্যদের সাধারণ ঘোষ্যতা:

- সঠিকভাবে পোশাক পরিচ্ছন্দ পরিধানের মাধ্যমে Smartness নিশ্চিত করা;
- আগ্নেয়াক্ষ ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা;
- মানসিকভাবে সবসময় প্রস্তুত থাকা (Mental Presence);
- ভদ্র কিন্তু দৃঢ় আচরণ করা;
- দায়িত্ব কর্তব্য ও দায়িত্বপূর্ণ এলাকা (AOR) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
- আত্মরক্ষা (Self Defence) কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা;
- দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করা;
- নিরাপত্তা ঝঁকি সম্পর্কে ধারণা রাখা;
- অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা রাখা;
- Improvised Explosive Device (IED) সম্পর্কে ধারণা রাখা;
- সম্ভাব্য শক্র / আক্রমণকারী সম্পর্কে ধারণা রাখা;
- যে কোনো অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা রাখা;
- শক্রের আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা রাখা ইত্যাদি।

২৬.৩.৩ সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ / Threats:

- কোন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক পরিকল্পিত সংঘবন্ধ আক্রমণ;
- ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক আক্রমণ;
- উঁচু ভবন, স্থাপনা, স্থান ইত্যাদি হতে স্লাইপিং আক্রমণ;
- শক্রের আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে ধারণা;
- (IED) সম্পর্কে ধারণা;

- আত্মাতী বোমা ব্যবহার করে হামলা;
- গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা;
- রিমোট কন্ট্রোল বা টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আক্রমণ;
- খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশিয়ে নাশকতা সৃষ্টি করা
- আক্রমণাত্মক / বিদ্রুপমূলক কোনো শোগান দেওয়া বা প্ল্যাকার্ট প্রদর্শন করা;
- ড্রোন (Dron) এর মাধ্যমে ওপর থেকে আক্রমণ ইত্যাদি।

২৬.৩.৪ সম্ভাব্য বৃঁকি প্রতিরোধে পুলিশের করণীয়:

২৬.৩.৪.১ কোন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক পরিকল্পিত সংঘবন্দ আক্রমণ:

আক্রমণের পরিকল্পনাকারীদের প্রতিরোধ করতে হলে হাই প্রোফাইল ভিআইপির প্রোত্ত্বামের ভেন্যু ঘোষিত হবার পর পরই পুলিশের নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে। গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাকধারী পুলিশেরও এলাকায় হঠাতে এক বা একাধিক অপারিচিত ব্যক্তির আনাগোনা বেড়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঝখবর রাখতে হবে। বিশেষ করে আবাসিক হোটেল, মেস ইত্যাদি জায়গায় নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে। হাই প্রোফাইল ভিআইপির সম্ভাব্য ভেন্যুসমূহের আশেপাশের বাড়ীতে বসবাসকারী সদস্যদের সম্পর্কে খোঝখবর রাখতে হবে। তাদের বাড়ীতে নতুন সন্দেহজনক অতিথির আগমন ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। Reactive নয়, এক্ষেত্রে পুলিশের কার্যক্রম হবে Proactive। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকে অপরাধপ্রবণ এলাকায় রেইড করে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

২৬.৩.৪.২ ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক আক্রমণ:

যেসব ছদ্মবেশে দুষ্কৃতকারী হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করতে পারে সেগুলো হলো: সাংবাদিক, ফটোসাংবাদিক, বেয়ারা, কাজের লোক, এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা অন্যান্য সংস্থার সদস্য। এক্ষেত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বরত এসবি এবং পুলিশ সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্কতাবল্লায় থাকতে হবে। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড এবং ডিউটি পাশ উভয়ই পরীক্ষা করতে হবে। ফটোসাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ভিডিও এবং ষিল ক্যামেরা উভয়ই ছবি তুলিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। বেয়ারা বা অন্যান্য কাজের লোকদের ক্ষেত্রে ডিউটি পাশ ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এসবি কর্তৃক ডিউটি পাশ ইস্যু করার ক্ষেত্রে যাকে পাস প্রদান করা হচ্ছে তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু নিশ্চিত হয়ে পাশ ইস্যু করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অসনাক্ষুর ব্যক্তি ভিআইপির ভেন্যুতে প্রবেশ করবে না। যথাযথ চেকিং ছাড়া কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। পোশাকধারী পুলিশ সদস্যরা নিশ্চিত করবেন যে, নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে কেউ অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করছে না।

সাধারণত হাই প্রোফাইল ভিআইপির প্রোত্ত্বামে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়। কাজেই পুলিশের ছদ্মবেশে দুষ্কৃতকারীর প্রবেশ খুবই সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ইনচার্জকে অবশ্যই তার সাথে যারা ডিউটির আছেন তাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনে নিতে হবে।

২৬.৩.৪.৩ উঁচু ভবন, স্থাপনা, স্থান ইত্যাদি হতে ম্যাইপিং আক্রমণ:

ম্যাইপিং এর সম্ভাব্য পয়েন্টগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। অনুষ্ঠানস্থলের আশেপাশের উঁচু বিল্ডিং, গাছ ইত্যাদি ম্যাইপারের অবস্থান হতে পারে। অনুষ্ঠানস্থলে হাই প্রোফাইল ভিআইপি গাড়ি থেকে নামা বা গাড়িতে উঠার সময় ম্যাইপারের টার্গেট হতে পারেন। কাজেই অনুষ্ঠান শুরুর আগে সম্ভাব্য পয়েন্টগুলোতে তল্লাশি করতে হবে। রুফটপ ডিউটির পরিকল্পনার আগে প্রয়োজনীয় রেকি করতে হবে এবং এমনভাবে ডিউটি দিতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে প্রত্যেক তলায় ডিউটি দিতে হবে। হাই প্রোফাইল ভিআইপির অনুষ্ঠানস্থলের দিকে খোলা যায় এমন দরজা জানালা অনুষ্ঠান চলাকালীণ সময় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব না হলে পর্যাণ্ত কাভার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব না হলে পর্যাণ্ত কাভার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বাসভবন / কার্যালয়ের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী উঁচু ভবন থেকে নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

২৬.৩.৪.৪ আত্মাতী বোমা ব্যবহার করে হামলা:

আত্মাতী হামলা প্রতিরোধে পূর্বে বর্ণিত প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের উপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে ফুল, ফুলের তোড়া, মালা, ক্রেষ্ট ইত্যাদি উপহার দেবার বিষয়টি থাকলে এগুলো অবশ্যই ভালভাবে সুইপিং করতে হবে।

একবার সুইপিং হয়ে গেলে এগুলো অবশ্যই আয়োজক নয়, এসবি সদস্যদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। হাই প্রোফাইল ভিআইপির গমনাগমনকালীন রুট প্রটেকশন পার্টিকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখতে হয়।

২৬.৩.৪.৫ গাড়ি বোমার বিক্ষেপণ ঘটিয়ে হামলা:

গাড়ি বোমার আক্রমণ প্রতিরোধে হাই প্রোফাইল ভিআইপির প্রোগ্রামস্টলের আশেপাশে যত্রত্র পার্কিং নিবারণ করতে হবে। নিরাপদ দূরত্বে পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত কোন অবস্থাতেই মালিক বা চালক বিহীন গাড়ি প্রোগ্রামস্টলের আশে পাশে থাকতে দেয়া যাবে না। মালিক বা চালককে সনাত্ত করা সম্ভব না হলে অন্তিবিলম্বে গাড়ি সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। হাই প্রোফাইল ভিআইপির চলাচলের সময় শাখা রান্তসমূহের সামনের সারির গাড়ির ইঞ্জিন বক্ষ অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২৬.৩.৪.৬ রিমোট কন্ট্রোল বা টাইম বোমার বিক্ষেপণ ঘটিয়ে আক্রমণ:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির প্রোগ্রামের ভেন্যু হিসাবে ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেন্যুস্টলে পুলিশের Skeleton Deployment নিশ্চিত করতে হবে। ভেন্যু হিসাবে ঘোষণা হবার পর নির্মাণ কাজ, ষ্টেজ তৈরীর কাজ করা হলে অবশ্যই সার্বক্ষণিক এসবির সদস্য নিয়োগ করতে হবে। ভেন্যু সুইপিং এর সময় খুঁটিনাটি সকল কিছু সুইপিং করতে হবে। সুইপিং এর পর কোন অবস্থাতেই ভেন্যু আয়োজকদের তত্ত্বাবধানে রাখা চলবে না। এসবি এবং পোশাকধারী পুলিশের সার্বক্ষণিক Deployment থাকতে হবে। হাই প্রোফাইল ভিআইপির চলার পথে ব্রীজ, কালভার্ট থাকলে সাধারণত প্রোগ্রামের পূর্বের দিন সেগুলো সুইপিং করতে হয়। সুইপিং এর পর কোন অবস্থাতেই এসব ব্রীজ, কালভার্ট গার্ডহীন রাখা চলবে না। অনুষ্ঠানস্টলে মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ইলেক্ট্রনিক খেলনা, ডিভাইস ইত্যাদির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে।

২৬.৩.৪.৭ খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশিয়ে নাশকতা:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির খাদ্য ক্রয়, রান্না ও পরিবহনের সময় এসবি সদস্যদের সাথে থাকতে হবে। খাদ্য হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে পরিবেশনের পূর্বে এসবি সদস্য এবং ডাক্তার পরীক্ষা করবেন। ডিউচিতে সর্বোচ্চ মনোযোগ এবং সতর্ক থাকলেই খাদ্য বিষক্রিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

- ডিএসবি ম্যানুয়াল, ১৯৮৬
- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা ও নির্দেশাবলী, ২০০২
- বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬
- কনস্টবল সারগন্ট, মোঃ মতিয়ার রহমান, রবি পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম
- "Basic Tactics on VIP Protection", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- Rules for the Protection of the Persons of the Ministers, 1975

- "Security Duty of High Profile VIP" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গমনাগমনকালীন হাই প্রোফাইল ভিআইপির দৈহিক নিরাপত্তা ডিউটি Protective Security Duty of Moving High Profile VIP

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২৭.১ সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা ফরমেশন, ডায়মন্ড ফরমেশন নীতিমালা এবং সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন সম্পর্কে জানা; এবং
- ২৭.২ ভিআইপি গমনাগমনকালীন মোটরকেড সজ্জা / Close Protection Group Vehicle (CPGV), গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর থায়োগিক ধারণা, ভিআইপির উপর হস্তান্ত আক্রমণে করণীয় এবং ডিফেন্সিভ সার্কেল সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

২৭.১ সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা ফরমেশন / Protective Security Formations (প্রোটেকটিভ সিকিউরিটি ফরমেশন):

২৭.১.১ ফরমেশন নির্দেশিকা / Formation Guidelines (ফরমেশন গাইডলাইন্স):

- ফরমেশনের সকল এজেন্ট ভিআইপির সাথে মূভ করবেন;
- এজেন্ট ইন-চার্জ “আর্মস লেংথ রংল” মেনে চলবেন;
- কতজন এজেন্ট ফরমেশন গঠন করবে তা এজেন্টের পর্যাপ্ততা ও ভিআইপির গুরুত্বানুসারে এবং অনুষ্ঠানের ঝুঁকির উপর নির্ধারিত হয়;
- ভিআইপি আক্রমণের মুখে পড়লে এজেন্ট ইন-চার্জ অবশ্যই তাকে কাভার করবেন;
- ফরমেশনের সকল এজেন্ট অবশ্যই তাঁর দায়িত্বপূর্ণ এলাকা কাভার করবেন;
- এলাকা, অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে পূর্ব হতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে “যদি ঘটে, করণীয় কি?”
- এজেন্টদের মধ্যে “টীম ওয়ার্কের” মনোভাব থাকা অত্যাবশ্যিক;
- প্রয়োজনে অবস্থান্ত্যায়ী ভিআইপির নিরাপত্তা বিধানে কাজ করতে হবে;
- প্রত্যেক এজেন্টকে সুযোগ্যের অধিকারী হতে হবে এবং তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে;
- সর্বক্ষণই জড়ো হওয়া জনতার বিশেষ করে হাতের দিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- ফরমেশনের মাঝে ভিআইপির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচররাও থাকতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- সার্বক্ষণিক জনতার পাশাপাশি আশেপাশের উঁচুভবন / গাছপালা / উঁচু এলাকা কিংবা আকাশ থেকে দূর নিয়ন্ত্রিত ড্রোন দ্বারা ভিআইপির ওপর আক্রমণ করা সম্ভব। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ইত্যাদি।



চিত্র: ভিআইপির মুভমেন্ট



চিত্র: জনতার হাতের দিকে নজর রাখা

২৭.১.২ ডায়মন্ড ফরমেশন নীতিমালা / Diamond Formation Principles (ডায়মন্ড ফরমেশন প্রিন্সিপলস):

- ভিআইপির নিরাপত্তার জন্য অন্তঃবেষ্টনী কর্ডন করা;
- সর্বদাই সতর্কতার সাথে ভিআইপির অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে;
- দায়িত্বপূর্ণ এলাকা কাভার করা;
- সতর্কবস্ত্যায় অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে;
- এলাকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অ্যাডভান্স এজেন্ট ভিআইপি ও সকল এজেন্টকে পথ নির্দেশ করবেন;
- এলাকার অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা ও ঝুঁকির মাত্রান্ত্যায়ী ভিআইপি হতে এজেন্টদের দ্রুত নির্ধারিত হবে;
- জনবহুল এলাকা, পরিপার্শ্বে উঁচু ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বেশী থাকলে এজেন্টরা ভিআইপির কাছাকাছি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকবেন;
- উন্নত, কম জনবহুল এলাকায় এজেন্টরা নিরাপদ দূরত্বে হালকাভাবে অবস্থান নিবেন। ভিআইপির গুরুত্বানুযায়ী এজেন্ট সংখ্যা ও ফরমেশনের ধরন নির্ধারিত হয়;
- ভিআইপির চতুর্দিকে অবশ্যই ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করতে হবে;
- ভিআইপির চলাচলের পথ স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন রাখতে হবে ইত্যাদি।

২৭.১.৩ ভিআইপি পায়ে হেঁটে মধ্যে বা নির্দিষ্ট স্থানে গমনের সময় Protective Security Formations/সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন:

সাধা পোশাক পরিহিত বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ভিআইপির চতুর্দিকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে সম্মিলিতভাবে যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করে তাই Protective Security Formations.

Arm's Length Rule:

সাধারণত ভিআইপি পায়ে হেঁটে গমনের সময় তাঁর যেন চলতে সমস্যা না হয় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে উভয় দিক লক্ষ্য রেখে এজেন্ট ইন-চার্জ ভিআইপি হতে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব রেখে অবস্থান করে, ইহাই Arm's Length Rule.

বিভিন্ন প্রকার Protective Security Formations:

সাধারণত Close Physical Protection Group (CPPG) এর সদস্যরা ভিআইপির ঝুঁকির মাত্রা, এলাকা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও গুরুত্বানুসারে Protective Security Formations গঠন করেন।

Protective Security Formations এ ব্যবহৃত সূচকের ব্যাখ্যা (সংস্থা ও অবস্থানুযায়ী এজেন্টদের নাম পরিবর্তিত হতে পারে):

AIC = Agent In- Charge

ইনি ভিআইপির নিরাপত্তায় নিয়োজিত এজেন্টদের প্রধান। সাধারণত ভিআইপির পিছনে আর্মস লেংথ পরিমাণ জায়গা নিয়ে ডানে বা বামে অবস্থান করেন।

SL = Shift Leader

ইনি উক্ত সময়ের নিয়োজিত এজেন্ট দলের দায়িত্বে থাকেন। সাধারণত ভিআইপি'র জন্য যে সাইড ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয় তিনি সে দিকে অবস্থান নেন।

ADV = Advance

ইনি ভিআইপির গমনাগমনের রাস্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সবার সামনে অবস্থান করে পথ নির্দেশ করেন।

FR = Front Right

ইনি ভিআইপির সামনে ডানে অবস্থান করেন।

FL= Front Left

ইনি ভিআইপির সামনে বামে অবস্থান করেন।

RR = Rear Right

ইনি ভিআইপির পিছনে ডানে অবস্থান করেন।

RL= Rear Left

ইনি ভিআইপির পিছনে বামে অবস্থান করেন।

WA= Well Agent

উপরোক্ত এজেন্টদের ছাড়াও অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হলে তাকে Well Agent বলে।

১. One Agent Formation (Escort):

সাধারণত Agent In-Charge (AIC) ভিআইপির পিছনে সতর্কাবস্থায় থেকে ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করেন।



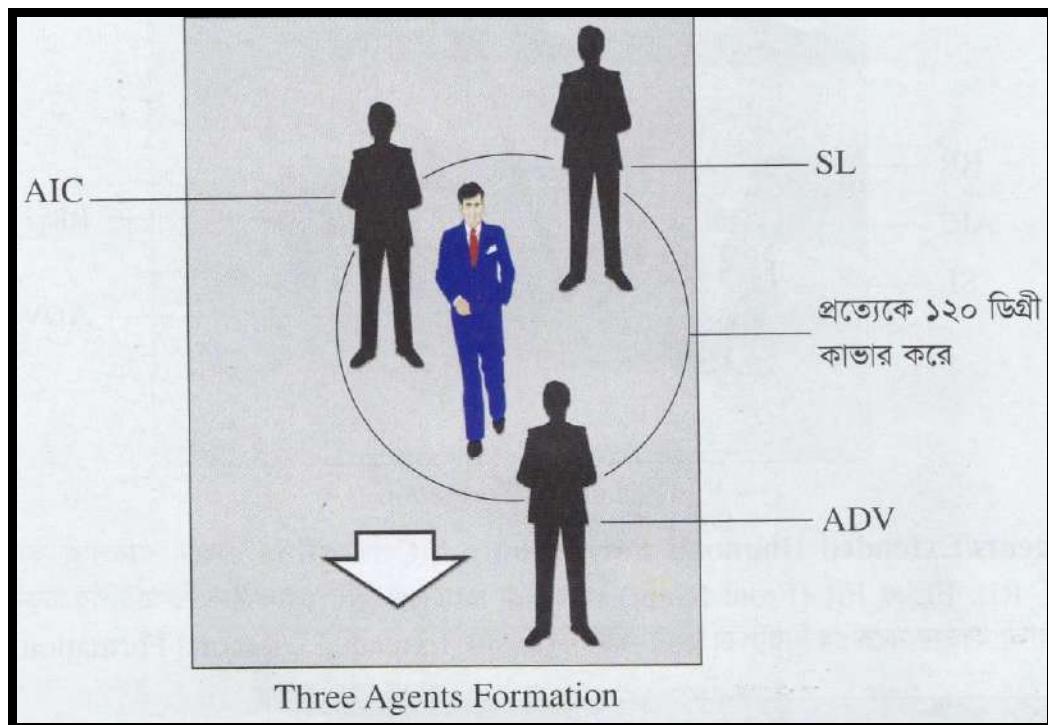
২. Two Agents Formation:

Advance Agent (ADV) ভিআইপির সামনে থেকে পথ নির্দেশ করে ও AIC পিছনে থাকে এবং উভয়ে আলাদাভাবে ১৮০ ডিগ্রী পরিমাণ এলাকা কাভার করে নিরাপত্তা প্রদান করেন।



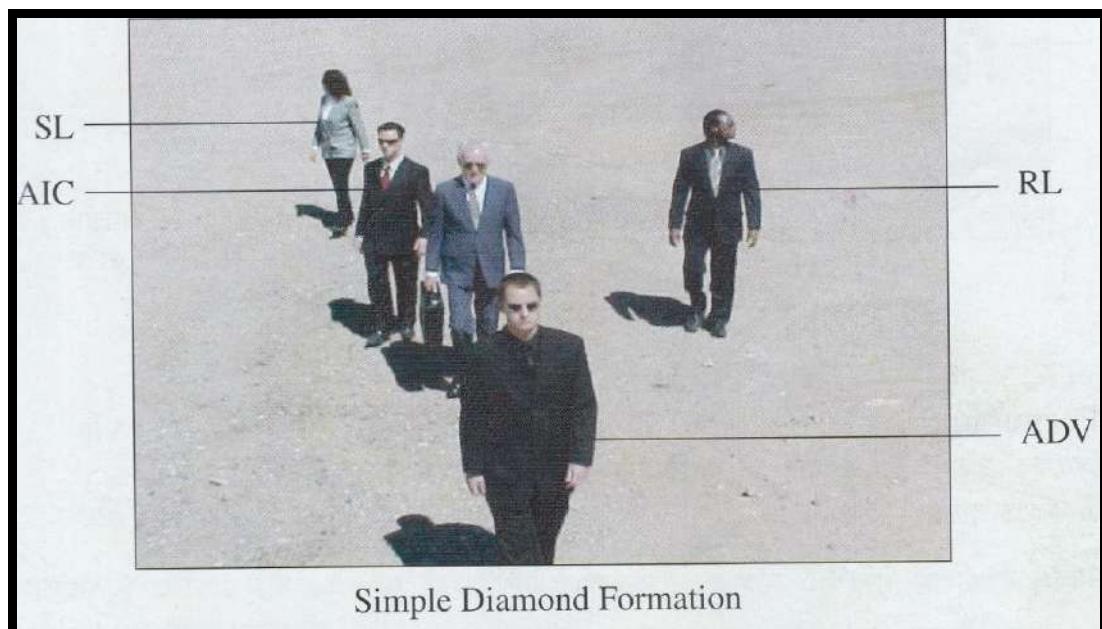
৩. Three Agents Formation:

AIC, ADV ও SL (Shift Leader) প্রত্যেক এজেন্ট ১২০ ডিগ্রী পরিমাণ এলাকা কাভার করে ভিআইপির চতুর্দিকে যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করে তাই Three Agents Fromation.



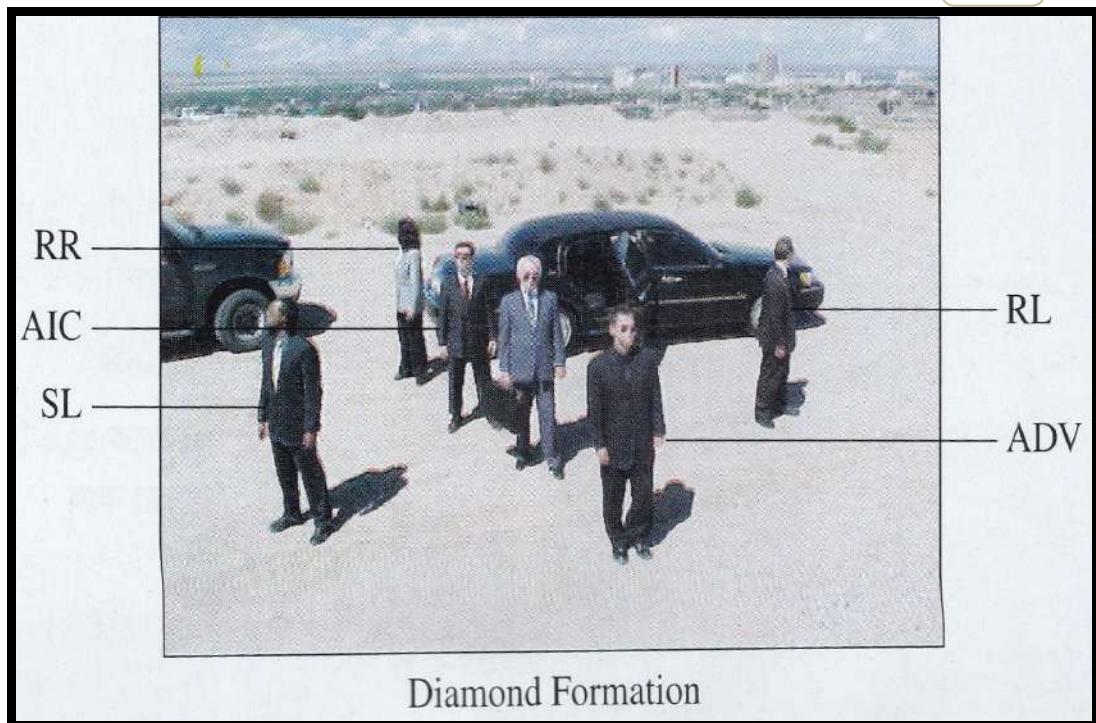
৮. Four Agents / Simple Diamond Formation:

AIC ভিআইপির পিছনে Arm's Length Distance এ থাকে এবং ADV, SL, RL (Rear Left) এজেন্টরা প্রত্যেকে ১২০ ডিগ্রী পরিমাণ এলাকা কাভার করে হাই প্রোফাইল ভিআইপির চতুর্দিকে যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করে তাই Four Agents / Simple Diamond Formation.



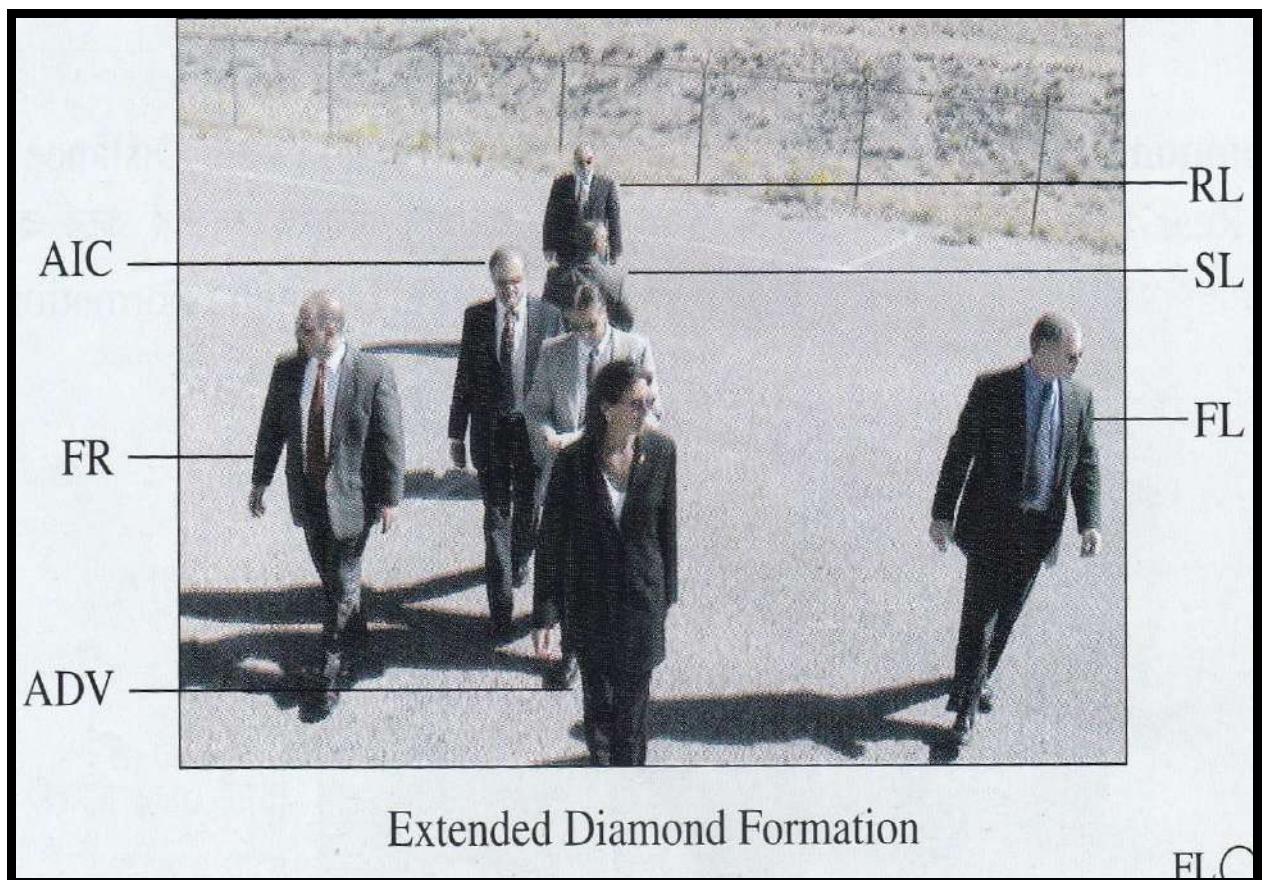
৯. Five Agents / Diamond Formation:

AIC ভিআইপির পিছনে এবং ADV, SL, RL ও RR (Rear Right) এজেন্টরা হাই প্রোফাইল ভিআইপির চতুর্দিকে ৯০ ডিগ্রী পরিমাণ এলাকা কাভার করে যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করে, তাই Diamond Formation.



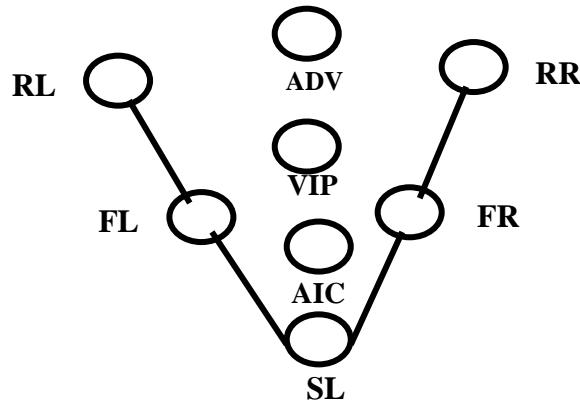
৬. Six Agents / Extended Diamond Formation:

AIC ভিআইপির পিছনে ডানপাশ কাভার করে এবং SL, ADV, RL, FL ও FR (Front Right) এজেন্টরা প্রত্যেকে হাই প্রোফাইল ভিআইপির চতুর্দিকে ৬০ ডিগ্রি পরিমাণ এলাকা কাভার করে যে নিরাপত্তা বলয় গঠন করে, তাই Extended Diamond Formation.

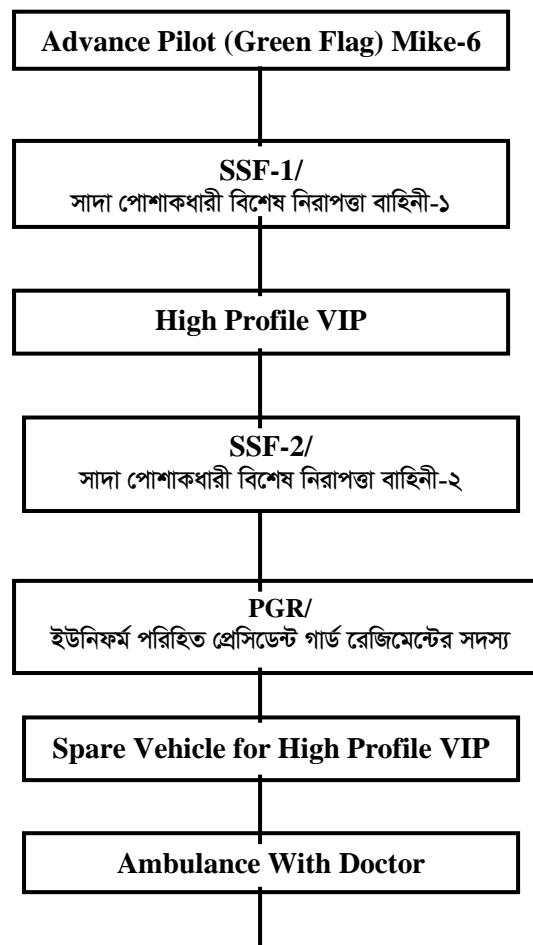


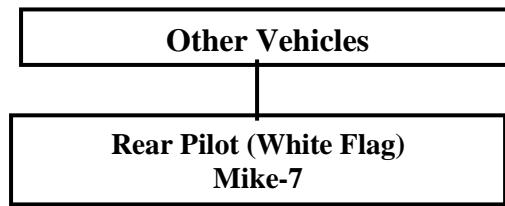
৭. V Formation:

প্রচুর লোকের সমাগমস্থলের মধ্য দিয়ে ভিআইপি এই ফরমেশনে যাতায়াত করে থাকেন।



২৭.২.১ হাই প্রোফাইল ভিআইপি গমনাগমনকালীন একটি আর্দশ মোটরকেড সজ্জার ডায়াগ্রাম / Close Protection Group Vehicles (CPGV) Diagramm:





মিশনের গোলযোগপূর্ণ এলাকায় হাই প্রোফাইল ভিআইপির মোটরকেডের সামনে ও পিছনে সাধারণত এপিসি থাকে। গাড়ির সজ্জা সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ম ও অবস্থানসারে করা হয়।

২৭.২.২ ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা:

ভিআইপি এসকর্ট চলাচলে উপরোক্ত পদ্ধতিবিশ্ব অধ্যায়ের ২৫.২ “আসামী প্রহরার” অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো। ভিআইপি প্রহরায় পুলিশ সদস্য, গাড়ির সংখ্যা, সজ্জা, নিরাপত্তামূলক অন্তর্শস্ত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ভিআইপির গুরুত্বানুসারে নির্ধারিত হয়।

- মোটরকেড সজ্জা: “হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি” অধ্যায় ২৭.২ এর মোটরকেড সজ্জা অংশ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো;
- ভিআইপি’র গুরুত্ব ও ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে এসকর্ট দলের সদস্যদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক যে কোন প্রকার হৃতকীর্তি মোকাবেলা করতে হবে;
- আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুযায়ী যে কোন আক্রমণ হলে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ভিআইপির গাড়ি রাস্তায় স্লো হলে, জ্যাম বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে আটকে গেলে এসকর্টের অন্য গাড়ি দিয়ে তাঁর গাড়িকে কর্ডন করে ফেলতে হবে। গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে গেলে এবং বিপদের ঝুঁকি থাকলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে ভিআইপির গাড়ির চতুর্দিকে বেষ্টনী তৈরী করবেন;
- চলাচলের রাস্তার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ সংযোগ সড়ক থাকলে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি দিয়ে প্রয়োজনে তা ভিআইপির যাতায়াতের সময়ের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে;



চিত্র: ভিআইপির স্টেজ নিরাপত্তা ডিউটি ও ভিআইপির গাড়ি থামার পর এজেন্টদের অবস্থান

- ভিআইপি’র সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পরিচয় নিশ্চিত করে নাম, ঠিকানা রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং যথাযথ তল্লাশি করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ভিআইপি জনগণের সাথে কথা বলার সময় আশেপাশের মানুষের হাত ও অঙ্গভঙ্গি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার দিকে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে;

- মিশন এরিয়ায় হাই প্রেফাইল ভিআইপির এসকর্টের সামনে ও পিছনে Armoured Personnel Carrier জাতীয় নিরাপত্তামূলক গাড়ি থাকে ইত্যাদি।

২৭.২.৩ ভিআইপির উপর হঠাৎ আক্রমণে করণীয়:

Sound off ---- Cover ---- Evacuate.

পথমেই গুলির শব্দ শুনলে বা আক্রমণ আঁচ করতে পারলে আঁচ করা এজেন্ট চীৎকার করে উঠবে “Gun Shot / Attack” বলে। চীৎকার শোনার সাথে সাথে AIC ভিআইপিকে আক্রমণকারীর উল্টা দিকে ঘুরিয়ে “Attack, About Turn / Right Turn, Sir” বলে প্রয়োজনে মাথার পশ্চাত্তাগে চাপ দিয়ে নীচু করবেন। আক্রমণকারীর নিকটবর্তী একজন বা দুইজন এজেন্ট আক্রমণকারীকে ধরে আঘেয়াত্ত্ব বা অন্য কোন ক্ষতিকর বস্তু থাকলে তা কৌশলে কেড়ে নিবেন, আটক করবেন ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।



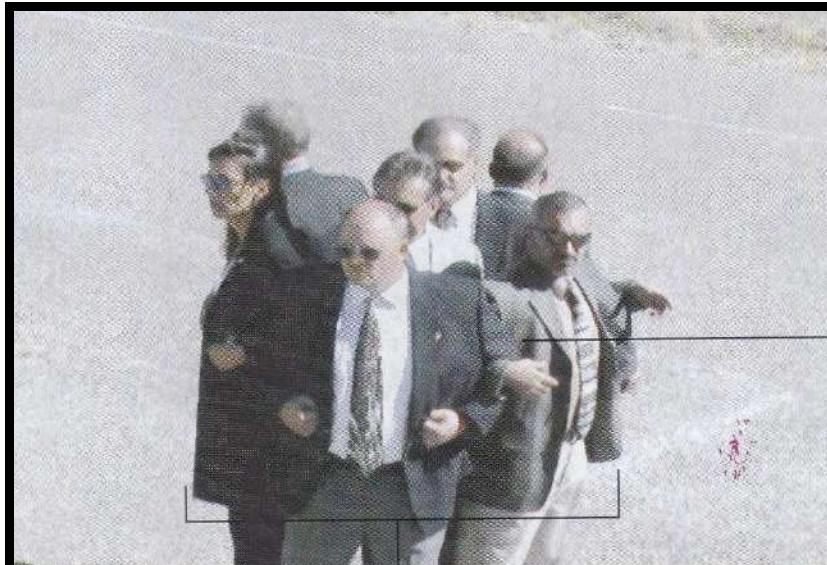
চিত্র: আক্রান্ত হলে ভিআইপিকে গাড়ীতে তুলে দ্রুত নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে গোলযোগপূর্ণ জায়গা ত্যাগ

অন্যান্য এজেন্টরা নিজ নিজ অবস্থান হতে অন্ত অন গার্ড পজিশনে রেখে ভিআইপিকে চতুর্দিক হতে যিরে ধরে আক্রমণকারীর উল্টা দিকে গমন করে ভিআইপিকে নিরাপদে গাড়িতে তুলে দিবেন।

চালক ভিআইপিকে নিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে নিরাপদে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ত্যাগ করবেন।

২৭.২.৪ ডিফেন্সিভ সার্কেল / Defensive Circle:

ভিআইপি অনেক জনতার মধ্য দিয়ে গমন করার সময় উত্তেজিত জনতার হঠাৎ আক্রমণের মুখোমুখি হলে এজেন্টরা জনতার দিকে মুখে রেখে পাশাপাশি ব্যক্তিদ্বয় বাহতে বাহু সংযোগ করে চতুরাকারে ডিফেন্সিভ সার্কেল গঠন করেন।



পরম্পরার বাই
সংযুক্ত করে বৃত্ত
গঠন

ডিফেন্সিভ সার্কেল

লক্ষণীয়:

মিশনের গোলযোগপূর্ণ এলাকায় হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তারক্ষীরা গমনাগমনকালীন নিজ নিজ অঙ্গের ব্যাবেল সাইড লো
রেডি পজিশনে বহন করেন।

ভিআইপি কখনও উল্টা ঘূরলে এজেন্টরা নিজ নিজ অবস্থান হতে ঘূরে যাবেন, স্থান পরিবর্তন করবেন না। এক্ষেত্রে তাদের এজেন্ট সূচকের
পরিবর্তন হবে এবং পরিবর্তিত সূচক অনুসারে তারা দায়িত্ব পালন করবেন।

তথ্যসূত্র:

- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
- "গমনাগমনকালীন হাই প্রোফাইল ভিআইপির দৈহিক নিরাপত্তা ডিউটি" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009
- "Basic Tactics on VIP Protection", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015

Public
Order
Management
& Basic
Police
Techniques
Manual
(UN Standard)

চতুর্থ ভাগ

নিরাপদ আশ্রয়াজ্ঞ বহন, ব্যবহার, শূটিং এবং আশ্রয়াজ্ঞের পরিচিতি
Safe Weapon Handling, Shooting & Weapon Familiarization



অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নিরাপদ আগ্নেয়াক্রম বহন, ব্যবহার ও শুটিং Safe Weapon Handling & Shooting

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২৮.১ আগ্নেয়াক্রমের চার মৌলিক নিরাপত্তা বিধি অবহিত করা;
- ২৮.২ আগ্নেয়াক্রমের নিরাপত্তা বিধিসমূহ ও ফায়ারিং রেঞ্জে নিরাপত্তা বিধিসমূহ জানা;
- ২৮.৩ ফায়ারিংয়ের প্রকারভেদে সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা;
- ২৮.৪ উভয় ফায়ারিংয়ের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে জানা;
- ২৮.৫ ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার করার সময় অনুসরণীয় ধাপসমূহ জানা; এবং
- ২৮.৬ আগ্নেয়াক্রম ব্যবহারে কিছু অনুসরণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

২৮.১ আগ্নেয়াক্রমের চার মৌলিক নিরাপত্তা বিধি (**Four Golden Rules of Firearms Safety**):

- ❖ আগ্নেয়াক্রমকে সবসময় লোডেড বিবেচনা করে ব্যবহার ও বহন করতে হবে (Always consider all firearms as **LOADED**)
- ❖ আগ্নেয়াক্রমের মাজল ফায়ারিং করার ক্ষেত্রে ব্যতীত সর্বদা নিরাপদ দিকে রাখতে হবে (Always keep your weapon pointed in a **safe direction** - until you intend to shoot)
- ❖ লক্ষ্য স্থির না হওয়া পর্যন্ত তর্জনী আংগুল ট্রিগার ও ট্রিগার গার্ডের বাহিরে থাকবে (Keep your finger **off the trigger** and out of the trigger guard until you intend to shoot)
- ❖ আগ্নেয়াক্রম দ্বারা ফায়ার করার পূর্বে লক্ষ্যবস্তুর সামনে বা পিছনে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু থাকলে ফায়ার করা যাবে না
(Be sure of your target and what is **beyond**)

তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, বাংলাদেশ পুলিশ
- বাংলাদেশ পুলিশের সংশোধিত অন্তর্বর্তী ব্যবহারের নীতিমালা-২০০৫ এর 'সংযোজনী-গ'

২৮.২.১ আগ্নেয়াক্রমের নিরাপত্তা বিধিসমূহ:

- ❖ আগ্নেয়াক্রমের এক গুলি একটি নিরীহ মূল্যবান প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই ইহা বহন ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ❖ আগ্নেয়াক্রমকে মাজলকে সবসময়ই সেফ ডিরেকশনে রাখতে হবে।

- ❖ আগ্নেয়াক্ষ হস্তান্তরের পূর্বে বা গ্রহণের পরে কমপক্ষে দুইবার স্লাইড বা অপারেটিং পার্টসকে পিছনে টেনে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে ইহার চেম্বারে কোন গুলি নাই।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষ ফায়ারের জন্য গুলি চেম্বার লোড করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে ইহার ব্যারেল, চেম্বার খালি, পরিস্কার ও শুকনা আছে এবং এতে কোন অস্থাভাবিক বস্তু (কার্তুজের অংশবিশেষ) নাই।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষে লোড ম্যাগাজিন সংযুক্ত অবস্থায় হস্তান্তর বা গ্রহণ করা যাবে না।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষ বহন, ব্যবহার ও লোড করার পূর্বে ইহার মেকানিক্যাল এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং অবশ্যই জানতে হবে ইহা কিভাবে কাজ করে।
- ❖ ফায়ারের নিমিত্ত ব্যবহৃত আগ্নেয়াক্ষে সব সময় সঠিক অ্যামিউনিশন ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ, বাধা অতিক্রম বা উচ্চ স্থান হতে নামার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে আগ্নেয়াক্ষের চেম্বারে কোন গুলি নেই।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষ ও অ্যামিউনিশন আলাদাভাবে শিশুদের নাগালের বাহিরে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে। আগ্নেয়াক্ষ রাখার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে ইহার চেম্বারে কোন গুলি নাই।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষের চেম্বারে গুলি লোড অবস্থায় ট্রিগার প্রেস করে ফায়ার না হলে আনলোড করার পূর্বে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। তারপর নিরাপদ ডি঱েকশনে আগ্নেয়াক্ষের মাজলকে তাক করে আনলোড করতে হবে।
- ❖ কখনও শক্ত মেঝে, স্তর বা পানিতে গুলি করা যাবে না। কেননা বুলেট ফিরে এসে মানুষ ও প্রাণীর জীবন নাশ ঘটাতে পারে।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষের ব্যবহার শেষে অন্ত ও গুলি আলাদাভাবে বায়ু চলাচল করে এমন জায়গায় নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ আগ্নেয়াক্ষ ব্যবহার বা বহন শেষে দুই হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে বৌত করতে হবে।

২৮.২.২ ফায়ারিং রেঞ্জে নিরাপত্তা বিধিসমূহ:

- ❖ ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার চলার সময় ‘সাবধান, ফায়ার চলিতেছে’ লেখা নির্দেশনা বোর্ড রেঞ্জের মেইন গেইট ও দৃশ্যমান এলাকায় স্থাপন করতে হবে।
- ❖ ফায়ারিং রেঞ্জে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।
- ❖ ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার করার সময় আই এবং ইয়ার প্রোটেক্টর ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ ফায়ারিং লাইনে দাঁড়ানোর পর ইস্ট্রাক্টর ব্যতীত ডিটেলের অন্য কোন সদস্যের সাথে কথা বলা যাবে না।
- ❖ ফায়ারিং লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় কোন অনুমান নির্ভর কাজ করা যাবে না। কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকলে ইস্ট্রাক্টরকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে।
- ❖ ফায়ারিং লাইনে ধূমপান এবং দিয়াশলাই ও লাইটার জ্বালিয়ে আগুন প্রজ্বলন করা যাবে না।
- ❖ মাতাল অবস্থায় বা চেতনানাশক কিছু ব্যবহার করে গুলি চালনায় অংশগ্রহণ করা যাবে না।
- ❖ ফায়ারিংয়ের সময় শৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করা প্রতি শূটারের সঙ্গে একজন করে কোচ নিয়োগ করা থাকতে হবে, যারা ফায়ারিংয়ের যাবতীয় নিরাপত্তা বিধিসমূহ শূটারদের স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং উত্তম ফায়ারিংয়ের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- ❖ বালুর বস্তা, গ্রাউন্ড শীট, টার্গেট, মেডিক্যাল ডক্টর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি যথাসময়ে রেঞ্জে থাকতে হবে।

২৮.৩ ফায়ারিংয়ের প্রকারভেদ:

সাধারণত চার প্রকারের ফায়ারিং করা হয়। যথা:

২৮.৩.১ সঠিকতা নির্ণয়ের শূটিং / Accuracy or Precision Shooting (অ্যাকিউরেট্যাসি অর প্রিসিবান শূটিং):

শূটাররা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী সার্ভিসের সদস্যরা প্রশিক্ষণের প্রাথমিক স্তরে ফায়ারিং রেঞ্জে এই প্রকার ফায়ারিংয়ের মাধ্যমে জড়তা, ভীতি দূর করে টার্গেটে লক্ষ্যভেদ করার কোশল সঠিকতা নির্ণয়ের শূটিংয়ে রঞ্চ করে থাকেন।

সাধারণত রেঞ্জে সঠিকতা নির্ণয়ের ফায়ারিংয়ে ৩ (তিনি) পজিশন হতে ফায়ার করা হয়। যথা:

২৮.৩.১.১ Standing Position: দাঁড়ানোর ভঙ্গি অনুসারে তিনি অবস্থা হতে ফায়ার করা হয়। যথা:

i) The Triangle / Isosceles / Front Stance (দ্য ট্রাইএংগল / আইসিসিলীজ / ফ্রন্ট ষ্ট্যান্স) / ত্রিভুজ / সমদ্বিবাহু / সমুখ অবস্থান: এই পজিশনে দুই পায়ের পাতা সোজা পাশাপাশি ছাড়িয়ে দিয়ে কাঁধ বরাবর রেখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করে ফায়ার করা হয়।



চিত্র: দাঁড়ানো অবস্থায় পিস্টল ও রাইফেল দ্বারা ফায়ারিংয়ের আদর্শ নমুনা

ii) The Weaver Stance (দ্য উইভার ষ্ট্যান্স):

সাধারণত বাম পা সামনে রেখে হাঁটু কিছুটা বেড় করে ডান পা পিছনে থামের মতো স্থাপন করে দেহের উপরের অংশ ভূমির সাথে সামনের দিকে দৃষ্টি আনত করে বা বুঁকে দাঁড়িয়ে দুই হাতকে সামনে প্রসারিত করে দৃঢ় মুষ্টিতে পিস্টল ধরে ফায়ার করা হয়।

iii) The Modified Stance (দ্য মডিফাইড ষ্ট্যান্স): ইহা আইসিসিলীজ ও উইভারের মাঝামাঝি পজিশন। বাম পায়ের পাতাকে ডান পা হতে কিছুটা সামনে এনে দেহের উর্ধ্বাংশকে সামান্য বুঁকিয়ে এই ফায়ার করা হয়।

২৮.৩.১.২ নীলিং পজিশন (Kneeling Position):

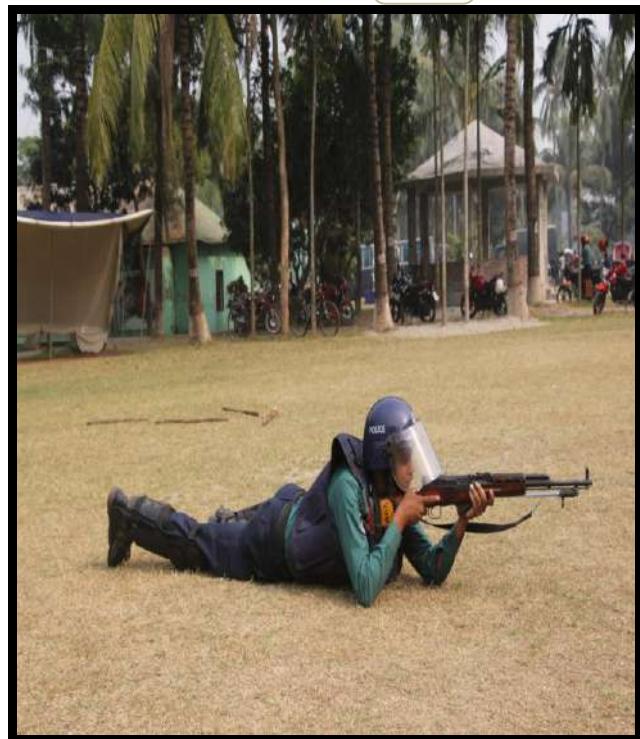
- শরীরের কম অংশ উন্মুক্ত থাকে বলে, ইহা নিরাপদ পজিশন।

- এই প্রকার শূটিংয়ে নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করা যায়।

- গাড়ি, দেওয়াল, গাছ প্রভৃতি আড় ব্যবহার করে এই প্রকার শূটিং করা যায়।



চিত্র: নীলিং পজিশন



চিত্র: লাইয়িং পজিশন

২৮.৩.১.৩ লাইয়িং পজিশন (Lying Position):

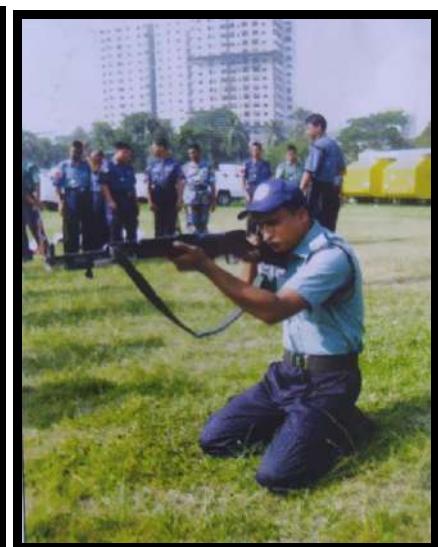
- পুলিশ অফিসার থাক্টিক বা কৃত্রিম আড় ব্যবহার করে নিজেকে নিরাপদ রেখে লাইয়িং পজিশন হতে ফায়ার করে।
- কোন আড় না থাকলেও খোলা মাঠের জন্য এই প্রকার ফায়ারিং সর্বোচ্চ নিরাপদ।

২৮.৩.২ উপযুক্ত শূটিং / Appropriated Shooting (অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড শূটিং):

সাধারণত পরিস্থিতি বিবেচনা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ থাক্টিক অথবা কৃত্রিম আড় ব্যবহার করে নীলিং বা লাইয়িং পজিশন হতে এই ধরনের ফায়ার করেন। এই পজিশন হতে ফায়ারিংয়ে ইন্টারমিডিয়েট ও অ্যাডভান্সড স্টেজের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শূটাররা দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

২৮.৩.২.১ নীলিং শূটিং / Kneeling Shooting:

Tactical Situation অনুযায়ী Kneeling Shooting তিনি অবস্থা হতে করা হয়। যথা:



চিত্র: Tactical / High, Low and Twin / Double Kneeling Shooting

২৮.৩.২.২ প্রোন শূটিং / Prone Shooting:

-পুলিশ অফিসার প্রাক্তিক বা ক্রিম আড় ব্যবহার করে নিজেকে নিরাপদ রেখে লাইয়িং পজিশন হতে ফায়ার করে, তাই Prone Shooting. কোন আড় না থাকলেও খোলা মাঠের জন্য এই প্রকার শূটিং সর্বোচ্চ নিরাপদ।

- Prone Shooting দুই অবস্থা হতে করা যায়। যথা:

১. নরমাল প্রোন শূটিং ২. ওয়েভার প্রোন শূটিং



চিত্র: Normal Prone Shooting and Weaver Prone Shooting

দৃষ্টিক্ষণ: গ্যাজিউয়েশন ইউজ অফ ফোর্সের পঞ্চম ধাপে সরকারি সম্পদ বা সাধারণ মানুষের জানমাল ও সম্পদ রক্ষার্থে এই ধরনের ফায়ার করা হয়।

সাধারণত বাস্তব কর্মজীবনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ শক্তি প্রয়োগের শেষ ধাপে চরম ব্যবস্থা হিসাবে ইন্টারভেনশন শূটিং ও সারভাইভ্যাল শূটিং করে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

২৮.৩.৩ হস্তক্ষেপকালীন শূটিং / Intervention Shooting (ইন্টারভেনশন শূটিং):

যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা কোন বিপজ্জনক অবস্থার মুখোযুথি হতে যাচ্ছে আঁচ করে এবং সেই অনুসারে নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রস্তুতি নিয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনে যে ফায়ারিং করতে হয় তাই Intervention Shooting.

সাধারণত পিস্তল দ্বারা সন্ত্রাসী হতে কয়েক মিটার এবং রাইফেল দ্বারা বেশ খানিকটা দূর থেকে এই ফায়ারিং করা হয়।



চিত্র: ইনটারভেনশন শুটিং

দৃষ্টিক্ষেত্র:

কোন গৃহে অন্তর্ধারী কুখ্যাত সন্তাসীরা কাউকে অপহরণ করে মুক্তিপথের জন্য আটকে রাখলে বা অন্তর্ধারী কুখ্যাত সন্তাসী সশস্ত্র বিভিন্ন সহ কোথাও পলাতক থাকলে, তাকে আটক করার জন্য এই ধরনের ফায়ারিংয়ের প্রয়োজন হয়।

২৮.৩.৪ অস্তিত্ব রক্ষার শুটিং / Survival Shooting (সারভাইভ্যাল শুটিং):

যখন পুলিশের কোন সদস্য এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয় যে তৎক্ষণাত্মক আক্রমণকারীকে ফায়ার না করলে সে নিজে মারা যাবে বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তখন এই ধরনের ফায়ারিং করতে হয়। সাধারণত শক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করে আড় নিয়ে এই প্রকার অস্তিত্ব রক্ষার শুটিং করা হয়।



চিত্র: সারভাইভ্যাল শুটিং

২৮.৩.৫ Close Quarter Shooting (ক্লোজ কোয়ার্টার শুটিং):

বাস্তব জীবনে শক্তির মুখোমুখী হলে যে ফায়ারিং করা হয় তা রেঞ্জের শৃঙ্খিং হতে আলাদা।

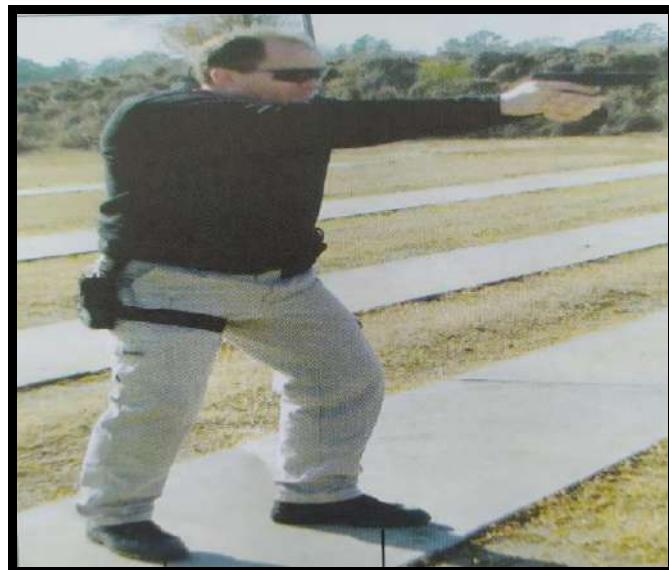
নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চার হাজার শৃঙ্খিংয়ের ঘটনায় পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি পাওয়া যায়;

- ✓ অপরাধ সংক্রান্ত শৃঙ্খিংয়ের ঘটনায় ৭৫ শতাংশ গুলি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পুলিশ ও হামলাকারীর মধ্যে দূরত্ব ছিল ৫ মিটার, যার মধ্যে
- 3৪ শতাংশ গুলি বিনিময়ের ঘটনায় দূরত্ব ছিল ১ মিটার;
- ✓ ৭০ শতাংশ গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে রাতের বেলায় বা অল্প আলোতে;
- ✓ মাত্র ২৫ শতাংশ পুলিশের গুলি টার্গেটের দেহে আঘাত করে, বাকিগুলো লক্ষ্যপ্রষ্ঠ হয়;
- ✓ ৭০ শতাংশ ঘটনায় পুলিশ সাইট অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে ফায়ার করেনি;

কাজেই, বাস্তব কর্মজীবনে ফায়ারিংয়ের মুখোমুখী হলে তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্খিংয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন প্রয়োজন।

২৮.৪ উভয় ফায়ারিংয়ের মৌলিক নীতিমালা / Basic Principles of Marksman:

স্ট্যান্স (Stance) / দাঁড়ানোর ভঙ্গি: শৃঙ্খারের দাঁড়ানোর ভঙ্গি বিশেষত পায়ের অবস্থানকে স্ট্যান্স বলে। আগ্রেডাক্স ও ফায়ারিংয়ের ধরন অনুযায়ী শৃঙ্খার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে যে দৈহিক ভঙ্গিতে অবস্থান নেয় তাই স্ট্যান্স। ইহা লক্ষ্যভেদে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেক্ষ ২৮.৩.১.১ শৃঙ্খিং এর প্রকারভেদ অংশ অনুসরণের অনুরোধ করা হলো।



চিত্র: দাঁড়ানোর ভঙ্গি

ফার্ম গ্রিপিং (Firm Gripping) / দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ:

হাতিয়ারকে মজবুতীর সাথে ধরা অর্থাৎ রাইফেল হলে হাতিয়ারকে কাঁধের কিঞ্চিৎ নীচে থুল মাংসে সেট করে বসানো বা পিস্তল হলে দুই হাত সোজা করে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করাকে ফার্ম গ্রিপিং বলে। আগ্রেডাক্সকে দৃঢ়ভাবে ধরার ফলে এটিকে শৃঙ্খার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

Grip with pistol: Position of the fingers – Support hand

- Support hand is gripping the pistol from the other side of the gun, placing the meaty part below the thumb of the strong hand.
- Both thumbs should be along the side of the slide pointed to the direction of the target.
- Pressure applied by the support hand should be 60 percent.



Firing from the weaver stance requires pulling – pushing motion; strong hand is pushing, weak hand is pulling

Grip with assault rifle: 4 points of contact

- Strong hand
- Supporting hand with the thumb in the direction of the target. Will not interfere with sight line. Avoid gripping magazine to prevent stoppages
- Butt plate firmly against the shoulder
- Cheek resting on the butt



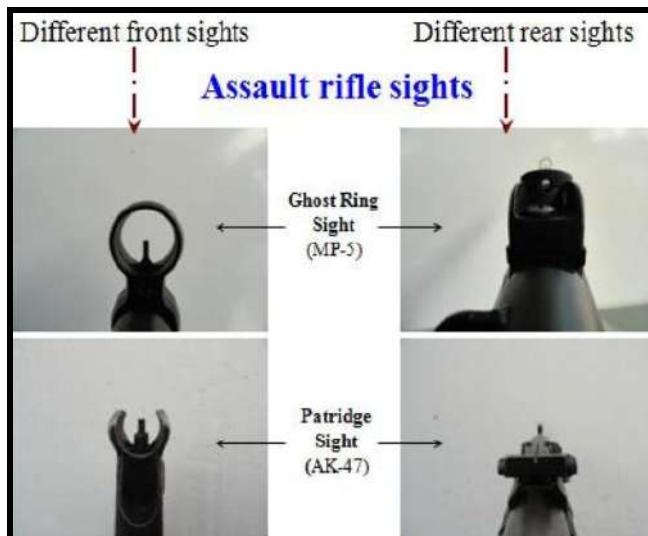
চিত্র: ফার্ম ট্রিপিৎ

কারেক্ট সাইট অ্যালাইনমেন্ট (Correct Sight Alignment) / দৃশ্য সরলরেখায়িতকরণ:

ব্যারেলকে টার্গেট বরাবর সোজা রেখে চোখের নিশানা, আগোয়ান্তের ব্যাক সাইট ইউ / অ্যাপারচার হেড, ফন্ট সাইট টিপ এবং লক্ষ্যবন্ধ এই চারের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে টার্গেটের শীষ মেলানো এবং মনে মনে সরলরেখা অংকন করা।

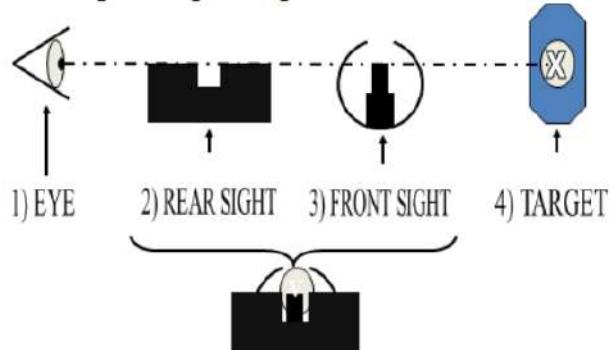
Aiming: It is to line up four points

Eye – Rear Sight – Front Sight – Target



Line of sight:

it is the imaginary line which connects the eye to the target through the sights



চিত্র: Correct Sight Alignment

ব্রীদিৎ কন্ট্রোল (Breathing Control):

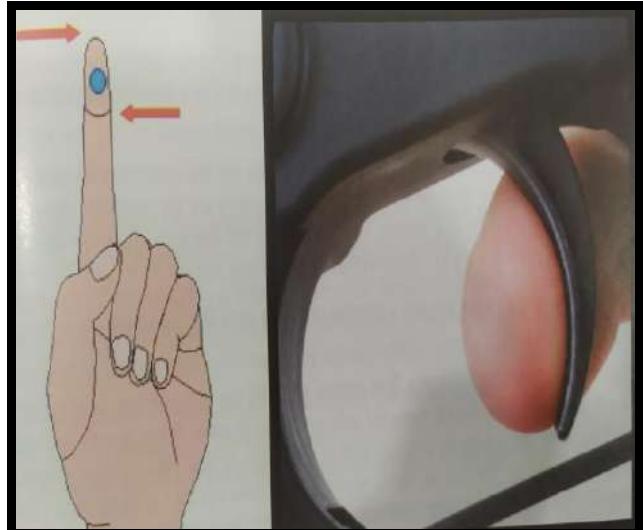
তজনী আঙুল ট্রিগারে ফাস্ট ফেলাপে গেলে শ্বাস বন্ধ করে ছির হওয়া ও আনুমানিক ১০ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে শ্বাস বন্ধ রেখে ফায়ার করা। শ্বাস বন্ধ করার পরে ১০-১২ সেকেন্ডে ফায়ার করা সম্ভব না হলে পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করলে লক্ষ্যভেদে নৈপুণ্য প্রদর্শন করা যাবে।

ট্রিগার কন্ট্রোল (Trigger Control):

তজনী আংগুলের অগ্রভাগের মাঝের অংশ ট্রিগারে সেট করে হালকা চাপ দিলে ট্রিগার ফাস্ট ফেলাপে যাবে। তারপর শ্বাস বন্ধ করে স্থির হওয়া ও লক্ষ্য স্থির করে সেকেন্ড ফেলাপে ফায়ার করতে হয়।

ট্রিগারে কাজ হবে:

- Slow
- Gradual
- Continue



চিত্র: ট্রিগার কন্ট্রোল

এছাড়াও আগ্নেয়াক্ত ড্রয়িং টেকনিক ও ফলো থ্রু ভালো ফায়ারিং এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ড্রয়িং টেকনিক (Drawing Technique):

সাধারণত সিকোয়েপিয়াল ফায়ারিংয়ে হোলস্টারে পিস্টলকে দৃঢ়ভাবে ধরে, কাঁধ বা কোমর বরাবর তুলে, দুই হাতকে টার্গেটের দিকে প্রসারিত করে ফায়ার করতে হয়।

ফলো থ্রু (Follow Through):

শূটিং রেঞ্জে ফায়ারিং করার জন্য ট্রিগার প্রেস করার পর অন্তরে কয়েক সেকেন্ড একই পজিশনে ধরে রেখে গুলির নিশানা ঠিক রাখা। ফলো থ্রু এর মাধ্যমে গুলির নিশানা ভেদ করা জায়গা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। লক্ষ্যভেদ করা জায়গা বুঝে একইভাবে ফায়ার করে যাওয়াকে ফলো থ্রু বলে। আগ্নেয়াক্তের ফায়ারিংয়ে ছিপ করার জন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাবহায় অত্যন্ত ধীর, স্থির ও রিল্যাক্স কিন্তু সিরিয়াস থেকে ফায়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করলে যথাযথ লক্ষ্যভেদ করা যায়।

২৮.৫ ফায়ারিং রেঞ্জে ফায়ার করার সময় অনুসরণীয় ধাপসমূহ:

ফায়ার করার নির্দিষ্ট সীমা হতে আনুমানিক বার কদম পিছনে ফায়ারিং ডিটেলকে দাঁড় করাতে হবে এবং চার ধাপ অভিক্রম করে ডিটেল ফায়ারিং এর সীমানায় পৌছবে।

ধাপসমূহ হলো:

২৮.৫.১ ইনিশ্যাল স্টেজ (Initial Stage):

একদম প্রথমে ফায়ারিং ডিটেল অনেকটা সময় যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, তাকে Initial Stage বলে। এই স্তরে ফায়ারিং সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২৮.৫.২ ফাস্ট লাইন (First Line):

Command: Detail, 3/4 Steps For-wa-rd March. (ডিটেল, ৩/৪ স্টেপস ফর-ওয়া-র্ড মার্চ)

Initial Stage হতে ডিটেলকে তিন/চার কদম সামনে এনে হাতিয়ার প্রদান করা হয়।

Command: Detail, Take Up Weapon. (ডিটেল, টেক আপ ওয়েপন)

Check the Gun / Pistol (চেক দ্যা গান / পিস্টল)

- এই আদেশে ফায়ারার পিস্টল/রাইফেল রাউন্ড হতে তুলে লো রেডি (মাটির দিকে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে) পজিশনে রেখে হাতিয়ারের সঠিকতা যাচাই করে নিবেন।
- যাচাই শেষে হাতিয়ার Pistol হলে সিকোয়েন্সিয়াল ফায়ারে কোমরের বেল্টের হোলস্টারে/রাইফেল হলে স্লিং গলায় সংযুক্ত অবস্থায় দুই হাতে লো রেডি পজিশনে ধরে রাখবেন।



চিত্র: অঙ্গের লো-রেডি পজিশন

২৮.৫.৩ লোডিং লাইন (Loading Line):

Command:

Detail, 3 / 4 Steps For-wa-rd March. (ডিটেল, ৩ / ৪ স্টেপস ফর-ওয়া-র্ড মার্চ)

First Line হতে তিন/চার কদম সামনে এনে, গুলি এই ধাপে প্রদান করলে, প্রত্যেক ফায়ারারের দায়িত্ব গুলির রাউন্ড সংখ্যা মিলিয়ে দেখা।

Command:

Load / Charge Magazine (লোড / চার্জ ম্যাগাজিন)

এই আদেশে ফায়ারার বুলেট ম্যাগাজিনে লোড করবেন। (অন্ত রাইফেল হলে বুলেট Kneeling Position হতে Load করা সুবিধাজনক) এবং চায়না রাইফেল লোড এর পূর্বে ম্যাগাজিনকে বাতির সাথে সংযুক্ত করে নিতে হয়।



চিত্র: আঞ্চের ম্যাগাজিন লোড

Command:

Detail, Fit / Fix Magazine & Load Gun / Pistol. (ডিটেল, ফিট / ফিক্স ম্যাগাজিন অ্যালড লোড গান / পিস্টল) (Detail Kneeling Position এ থাকলে stand up করিয়ে এই আদেশ দিতে হয়)।

এই আদেশে Magazine Weapon এর সাথে সংযুক্ত হবে এবং ফায়ারার স্লাইড / অপারেটিং পার্টসকে পিছনে টেনে এনে ছেড়ে দিলে, চেম্বারে গুলি লোড হবে। (হাতিয়ার SMG হলে, সেফটিকে অফ পজিশনে এনে চেম্বার লোড করতে হবে)। সিকোয়েপিয়াল ফায়ার হলে Pistol কে হোলস্টারে এবং অন্যান্য ফায়ারে সকল হাতিয়ার লো রেডো পজিশনে রাখতে হবে।

২৮.৫.৮ ফায়ারিং লাইন (Firing Line):

Command:

Detail, 3 / 4 Steps For-wa-rd March. (ডিটেল, ৩ / ৪ স্টেপস ফর-ওয়া-র্ড মার্চ) এই আদেশে ফায়ারিং ডিটেল ৩ / ৪ কদম সামনে এসে Firing Line-এ দাঁড়ায়।

ডিটেল, আপনাদের সামনে ১৫ / ২০ / ৫০ মিটার দূরে আপনাদের টার্গেট, ৫ / ১০ রাউন্ড গুলি ১৫ / ৩০ সেকেন্ড সময়।

Command:

Firing Position, Ready (ফায়ারিং পজিশন, রেডি)

আদেশের সাথে সাথে সেফ্টি অফ / ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে ফায়ারার এমিৎ পজিশনে যাবেন এবং Fire আদেশে / হাইসেলে ফায়ার কার্যকরী করবেন। সময় শেষ হলে, কন্ট্রাক্টিং অফিসার Stop বললে / হাইসেল বাজালে, ফায়ারিং বন্ধ করতে হবে। (সিকোয়েপিয়াল ফায়ার হলে, প্রতি ৩ / ৫ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে হোল স্টার হতে পিস্টল তুলে, টার্গেটে গুলি করে পুনরায় হোল স্টারে রাখতে হবে। এই ধরনের ফায়ারিংয়ে কন্ট্রাক্টিং অফিসার হাইসেল বাজিয়ে, স্টপ ওয়াচ দেখে ফায়ারিং শুরু ও শেষ করান।)



চিত্র: ফায়ারিং পজিশন

ফায়ারিং শেষ হলে নীলিং পজিশনে ডান হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাগাজিন অন্তর্ভুক্ত হতে খুলে বাম হাতে উল্টো করে ও অন্তর্ভুক্ত ডান হাতে চেম্বার দেখা যায়। এই অবস্থায় কাঁধ বরাবর ধরে রাখতে হয়। পিছন হতে পরীক্ষক ম্যাগাজিন ও চেম্বার পরীক্ষা করে, কাঁধে হাত রেখে ঝুঁটিয়ার দিলে, অন্তর্ভুক্ত ও

ম্যাগাজিন আরম্ভারকে প্রদান করা বা মাটিতে রেখে দিতে হয়। এই স্টেজ হতে পরীক্ষার্থীরা টার্গেটে যেয়ে নিশানা ভেদ করা গুলির সংখ্যা দেখে আসেন এবং নিজের ফায়ারিং এর মান সম্পর্কে ধারণা পান।

লক্ষণীয়:

প্রতি ডিটেলের ফায়ার শেষ হলে ফায়ারারকে টার্গেটে যেয়ে নিশানা ভেদ করা গুলির সংখ্যা দেখা, নিজের ফায়ারিংয়ের মান সম্পর্কে ধারণা ও ত্রুটিবিচ্ছুতি শুধরে নেওয়ার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। এই সুযোগ প্রদান না করা মূল্যবান সময় ও অর্থ অপচয়ের নামান্তর।



চিত্র: পরীক্ষার জন্য অন্ত্র ধরা ও অপারেটিং পার্টস পিছনে টেনে অঙ্গের ম্যাগাজিন খোলা

সতর্কতা:

ফায়ারিং রেঞ্জে কখনই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, চীৎকার করে গালিগালাজ বা হট্টগোল করা যাবে না। রেঞ্জে ফায়ারিংয়ের অব্যবহিত পূর্বে শারীরিক কসরত ফায়ারারের ফায়ারিং এর মান খারাপ করে দেয়, বিধায় এগুলো হতে বিরত থাকতে হবে। ফায়ারিংয়ের পূর্বে অবশ্যই লাল পতাকা উত্তোলন ও বিউগল বাজিয়ে আশেপাশের জনগণকে সচেতন করে দিতে হবে। অঙ্গের মাজল কখনই আশেপাশে মূভমেন্ট করানো যাবে না।

২৮.৬ আঘেয়ান্ত্র ব্যবহারে কিছু অনুসরণীয় বিষয়সমূহ:

অঙ্গের লো-রেডি (Low Ready) পজিশন:

অঙ্গের ব্যারেলকে সামনের দিকে ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ধরে রাখার প্রক্রিয়াকে লো-রেডি পজিশন বলে।



চিত্র: অন্তরের লো রেডি পজিশন

সাইড লো রেডি পজিশন:

অন্তরের ব্যারেলকে বাম / ডান হাত বরাবর দেহের সামনে / পিছনের দিকে ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ধরে আটকিয়ে রাখার প্রক্রিয়াকে সাইড লো-রেডি পজিশন বলে।

সাধারণত লং বা মাঝারী ব্যারেল আর্মস নিয়ে ডিউটি করাকালীন অন্তরে এই পজিশনে রাখতে হয়।



চিত্র: Side Low - Ready Position

শূটিং রেঞ্জে বা আগ্নেয়াক্ষের সাধারণ সমস্যায় করণীয়:

সাধারণত পুলিশ সদস্যরা আগ্নেয়াক্ষের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। সমস্যা হলে প্রথমে সাবধানতার সাথে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। নিজের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব না হলে আরমোরার সাহায্য নিতে হবে।

ডিউটি করাকালীন লং গান বহনের কৌশল:

সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেন্ট্রি বা ফুট পেট্রোলিং ডিউটি করাকালীন সময়ে আগ্নেয়াক্ষের বাট বাম কাঁধ ও ব্যারেল ডান হাঁটু বরাবর স্লিং দিয়ে আড়াআড়িভাবে দেহের পশ্চাত্তিকে ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

পরিস্থিতি খারাপ হলে বা অন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বহনকারী দাঁড়িয়ে বাম পা কিছুটা সামনে এনে স্লিং এর ভিতর দিয়ে ডান হাত ঢুকিয়ে অন্তর্কে অন-গার্ড পজিশনে নিয়ে আসতে পারেন।

সাধারণত গোলমোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে স্বল্প সময়ের জন্য লং গানকে দেহের সম্মুখভাগে সাইড লো-রেতি পজিশনে রাখতে হয়।



চিত্র: স্বাভাবিক অবস্থায় লং গান বহন



চিত্র: আক্রমণ হলে অন-গার্ড পজিশন

আগেয়ান্ত্র গ্রহণ ও হস্তান্তরের পদ্ধতি:

আগেয়ান্ত্র গ্রহণ পদ্ধতি করার সময় প্রথমে ম্যাগাজিন প্রদান করলে গ্রহণকারী পরীক্ষা করে দেখবেন এটি ভালো অবস্থায় আছে কিনা ?

তারপর আগেয়ান্ত্র প্রদান করলে গ্রহণকারী নিশ্চিত হবেন যে, ম্যাগাজিন আগেয়ান্ত্রে সংযুক্ত অবস্থায় নেই। এই স্তরে প্রথমে ম্যাগাজিন শ্যাফট (পিস্টলের ক্ষেত্রে) ও পরে স্লাইডকে পিছনে টেনে লকড করে আগেয়ান্ত্র প্রদানকারীর চোখের লেভেলে ধরলে গ্রহণকারী ম্যাগাজিন শ্যাফট ও চেম্বার পরীক্ষা করে দেখবেন এগুলো খালি ও পরিষ্কার আছে কিনা ?

1. Receiving the weapon (start of shift)

First receive your magazines and prove they are in good condition.

When receiving the firearm be sure that magazine is out of the magazine shaft (magazine shaft has to be presented at the eye level).

The slide shall be locked in a back position (unless weapon can not ex. AK-47) Be sure there is no round in the chamber.

Police officer



Police officer



চিত্র: গ্রহণকারী ম্যাগাজিন শ্যাফট ও চেম্বার পরীক্ষা করে দেখছেন এগুলো খালি ও পরিষ্কার আছে

হস্তান্তর করার সময় আগেয়ান্ত্রের মাজল সেফ ডিরেকশনে থাকবে এবং তর্জনী আঙুল ট্রিগারের বাহিরে থাকবে। গ্রহণকারী আগেয়ান্ত্রের হিপ ধরবে এবং মাজলকে সেফ ডিরেকশনে রেখে বুঝে নিবেন।

Firearm must be pointed in a safe direction and index finger of the trigger. (metal/metal-wood/wood principle for assault rifle)
 Note: If police officer is left handed, armourer will present the weapon with other hand or police officer will take the weapon as a right handed and will change the hand upon arriving at the unloading point.



চিত্র: মাজল সেফ ডিরেকশনে, তর্জনী আঙুল ট্রিগারের বাহিরে এবং গ্রহণকারী আগ্নেয়ান্ত্রের ইপ ধরে বুঝে নিচেন

আগ্নেয়ান্ত্র হস্তান্তরের পূর্বে ও গ্রহণের পর এটিকে সেফ এরিয়া / আনলোডিং পয়েন্টে স্লাইডকে পিছনে টেনে লকড করে ধরে ইহার চেম্বার দেখে ও কনিষ্ঠ আঙুল ঢুকিয়ে চেম্বার ফিজিক্যালি চেক করে নিশ্চিত হতে হবে যে ইহা খালি এবং পরিষ্কার আছে।

At the safe area/unloading point inspect the chamber visually and physically



Release the slide utilizing the slide stop lever to prove that it works



চিত্র: সেফ এরিয়া / আনলোডিং পয়েন্টে স্লাইডকে পিছনে টেনে লকড করে ধরে ইহার চেম্বার দেখে ও কনিষ্ঠ আঙুল ঢুকিয়ে চেম্বার ফিজিক্যালি চেক করে দেখা ইহা খালি এবং পরিষ্কার আছে

আগ্নেয়ান্ত্র গ্রহণকারী এই স্তরে স্লাইডকে মুক্ত করে পরীক্ষা করে দেখবেন ইহার মেক্যানিজম ঠিকমত কাজ করছে কিনা ?

তৎপরবর্তীতে আগ্নেয়ান্ত্র গ্রহণকারী সেফ এরিয়া / আনলোডিং পয়েন্টে আগ্নেয়ান্ত্রের স্লাইডকে কমপক্ষে দুঁবার পিছনে টেনে ট্রিগার প্রেস করে কক করে পরীক্ষা করে দেখবেন ট্রিগার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা ? আগ্নেয়ান্ত্র হস্তান্তরকারী হস্তান্তরের পূর্বে সেফ এরিয়া / আনলোডিং পয়েন্টে আগ্নেয়ান্ত্রের স্লাইডকে একহাতাবে কমপক্ষে দুঁবার পিছনে টেনে ট্রিগার প্রেস করে কক করে পরীক্ষা করে দেখবেন ইহার চেম্বার খালি এবং ট্রিগার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা ?

Rack the weapon twice looking inside the chamber without following the slide



Pull the trigger in a safe direction to prove it works. If de-cocker: then cock again manually and use de-cocker to prove it works.



চিত্র: সেফ এরিয়া / আনলোডিং পয়েন্টে আগ্নেয়াস্ত্রের স্লাইডকে কমপক্ষে দুবার পিছনে টেনে ট্রিগার প্রেস করে কক করে পরীক্ষা করে দেখা

এই স্তরে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণকারী ম্যাগাজিনে অ্যামিউনিশনের রাউন্ড সংখ্যা গুনে মিলিয়ে দেখবেন এবং নিশ্চিত হবেন যে আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় বুঝে পেলেন।

তথ্যসূত্র:

- পিআরবি বিধি-৭৯৬, ৭৯৭, ৯৮৫, ৯৯৮, ১০০২, ১০১২ বিপি ফরম নং-১৫৬, ১৫৭ পরিশিষ্ট-৫৮
- ফায়ারিং রেঞ্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, বাংলাদেশ পুলিশ
- বাংলাদেশ পুলিশের সংশোধিত অস্ত্র ব্যবহারের নীতিমালা-২০০৫ এর 'সংযোজনী-গ'
- A review of the statistics held by the New York Police Department catalogues over 4,000 shooting cases and over a century of the department's history
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Firearms Basic, Intermediate and Advanced Level", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police units 1st edition 2015
- Outdoor Roadmap Hunter Safety Training, by IHEA-USA and State Hunting Agencies, Virginia, USA, Chapter Three, 2011
- "Safe Weapon Handling & Shooting" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

উন্নতিশ অধ্যায়

আগ্নেয়াস্ত্রের পরিচিতি **Weapon Familiarization**

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২৯.১ একটি পিস্তলের দৈহিক গঠন সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

২৯.২ পিস্তল ও রাইফেলের কার্তুজের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা জানা;

২৯.৩ পিস্তল বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র খোলা ও জোড়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অবহিত হওয়া;

২৯.৪ পিস্তলের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম জানা;

২৯.৫ রাইফেলের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম অবহিত হওয়া;

২৯.৬ শটগানের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম জানা; এবং

২৯.৭ গ্যাস গানের নাম, বৈশিষ্ট্যসমূহ, পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশের নাম অবহিত হওয়া।

বিভিন্ন প্রকার আঘেয়াত্ত্বের বিস্তারিত তথ্যাবলি

২৯.১ পিণ্ডলের দৈহিক গঠন:

আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করতে হয়। আগ্নেয়ান্ত্রকে দক্ষতার সাথে ও কার্যকরীভাবে পরিচালনার জন্য ইহার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম ও কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, যা নিম্নে সচিত্র বর্ণিত হলো:



- ❖ **ব্যারেল:** ব্যারেল হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব নির্মিত লম্বা নল, যেখানে কার্তুজের গানপাউডারকে প্রজ্ঞলনের মাধ্যমে উৎপন্ন চাপে বলেট গতি অর্জন করে।

- ❖ **চেম্বার:** চেম্বার হলো ব্যারেলের অংশ, যেখানে হ্যামার দ্বারা আঘাতে ফায়ার করার জন্য কার্টুজ (Cartridge) থাকে।
- ❖ **ফ্রন্ট সাইট:** আগ্নেয়াক্ষের মাজলের উপরে স্লাইডের সাথের অংশ, যেখানে লক্ষ্যস্থির করার জন্য দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়।
- ❖ **রীয়ার বা ব্যাক সাইট:** স্লাইডের পিছনে সংযুক্ত ইউ (U) আকৃতির অংশ হলো ব্যাকসাইট। নির্ভুল ফায়ারিং করার জন্য আগ্নেয়াক্ষের ব্যাক সাইট, ফ্রন্ট সাইট, টার্গেট ও চক্ষু এক সরল রেখায় এনে লক্ষ্যস্থির করতে হয়।
- ❖ **স্লাইড:** ফ্রেমের উপরের ধাতব অংশ যেটি সামনে ও পিছনে চলাচল করে চেম্বারে কার্টুজ লোড করে।
- ❖ **স্লাইড স্টপ বা লক:** ইহা স্লাইডকে পিছনে আটকে রাখে।
- ❖ **গ্রিপ:** গ্রিপের আভিধানিক অর্থ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ। আগ্নেয়াক্ষের হাতে ধরা অংশকে গ্রিপ বলে।
- ❖ **ট্রিগার:** ইহা একটি ছোট বক্র লিভার যা প্রেস করলে আগ্নেয়াক্ষের ফায়ারিং পিন বুলেটের প্রাইমারে (Primer) আঘাত করে, গানপাউডার প্রজ্বলিত হয় এবং বুলেট সামনের দিকে প্রচল বেগে ধাবিত হয়।
- ❖ **ট্রিগার গার্ড:** ট্রিগারের উপরের অংশে ট্রিগার গার্ড থাকে, যা ট্রিগারে চাপ পরতে দেয় না। ফলে দুর্ঘটনাজনিত ফায়ার থেকে আগ্নেয়াক্ষ সুরক্ষিত থাকে।
- ❖ **মাজল:** ব্যারেলের সম্মুখ ভাগের শেষ প্রান্তকে মাজল বলে, যেখানে বুলেট আগ্নেয়াক্ষ হতে বের হয়ে আসে।
- ❖ **ম্যাগাজিন:** ম্যাগাজিনে আগ্নেয়াক্ষের কার্টুজ মজুদ থাকে। ইহা আগ্নেয়াক্ষের সাথে সংযুক্ত বা আলাদা থাকে। ম্যাগাজিন হতে আগ্নেয়াক্ষ কার্টুজের যোগান পায়।
- ❖ **সেফটি:** সেফটি হচ্ছে আগ্নেয়াক্ষের ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত লিভার, যা দুর্ঘটনাজনিত ফায়ার প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। আগ্নেয়াক্ষে সাধারণত বাহ্যিক সেফটি লিভার থাকে। তবে কোন কোন আগ্নেয়াক্ষে অভ্যন্তরীণ সেফটি মেক্যানিজম (যেমন গুক-১৭) থাকে।
- ❖ **হ্যামার:** কার্টুজের পিছনের প্রাইমারে (Primer) আগ্নেয়াক্ষের যে অংশ আঘাত করে, সেটাকে হ্যামার বলে। হ্যামার এই আঘাত করার মাধ্যমে গানপাউডারে অগ্নি প্রজ্বলন করে এবং প্রজেক্টাইল বা বুলেটে গতির সঞ্চার হয়।
- ❖ **বোর (Bore):** ইহার মধ্য দিয়ে কার্টুজের বুলেট ঘূর্ণয়মানভাবে ধাবিত হয়ে গতি পায়। বোর হচ্ছে আগ্নেয়াক্ষের ব্যারেলের ব্যাস।

২৯.২ পিস্টল ও রাইফেলের কার্টুজের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা নিম্নরূপ:



- ❖ **প্রজেক্টাইল বা বুলেট:** কার্টুজের অভভাগের যে অংশ টার্গেটে প্রবেশ করে তাই প্রজেক্টাইল বা বুলেট।
- ❖ **কেসিং:** কার্টুজের গান পাউডার ও বুলেটের কিছু অংশ যা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে কেসিং বলে।

- ❖ গান পাউডার: কার্তুজের প্রাইমারে হ্যামার দ্বারা আঘাত করলে গান পাউডার প্রজ্ঞালিত হয় এবং বুলেট তীব্র গতিতে আগ্নেয়াক্ষ হতে বের হয়ে টার্গেটে আঘাত করে।
- ❖ প্রাইমার: ইহা কেসিং এর নিম্নাংশ যেখানে হ্যামার দ্বারা আঘাত করলে গান পাউডার প্রজ্ঞালিত হয়।

২৯.৩ পিস্টল বা হ্যান্ডগান বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ষ:

২৯.৩.১ পিস্টল বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ষ খোলার সময় সাধারণত ০৬ (ছয়) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ অন্ত্রের নিম্নোক্ত নিরাপত্তামূলক কাজ করা:
 - (ক) অন্ত্রের ম্যাগাজিন খোলা;
 - (খ) স্লাইডকে পিছনে টেনে ধরে চেম্বারে গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করা;
 - (গ) স্লাইডকে ছেড়ে দেওয়া;
 - (ঘ) ফায়ার করা; এবং
 - (ঙ) ম্যাগাজিন লাগানো।
- ❖ হ্যামার যুক্ত হাতিয়ার কক করে খোলা।
- ❖ পঁঢ়চের অংশ পঁঢ়চে পঁঢ়চে খোলা।
- ❖ লোহার অংশকে লোহা দিয়ে আঘাত না করা, প্রয়োজনে কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করা।
- ❖ কোন অংশ আটকিয়ে গেলে বল প্রয়োগ না করে আরমোরার সাহায্য নেওয়া।
- ❖ সর্বপ্রথমে খোলা অংশকে সর্ব ডানে রাখা এবং প্রয়োজনে বড় অংশকে ছোট অংশে পরিণত করা।

২৯.৩.২ পিস্টল বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াক্ষ জোড়া দেওয়ার সময় সাধারণত নিম্নোক্ত ০২ (দুই) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ সর্বশেষ খোলা অংশকে সর্বপ্রথমে জোড়া দেওয়া এবং এভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রয়োজনে ছোট অংশকে বড় অংশে পরিণত করা।
- ❖ অন্ত জোড়ার দেওয়ার পর ম্যাগাজিন লাগানোর পূর্বে অন্ত্রের সঠিকতা যাচাই করা (অন্তকে কক করে ফায়ার করা) ও ম্যাগাজিন লাগানো।

২৯.৩.৩ হ্যান্ডগান বা পিস্টলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ❖ হ্যান্ডগানের ১৫ ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট ব্যারেল থাকে;
- ❖ হ্যান্ডগানের ব্যারেলের ভিতর রাইফেলিং বা খাঁজ কাটা থাকে, যাকে বোর বলে। বোর বলতে পিস্টলের ব্যারেলের ভিতর অংশের ব্যাস অর্থাৎ দুই গুভস বা খাঁজের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বোঝায়।
- ❖ হ্যান্ডগানে দ্বিপ থাকে যেটা ফায়ারিং করার সময় শূটার দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করেন ইত্যাদি।

২৯.৪.১ অন্ত্রের নাম: ৭.৬২ মিমি সেমি অটোমেটিক পিস্টল টি - ৫৪ মেইড ইন চায়না



চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য:

- ❖ আধা স্বয়ংক্রিয়;
- ❖ রিকয়েল অপারেটেড;
- ❖ বাতাসে ঠান্ডা হয়;
- ❖ ম্যাগাজিন হতে গুলির যোগান পায়;
- ❖ ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটেল (সিকিউরি) এর জন্য আদর্শ হাতিয়ার;
- ❖ আত্মরক্ষার জন্য উভম ইত্যাদি।

পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য:

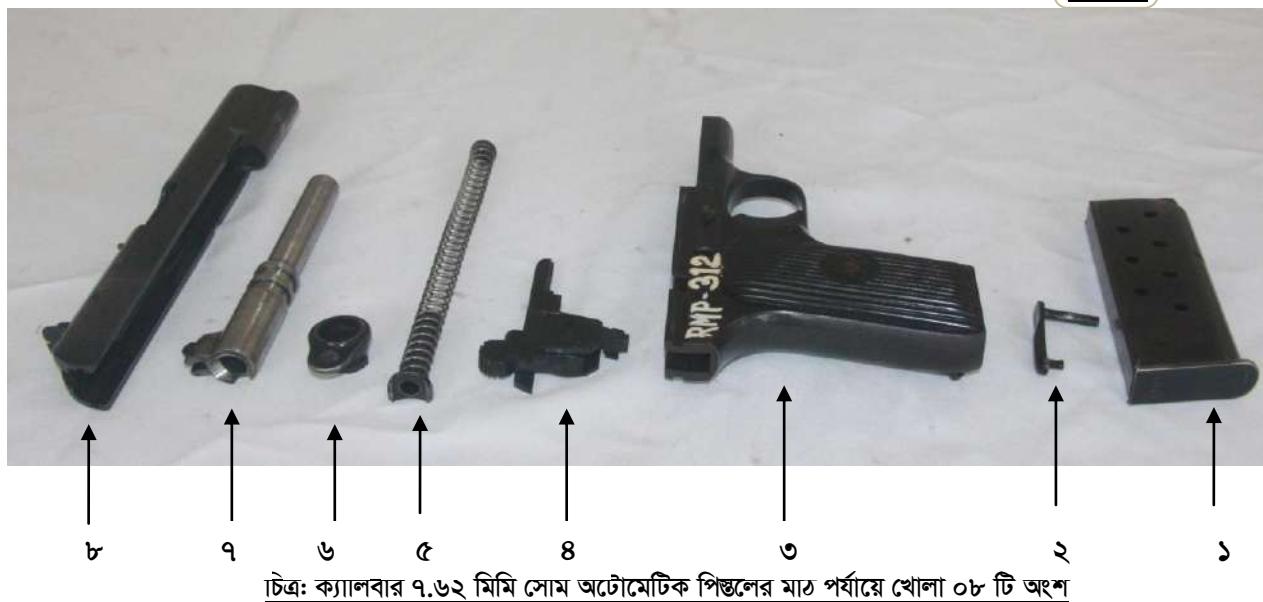
❖ পিস্টলের দৈর্ঘ্য	-	১৯৫ মিমি
❖ শূন্য ম্যাগাজিনসহ পিস্টলের ওজন	-	০.৮৫ কেজি
❖ কার্যকরী দূরত্ব	-	৫০ মি
❖ ম্যাগাজিন ধারণ ক্ষমতা	-	৮ রাউন্ড
❖ মাজল ভেলসিটি	-	৪২৭ মি / সেকেন্ড
❖ ক্যালিবার	-	৭.৬২ মিমি
❖ গুলির প্রকার	-	৭.৬২×২৫ মিমি
❖ গুলি বর্ষণের মাত্রা (Combat Rate of Firing) -	৩০	রাউন্ড / মিনিট

এই পিস্টলকে মাঠ পর্যায়ে ০৮ অংশে খোলা হয়। যথাঃ

- ১। ম্যাগাজিন
- ২। স্লাইড স্টপ
- ৩। ফ্রেম
- ৪। ফায়ারিং মেক্যানিজম
- ৫। কাউটার রিকয়েল মেক্যানিজম
 - (ক) রিকয়েল সিপ্রং প্লাগ
 - (খ) রিকয়েল সিপ্রং
 - (গ) রিকয়েল সিপ্রং গাইড
- ৬। ব্যারেল বুশিং
- ৭। ব্যারেল
- ৮। স্লাইড

তথ্যসূত্র:

- SAFETY SERVICE MANUAL FOR MODEL 54 PISTOL, MADE IN CHINA



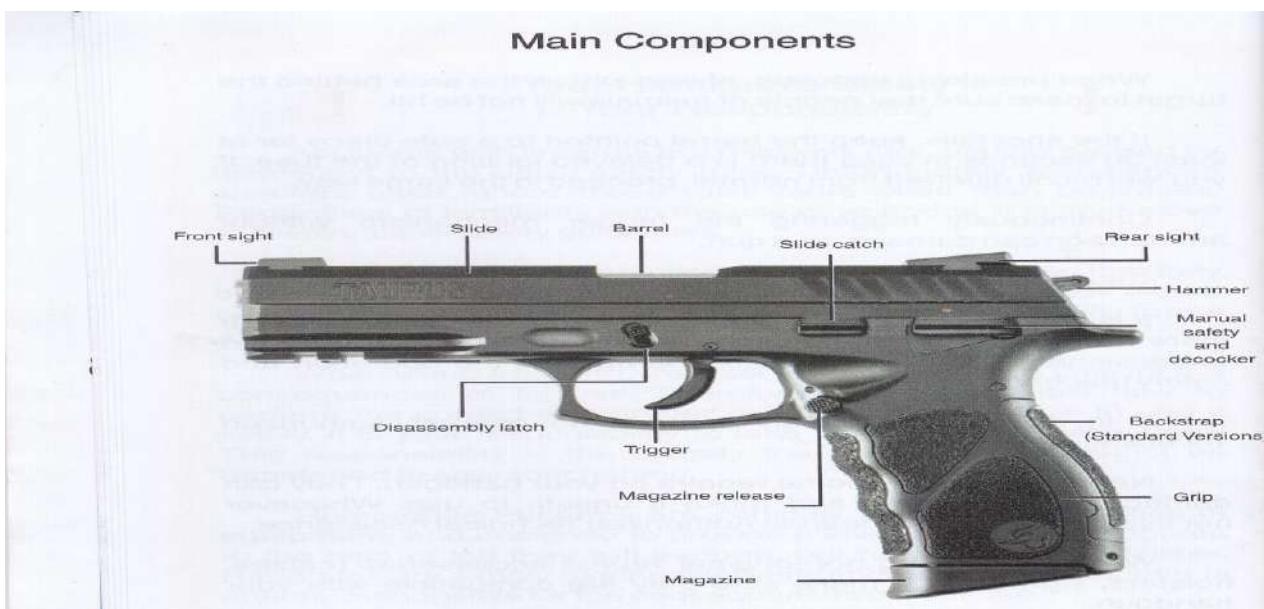
**২৯.৪.২ অস্ত্রের নাম: ৯ মিমি তরাস পিস্টল, মেইড ইন ব্রাজিল
(9 mmTaurus Pistol, Made in Brazil)**

চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য:

- ❖ ডাবল অ্যান্ড সিম্পল অ্যাকশন;
- ❖ রিকয়েল অপারেটেড;
- ❖ বাতাসে ঠান্ডা হয়;
- ❖ ম্যাগাজিন হতে গুলির যোগান পায়;
- ❖ ইহা সিকিউরি এর জন্য আদর্শ ও আত্মরক্ষার জন্য উওম হাতিয়ার;
- ❖ টু হ্যান্ডস অপারেটিং সিস্টেম (দুই হাত দ্বারা অপারেটিং করা যায়); এবং
- ❖ অন্যান্য অস্ত্র অপেক্ষা হালকা।

পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য (ভার্শন TH9):

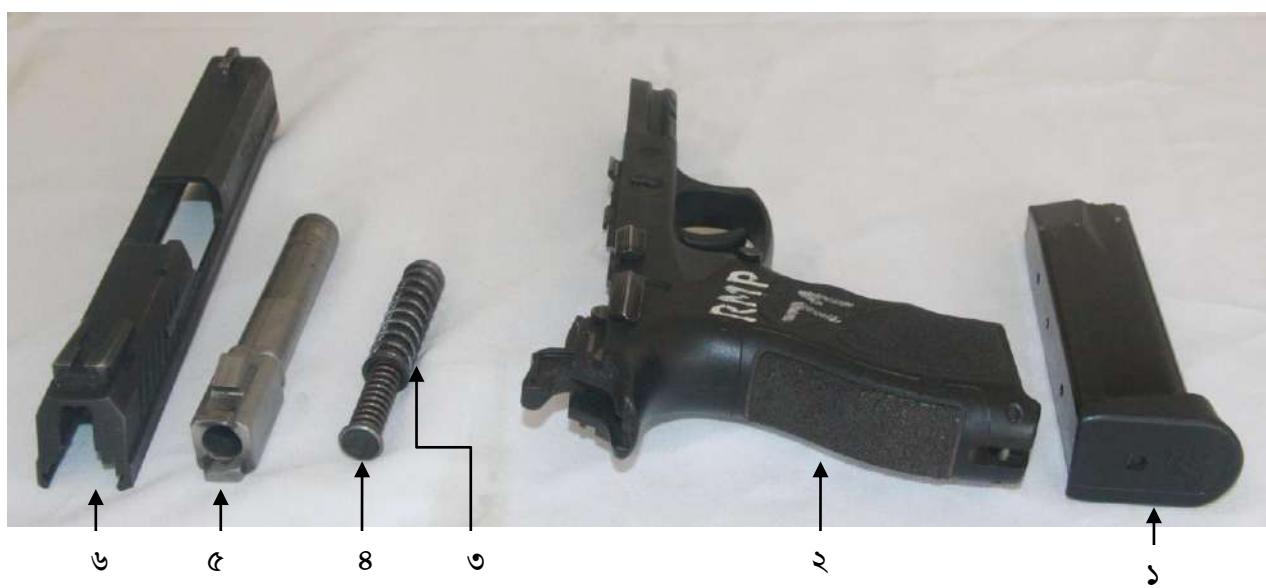
❖ ক্যালিবার	-	৯×১৯ মিমি
❖ অ্যাকশন	-	ডাবল অ্যান্ড সিম্পল অ্যাকশন
❖ ম্যাগাজিন ধারণ ক্ষমতা	-	১৭ রাউন্ড
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	১০৮.৬ মিমি
❖ সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য	-	১৯৬ মিমি
❖ সম্পূর্ণ উচ্চতা	-	১৫২ মিমি
❖ হিপ উয়িল্ডথ / বিস্তার	-	৩৩ মি
❖ সাইটের দূরত্ব	-	১৫৩ মিমি
❖ ট্রিগার গয়েট	-	এসএ: (১.৭-২.৩) কেজিএফ ডিএ: (৩.৫-৪.৮) কেজিএফ
❖ খালি ম্যাগাজিনসহ অস্ত্রের ওজন	-	৮০০ গ্রাম (প্রায়)
❖ ব্যারেলের ভিতর গ্রন্থস বাম থেকে ডানে	-	৬টি



চিত্র: ৯ মিমি তরাস পিস্টল

তরাস পিস্টলকে মাঠ পর্যায়ে ০৬ (ছয়) অংশে খোলা হয়:

- ১। ম্যাগাজিন অ্যাসেম্বলি
- ২। থ্রিপ অ্যাসেম্বলি
- ৩। ব্যারেল রিকয়েল স্প্রিং
- ৪। রিকয়েল স্প্রিং অ্যাসেম্বলি
- ৫। ব্যারেল
- ৬। স্লাইড অ্যাসেম্বলি



চিত্র: তরাস পিস্টল এর বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ TAURUS Instruction Manual, TH SERIES

২৯.৪.৩ গ্লোক সেফ অ্যাকশন পিস্টল, মেইড ইন অস্ট্রিয়া

পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য (মডেল G 17):

❖ ক্যালিবার	-	৯×১৯ মিমি
❖ গানের দৈর্ঘ্য	-	২০৮ মিমি
❖ স্লাইডের দৈর্ঘ্য	-	১৮৬ মিমি
❖ গানের উয়িডথ (চওড়া)	-	৩২ মিমি
❖ স্লাইড উয়িডথ (চওড়া)	-	২৫.৫ মিমি
❖ গানের উচ্চতা (ম্যাগাজিনসহ)	-	১৩৯ মিমি
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	১১৪ মিমি
❖ ব্যারেলের ভিতর গ্রন্তস বাম থেকে ডানে	-	৬টি
❖ ম্যাগাজিন ক্যাপাসিটি	-	১৭ রাউন্ড
❖ ম্যাগাজিনসহ অঙ্গের ওজন	-	৭০৫ গ্রাম

গ্রোক পিস্টলকে মাঠ পর্যায়ে ০৫ (পাঁচ) অংশে খোলা হয়। যথা:

- ১। ম্যাগাজিন টিউব
- ২। ফ্রেম
- ৩। রিকয়েল স্প্রিং অ্যাসেম্বলি
- ৪। ব্যারেল
- ৫। স্লাইড



চিত্র: গ্রোক সেফ অ্যাকশন পিস্টলের মাঠ পর্যায়ে খোলা ০৫ টি অংশ

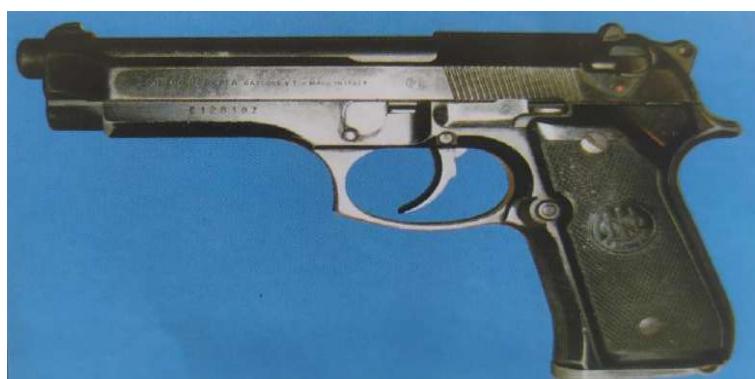
বাহ্যিক গঠন অনুসারে এই হাতিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নরূপ:

১. রীয়ার সাইট (Rear Sight)
২. ইজেকশন পোর্ট (Ejection Port)
৩. স্লাইড (Slide)
৪. ফ্রন্ট সাইট (Front Sight)
৫. মাজল (Muzzle)
৬. ট্রিগার (Trigger)
৭. ট্রিগার গার্ড (Trigger Guard)
৮. গ্রিপ (Grip)
৯. ম্যাগাজিন ওয়েল (Magazine Well)
১০. ট্যাং (Tang)
১১. ককিং সেরেশন (Cocking Serrations)



চিত্র: প্লোক সেফ অ্যাকশন পিস্টলের বাহ্যিক গঠন অনুসারে বিভিন্ন অংশের নাম

২৯.৪.৮ ৯ মিমি সেমি অটোমেটিক পিয়েট্রো বেরেটা পিস্টল, মেইড ইন ইটালী



পরিমাপ, ওজন ও ব্যাপ্তি:

❖ ক্যালিবার	-	৯×২১ মিমি
❖ অঞ্চের দৈর্ঘ্য	-	২১৭ মিমি
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	১২৫ মিমি
❖ অঞ্চের উচ্চতা	-	১৩৭ মিমি
❖ দুই সাইটের মধ্যবর্তী দূরত্ব	-	১৫৫ মিমি
❖ পিস্টল হ্রিপের ব্যাস	-	৩৫ মিমি
❖ একটি খালি ম্যাগাজিনসহ অঞ্চের ওজন	-	৯৬০ গ্রাম (প্রায়)
❖ ম্যাগাজিন ক্যাপাসিটি	-	১৫ রাউন্ড
❖ কার্যকরি দূরত্ব	-	৫০ মিটার
❖ মাজল ভেলসিটি	-	৩৯০ মিটার/সে
❖ একটি গুলির ওজন	-	১২ গ্রাম
❖ কার্টিজের দৈর্ঘ্য	-	৩০ মিমি

এই পিস্টলকে মাঠ পর্যায়ে ০৬ (ছয়) অংশে খোলা হয়। যথা:

১। স্ট্যাগারড ম্যাগাজিন

- ২। রিকয়েল স্প্রং
- ৩। রিকয়েল স্প্রং গাইড
- ৪। ব্যারেল
- ৫। স্লাইড
- ৬। ফ্রেম



চিত্র: ৯ মিমি সোমি অটোমেটিক পিয়েট্রো বেরেটা পিস্টলের মাঠ পর্যায়ে খোলা ০৬ টি অংশ

২৯.৫ রাইফেল বা লং গান বা দলগত আগ্নেয়াক্ষ:

২৯.৫.১ রাইফেল বা লং গান বা দলগত আগ্নেয়াক্ষের দৈহিক গঠন:

আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে রাইফেল বা লং গান বা দলগত আগ্নেয়াক্ষ ব্যবহার করতে হয়। এই অক্ষকে দক্ষতার সাথে ও কার্যকরীভাবে পরিচালনার জন্য ইহার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম ও কাজ করার প্রক্রিয়া (রাইফেলের যেসব যন্ত্রাংশ পিস্টলের অনুরূপ যা উপরে পিস্টল অংশে বর্ণিত হয়েছে) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, যা নিম্নে সচিত্র বর্ণিত হলো:

স্টক:

স্টক হচ্ছে কাঠ, প্লাস্টিক বা অন্যান্য উপাদানে তৈরি, যা রাইফেল জাতীয় আগ্নেয়াক্ষকে কাঁধে স্থাপন করে আগ্নেয়াক্ষের রিকয়েল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকে বাট স্টক বা সোল্ডার স্টকও বলে।

বোল্ট ক্যারিয়ার এঙ্গ:

বোল্ট, ফায়ারিং পিন, এক্সট্রাক্টর ইত্যাদি বোল্ট ক্যারিয়ার এঙ্গে থাকে। ইহা আগ্নেয়াক্ষে কার্তুজ চেম্বারে লোড করা, ফায়ার করা ও চেম্বার হতে খালি খোসা বের করার কাজ করে থাকে।

পিস্টল ট্রিপ:

সাব-মেশিন গান জাতীয় রাইফেলের রিসিভারের নিচে সংযুক্ত কাঠের অংশ যেখানে ডান হাত দিয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা হয়, তাকে পিস্টল ট্রিপ বলে।

ফ্রন্ট ট্রিপ:

সাব-মেশিন গান জাতীয় রাইফেলের রিসিভারের সামনের কাঠের অংশ যেখানে বাম হাত দিয়ে ধরা হয়, তাকে ফ্রন্ট ট্রিপ বলে।



চিত্র: রাইফেলের বিভিন্ন অংশ

২৯.৫.২ রাইফেল বা দলগত আগ্নেয়ান্ত্র বা লং গান খোলার সময় সাধারণত ০৬ (ছয়) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ অন্ত্রের নিম্নোক্ত নিরাপত্তামূলক কাজ করা:
 - (ক) সেফটি সেফ পজিশনে আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া, সেফটি সেফ পজিশনে না থাকলে সেফ পজিশন করা;
 - (খ) বোল্টকে এক ধাক্কায় পিছনে টেনে বোল্ট স্টপারে আটকিয়ে দেওয়া;
 - (গ) ম্যাগাজিন খুলে দেওয়া;
 - (ঘ) চেম্বার ও ম্যাগাজিনে গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করা;
 - (ঙ) বোল্টকে পিছনে টেনে ছেড়ে দেওয়া;
 - (চ) সেফটি ফায়ারিং পজিশন করা;
 - (ছ) ফায়ার করা;
 - (জ) সেফটি সেফ পজিশন করা; এবং
 - (ঝ) ম্যাগাজিন আটকিয়ে দেওয়া।
- ❖ হ্যামারযুক্ত হাতিয়ার কক করে খোলা।
- ❖ প্যাচের অংশে প্যাচে প্যাচে খোলা।
- ❖ লোহার অংশকে লোহা দিয়ে আঘাত না করে প্রয়োজনে কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করা।
- ❖ কোন অংশ আটকিয়ে গেলে বল প্রয়োগ না করে আরমোরার সাহায্য নেওয়া।
- ❖ সর্বপ্রথম খোলা অংশকে সর্ব ডানে রাখা এবং প্রয়োজনে বড় অংশকে ছোট অংশে পরিণত করা।

২৯.৫.৩ রাইফেল বা দলগত আগ্নেয়ান্ত্র বা লং গান জোড়া দেওয়ার সময় সাধারণত নিম্নোক্ত ০২ (দুই) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ সর্বশেষ খোলা অংশকে সর্বপ্রথমে লাগানো এবং এভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রয়োজনে ছোট অংশকে বড় অংশে পরিণত করা।
- ❖ অন্ত জোড়া দেওয়ার পর অঙ্গের সঠিকতা যাচাই করা (অঙ্গকে কক করে ফায়ার করা) ও ম্যাগাজিন লাগানো।

২৯.৫.৪ রাইফেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ❖ রাইফেলে ১৬ হতে ২৮ ইঞ্চি বা তার বেশি লম্বা ব্যারেল থাকে;
- ❖ রাইফেলের ব্যারেলের ভিতর রাইফেলিং বা খাঁজ কাটা থাকে, যাকে বোর বলে। বোর বলতে রাইফেলের ব্যারেলের ভিতর অংশের ব্যাস অর্থাৎ দুই গুভ বা খাঁজের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বোঝায়।
- ❖ রাইফেলে বাট স্টক থাকে যেটা ফায়ারিং করার সময় শূট্যারের ক্ষেত্রে সেট করে নিতে হয়।

২৯.৫.৫.৬২ মিমি সেমি-অটোমেটিক রাইফেল টাইপ ১৯৫৬, মেইড ইন চায়না

বৈশিষ্ট্য:

- ❖ আধা স্বয়ংক্রিয়;
- ❖ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত;
- ❖ বাতাসে ঠাণ্ডা হয়;
- ❖ ম্যাগাজিন হতে গুলির যোগান পায়;
- ❖ বেয়নেট সংযুক্ত;
- ❖ সিকিউরির জন্য আদর্শ হাতিয়ার;
- ❖ অন্যান্য রাইফেল হতে হালকা ও কার্যকরী; এবং
- ❖ আত্মরক্ষার জন্য উত্তম হাতিয়ার ইত্যাদি।



পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য:

❖ রাইফেলের ওজন	-	৩.৮৫ কেজি
❖ বুলেট ওজন	-	৭.৯ গ্রাম
❖ প্রপেলেন্ট চার্জ ওজন	-	১.৬ গ্রাম
❖ ক্লিপ ১০ টি কার্তুজসহ ওজন	-	১৮০ গ্রাম
❖ রাইফেল বেয়নেট ভাঁজ করা অবস্থায় লম্বা	-	১০২৫ মিমি
❖ রাইফেল বেয়নেট খোলা অবস্থায় লম্বা	-	১৩২২ মিমি
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	৫২০ মিমি
❖ সাইট রেডিয়াস	-	৪৮০ মিমি
❖ কার্তুজের দৈর্ঘ্য	-	৫৬ মিমি
❖ কার্যকরী দূরত্ব	-	৪০০ মি
❖ এয়ার ক্রাফট এবং প্যারাট্রুপস এর বিরুদ্ধে	-	৫০০ মি
❖ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে	-	৮০০ মি
❖ প্রজেক্টাইলের কার্যকরী ক্ষমতা	-	১৫০০ মি
❖ ফয়ারিং এর সর্বাধিক দূরত্ব	-	২০০০ মি
❖ ম্যাগাজিন ধারণ ক্ষমতা	-	১০ রাউন্ড
❖ বল কার্তুজের মাজল ভেলসিটি	-	৭৩৫ মি / সেকেন্ড
❖ ক্যালিবার	-	৭.৬২ মিমি

রাইফেলকে মাঠ পর্যায়ে ০৯ অংশে খোলা হয়:

- ১। প্লাই
- ২। ক্লিনিং রড
- ৩। রিসিভার কাভার

৪। রিটার্ন মেক্যানিজম

(ক) রিটার্ন সিপ্রং

(খ) গাইড টিউব

(গ) গাইড রড

(ঘ) রিটেনার

৫। বোল্ট বডি

৬। বোল্ট ক্যারিয়ার

৭। পিস্টন

৮। হ্যান্ডগার্ড অ্যাসেম্বলি

৯। ব্যারেল অ্যান্ড রিসিভার

(ক) প্লাঞ্জার রড

(খ) প্লাঞ্জার সিপ্রং

(গ) ট্রিগার অ্যান্ড ফায়ারিং মেক্যানিজম

(ঘ) ম্যাগাজিন

(ঙ) বাট

(চ) বডি অ্যান্ড ব্যারেল

(ছ) বেয়নেট



চিত্র: ৭.৬২-মিমি সেমি-অটোমেটিক রাইফেল টাইপ-১৯৫৬ মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ PARTS CATALOGUE & INSTRUCTIONS FOR 7.62 MM SEMI-AUTOMATIC RIFLE,
TYPE 1956, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

২৯.৫.৬ সাব-মেশিন গান (এসএমজি)

অন্তর্ভুক্ত নাম: ৭.৬২ মিমি সাব-মেশিন গান টাইপ ৫৬, মেইড ইন চায়না

২৯.৫.৬.১ এসএমজি খোলার সময় সাধারণত ০৬ (ছয়) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ অন্ত্রের নিম্নোক্ত নিরাপত্তামূলক কাজ করা:
- (ক) সেফটি সেফ পজিশনে আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া, সেফটি সেফ পজিশনে না থাকলে সেফ পজিশনে নেওয়া;
- (খ) ম্যাগাজিন খোলা;
- (গ) সেফটি ফায়ারিং পজিশন করা;
- (ঘ) বোল্ট পিছনে টেনে ধরে চেম্বারে গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করা;
- (ঙ) বোল্টকে ছেড়ে দেওয়া;
- (চ) ফায়ার করা;
- (ছ) সেফটি সেফ পজিশন করা: এবং
- (জ) ম্যাগাজিন লাগানো।
- ❖ হ্যামার যুক্ত হাতিয়ার কক করে খোলা।
- ❖ পঁয়াচের অংশ পঁয়াচে পঁয়াচে খোলা।
- ❖ লোহার অংশকে লোহা দিয়ে আঘাত না করা, প্রয়োজনে কাঠের হাতাড়ি ব্যবহার করা।
- ❖ কোন অংশ আটকিয়ে গেলে বল প্রয়োগ না করে আরমেরার সাহায্য নেওয়া।
- ❖ সর্বথেক খোলা অংশকে সর্ব ডানে রাখা এবং প্রয়োজনে বড় অংশকে ছোট অংশে পরিণত করা।

২৯.৫.৬.২ এসএমজি জোড়া দেওয়ার সময় সাধারণত নিম্নোক্ত ০২ (দুই) টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ❖ সর্বশেষ খোলা অংশকে সর্বথেকে লাগানো এবং এভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রয়োজনে ছোট অংশকে বড় অংশে পরিণত করা।
- ❖ অন্ত জোড়া দেওয়ার পর অন্ত্রের সঠিকতা যাচাই করা (অন্তকে কক করে ফায়ার করা) ও ম্যাগাজিন লাগানো।

২৯.৫.৭ ৭.৬২ মিমি সাব-মেশিনগান টাইপ ৫৬, চায়না

বৈশিষ্ট্য:

- ❖ পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কিন্তু একটি করে গুলি ফায়ারের পদ্ধতিও আছে;
- ❖ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত;
- ❖ লকিং মোড - বোল্ট রোটেটিং;
- ❖ বাতাসে ঠান্ডা হয়;
- ❖ ম্যাগাজিন থেকে গুলি পায়;
- ❖ রাইফেলের ন্যায় ব্যবহার করা যায়; এবং
- ❖ সিকিউরিটি জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ার।



মাপ ও ওজন:

❖ এসএমজি বেয়নেট বন্ধ অবস্থায় লম্বা	-	৮৭৪ মিমি
❖ এসএমজি বেয়নেট খোলা অবস্থায় লম্বা	-	১১০০ মিমি
❖ খালি ম্যাগাজিনসহ ওজন	-	৪.০৩ কেজি
❖ সাইট রেডিয়াস	-	৩৭৮ মিমি
❖ খালি ম্যাগাজিনের ওজন	-	০.৩৩ কেজি

কারিগরি তথ্য:

❖ কার্যকরী দূরত্ব	-	৪০০ মি
❖ রীয়ার সাইট রেঞ্জ	-	৮০০ মি
❖ ম্যাগাজিনে গুলি ধারণ ক্ষমতা	-	৩০ রাউন্ড
❖ মাজল ভেলসিটি	-	৭১০ মি / সেকেন্ড
❖ ক্যালিবার	-	৭.৬২ মি

❖ সার্ভিস রাইফেল

- ১০০০০ আরডিএস

ফায়ারের ধরন:

- (ক) সিংগেল শট: একটি করে গুলি ফায়ার;
- (খ) শট বাষ্ঠ ফায়ার: ২/৩ রাউন্ড গুলি করে (খুবই কার্যকরী); এবং
- (গ) লং বাষ্ঠ ফায়ার: ৬-১০ রাউন্ড গুলি পর্যন্ত।

এসএমজিকে মাঠ পর্যায়ে ১১ অংশে খোলা হয়। যথা:

১. স্লিং
২. ম্যাগাজিন
৩. ফিনিং রড
৪. রিসিভার কাভার
৫. রিটার্ন সিপ্রং গাইড অ্যাসি
৬. বোল্ট অ্যাসি
৭. ক্যারিয়ার অ্যাসি
৮. হ্যান্ড গার্ড অ্যাসি
৯. গান বাডি



চিত্র: ৭.৬২ মিমি সাব-মেশিনগান টাইপ-৫৬ মেইড ইন চায়না মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ INSTRUCTIONS MANUAL FOR 7.62 MM SUB-MECHINE GUN TYPE 56

২৯.৫.৮ অঙ্গের নাম: ৯ মিমি এসএমটি, মেইড ইন ব্রাজিল

বৈশিষ্ট্য:

- (ক) সিঙ্গেল, ডাবল এবং স্বয়ংক্রিয় ফায়ারের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার;
- (খ) রিকয়েল অপারেটেড;
- (গ) বাতাসে ঠান্ডা হয়;
- (ঘ) ম্যাগাজিন হতে গুলির যোগান পায়;
- (ঙ) ইহা একটি (সিকিউরি) এর জন্য আদর্শ ও আত্মরক্ষার উওম হাতিয়ার;

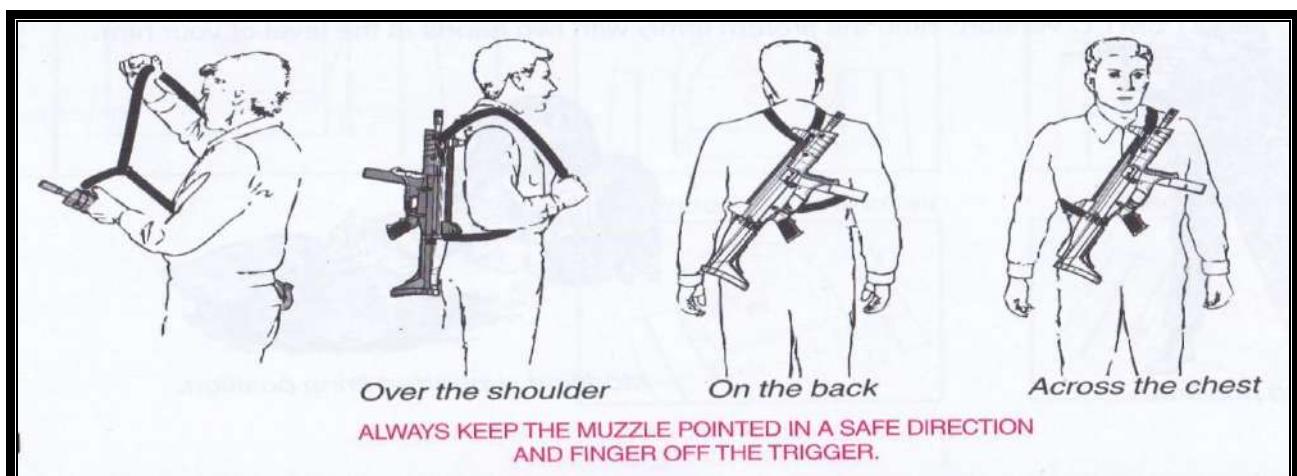
(চ) টু হ্যান্ডস অপারেটিং সিস্টেম (দুই হাত দ্বারা অপারেটিং করা যায়) ইত্যাদি।

পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য (Model SMT9):

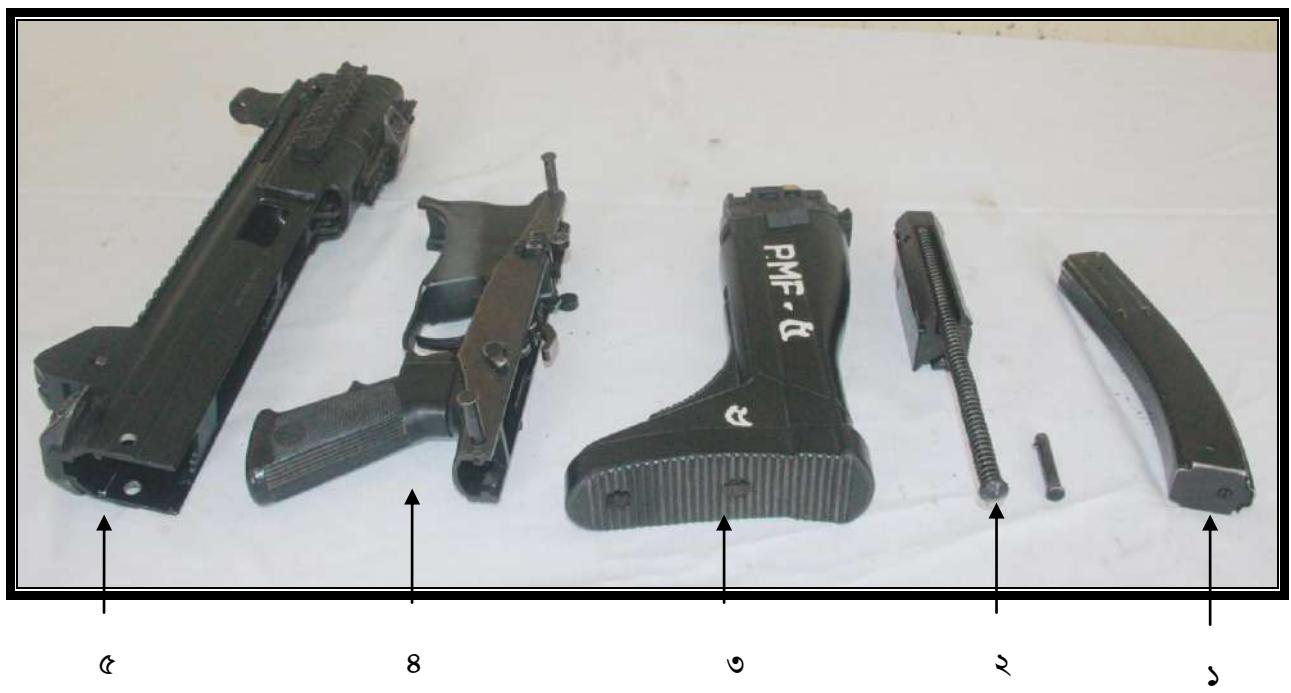
❖ ক্যালিবার	-	৯ মিমি
❖ অপারেশন	-	ড্রাব্যাক, ক্লোজড বিস্ট ফায়ারিং
❖ ফায়ারিং মোডস	-	সেমি-অটো, লিমিটেড বাস্ট (টু শট), ফুল অটো
❖ ম্যাগাজিনে গুলি ধারণক্ষমতা	-	১০ এবং ৩০ রাউন্ড
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	২০০ মিমি
❖ রাইফলিং	-	৬ গ্রাম্স, রাইট হ্যান্ড টুইস্ট ১ টার্ন ইন ১০ ইন (২৫০মিমি)
❖ অন্ত্রের দৈর্ঘ্য (বাট বন্ধ অবস্থায়)	-	৪৭০ মিমি
❖ অন্ত্রের দৈর্ঘ্য (বাট খোলা অবস্থায়)	-	(৬৮০-৭৬০) মিমি
❖ দুই সাইটস এর মধ্যবর্তী দূরত্ব	-	২৭০ মিমি
❖ ম্যাগাজিনচাড়া অন্ত্রের ওজন	-	৩ কেজি
❖ খালি ম্যাগাজিনসহ অন্ত্রের ওজন	-	৩০ টি - ৩.২ কেজি এবং ১০ টি - ৩.১ কেজি
❖ গুলি ভর্তি ম্যাগাজিনসহ অন্ত্রের ওজন	-	৩০ টি - ৩.৬ কেজি এবং ১০ টি - ৩.৩ কেজি
❖ টিগ্রার পুল	-	(৩.৮ + ০.৮) 'কেজিএফ'
❖ গুলি করার সক্ষমতা (ফুল অটো অবস্থায়)-	-	৭৫০ রাউন্ড / মিনিট (প্রায়)

এসএমটিকে মাঠ পর্যায়ে ০৬ (ছয়) অংশে খোলা হয়। যথা:

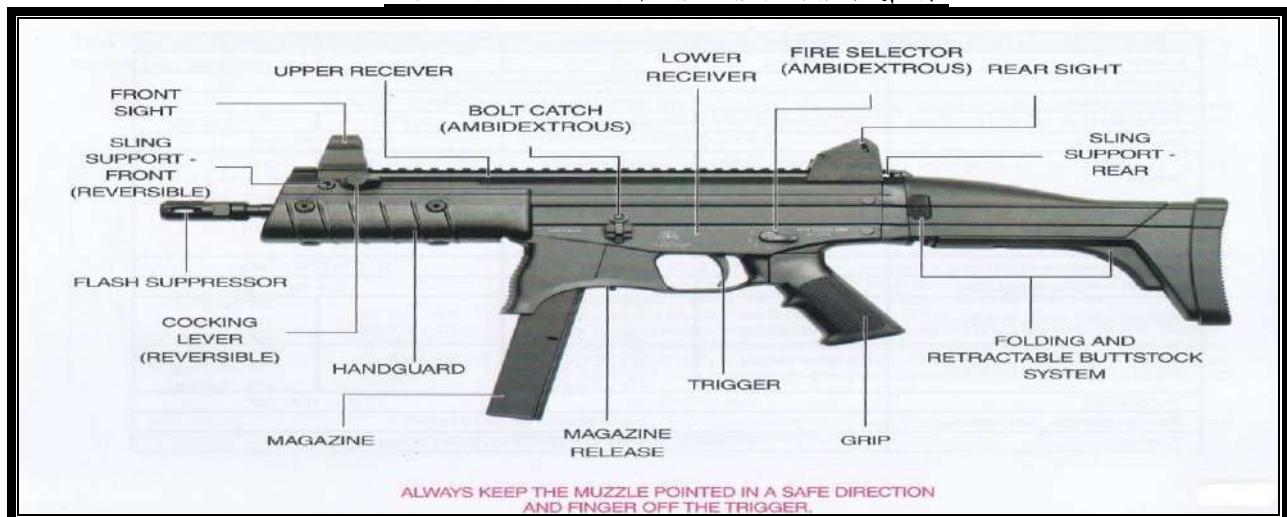
১. ম্যাগাজিন অ্যাসেম্বলি
২. বোল্ট উইথ রিকয়েল স্প্রিং অ্যান্ড রিকয়েল স্প্রিং গাইড
৩. বাটস্টক অ্যাসেম্বলি
৪. ট্রিপ অ্যাসেম্বলি
৫. ব্যারেল অ্যান্ড রিসিভার



চিত্র: এসএমটি অন্ত্রের মাজন সেফ ডি঱েকশনে রেখে বহন করা



চিত্র: ৯ মিমি এসএমটি অঙ্কের মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশ



চিত্র: ৯ মিমি এসএমটি অঙ্কের বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ INSTRUCTIONS MANUAL SMT SUBMECHINE GUN

২৯.৫.৯ অঙ্কের নাম: ৭.৬২ মিমি লাইট মেশিন গান টাইপ ১৯৫৬, মেইড ইন চায়না

পরিমাপ, ওজন ও কারিগরি তথ্য:

- | | |
|--|-----------------------|
| ❖ ক্যালিবার | - ৭.৬২ মিমি |
| ❖ অ্যামিউনিশন ড্রামসহ গানের ওজন | - ৭.৯ কেজি |
| ❖ ১০০ টি গুলি ভর্তি ড্রামের ওজন | - ২.৬ কেজি |
| ❖ পূর্ণসং গানের দৈর্ঘ্য | - ১.০৩৭ মিটার |
| ❖ এক মিনিটে গুলি বর্ষণের হার ধারাবাহিকভাবে | - ৯০০ রাউন্ড / মিনিট |
| ❖ একজন প্রশিক্ষণগ্রাহী সদস্য ফায়ার করতে পারে | - ১৫০ রাউন্ড / মিনিট |
| ❖ দৃষ্টি সীমার আওতায় টার্গেট করে ফায়ার করা সম্ভব | - ১০০০ মিটার |
| ❖ বুলেটের সর্বোচ্চ অতিক্রান্ত দূরত্বের সীমা | - ২০০০ মিটার (প্রায়) |

❖ রীয়ার সাইড থেকে ফ্রন্ট সাইডের দূরত্ব	-	৫৯৫.৫ মিমি
❖ ফ্রন্ট সাইড টিপ এর বেস (চওড়া)	-	২.৫ মিমি
❖ এয়ার ক্রাফটের বিরুদ্ধে কার্যকরী দূরত্ব	-	৫০০ মিটার
❖ একটি বল কার্ট্রিজের ওজন	-	১৬.৪ গ্রাম
❖ বুলেটের ওজন	-	৭.৯ গ্রাম
❖ মাজল ভ্যালোসিটি	-	৭৩৫ মিটার / সেকেন্ড

ফায়ারের ধরন:

ক) শর্ট বাস্ট ফায়ার: ২-৩ রাউন্ড করে

খ) লং বাস্ট ফায়ার: ৪-৬ রাউন্ড করে

এলএমজিকে মাঠ পর্যায়ে ০৫ (পাঁচ) অংশে খোলা হয়:

১. স্লিং
২. অ্যামিউনিশন ড্রাম
৩. ফায়ার মেক্যানিজম
৪. বোল্ট
৫. বোল্ট ক্যারিয়ার
৬. ব্যারেল অ্যাভ রিসিভার অ্যাসেম্বলি

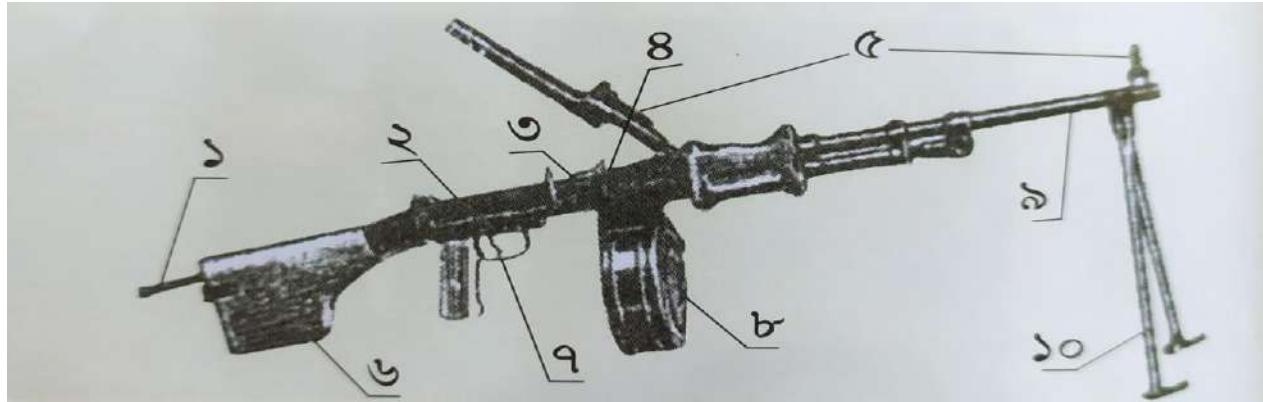


চিত্র: ৭.৬২মিমি লাইট মেশিন গান টাইপ-১৯৫৬ মেইড ইন চায়না অঙ্কের বিভিন্ন অংশ

বাহ্যিক গঠন অনুসারে হাতিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নরূপ:

১. রিটার্ন সিপ্রিং অ্যাসেম্বলি
২. রিসিভার অ্যাসেম্বলি
৩. বোল্ট অ্যাসেম্বলি
৪. ফীড মেক্যানিজম
৫. সাইট ডিভাইস

৬. বাট
৭. ফায়ার মেক্যানিজম
৮. অ্যামিউনিশন ড্রাম
৯. ব্যারেল অ্যাসেম্বলি
১০. বাইপড



চিত্র: ৭.৬২ মিমি লাইট মেশিন গান টাইপ-১৯৫৬ মেইড ইন চায়না

তথ্যসূত্র:

➤ Operation & Maintenance Manual

২৯.৬.১ অঙ্গের নাম: পাস্প অ্যাকশন শটগান ওয়াইএল ১২-১ জে ৬ (Pump Action Shotgun YL 12-1J6)

শটগানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ❖ শটগানে রাইফেলের অনুরূপ ১৮ হতে ২৮ ইঞ্চির বাট স্টক থাকে;
- ❖ শটগানে বাট স্টক থাকে যেটা ফায়ারিং করার সময় শৃঙ্খলার কোমরের পাশে সেট করে নিতে হয়;
- ❖ শটগানের ব্যারেলের ভিতর রাইফেলিং বা খাঁজ কাটা থাকে না; ইহা স্থুৎ বোরের হয় ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য:

- ❖ অবৈধ জনতার কোমরের নীচে ছড়ানো ফায়ারিং করে ছেবেঙ্গকরণে কার্যকরী;
- ❖ অপারেশনে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য;
- ❖ স্বল্প দূরত্বের ফায়ারিং উপযোগী;
- ❖ বেষ্টনী ঘেরা স্থান ও খোলা প্রান্তের ব্যবহারের জন্য উত্তম ইত্যাদি।

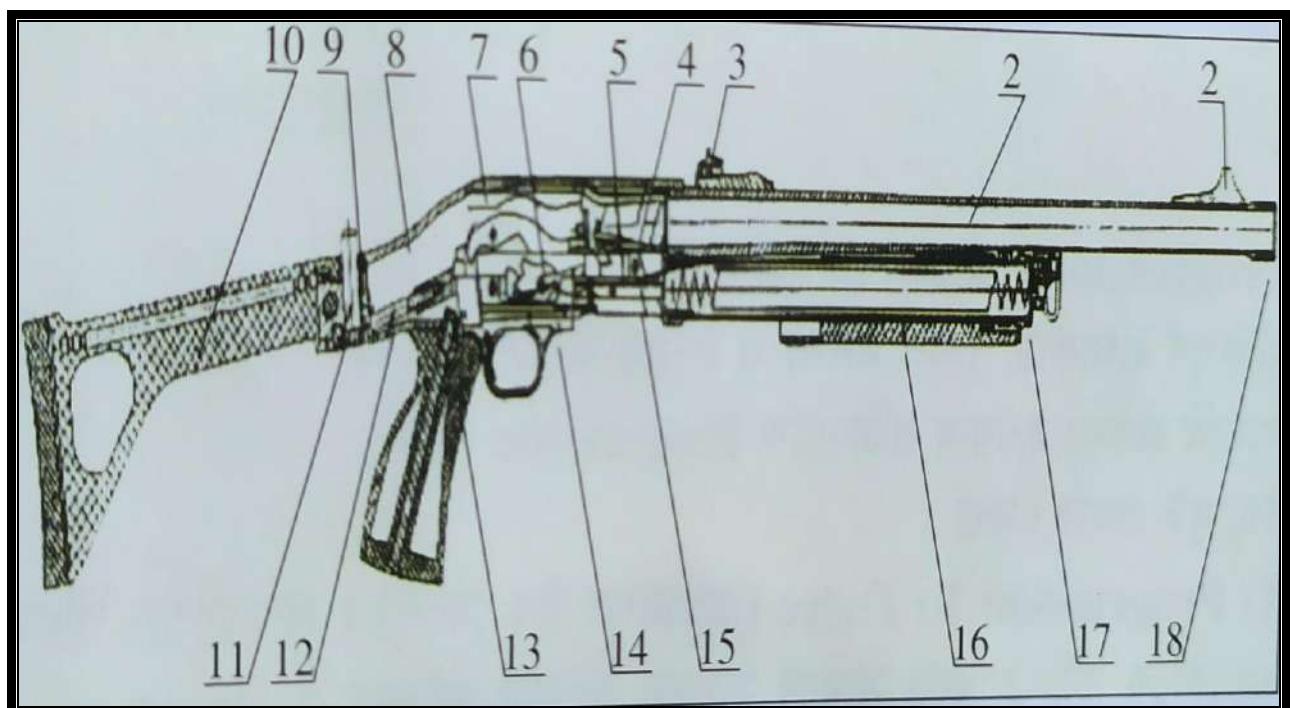
প্রধান কারিগরি উপাত্ত:

❖ ক্যালিবার	-	১২ গেজ
❖ ব্যারেলের দৈর্ঘ্য	-	৫০.৮০ সেমি
❖ বাট খোলা গানের দৈর্ঘ্য	-	১০০ সেমি
❖ বাট ভাঁজ করা গানের দৈর্ঘ্য	-	৭৬.৫০ সেমি
❖ শূন্য ম্যাগাজিনসহ গানের ওজন	-	৩.৮০ কেজি
❖ ম্যাগাজিন ধারণ ক্ষমতা	-	৬+১
❖ চেমারের দৈর্ঘ্য	-	৭ সেমি
❖ কার্যকরী দূরত্ব	-	৫০ মি

শটগানের নিরোক্ত অংশসমূহ বিদ্যমান:

- ১। ফ্রন্ট সাইড
- ২। ব্যারেল
- ৩। রীয়ার সাইড
- ৪। বোল্ট

- ৫। বোল্ট ফ্রেম
 ৬। ফলোয়ার
 ৭। রিসিভার
 ৮। রিসিভার কানেক্টিং বেস
 ৯। সাইড-ফোল্ডিং স্টক কানেক্টিং বেস
 ১০। সাইড ফোল্ডিং স্টক
 ১১। ক্যাচ
 ১২। কানেক্টিং বেস স্লুট
 ১৩। থ্রিপ
 ১৪। ফায়ারিং গীয়ার ছচ্ছ
 ১৫। লেফট অ্যান্ড রাইট স্টপ
 ১৬। ফোরেন্ড
 ১৭। লকিং নাট
 ১৮। মাজল নাট



চিত্র: পাম্প এক্ষেপ্শন শটগান ওয়াইএল ১২-১ জে ৬ এর বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ OPERATIONAL & USER'S MANUAL

২৯.৬.২ একেকেএআর এম-২০০০ পাম্প শটগান (AKKAR M-2000 Pump Shotgun)

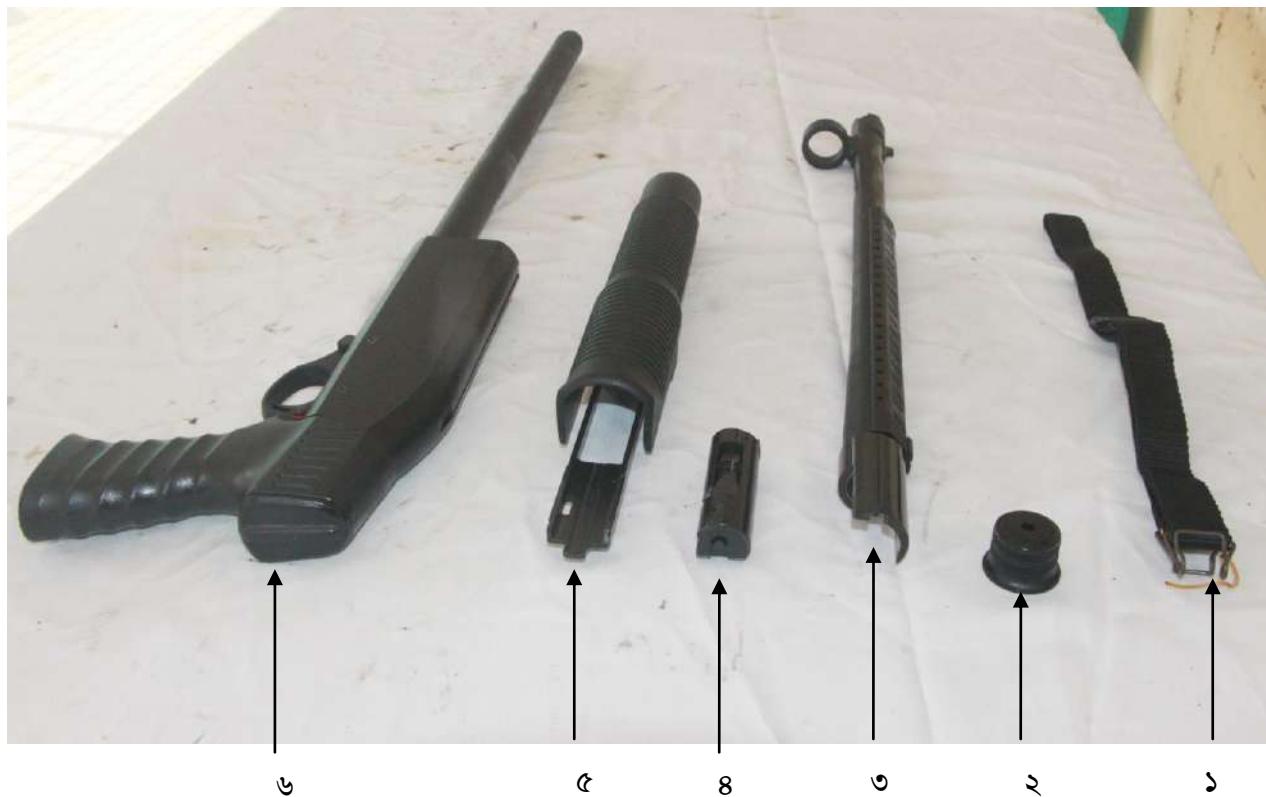
বৈশিষ্ট্য:

- ❖ অপারেশনে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য;
- ❖ স্বল্প দূরত্বের ফায়ারিং উপযোগী;
- ❖ বেষ্টনী ঘেরা স্থান ও খোলা প্রাণ্তের ব্যবহারের জন্য উত্তম ইত্যাদি।

এই অন্তর্কে মাঠ পর্যায়ে ০৬ (ছয়) অংশে খোলা হয়:



১. স্লিং
২. ম্যাগাজিন ক্যাপ
৩. ব্যারেল
৪. ব্রিস বোল্ট
৫. ফরেন অ্যান্ড অ্যাকশন বার
৬. পিস্টল হ্রিপ অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড ম্যাগাজিন টিউব



চিত্র: একেকেএআর এম-২০০০ পাম্প শটগানের মাঠ পর্যায়ে খোলা বিভিন্ন অংশ

তথ্যসূত্র:

➤ INSTRUCTIONS MANUAL FOR PUMP ACTION SHOTGUN

২৯.৭ অঙ্গের নাম: ৩৮ মিমি অ্যান্টি-রাইয়ট গান অ্যান্ড পিস্টল (মডেল ডাব্লিউকে ৬৮৩০১ অ্যান্ড ডাব্লিউকে ৭৯৫)

বৈশিষ্ট্য:

- ক) অবৈধ জনতা ছেবেকরণ ও দাঙা নিয়ন্ত্রণে উত্তম হাতিয়ার;
- খ) বিভিন্ন প্রকার বুলেট ও কার্তুজ ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি।



চিত্র: অ্যান্টি-রাইট গন (Model WK 68301)



চিত্র: অ্যান্টি-রাইট গন (Model WK 795)

ব্যবহৃত অ্যামিটনিশন:

- ❖ টীয়ার কার্ট্রিজ
- ❖ রাবার কার্ট্রিজ
- ❖ উডন বুলেট
- ❖ প্লাস্টিক বুলেট

কারিগরি উপাত্ত:

বৈশিষ্ট্য	ডাব্লিউকে ৭৯৫	ডাব্লিউকে ৬৮৩০১
ক্যালিবার	৩৭ / ৩৮ মিমি	৩৭ / ৩৮ মিমি
ওজন	১.২ কেজি	২.৯ কেজি
গুলি ধারণ ক্ষমতা	১ রাউন্ড	১ রাউন্ড
পুল অফ দি ট্রিগার	< ১১ কেজি	< ১১ কেজি
কার্যকরী দূরত্ব	< ১০০ মি	< ১৩০ মি
দৈর্ঘ্য	৩১২ মিমি	৮১৮ মিমি

ତଥ୍ୟସ୍ତବ:

- "Firearms Basic; Firearms Intermediate; Firearms Advanced ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1st edition 2015
- *Guns: Conceal and Carry.* Cunningham, Anne C. (2017). Greenhaven Publishing LLC.
- INSTRUCTIONS MANUAL FOR 7.62 MM SUB-MECHINE GUN TYPE 56
- INSTRUCTIONS MANUAL SMT SUBMECHINE GUN
- INSTRUCTIONS MANUAL FOR PUMP ACTION SHOTGUN
- OPERATIONAL & USER'S MANUAL
- PARTS CATALOGUE & INSTRUCTIONS FOR 7.62 MM SEMI-AUTOMATIC RIFLE, TYPE 1956, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
- SAFETY SERVICE MANUAL FOR MODEL 54 PISTOL, MADE IN CHINA
- Special Operations Weapons & Tactics by T.J Mullin, Greenhill Books, London; Stackpole Books, Pennsylvania, 2003
- TAURUS Instruction Manual, TH SERISE
- “ United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009



একটি ট্রেনিং-ও, বাংলাদেশ পুলিশ,
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স প্রকাশনা

পরিবেশক: বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট

THE END